Published by :
The Principal, Sanskrit College
1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-700012,

Printed by :
D. P. Mitra, at The Elm Press,
63, Beadon Street, Calcutta-700006,

कलिकातासंस्कृतमहाविद्यालय-गवेषणाग्रन्थमाला-ग्रन्थाङ्कः-९१

राजानक-श्रीमहिमभट्टविरचितो

व्यक्तिविवेकः

(प्रथमो भागः)

वङ्गभाषयानूद्य विवृत्या समलङ्कृत्य
टिप्पण्यादिभिश्च परिसंस्कृत्य
कलिकाता राष्ट्रिय-संस्कृतमहाविद्यालयाध्यक्षेण
श्रीविष्णुपद भट्टाचार्य्येण
सम्पादितः ॥

নিবেদন

কাশ্মীরক আচার্য্য মহামনীষী রাজানক মহিমভট্ট বিরচিত ধ্বনিধ্বংস-গ্রন্থ 'ব্যক্তিবিবেকে'-র প্রথম বিমর্শ বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টিপ্পণীসহ প্রকাশিত হইল। নানা কারণে প্রথম বিমর্শ দুইটি খণ্ডে প্রকাশ করিতে হইল। দ্বিতীয় খণ্ডটি বর্ত্তমানে যন্ত্রস্থ। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাংশে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে মহিমভট্টের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপকবর্য্য ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এই পরিণত বয়সে শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও যেরূপ গভীর আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং ইহার মুখবন্ধে যে অনাবিল সাধুবাদ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকৃত্রিম শিষ্যানুরাগ ও শাস্ত্রব্যসনিতার সমুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার পক্ষে ধৃষ্টতা স্বরূপ হইবে।

এই দুরূহ নিবন্ধের ব্যাখ্যায় অবশ্যই স্খলনের সম্ভাবনা। পরোপকারচিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্যে আমি ব্রতী হই নাই। মহিমভট্টের মনীষার দীপ্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আত্মসন্তুষ্টির জন্যই এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আচার্য ধর্মকীর্ত্তির ভাষায় বলিতে পারি—

"তেনায়ং ন পরোপকার ইতি নশ্চিন্তাপি চেতশ্চিরং
সূক্তাভ্যাসবিবর্দ্ধিতব্যসনমিত্যত্রানুবদ্ধস্পৃহম্ ।।"

সুতরাং গুণৈকপক্ষপাতী সুধীবৃন্দ সেই সকল ত্রুটি সহিষ্ণুতার সহিত বিবেচনা করিবেন—এই আশাই পোষণ করিব। কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদও গ্রন্থকলেবরে দৃষ্টিগোচর হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টাংশে শুদ্ধিপত্রে যথাসম্ভব এই সকল মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনের ইচ্ছা রহিল।

কলিকাতা
সংস্কৃত কলেজ
২৫.২.৫৭

—ইতি
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

মুখবন্ধ

আনন্দবর্ধন কাশ্মীরের অধিবাসী এবং কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়া ধ্বনিপ্রস্থান প্রবর্তন করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় নবম শতক।

আনন্দবর্ধন-প্রণীত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের প্রাচীন টীকা 'চন্দ্রিকা' লুপ্ত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার কোন পূর্বপুরুষকে ইহার রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লোচনটীকায় চন্দ্রিকাকারের মত স্থানে স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত-পাদের পূর্বে ভট্টনায়ক 'হৃদয়দর্পণ' বা 'সহৃদয়দর্পণ' নামক গ্রন্থে ধ্বন্যালোকের অতিবিস্তৃত খণ্ডন করেন। ইহা অতি গম্ভীরার্থক রচনা এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের অনেক রহস্যবিচারের দ্বারা সুসমৃদ্ধ—ইহা অভিনবগুপ্তপাদের ব্যাখ্যায় এবং অনেক আলঙ্কারিকের গ্রন্থে উদ্ধৃত বাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহার রসবাদ একটি মৌলিক কল্পনা (theory)। অভিনবগুপ্তপাদের রস-ব্যাখ্যায় ভট্টনায়কের মত স্থানে স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু সে খণ্ডন ভট্টনায়ক প্রতিপাদিত ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব ব্যাপারদ্বয়ের গতার্থতা প্রতিপাদনে পর্যবসিত। 'হৃদয়দর্পণ'-গ্রন্থ এবং অভিনবগুপ্তপাদের গুরু ভট্টতোতের 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থ লুপ্ত হওয়ায় আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা অসম্পূর্ণতাদোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ইঁহাদের উক্ত গ্রন্থদ্বয় যে সাহিত্যশাস্ত্রের অতি গভীর ও শক্তিশালী আলোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ রচনা—তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ প্রথম হইতেই বহু বিরোধী সমালোচনার বিষয় হয়। কাশ্মীরদেশোদ্ভূত নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট এই মতের অসারতাপ্রতিপাদনে যত্নপর হইয়াছিলেন। অনন্তর ভট্টনায়ক 'হৃদয়দর্পণ'-গ্রন্থে ধ্বনির ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হন। অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের আক্ষেপের সমাধান করেন।

মহিমভট্ট ব্যক্তিবিবেকগ্রন্থ রচনা করেন এবং ধ্বনিবাদের নিগূঢ় মর্মস্থানে আঘাত করেন। সুখের বিষয় এই গ্রন্থটি ত্রিবাঙ্কুররাজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হয় এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ইহা প্রকাশ করেন। মহিমভট্টও কাশ্মীরদেশোদ্ভূত। ইঁহারা সকলেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে নিষ্ণাত। আর মহিমভট্ট বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির ন্যায়গ্রন্থে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

মহিমভট্টের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ধ্বনিবাদ ও ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে অনুমানের দ্বারা গতার্থ করা। ভট্টনায়ক ও মহিমভট্ট ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেন না। মহিমভট্টের মতে শব্দের অর্থবোধিকা বৃত্তি একমাত্র অভিধা। তিনি লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাকে অনুমানের দ্বারা গতার্থ করেন। তাঁহার ভাষা দুরবগাহ এবং যুক্তি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মদৃষ্টি-প্রসূত। তাঁহার বৌদ্ধন্যায়ে ও বৌদ্ধদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়' এবং আচার্য্য ধর্মকীর্ত্তির 'ন্যায়বিন্দু', 'প্রমাণবার্ত্তিক' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার বহুধা পরিশীলিত এবং তাঁহার বিচারপদ্ধতি তার্কিকশৈলীনিবদ্ধ। বৌদ্ধন্যায়ের জ্ঞান না থাকিলে মহিমভট্টের ক্ষুরধার বুদ্ধির স্বরূপ অবিদিতই থাকিবে। শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ আমার প্রতিভাশালী ছাত্র। সে ন্যায়সূত্র-ভাষ্য, বাক্যপদীয় এবং ন্যায়বিন্দু ও প্রমাণবার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থের গভীরভাবে আলোচনা করিয়া যুক্তি তর্ক বিচারের দ্বারা মহিমভট্টের গ্রন্থের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমি অধ্যাপনাকালে একথা পুনঃ পুনঃ বলিতাম যে অলঙ্কারশাস্ত্রে সুগভীর ও সুদৃঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক। আনন্দবর্ধনের অনন্তরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ দর্শনশাস্ত্রে নিষ্ণাতবুদ্ধি। শব্দের স্বরূপ, শব্দের অর্থ এবং ব্যাপাব বা বৃত্তির আলোচনা অভিনবগুপ্তের সময় হইতেই আরব্ধ হয়। মম্মটভট্ট তাঁহার কাব্যপ্রকাশে অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি পূর্বসূরিদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত যে পরিপাটীতে সুবিন্যস্ত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে এবং ছাত্রসংসদে একটি নবীনমার্গের সন্ধান দিয়াছে। মম্মটের টীকাকারগণ সকলেই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার গ্রন্থের তাৎপর্য্য উন্মীলিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে অপ্পয়দীক্ষিত ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ নব্যন্যায়ের শৈলীতে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের যে সুবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রের সহিত নিবিড় পরিচয় এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুধ্যান অবশ্য অপেক্ষিত।

মহিমভট্ট একাধারে শাব্দিক, তার্কিক ও দার্শনিক। কাশ্মীরের জাতীয় দর্শন প্রত্যভিজ্ঞা, এবং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বেদান্তের সহিত নিবিড় সঙ্গতিপূর্ণ। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে 'আভাসবাদ' বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অভিনবগুপ্তের রসবাদের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তের পরিভাষার দ্বারা পরিষ্কৃত। যদ্যপি অভিনবগুপ্তের উপজীব্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, তথাপি জগন্নাথেব ব্যাখ্যা অভিনবগুপ্তের মতের বিকৃতিসাধন করে নাই।

আর একথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে, ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত 'বাক্যপদীয়' আলঙ্কারিকগণ অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। ধ্বনিবাদের সংজ্ঞা (nomenclature) ভর্ত্তৃহরির স্ফোটবাদ হইতেই সমাহৃত।

শ্রীমান্ বিষ্ণুপদবিরচিত বিবৃতিতে এই সমস্ত দুরূহ ও দুরধিগম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

ধ্বনিবাদ বহু সংগ্রামের পর সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। মীমাংসকগণের মতের খণ্ডন আমরা অভিনবগুপ্তের 'লোচন' টীকায় অবগত হই। মম্মটভট্ট ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিষ্ঠাকালে সংক্ষেপে ইহার সারার্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন। ধ্বনিবাদের প্রথম বিরোধী ভট্টনায়ক, অনন্তর কুন্তক। ভট্টনায়কের গ্রন্থ লুপ্ত। মহিমভট্ট বলিয়াছেন—'সহৃদয়দর্পণ' গ্রন্থ তিনি দেখেন নাই। 'চন্দ্রিকা'-ও তাঁহার অদৃষ্ট। এই সমস্ত গ্রন্থ মহিমভট্টের

সময়ে লুপ্ত হইয়াছিল কিনা জানিনা। কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে সমস্ত ধ্বনির উদাহরণ বক্রোক্তিসমূহের মধ্যেই অন্তর্ভাবিত করেন। তাঁহার মতে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্য ও বাচকের শোভা সম্পাদন করে মাত্র। বাচ্যার্থ কখনও গুণীভূত হয় না। কিন্তু বাচ্যার্থের গুণীভাবের দ্বারাই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সমুল্লাস। অতএব বক্রোক্তিজীবিতকার ধ্বনিবাদের বিরোধী। কুন্তক ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শব্দ ও অর্থেরই শোভাসম্পাদনে সমস্ত শব্দব্যাপার নিযোজিত হয়। মহিমভট্ট কুন্তকের একটি অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকে বিধেয়াবিমর্শ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কুন্তক অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্ত্তী কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে। অনন্তর অভিনবগুপ্তপাদের শিষ্য ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ধ্বনির স্থানে ঔচিত্যকেই অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ প্রতিভাশালী। ইঁহাদের প্রত্যেকের তার্কিকদৃষ্টি, সৌন্দর্য্যবোধ ও রসবোধ এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা শাণিত মনীষা পদে পদে উপলব্ধ হয়। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল গ্রন্থকার কোনও সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সাহিত্যজগতে এক একটি উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় স্বমহিমায় বিরাজমান। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ পাই এবং কৌতুক বোধ করি। তাঁহাদের প্রতিভার প্রভায় আমরা বিস্ময় বোধ করি এবং এই সমস্ত গ্রন্থকারগণকে আমাদের বহুমান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এতৎসত্ত্বেও ধ্বনিবাদ সমস্ত বিরোধীদের তর্ক ও যুক্তির দ্বারা উত্থাপিত বাত্যার দ্বারা বিকম্পিত হয় নাই। ইহার রহস্য আমাদিগকে উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকগণ বিরোধিমতের পরিপোষক গ্রন্থকারগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাহা উপাদেয় এবং সারবান্ সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ধ্বনিবাদের সহিত উহাদের যে কোন বিরোধ নাই, ইহা দেখাইয়াছেন। মহিমভট্ট ব্যঞ্জনার স্থলে অনুমানকেই প্রমাণ বলিয়াছেন। ব্যঙ্গ্যার্থের উপপত্তি অনুমানের দ্বারাই সাধিত হয়,—ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। ইঁহাদের সকলের মতেই রস কাব্যের আত্মা। তবে তাহা ব্যঞ্জনার দ্বারা সিদ্ধ না হইয়া অন্য ব্যাপার বা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়—ইহা প্রতিপাদন করিতেই ইঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহিমভট্ট-প্রতিপাদিত অনুমানের সহিত ব্যঞ্জনার প্রভেদ পারিভাষিক মাত্র। ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সুপরিজ্ঞেয় সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ তার্কিকগণের সমাদৃত অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি-লক্ষণের দ্বারা সমাক্রান্ত না হইলেও ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটি ব্যাপ্তির সহিত তুল্যযোগক্ষেম। ব্যঞ্জনাবৃত্তি ও রসবোধ প্রক্রিয়ার অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম লজিক (Logic) বা ন্যায় বিদ্যমান। ইহা না থাকিলে কাব্যের রসবিচার ও সৌন্দর্য্যানুভূতি কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস হইত। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র বা সাহিত্য-মীমাংসা ন্যায় ও দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশীলন দার্শনিক প্রণালীতে অনুষ্ঠিত না হইলে ইহা রসবোধকে বিড়ম্বিত করে। এই তথ্যটী শ্রীমান্ বিষ্ণুপদের গ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আমি অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রমেয়তত্ত্বের

বিচারে দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিতাম। কারণ, দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিজ্ঞান না থাকিলে এই শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবর্ত্তনের সময় হইতেই শব্দের স্বরূপ ও তাহার অর্থবোধিকা বৃত্তি—অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা-তাৎপর্য্য প্রভৃতির বিচার অলঙ্কারগ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দতত্ত্ব ও শব্দব্যাপারের বিচার বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পর মতভেদও সুধীসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। আলঙ্কারিকগণও এই বিষয়সমূহের আলোচনা করিয়াছেন। অতএব স্বভাবতঃই অন্যান্য দার্শনিকদিগের সহিত তাঁহাদের মতবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। আলঙ্কারিকগণ প্রায়শঃ বৈয়াকরণদিগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। বাক্য এবং বাক্যার্থ বিচারকালে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণের মতের আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়াছে। ব্যঞ্জনার প্রতিষ্ঠার সময় এবং রসতত্ত্ব আলোচনায় প্রত্যভিজ্ঞা ও বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত ওতপ্রোতভাবে অলঙ্কারশাস্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এবং তদনুযায়ী গোবিন্দ ঠক্কুর, নাগেশ প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ যে মার্মিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা দর্শনশাস্ত্রের পরিজ্ঞান ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম হয় না। মহিমভট্টের টীকাকার রুয্যক লোকোত্তর-প্রতিভাশালী মনীষী। তিনি 'অলঙ্কারসর্বস্ব' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি মহিমভট্টের মতের খণ্ডন করিয়া ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠাসাধনে তৎপর। তিনি অসামান্য প্রতিভার আলোকে মহিমভট্টের সিদ্ধান্ত প্রতিকূল তর্কের দ্বারা খণ্ডন না করিলে বোধ হয় ধ্বনিকারের মত শিথিলমূল হইত। শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য উভয়পক্ষের যুক্তিরই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, আমার সমর্থিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ব্যাখ্যার ধারা গ্রন্থকার অতি বৈদগ্ধ্যের সহিত অনুবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতগণ আনন্দ অনুভব করিবেন। মহিমভট্ট গতানুগতিকতার পক্ষপাতী নহেন। ব্যঞ্জনাবিচারে এবং দোষের বিচারে তাঁহার স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞতা পণ্ডিতগণের সমাদরের বিষয়। দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত কবিতার্কিক শ্রীহর্ষ বহুমান সহকারে মহিমভট্টের গৌরব উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিবিবেক-কে 'কবিলোক-বিলোচন' বলিয়াছেন। কাব্যমীমাংসকদের মধ্যে মহিমভট্টের মহিমা স্বীকৃত হইয়াছিল। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে' মহিমভট্টের উদ্ভাবিত অনৌচিত্যদোষ কেবল পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষের আকর নহে,—ইহা তর্কশাস্ত্রের হেতুদোষেরও মূলভূত উপাদান। মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের বিবৃতি রচনা করিয়া শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছে। গ্রন্থকার আমার ছাত্র এবং আমি "শিষ্যপ্রকর্ষো যশসে গুরূণাম্"—এই অভিযুক্তবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করিতেছি।

মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের বিবৃতি পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসু ছাত্র ও অধ্যাপকগণ উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থ শ্রীমান্ বিষ্ণুপদের পাণ্ডিত্যের জয়স্তম্ভ বা monument বলিয়া পরিগণিত হইবে,—ইহা আমার বিশ্বাস। তবে মহিমভট্টের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিব

যে, কোন সৃষ্টিই সর্বজনমনোহর হয় না। জগৎপ্রদীপ ভগবান্ ভাস্করদেব যখন উদিত হন, তখন কেহ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে (যেমন সূর্য্যকান্তমণি), কেহ কেহ হর্ষে উৎফুল্ল হয় (যেমন পদ্ম), আবার কেহ কেহ ঈর্ষ্যায় নেত্র নিমীলন করে (যেমন কুমুদ)। এই গ্রন্থ মহিমভট্টের প্রতিরূপক। অতএব মহিমভট্টের উৎপ্রেক্ষিত গুণ ও দোষের বিচার সমানভাবেই শ্রীমান্ বিষ্ণুপদকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীমান্ নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ঈদৃশ শাস্ত্ররচনা দ্বারা ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব পুনরুজ্জীবিত করুক, ইহা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।—শিবং ভূয়াৎ। ইতি ॥

व्यक्तिविवेकः

॥ प्रथमो भागः ॥

শ্রীরাজানকমহিমভট্টকৃতো

ব্যক্তিবিবেকঃ

॥ প্রথমো বিমর্শঃ ॥

§ ১ ॥ অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্বস্যৈব ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্ ।
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা পরাং বাচম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ

মহিমভট্ট পরা বাগ্‌দেবীর উদ্দেশে প্রণামকরতঃ সর্বপ্রকার ধ্বনিই যে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'ব্যক্তিবিবেক' নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।

বিবৃতি

গ্রন্থকার কারিকাটিতে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন শ্রোতৃগণের প্রবৃত্তি উদ্রেকের জন্য। প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায় যে পাঠকগণ কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নামশ্রবণে তাঁহার রচিত গ্রন্থ-পাঠে সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। যেমন 'ভগবান্ ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় রচনা করিয়াছেন'—ইহা শুনিয়া স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে 'বাক্যপদীয়' পাঠে ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। 'ব্যক্তিবিবেক' এই নামকরণের দ্বারাই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সূচিত হইতেছে। 'ব্যক্তি' অর্থাৎ ব্যঞ্জনাব্যাপার অর্থাৎ ধ্বনি, তাহারই 'বিবেক' অর্থাৎ হেতু-উপন্যাসপূর্বক বিচার—ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। মহিমভট্টের মতে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি শব্দের কোন পৃথক্ ব্যাপার নহে। ব্যঞ্জনা অনুমানেরই নামান্তর মাত্র। অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্য, অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্য, সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য প্রভৃতি ধ্বনির যত ভেদ ধ্বনিকার কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই যে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত, অনুমানের অতিরিক্ত নহে—ইহা স্থাপন করাই 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের প্রধান উদ্দেশ্য।

§ ২ ॥ যুক্তোঽয়মাত্মসদৃশান্ প্রতি মে প্রযত্নো
নাস্ত্যেব তজ্জগতি সর্বমনোহরং যৎ ।
কেচিজ্জ্বলন্তি বিকসন্ত্যপরে নিমীল-
ন্ত্যন্যে যদভ্যুদয়ভাজি জগৎপ্রদীপে ॥ ২ ॥

অনুবাদ

আমার সমধর্মী পুরুষগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে আমি এই গ্রন্থরচনার প্রয়াস করিতেছি—ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। কেননা, জগতে এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী। যেমন জগতের প্রদীপস্বরূপ সূর্য্য যখন উদয় লাভ করেন তখন কোন কোন বস্তু জ্বলিয়া উঠে, আবার অন্য কোন কোন পদার্থ বিকসিত হয়। আবার অন্য কোন কোন বস্তু নিমীলিতও হইয়া থাকে।

বিবৃতি

এই শ্লোকটিতে গ্রন্থকারের আত্মাভিমান ও প্রচ্ছন্ন দম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চাহেন যে তাঁহার সমগোত্রীয় মনীষীরাই কেবলমাত্র তাঁহার গ্রন্থের গৌরব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। বিরোধী মতাবলম্বিগণ হয়ত অসূয়াবশতঃ তাঁহার প্রতি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, অথবা তাঁহার গৌরবদর্শনে ম্লানিমা প্রাপ্ত হইবে। একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে মহিমভট্ট এই তত্ত্বটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। জগতের প্রকাশস্বরূপ সূর্য গগনে উদিত হইলে সকলেই সমানভাবে উৎফুল্ল হয় না। সূর্যের করস্পর্শে সূর্যকান্তমণি জ্বলিত হইয়া উঠে। অপরদিকে পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয়, আবার সেই সূর্যেরই করস্পর্শে প্রস্ফুটিত কুমুদরাজি নিমীলিত হইয়া ম্লানভাব পোষণ করে। অতএব জগতে সর্বজনমনোহর পদার্থ একান্ত দুর্লভ। অতএব 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থ সকল পাঠকের হৃদয় জয় করিতে না পারিলেও যদি সমগোত্রীয় পণ্ডিতগণের হৃদয় ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় তবেই লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইবে। সকলের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই।[১]

§ ३ ।। इह सम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचनं नः ।
नियतं यशसे प्रपत्स्यते यन्महतां संस्तव एव गौरवाय ।। ३ ।।

১ তুলনীয় : "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।।"

—ভবভূতি : মালতীমাধব

অপি চ—"অনধ্যবসিতাবগাহনমনল্পধীশক্তিনা-
প্যদৃষ্টপরমার্থতত্ত্বমধিকাভিযোগৈরপি।
মতং মম জগত্যলব্ধসদৃশপ্রতিগ্রাহকং
প্রযাস্যতি পয়োনিধেঃ পয় ইব স্বদেহে জরাম্।।"

—ধর্মকীর্তি

অনুবাদ

এই গ্রন্থে আমরা ধ্বনিকারের উক্তির যে বিবেচনা করিয়াছি তাহা নিশ্চয় যশের কারণ হইবে। এই বিবেচনা যে ভাবেই হউক না কেন, সম্প্রতিপত্তিপূর্বকই হউক অথবা বিপ্রতিপত্তিপূর্বকই হউক। যেহেতু মহাপুরুষের পরিচয়মাত্রই গৌরবের কারণ।

বিবৃতি

গ্রন্থকার এই শ্লোকটিতে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, ধ্বনিকারের উক্তিসমূহ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে সর্বত্রই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে। কোনও কোনও স্থলে তিনি ধ্বনিকারের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধমত স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতিপত্তিশব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রুয্যক বলিয়াছেন—'সম্প্রতিপত্ত্যা সৌজন্যমূলপরীক্ষয়া।' 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি বা জ্ঞান—অর্থাৎ খণ্ডনমূলক মনোভাব। তৎসত্ত্বেও যেভাবেই ধ্বনিকারের বাক্যের ব্যাখ্যা হউক না কেন তাহা সম্প্রতিপত্তিমূলকই হউক বা বিপ্রতিপত্তিমূলকই হউক, ইহার দ্বারা যে গ্রন্থকারের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা ধ্বনিকারের ন্যায় মহাপুরুষের বাণীর সহিত তাঁহার গ্রন্থের যে এইভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে ইহাই পরম গৌরবের কারণ। মহাপুরুষগণের সহিত মৈত্রীই যে কেবল গৌরবাবহ তাহাই নহে, মহাপুরুষগণের সহিত বিরোধও সমান গৌরবের হেতু।

তুলনীয় : 'সমুন্নয়ন্ ভূতিমনার্যসঙ্গমাদ্
বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ ॥'—কিরাতার্জুনীয়

এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী' ব্যাখ্যার উপোদ্‌ঘাত শ্লোকটিও স্মরণীয় :—

'আচার্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধুতং বচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি ॥'

এই শ্লোকটিতে 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান'-কার রুয্যক অবাচ্যবচনরূপ বাচ্যদোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, 'বচোবিবেচনম্' এই সমস্ত পদটি তৎপুরুষসমাসনিবদ্ধ হওয়ায় উত্তরপদের প্রাধান্য হইয়াছে। অর্থাৎ 'বিবেচন'পদের অর্থেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ফলে 'ধ্বনিকারস্য' এই পদটির সহিত বিবেচনপদেরই অন্বয় শব্দশক্তিদ্বারা লভ্য। কিন্তু 'ধ্বনিকারস্য' এই পদের সহিত 'বচঃ' এই পদের অন্বয় গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। কিন্তু তৎপুরুষসমাসে পূর্বপদের প্রাধান্য অসিদ্ধ হওয়ায় অভীষ্ট অন্বয়লাভ সম্ভব হইতেছে না। ফলে বাক্যযোজনাটি দোষদুষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য রুয্যকের মতে 'ধ্বনিকৃদ্‌বাক্যবিবেচনং তদেতৎ' এইরূপ পাঠই সমীচীন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখক এইরূপ একটি গুরুতর বৈয়াকরণপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া রুয্যক সেইজন্য মন্তব্য করিয়াছেন—
'এতচ্চাস্য সাহিত্যবিচার-দুর্নিরূপকস্য প্রমুখ এব স্খলিতম্ ইতি মহান্ প্রমাদঃ।'

§ ৪ ।। সহসা যশোঽভিসর্তুং সমুদ্যতাऽদৃষ্টদর্পণা মম ধীঃ ।
স্বালঙ্কারবিকল্পপ্রকল্পনে বেত্তি কথমিবাবদ্যম্ ।। ৪ ।।

অনুবাদ

আমার বুদ্ধি সহসা যশের অভিসরণে উদ্যত হইয়াছে। দর্পণও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব স্বকীয় অলংকারের বিকল্পকল্পনাবিষয়ে দোষ সে কিরূপে জানিতে পারিবে?

বিবৃতি

এই শ্লোকটিতে গ্রন্থকার বিনয়সহকারে নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহার প্রণীত এই অলংকারবিষয়ক গ্রন্থে অর্থাৎ 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থে তিনি যে সকল বিকল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে নানা দোষ থাকিতে পারে যাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর। কেননা, তাঁহার প্রখ্যাত পূর্বসূরি আচার্য ভট্টনায়ক প্রণীত 'হৃদয়দর্পণ' নামক প্রসিদ্ধ অলংকারনিবন্ধ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 'হৃদয়দর্পণ' গ্রন্থখানি প্রধানতঃ 'ধ্বনিধ্বংস' গ্রন্থরূপেই পরিচিত ছিল। সুতরাং আনন্দবর্ধনপ্রতিপাদিত ধ্বনিবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ভট্টনায়ক যে সকল যুক্তি উপন্যাস করিয়াছিলেন সেইসকল সম্যক্‌ভাবে আলোচনা না করিয়াই যে গ্রন্থকার নিজের মনীষার সাহায্যে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা নিতান্তই দুঃসাহসের কথা। এবং কেবলমাত্র যশের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এই শ্লোকটিতে লিঙ্গসাম্য, বিশেষণসাম্য, কার্যসাম্য-বশতঃ 'ধী'-তে অভিসারিকাত্বের আরোপ হইয়াছে। অতএব ইহা সমাসোক্তি অলংকারের উদাহরণরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। রুয্যক স্পষ্টই বলিয়াছেন—'বিশেষণসাম্যাদ্ ধিয়ঃ অভিসারিকাব্যবহারসাম্যপ্রতীতিঃ।' অভিসারিকা নায়িকা যেমন অভিসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ত্বরাবশতঃ দর্পণ ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হয় এবং ফলে স্বদেহে যথাস্থানে অলংকারসন্নিবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং পরিণামে দোষযুক্ত অলংকারবিন্যাসের ফলে দর্শকগণের হাস্যাবহ হইয়া উঠে, তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হাস্যাবহ হইবে। যথাস্থানে অলংকারবিন্যাসের অভাব যে কিরূপ হাস্যাবহ হইতে পারে ক্ষেমেন্দ্ররচিত 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তাহার প্রমাণ—

'কণ্ঠে মেখলয়া নিতম্বফলকে তারেণ হারেণ বা
পাণৌ নূপুরযুগ্মকেন চরণে কেয়ূরপাশেন বা।
শৌর্যেণ প্রণতে রিপৌ করুণয়া নায়ান্তি কে হাস্যতাম্
ঔচিত্যেন বিনা রুচিং প্রকুরুতে নালঙ্কৃতির্নো গুণাঃ ।।'

§ ৫ ।। ধ্বনিবর্ত্মন্যতিগহনে স্খলিতং বাণ্যাঃ পদে পদে সুলভম্ ।
রভসেন যত্ প্রবৃত্তা প্রকাশকং চন্দ্রিকাদ্যদৃষ্ট্বৈব ।। ৫ ।।

অনুবাদ

এই অতিগহন ধ্বনিমার্গে বাণীর স্খলন প্রতিপদে সুলভ। যেহেতু চন্দ্রিকা প্রভৃতি প্রকাশক (গ্রন্থরাজি) দর্শন না করিয়াই ইহা হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

মহিমভট্ট এই শ্লোকটিতে বলিতেছেন যে ধ্বনিবাদ অত্যন্ত দুরূহ ও দুরবগাহ তত্ত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই সকল তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পূর্বসূরিগণকর্তৃক রচিত আলোচনামূলক প্রামাণিক নিবন্ধরাজি সম্যক্‌ভাবে অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁহার পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের প্রকাশক প্রামাণ্য গ্রন্থরাজি আলোচনা করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কেননা, তৎকালে ঐসকল গ্রন্থ সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়াছিল। পূর্বশ্লোকে ভট্টনায়করচিত 'দর্পণ'গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের উদ্ধার আজও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বর্তমান শ্লোকে ধ্বনিবাদের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ 'চন্দ্রিকা'র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও মহিমভট্টের অগোচর ছিল। অভিনবগুপ্তের 'লোচন'টীকা হইতে জানা যায় যে, 'চন্দ্রিকা' গ্রন্থটি তাঁহারই সগোত্র কোনও এক অজ্ঞাতনামা পূর্ববংশীয়কর্তৃক রচিত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের উপর একখানি টীকা। লোচনকার বহুস্থলে চন্দ্রিকাকারের মত উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। লোচনটীকার অবতরণিকাশ্লোকে অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

'কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ ॥'

সুতরাং ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন যে, যেহেতু চন্দ্রিকাপ্রভৃতি ধ্বনিতত্ত্বপ্রকাশক প্রসিদ্ধ নিবন্ধরাজি আলোচনা না করিয়াই তিনি এই দুর্গম অতিগহন ধ্বনিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপদেই স্খলন বা দোষ সম্ভব। পূর্বশ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকটিতেও সমাসোক্তি অলংকারের সাহায্যে 'বাণী'তে অভিসারিকা নায়িকার ব্যবহারারোপ প্রতীত হইতেছে। ইহার কারণ, লিঙ্গসাম্য এবং শ্লিষ্টপদনিবন্ধন কার্যসাম্যও বটে। যেমন 'পদে পদে' এই বাক্যাংশটিতে শ্লেষবশতঃ দুইটি অর্থ প্রতীত হইতেছে। একটি গ্রন্থকারের বাণীর সহিত সম্বদ্ধ ('সুপ্‌তিঙন্তং পদম্‌'); অন্যটি প্রতীয়মান অভিসারিকার সহিত অন্বিত 'পদে পদে'— তখন ইহার অর্থ প্রতি পদক্ষেপে।

তুলনীয় : 'মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি'—অভিজ্ঞানশকুন্তল।
অপিচ : 'মনস্তু সাধুধ্বনিভিঃ পদে পদে হরন্তি সন্তো মণিনূপুরা ইব ॥'
—কাদম্বরী : উপোদ্‌ঘাত।

অভিসারিকার পক্ষে চন্দ্রিকাশব্দের অর্থ জ্যোৎস্না। অভিসারিকা নায়িকা রভসবশতঃ অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রজনীতে যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সাহায্য না লইয়াই অভিসারে প্রবৃত্ত

হয়, ফলে দুর্গমপথে প্রতি পদক্ষেপেই স্খলন অর্থাৎ পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, সেইরূপ তাঁহার বাণীর পক্ষেও স্খলন (অর্থাৎ দোষ) অবশ্যম্ভাবী।

§ ৬ ।। কিন্তু তদবধীর্যার্যৈর্গুণলেশে সততমবহিতৈর্ভাব্যম্ ।
পরিপবনবদথবা তে জাত্যৈব ন শিক্ষিতাস্তুষগ্রহণম্ ।। ৬ ।।

অনুবাদ

কিন্তু আর্যগণ অর্থাৎ উদারচেতাঃ পুরুষগণ যেন সেই স্খলন উপেক্ষা করিয়া গুণলবের প্রতি সতত অবহিত হন। অথবা তাঁহারা স্বভাবতঃই পরিপবনের ন্যায়। তাঁহারা তুষ গ্রহণ শিক্ষা করেন নাই।

বিবৃতি

এই শ্লোকটিতে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার উদারচিত্ত মনীষী পাঠকগণের নিকট আবেদন করিতেছেন, যাহাতে তাঁহারা 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের দোষগুলির দিকেই কেবলমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র গুণের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। অথবা, মহিমভট্ট আবার বলিতেছেন যে, হয়তো তাঁহাদের নিকট এই আবেদনের কোন প্রয়োজনই নাই। যেহেতু উদারচেতাঃ পণ্ডিতগণ স্বভাবতঃই দোষ-বিষয়ে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা কেবলমাত্র গুণের দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

তুলনীয় : 'গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।'—কিরাতার্জুনীয়।

যাঁহারা হীনচেতাঃ অনার্য তাঁহারাই শুধু দোষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দোষৈকদৃষ্টি।

তুলনীয় : 'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ।'—উত্তরচরিত।

এই প্রসঙ্গে মহিমভট্ট একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পরিপবন' অথবা চালনীতে যখন তুষমিশ্রিত তণ্ডুল ছাঁকিয়া লওয়া হয়, তখন তুষ প্রভৃতি অসার বস্তুই চালনী হইতে পড়িয়া যায়। সার তণ্ডুল অংশ চালনীতে থাকিয়া যায়। চালনী স্বভাবতঃই অসার অংশকে ধরিয়া রাখে না। যাঁহারা গুণৈকপক্ষপাতী সজ্জন তাঁহারা চালনীর ন্যায় স্বভাবতঃই বর্জনীয় দোষরাজিকে গ্রহণ করেন না, দোষের প্রতি তাঁহাদের কোনও পক্ষপাত দেখা যায় না। 'পরিপবন' শব্দটি সংস্কৃত 'তিতউ' শব্দের সমানার্থক, ইহার অর্থ চালনী। দ্রষ্টব্য—'তিতউ পরিপবনং ভবতি'—মহাভাষ্যঃ পস্পশা।[১] অপি চ তুলনীয় :—

'সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তঃ—' —ঋ° ১০. ৭১. ২

১ দ্রষ্টব্য: "প্রস্ফোটনং শূর্পমস্ত্রী, চালনী তিতউঃ পুমান্।"—অমরকোশ ২. ৯. ২৬। অপি চ—"চাল্যতে অনেনেতি চালনম্। কাত্যঃ—"ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ,

এই শ্লোকে রুয্যক বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তমূলক 'ব্যতিরেক' অলংকার স্বীকার করিয়াছেন।

§ ৩ ।। तत्र ध्वनेरेव तावल्लक्षणं वक्तव्यम् । कोऽयं ध्वनिर्नामेति । तच्च ध्वनिकारेणैवोक्तं । तद्यथा—

"यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ।।"—इति ।

অনুবাদ

অতএব প্রথমতঃ ধ্বনিরই লক্ষণ বলা উচিত। এই ধ্বনিতত্ত্বটি কি? ধ্বনিকারই তাহা বলিয়াছেন। যথা—"যেখানে অর্থ আপনাকে উপসর্জনীকৃত করিয়া অথবা শব্দ আপনার অর্থকে উপসর্জনীকৃত করিয়া সেই অর্থকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ কর্তৃক সেই কাব্যবিশেষই ধ্বনিরূপে কথিত হইয়া থাকে।"

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ধ্বনিকারসম্মত ধ্বনিলক্ষণটি উদ্ধার করিয়া উহাকে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "যত্রার্থঃ শব্দো বা—" এই ধ্বনিকারিকাটি ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতের ত্রয়োদশ কারিকা। ধ্বনিকারের মতে প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা এবং প্রতীয়মান অর্থেরই অপর আর এক নাম ধ্বনি।

তুলনীয়: 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি—' (ধ্বন্যালোক ১. ১)
'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব—' (ধ্বন্যালোক ১. ৪)
'কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ—' (ধ্বন্যালোক ১. ৫) ইত্যাদি।

বর্তমান ধ্বনিলক্ষণে 'তমর্থম্' এই বাক্যাংশে 'তৎ'শব্দের দ্বারা প্রক্রান্ত প্রতীয়মান অর্থটিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রতীয়মান অর্থ যে বাচ্য অর্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা ধ্বনিকার ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতে বিস্তৃতভাবে নানা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রতীয়মান অর্থ যে-কাব্যে প্রধানভাবে বোধিত হইয়া থাকে তাহাকেই 'ধ্বনি' বলা হয়। প্রতীয়মান অর্থবোধের প্রতি প্রধানতঃ শব্দ এবং অর্থ এই দুইটিই অভিব্যঞ্জক হেতুরূপে পরিগণিত। শব্দ এবং অর্থ এই উভয় লইয়াই কাব্যের শরীর গঠিত। শব্দের দ্বারাই

স্মৃতঃ।" তনোতি সারং তিতউঃ। 'তনোতের্ডউঃ সন্বচ্চ' (উণাদি° § ৭৩০)। পরিপবনং চ। সমানাবিত্যেব।...' —ক্ষীরস্বামী।

'তুষ' শব্দটির অর্থ—"ধান্যত্বচি তুষঃ পুমান্" (অমর° ২. ৯ ২২.)। 'আর্য্য'-পক্ষে উপরিউক্ত শ্লোকে ইহা 'দোষ'-রূপ গৌণ অর্থও বুঝাইতেছে।

অর্থ বোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত নয় সেখানে শব্দ আপনার অর্থকে অর্থাৎ বাচ্যার্থকে উপসর্জন অর্থাৎ গৌণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপস্থলে যদি বাচ্যার্থ ভিন্ন প্রতীয়মান অর্থের বোধ ঘটে তাহা হইলে সেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতি বাচ্যার্থ নিজেও গৌণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব প্রতীয়মান অর্থের যেখানে প্রাধান্য সেখানে শব্দ যেমন নিজের বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া থাকে সেইরূপ অর্থও অর্থাৎ বাচ্যার্থও আপনাকে গুণীভূত করিয়া থাকে। 'উপসর্জনী-কৃতস্বার্থৌ' এই সমস্ত পদটি 'উপসর্জনীকৃতস্বঃ' এবং 'উপসর্জনীকৃতার্থঃ' এই দুইটি সমস্তপদের সমাহার। 'উপসর্জনীকৃতস্বঃ' এই অংশটি 'অর্থঃ' ইহার বিশেষণ এবং 'উপসর্জনীকৃতার্থঃ' এই অংশটি 'শব্দ' ইহার বিশেষণ। অভিনবগুপ্ত 'লোচন' টীকায় এইরূপ যথাসংখ্য অন্বয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব যে কাব্যে শব্দ এবং অর্থ যথাক্রমে আপনার অর্থকে গুণীভূত করিয়া এবং স্বকীয় স্বরূপকে গুণীভূত করিয়া প্রতীয়মানরূপ অর্থকে প্রধানরূপে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে সেই কাব্যবিশেষই ধ্বনি—ইহাই ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত।

§ ৮ ।। एतच्च विविच्यमानमनुमानस्यैव सङ्गच्छते ; नान्यस्य ।

অনুবাদ

কিন্তু এই লক্ষণটি বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমানের লক্ষণ বলিয়াই সঙ্গত মনে হয়, অন্য কোনও তত্ত্বের নহে (অর্থাৎ ধ্বনির নহে)।

বিবৃতি

'ব্যক্তিবিবেক'-কার প্রথম শ্লোকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ধ্বনি অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত, অনুমানের অতিরিক্ত কোনও তত্ত্ব নহে। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি উদ্যত হইয়াছেন এবং তাহার পক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। কেননা, যুক্তি ভিন্ন কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার দ্বারা কোনও পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

তুলনীয়ঃ 'একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।'

অতএব ধ্বনির অনুমানে অন্তর্ভাব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তিনি ধ্বনিকার-সম্মত ধ্বনিলক্ষণটি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। অতঃপর এই লক্ষণের অন্তর্গত প্রতিটি পদে দূষণ উদ্ভাবনকরতঃ লক্ষণটি যে প্রকৃতপক্ষে অনুমানেরই লক্ষণ তাহা স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

§ ६ ।। तथा हि—अर्थस्य तावदुपसर्जनीकृतात्मत्वमनुपादेयमेव । तस्यार्थान्तरप्रतीत्यर्थमुपात्तस्य तद्व्यभिचाराभावात् । न ह्यग्न्यादिसिद्धौ धूमादिरुपादीयमानो गुणतामतिवर्तते । तस्य तन्मात्रलक्षणत्वात् ।।

অনুবাদ

যেমন, উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ ধর্মকে যে অর্থের বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার গ্রহণ কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, যেহেতু তাহা (অর্থ) অর্থান্তরের প্রতীতির জন্য উপাত্ত হইয়া থাকে, সেইহেতু তাহার সহিত (অর্থাৎ উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ বিশেষণের সহিত) তাহার ব্যভিচার নাই। যেমন অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের সিদ্ধির জন্য (হেতুরূপে) গৃহীত ধূম প্রভৃতি পদার্থ কখনই গৌণত্ব অতিক্রম করে না। কেননা, যাহা অন্যের সিদ্ধির জন্য গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাই গৌণ বা অপ্রধান; ইহাই গৌণত্বের বা অপ্রধানত্বের অসাধারণ লক্ষণ।

বিবৃতি

এক্ষণে ধ্বনিলক্ষণের প্রতিপদ খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়া ব্যক্তিবিবেককার প্রথমে 'উপসর্জনীকৃতাত্মত্ব'-রূপ বিশেষণ যে অযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। সার্থক বিশেষণ হইতে হইলে বিশেষণটিকে 'সম্ভাব্য' হইতে হইবে এবং বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সম্বন্ধের কোন কোন স্থলে অভাবও থাকিতে হইবে। 'সম্ভব' এবং 'ব্যভিচার' এই দুইটি ধর্মই যুগপৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবের প্রতি প্রযোজক। কেবলমাত্র 'সম্ভব' নহে, কেবলমাত্র 'ব্যভিচার'-ও নহে। যেমন 'উষ্ণো বহ্নিঃ' এইস্থলে বিশেষণটি যথাযথ নহে। কেননা, অগ্নির উষ্ণত্ব বিশেষণ সম্ভব হইলেও উষ্ণত্বরূপ ধর্মের সহিত অগ্নির কুত্রাপি ব্যভিচার বা বিরহ নাই; কেননা অগ্নি সর্বদাই উষ্ণ, কখনই অনুষ্ণ নহে। অপরপক্ষে, 'শীতো বহ্নিঃ' এইস্থলে অগ্নির শীতত্বরূপধর্মের সহিত ব্যভিচার থাকিলেও অগ্নির শীতত্ব অসম্ভব। অতএব এইরূপস্থলে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি স্থলে নীল-রূপ বিশেষণটি উৎপলরূপ বিশেষ্যের প্রতি যেরূপ সম্ভব, সেইরূপ উৎপলের সহিত তাহার ব্যভিচারও লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব নীল এই বিশেষণটি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা সার্থক বিশেষণ। রুয্যক তাঁহার 'ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যানে' সার্থক বিশেষণের এই দুইটি লক্ষণ বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও পূর্বে আচার্য্য কুমারিল তাঁহার 'শ্লোকবার্তিক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্পর্কে উপরিনির্দিষ্ট মতবাদ নিম্নলিখিত কারিকায় নিবদ্ধ করেন—রুয্যকের গ্রন্থ ঐ কারিকাটিকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। যথা—"সম্ভব-ব্যভিচারাভ্যাং স্যাদ্ বিশেষণমর্থবৎ। নো শৈত্যেন ন চৌষ্ণ্যেন বহ্নিঃ ক্বাপি বিশেষ্যতে॥" সার্থকবিশেষণের এই লক্ষণটি 'উপসর্জনীকৃতাত্মত্ব'—অর্থের এই বিশেষণের প্রতি প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। কেননা, ধ্বনিকাব্যে বাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মানরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে—ইহা নির্বিবাদসিদ্ধ। এবং বাচ্যার্থটি সেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির জন্যই কবিকর্তৃক অবলম্বিত হইয়া থাকে। তুলনীয়—"আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।" সুতরাং বাচ্যার্থ যে প্রতীয়মানার্থের

প্রতি সর্বদাই গৌণ, ইহা ধ্বনিবাদিগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। কেননা বাচ্যার্থটি উপায় এবং প্রতীয়মানার্থ উপেয়। এবং যাহা উপায় তাহা উপেয়ের প্রতি সর্বদাই উপসর্জনীকৃত। ইহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। অতএব যখন উপসর্জনীকৃতাত্মত্ব-রূপ ধর্মটি উপায়ভূত বাচ্যরূপ অর্থের সহিত সর্বদাই যুক্ত এবং উভয়ের পরস্পরের ব্যভিচার যখন কুত্রাপি কল্পনা করা যাইতে পারে না, সেইহেতু ইহা সম্ভব হইলেও অব্যভিচারী বলিয়া সার্থক বিশেষণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না।

এইস্থলে, মহিমভট্ট গৌণত্ব বুঝাইবার জন্য অনুমানের অঙ্গভূত একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে ধূমরূপ হেতু দ্বারা বহ্নিরূপ সাধ্যের অনুমিতি হইতেছে। সাধ্যসিদ্ধির জন্যই হেতুর উপাদান করা হইয়া থাকে। অনুমিতিস্থলে হেতুর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং সাধ্যটি প্রধান এবং সাধ্যসিদ্ধির উপায়ভূত হেতুটি গৌণ বা উপসর্জনীভূত—এবিষয়ে কোনও বিবাদের অবসর নাই। কেননা, গৌণত্বের লক্ষণই হইতেছে যে, উহা অর্থান্তরপ্রতীতির প্রতি সাধন বা উপায়। এই দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান অর্থের বোধের প্রতি যেহেতু বাচ্যার্থপ্রতীতি উপায়মাত্র—এবং যেহেতু ইহা ধ্বনিবাদিগণকর্তৃকও স্বীকৃত, সেইজন্য প্রতীয়মান অর্থটি প্রধান এবং বাচ্যার্থ টি প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গৌণ বা উপসর্জনীভূত—ইহা যুক্তিসিদ্ধ। ব্যক্তিবিবেককারের ধূমাদিদৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য এই যে, বহ্নিপ্রতীতির উপায়ভূত ধূম যেমন অনুমিতির একটি অবয়ব বা হেতুমাত্র সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতির প্রতি উপায়ভূত বাচ্যার্থও উহার প্রতি হেতুভূত অর্থাৎ প্রতীয়মানার্থই সাধ্য এবং বাচ্যার্থ হেতুমাত্র। অতএব ধূম এবং অগ্নির মধ্যে যেমন হেতু-হেতুমদ্ভাব বর্তমান, সেইরূপ বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থের মধ্যেও অনুরূপ হেতু-হেতুমদ্ভাব অবশ্যস্বীকার্য। ধূমাদিদৃষ্টান্ত উল্লেখের ইহাই গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

§ ১০ ।। तस्य तन्मात्रलक्षणत्वात्। यत् पुनरस्य क्वचित् समासोक्त्यादौ प्राधान्यमुच्यते तत् प्राकरणिकत्वापेक्षयैव। न प्रतीयमानापेक्षया।

অনুবাদ

সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারস্থলে যে কোথাও কোথাও ইহার (অর্থাৎ বাচ্যার্থের) প্রাধান্য উক্ত হইয়া থাকে তাহা শুধু প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন, প্রতীয়মান অর্থের অপেক্ষায় নহে।

বিবৃতি

এক্ষণে ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, ব্যক্তিবিবেককার উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ ধর্মকে যে অর্থ বা বাচ্যার্থের অব্যভিচারিবিশেষণরূপে প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, এইরূপ উদাহরণ সম্ভব, যে-স্থলে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি

থাকা সত্ত্বেও বাচ্যার্থটি প্রধান। অতএব কিরূপে বলিতে পারা যায় যে সর্বত্রই বাচ্যার্থটি প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গুণীভূত হইবে? যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এইরূপ কি উদাহরণ সম্ভব হইতে পারে যেস্থলে বাচ্যার্থটি প্রতীয়মান অর্থের তুলনায় প্রধান? তাহার উত্তরে ধ্বনিবাদিগণ বলিবেন যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারসম্বলিত কাব্যই এই জাতীয় উদাহরণ-রূপে সম্মত হইতে পারে। কেননা, সমাসোক্তিস্থলে বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং প্রতীয়মানার্থ-প্রতীতি উভয়ই স্বীকৃত বটে। তৎসত্ত্বেও বাচ্যার্থটি প্রধান এবং ব্যঙ্গ্যার্থটি অপ্রধান বা গৌণ। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রতীয়মানার্থের প্রতীতি থাকিলেই বাচ্যার্থটি তাহার প্রতি গৌণ হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। অতএব যেহেতু, উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ ধর্মটি বাচ্যার্থের অব্যভিচারী ধর্ম হইতে পারিল না, সেইহেতু 'সম্ভব' এবং 'ব্যভিচার'—বিশেষণত্বের প্রযোজক এই উভয়বিধ লক্ষণই ইহাতে সঙ্গত হইল এবং ইহা অর্থের বিশেষণরূপে যথাযথভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং ব্যক্তিবিবেককারের উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ ধর্মের বিশেষণত্বখণ্ডন সর্বথা অযৌক্তিক। ধ্বনিবাদিগণের এইরূপ সম্ভাব্য আপত্তি মনে রাখিয়াই তাহা খণ্ডনের জন্য ব্যক্তিবিবেককার বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যে প্রাধান্য দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রাকরণিকত্ব-নিবন্ধন প্রাধান্য, অপরটি প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় প্রাধান্য। ধ্বনিবাদিগণ বলেন সমাসোক্তি স্থলে বাচ্যার্থের যে প্রাধান্য রহিয়াছে তাহা প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু প্রতীয়মান অর্থের সহিত তুলনায় বাচ্যার্থের প্রাধান্য সমাসোক্তি প্রভৃতি স্থলে কোনও প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় প্রাধান্য অথবা অপ্রাধান্য বিচারই বাচ্যার্থের প্রাধান্য অথবা অপ্রাধান্য নিরূপণের মানদণ্ড হওয়া উচিত। ব্যক্তিবিবেককারের অভিপ্রায় এই যে যদিও সমাসোক্তিস্থলে বাচ্যার্থটিকে প্রধানরূপে নির্দেশ করা হয় বটে, তথাপি এইরূপ স্থলে বাচ্যের প্রাধান্য তাহার প্রাকরণিকত্ববশতঃ। অর্থাৎ সমাসোক্তিতে প্রতীয়মান অর্থটি অপ্রাকরণিক বলিয়াই অপ্রধান, অপরপক্ষে বাচ্যার্থটি প্রাকরণিক বলিয়াই প্রধান, অন্য কোনও কারণে নহে। কিন্তু প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন প্রাধান্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যক্তিবিবেককার অর্থের উপসর্জনীকৃতাত্মত্বরূপ বিশেষণটিকে অব্যভিচার-দোষদুষ্টরূপে প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হন নাই। অতএব তাঁহার পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তি অখণ্ডিতই থাকিয়া যায়।

§ ১১ ।। যথা—

"उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् ।
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद् गलितं न लक्षितम् ।।"

अत्र हि प्रतीयमानेनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपितनायिका-नायकव्यवहारयोर्निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात् । तदपेक्षया च तस्य लिङ्गत्वा-दुपसर्जनीभावाव्यभिचार एव ।

অনুবাদ

"উপোঢ়রাগ চন্দ্রকর্তৃক চঞ্চলতারকাশোভিত নিশামুখ এমনভাবে গৃহীত হইয়াছিল যে সম্মুখস্থিত অন্ধকার রূপ অংশুকটি রাগবশতঃ স্খলিত হইলেও তাহার দ্বারা লক্ষিত হয় নাই।"

এই উদাহরণটিতে প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা অনুগত বাচ্যার্থটিই প্রধানরূপে প্রতীত হইতেছে, যেহেতু নিশা এবং শশী—যে দুইটি পদার্থের উপর যথাক্রমে নায়িকা এবং নায়কের ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে, তাহারাই বাক্যার্থ অথবা প্রধানরূপে প্রতীত হইতেছে।

(এইস্থলে) প্রতীয়মানের অপেক্ষায় যেহেতু বাচ্যার্থটি লিঙ্গ বা সাধনরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে সেইহেতু এখানেও উপসর্জনীভাবরূপ ধর্মের অব্যভিচারই হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ধ্বনিকারপ্রদর্শিত একটি উদাহরণ উদ্ধার করিয়া স্বকীয় বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছেন। 'উপোঢ়রাগেণ······লক্ষিতম্'—এই শ্লোকটি ধ্বনিকার ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাসোক্তি অলংকারস্থলে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের প্রাধান্য প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। উদ্ধৃত শ্লোকটি যে সমাসোক্তি অলংকারের উদাহরণ সে বিষয়ে কাহারও বিমতি নাই। সমাসোক্তিস্থলে বাচ্যার্থব্যতিরিক্ত অপর একটি অর্থের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা বোধ হইয়া থাকে এবং সেই দ্বিতীয় ব্যঙ্গ্য অর্থটি বাচ্যার্থের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। ফলে, বাচ্য অর্থে ব্যঙ্গ্য অর্থের ব্যবহার-সমারোপই সমাসোক্তি অলংকারের বিশিষ্ট লক্ষণ। উদ্ধৃত শ্লোকটিতে কবি প্রদোষের বর্ণনা করিতেছেন। প্রদোষে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। এই নৈসর্গিক দৃশ্যটিকে মনে রাখিয়াই কবি নিশা ও শশী এই দুই পদার্থকে এমন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের উপর যথাক্রমে নায়িকা এবং নায়কের ব্যবহার-সমারোপ প্রতীত হইতেছে। এবিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই যে নিশা- এবং শশি-বিষয়ক বাচ্য অর্থটি প্রাকরণিক এবং নায়িকা- এবং নায়ক-বিষয়ক ব্যঙ্গ্য অর্থটি অপ্রাকরণিক। এই অপ্রাকরণিক ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা নিশা- ও শশি-বিষয়ক বাচ্যার্থটি সংস্কৃত বা অলংকৃত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে। সুতরাং বাচ্যার্থটি অলংকার্য অতএব 'বাক্যার্থ' অথবা প্রধান। অপরপক্ষে, ব্যঙ্গ্যার্থটি তাহার সংস্কারক বা অলংকারক অতএব উপসর্জনীভূত বা গৌণ। সুতরাং সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারস্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি থাকিলেও তাহার অপেক্ষায় বাচ্যার্থের প্রাধান্য যে সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইহাই ধ্বনিকারের বিবক্ষা।

ধ্বনিকারের উপরি-উক্ত মতটি খণ্ডন করিতে গিয়া মহিমভট্ট বলিতেছেন যে 'উপোঢ়রাগেণ—' এই শ্লোকটিতে নিশা-শশিবিষয়ক বাচ্যার্থ এবং নায়িকা-নায়কবিষয়ক ব্যঙ্গ্যার্থ এই দুইটিরই বোধ সর্ববাদিসম্মত। তবে, ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি সম্ভব হইতেছে বাচ্যার্থটির প্রতীতি আছে বলিয়া। যেমন ধূমের প্রতীতি যদি না থাকিত, তাহা হইলে তজ্জন্য বহ্নি-প্রতীতিও থাকিতে পারিত না। সেইরূপ, 'উপোঢ়রাগেণ' এই শ্লোকে বাচ্যার্থপ্রতীতি যদি না হইত, তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতিও সম্ভব হইত না। উদ্ধৃত উদাহরণে বাচ্যার্থপ্রতীতিটি লিঙ্গ এবং ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতিটি লিঙ্গী বা সাধ্য; এবং লিঙ্গ বা সাধন যে লিঙ্গী বা সাধ্যের প্রতি উপসর্জনীভূত বা গৌণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব, প্রতীয়মানের অপেক্ষায় বাচ্যার্থ সর্বদাই গুণীভূত যেহেতু দ্বিতীয়টি প্রত্যায়ক এবং প্রথমটি প্রত্যায্য। অতএব উদ্ধৃত উদাহরণেও প্রতীয়মানার্থের প্রতীতির প্রতি বাচ্যার্থের উপসর্জনীভাবের কোনও ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম না ঘটায় বিশেষণের অন্যতর লক্ষণ যে ব্যভিচার তাহারই অভাব ঘটিল। ফলে, 'উপসর্জনীকৃতস্বঃ' অর্থের এই বিশেষণটি ধ্বনিলক্ষণে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় নাই—ইহাই ব্যক্তিবিবেকারের প্রতিপাদ্য। তবে যে সমাসোক্তি প্রভৃতির স্থলে বাচ্যার্থকে প্রধান বলা হয় এবং প্রতীয়মানার্থকে বা ব্যঙ্গ্যার্থকে তাহার প্রতি অপ্রধানরূপে নির্দেশ করা হয় তাহার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের স্থলে বাচ্যার্থটি প্রাকরণিক এবং ব্যঙ্গ্যার্থটি অপ্রাকরণিক—অর্থাৎ প্রকরণ অপেক্ষায় বাচ্যার্থের প্রাধান্য কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের নহে। কিন্তু ধ্বনিকার প্রাকরণিকত্বনিবন্ধন প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য বিচার করিয়া ধ্বনিলক্ষণে অর্থের উপসর্জনীকৃতত্বরূপ বিশেষণটির নিবেশ করেন নাই—ব্যক্তিবিবেককার ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন।

§ ১২ ॥ व्यभिचारेऽपि वैफल्यादनुपादेयमेवैतद्, गुणीभूतव्यङ्ग्येऽपि काव्ये चारुत्वप्रकर्षदर्शनादिति वक्ष्यते ।

उक्तं गुणीकृतात्मत्वं यदर्थस्य विशेषणम् ।
गमकत्वान्न तत् तस्य युक्तमव्यभिचारतः ॥ ७ ॥

—इति संग्रहश्लोकः ।

অনুবাদ

তাহা ছাড়া, গুণীকৃতাত্মত্বরূপ বিশেষণের যদি ব্যভিচার থাকেও তাহা হইলেও ঐরূপ বিশেষণ নিষ্ফল হওয়ায় (ধ্বনিলক্ষণে) ইহার গ্রহণ অনুচিত। কেননা, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে (বাচ্যার্থেরও) প্রকৃষ্ট চারুত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে—ইহা (প্রসঙ্গান্তরে) বলা হইবে।

(অতএব উপরিনির্দ্দিষ্ট আলোচনাটি সংক্ষিপ্তভাবে) নিম্নলিখিত সংগ্রহশ্লোক-রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে —

"উক্তং গুণীকৃতাত্মত্বম্—"

অর্থাৎ (ধ্বনিলক্ষণে) অর্থের গুণীকৃতাত্মত্বরূপ যে বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে। কেননা, অর্থটি (প্রতীয়মান অর্থের) গমক বা বোধক বলিয়া বাচ্যার্থের সহিত গুণীকৃতাত্মত্বরূপ ধর্মের কুত্রাপি ব্যভিচার নাই।

বিবৃতি

ব্যক্তিবাদিগণ এক্ষণে বলিতে পারেন যে ধ্বনিকাব্যে এবং সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারপ্রধান গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যকাব্যে যদিও ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ আছে বটে এবং যদিও উভয়ত্রই ব্যঙ্গ্যার্থের বোধের প্রতি বাচ্যার্থবোধটি উপায়স্বরূপ তথাপি ধ্বনিকাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর সুন্দর বলিয়া তাহারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থেরই চারুত্ব সমধিক বলিয়া তাহারই প্রাধান্য বিচারসহ। অতএব বাচ্যার্থটি সর্বত্রই গুণীকৃতাত্মা বা অপ্রধান নহে। অতএব গুণীকৃতাত্মত্বরূপ যে বিশেষণ তাহার ব্যভিচার স্পষ্টত:ই লক্ষিত হইতেছে। অতএব উহা সার্থক বিশেষণরূপেই পরিগণিত হওয়া উচিত। সুতরাং ব্যক্তিবিবেককারের খণ্ডন সমর্থনযোগ্য নহে।

ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন যে, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য হইতে ধ্বনি-কাব্যের বৈলক্ষণ্য বুঝাইবার জন্য উপসর্জনীকৃতত্ব বা গুণীকৃতাত্মা এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা, বিশেষণের উদ্দেশ্য বিশেষ্যকে ব্যাবৃত্ত করা। বিশেষণযোগসত্ত্বেও যদি ব্যাবৃত্তি যথাযথভাবে প্রতীত না হয় তাহা হইলে, সেইরূপ বিশেষণ নিষ্ফল। এক্ষণে, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের পরস্পর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সর্বত্রই বাচ্যার্থ অপেক্ষা যে ব্যঙ্গ্যার্থ অসুন্দর অথবা অপ্রধান ইহা কিছুতেই বলা যায় না। গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যে যদিও বাচ্যার্থের সৌন্দর্য অপহ্নব করা যায় না বটে, তথাপি ব্যঙ্গ্যার্থও যে অসুন্দর ইহা বলা যায় না। গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যেও বহুস্থলেই বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের চারুত্ব কোন প্রকারেই ন্যূন নহে, ইহা সহৃদয়ের অনুভববেদ্য। অতএব, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে যখন নিয়মত: বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গ্যার্থের সৌন্দর্য নিকৃষ্ট ইহা প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না, সেইহেতু ধ্বনিকাব্য হইতে গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অচারুত্ববোধক গুণীকৃতাত্মত্বরূপ অর্থের বিশেষণটি নিষ্ফলই হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব সংক্ষেপে ব্যক্তিবিবেককার পূর্বোদ্দিষ্ট আলোচনার সারসংকলন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, গুণীকৃতাত্মত্বরূপ অর্থবিশেষণটি একেবারেই অযুক্ত হইয়াছে। কেননা, যেহেতু ধ্বনিকাব্যই হউক বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যই হউক (এবং এই দুইটিই যথার্থ কাব্যরূপে ধ্বনিবাদিগণকর্তৃক স্বীকৃত) সর্বত্রই বাচ্যার্থবোধটি ব্যঙ্গ্যার্থবোধের প্রতি

উপায়মাত্র, সেইহেতু গমকত্বনিবন্ধন বাচ্যার্থের যে গৌণতা বা অপ্রাধান্য তাহার কুত্রাপি ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। অতএব গুণীকৃতাত্মত্বরূপ বিশেষণটি অব্যভিচারী হওয়ায় ইহাকে সার্থক বিশেষণরূপে স্বীকার করা সম্ভব নহে। ফলে এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ ধ্বনিলক্ষণে দুষ্টই হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার রুয্যক ধ্বনিবাদিগণের মত সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, অর্থের গুণীকৃতাত্মত্বরূপ যে বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তিন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে :—

(১) বাচ্যার্থটি অর্থান্তরের প্রতীতির উপায় বলিয়া তাহার অপ্রাধান্য কল্পিত হইতে পারে।

(২) প্রতীয়মান অর্থের অপেক্ষায় চারুত্ব নিকৃষ্ট বলিয়া তাহার অপ্রাধান্য সম্ভব।

(৩) অথবা, বাচ্যার্থটি স্ববিশ্রান্ত হওয়ায় অন্য অর্থের দ্বারা তাহা উপকার্য নহে, অতএব এই জাতীয় অপ্রাধান্য।

ব্যক্তিবিবেককার অবশ্য এই ত্রিবিধ পক্ষের প্রথম দুইটির আলোচনাপূর্বক দূষণোদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতীয়মান অর্থের অপেক্ষায় বাচ্য অর্থের যে অপ্রাধান্য তাহার কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। অপ্রাধান্য যদি চারুত্বের অভাবকে বুঝায় তবে ইহার ব্যাবর্তনীয় কোনও পদার্থ সম্ভব নহে—গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যেও বাচ্যের অচারুত্ব যেহেতু লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষটি ধ্বনিবাদিগণের সম্মত সিদ্ধান্তপক্ষ রূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য। কেননা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারপ্রধান কাব্যে যদিও বাচ্যার্থের দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে বটে, তথাপি উহা স্ববিশ্রান্তরূপে প্রতীত হয় না, যেহেতু শেষপর্যন্ত উহা পুনরায় বাচ্যার্থের উপস্কারকরূপে পর্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে যেহেতু বাচ্যটি স্ববিশ্রান্ত থাকিয়া অর্থান্তর বা প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা উপকার্য হইয়া থাকে সেইহেতু অর্থান্তরোপকার্যত্বরূপ ধর্ম ব্যাবর্তনের উদ্দেশ্যেই ধ্বনিলক্ষণে অর্থের গুণীকৃতাত্মত্বরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহা সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিম্নলিখিত সংগ্রহশ্লোকটিতে রুয্যক এই যুক্তিটি নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা :—

"গুণীকৃতাত্মতাঽর্থস্য ন প্রতীতাবুপায়তা।
নাচারুত্বমপি ত্বর্থৈর্বৌদ্ধৈরনুপকার্যতা ॥"

§ १३ ।। शब्दः पुनरनुपादेय एव । तस्य स्वार्थाभिधानमन्तरेण व्यापारान्तरानुपपत्तेरुपपादयिष्यमाणत्वात् ।

অনুবাদ

(ধ্বনিলক্ষণে) শব্দের উল্লেখ কোনপ্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু, স্বার্থ বা মুখ্যার্থের অভিধান ভিন্ন শব্দের আর অন্য কোন ব্যাপারই যে উপপন্ন নহে ইহা যুক্তিসহকারে উপপাদন করা হইবে।

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককারের মতে শব্দের একটিমাত্র শক্তিই আছে—তাহা অভিধা। লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা কোনটিই শব্দের শক্তি বা ব্যাপার নহে—ইহাই মহিমভট্টের সিদ্ধান্ত। অতএব শব্দ কোনক্রমেই ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা উহার স্বার্থ বা মুখ্যার্থ ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না—ইহাই ব্যক্তিবিবেককারের সুচিন্তিত অভিমত। অতএব ধ্বনিলক্ষণে 'ব্যঙ্‌ক্তঃ' এই ক্রিয়াপদের সহিত 'শব্দঃ' এই কর্তৃপদের অন্বয় অসম্ভব। সুতরাং ধ্বনিলক্ষণে 'শব্দঃ' এই প্রথমান্ত পদ যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় নাই।

§ १४ ॥ न च तस्यानुकरणव्यतिरेकेणोपसर्जनीकृतार्थत्वं सम्भवति । यथा—

"तं कर्णमूलमागत्य पलितच्छद्मना जरा ।
कैकेयीशङ्कयेवाह रामे श्रीर्न्यस्यतामिति ॥'

कुतस्तर्हि तदर्थावगतिः ? अनुकार्यादिति ब्रूमः । तस्य सार्थकनिरर्थकत्वभेदेन द्विविध्यतः । न त्वनुकरणात्, तस्येतिना व्यवच्छिन्नस्य स्वरूपमात्रेऽवस्थानात् ।

অনুবাদ

একমাত্র অনুকরণের ক্ষেত্র ছাড়া শব্দের কোথাও উপসর্জনীকৃতার্থত্ব সম্ভব নহে। যথা ঃ—

"তং কর্ণমূলমাগত্য—" (রঘুবংশ ১২. ২)

অর্থাৎ, জরা যেন কৈকেয়ীর শঙ্কাবশতঃ পলিতচ্ছলে দশরথের কর্ণমূলে আগত হইয়া তাঁহাকে (দশরথকে) "রামচন্দ্রের উপর রাজ্যশ্রী ন্যস্ত করা হউক"—এই কথা বলিয়াছিল।

তাহা হইলে, কোথা হইতে (অনুকরণস্থলে) শব্দ হইতে অর্থের বোধ জন্মিয়া থাকে ? আমরা বলিব—অনুকার্য হইতে। এবং সেই অনুকার্য (শব্দ) সার্থক ও নিরর্থকভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। কিন্তু অনুকরণ হইতে কোনও ক্রমেই নহে। কেননা, তাহা (অর্থাৎ অনুকরণ) 'ইতি' এই অব্যয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বরূপমাত্রেই পর্যবসিত হইয়া থাকে।

বিবৃতি

ইতিপূর্বে ধ্বনিলক্ষণে 'শব্দ' এই বিশেষ্যটির উপাদান যে অযৌক্তিক হইয়াছে—তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে, শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্বরূপ যে বিশেষণ ধ্বনিলক্ষণে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাও যে তুল্যরূপে দুষ্ট তাহাই যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। শব্দ যেহেতু অর্থপ্রতীতির উপায়মাত্র সেইহেতু অর্থ অপেক্ষা কখনই উহার প্রাধান্য সম্ভব

হইতে পারে না। অর্থই উপেয় অতএব প্রধান, শব্দ উপায় অতএব অপ্রধান। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অর্থ অপেক্ষা শব্দের প্রাধান্য কি কুত্রাপি সম্ভব নহে? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন যে, শব্দ যে স্থলে অনুকরণাত্মক অর্থাৎ যে স্থলে শব্দের দ্বারা অন্যের উক্তির আমরা অনুকরণ করিয়া থাকি কেবল সেইস্থলেই শব্দের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেননা, উক্তিস্বরূপের অনুকরণই কেবলমাত্র সেইস্থলে আমাদের অভিপ্রেত। সেই উক্তির অর্থ মুখ্যতঃ আমাদের বিবক্ষিত নহে। এইস্থলে, মহিমভট্ট কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গের অন্তর্গত 'তং কর্ণমূলমাগত্য—' এই শ্লোকটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিশদ করিতে চাহিতেছেন।

জরা যেন পলিতচ্ছলে বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের কর্ণমূলে উপস্থিত হইয়া "রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি" অর্থাৎ "রামচন্দ্রের উপর রাজ্যশ্রী ন্যস্ত করা হউক" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল। এইস্থলে, "রামে শ্রীর্ন্যস্যতাম্" এই বাক্যটি অনুকরণাত্মক। কেননা, কবি ইহার দ্বারা জরাকর্তৃক উচ্চারিত বাক্যেরই অর্থাৎ ('রামে শ্রীর্ন্যস্যতাম্') অনুকরণমাত্র করিয়াছেন। যে ক্রমে জরাকর্তৃক শব্দসমষ্টি উচ্চারিত হইয়াছিল, বর্ণ এবং পদের সেই আনুপূর্ব্বী যথাযথভাবে উপস্থাপন করাই এইস্থলে কবির উদ্দেশ্য এবং 'ইতি' এই অব্যয়টি কবির সেই অভিপ্রায়ই সূচিত করিতেছে। এইরূপক্ষেত্রে 'উক্তিস্বরূপাবচ্ছেদ'-ই 'ইতি' এই অব্যয়টির মুখ্য উদ্দেশ্য। এতএব দেখা গেল যে, অনুকরণাত্মক শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের স্বরূপটিই প্রধানভাবে প্রতীত হইয়া থাকে। অনুকরণাত্মক শব্দের স্থলে ঐ শব্দ হইতে বোধিত অর্থের প্রাধান্য থাকে না। এইস্থলে প্রতিবাদিগণ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি 'রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি' এই শব্দসমষ্টি শুধুই অনুকরণাত্মক হয় তবে উক্ত শব্দসমষ্টি হইতে "রামচন্দ্রের উপর রাজ্যশ্রী সমর্পণ করা হউক" এইরূপ অর্থের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন 'রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি' এই কবিবাক্যটি অনুকরণাত্মক হইলেও যে মূল জরাবাক্যের ('রামে শ্রীর্ন্যস্যতাম্') ইহা অনুকরণ, তাহা কিন্তু অনুকরণাত্মক নহে। সেই মূল জরাবাক্যটি অনুকার্য এবং যেহেতু সেই অনুকার্যগত শব্দসমষ্টি সার্থক, সেইহেতু এই স্থলে অর্থবোধ সম্ভব হইতেছে। অতএব অনুকরণাত্মক শব্দ হইতেও যে কোন কোন স্থলে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে প্রথমতঃ অনুকরণ শব্দের দ্বারা আমাদের সমানানুপূর্বী-বিশিষ্ট অনুকার্য শব্দের জ্ঞান জন্মে এবং অনন্তর সেই অনুকার্যাত্মক শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে, সাক্ষাৎ অনুকরণাত্মক শব্দ হইতে নহে। কিন্তু যেখানে অনুকার্য শব্দটিও নিরর্থক, কেবলমাত্র ধ্বনির অনুকরণমাত্র (Onomatopoetic), সেইস্থলে অনুকার্য শব্দ হইতে কোনও অর্থের জ্ঞান জন্মায় না। অতএব অনুকরণশব্দের মূলীভূত যে অনুকার্য-শব্দ তাহা দ্বিবিধ হইতে পারে—(১) সার্থক অনুকার্য এবং (২) নিরর্থক অনুকার্য। সার্থক অনুকার্যস্থলেই কেবলমাত্র অর্থপ্রতীতি হইতে পারে, নিরর্থক অনুকার্যস্থলে নহে।

§ १५ ।। अन्यस्य तूपसर्जनीभावाव्यभिचार एव तस्य तदर्थमुपादानतः ।

यो हि यदर्थमुपादीयते, नासौ तमेवोपसर्जनीकरोतीति युक्तं वक्तुं यथोदकाद्युपादानार्थमुपात्तो घटादिस्तदेवोदकादि। अन्यथा प्रधानेतरव्यवस्था निर्निबन्धनैव स्यात्। अत एव घटादिरेव प्रतिनिधीयते नोदकादीत्यसम्भवो लक्षणदोषः।

অনুবাদ

অনুকরণ শব্দাতিরিক্ত (স্বতন্ত্ররূপে বাচক অথবা অনুকার্য) শব্দের (অর্থের প্রতি) উপসর্জনীভাবের সর্বত্রই অব্যভিচার। যেহেতু তাহা অর্থপ্রতীতির নিমিত্তই উপাত্ত হইয়া থাকে। সেই বস্তু তাহাকেই নিজের অপেক্ষায় উপসর্জনীকৃত করিয়া থাকে এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেমন, যে ঘটপ্রভৃতি পদার্থ উদকাদি আহরণের নিমিত্ত উপার্ত্ত হইয়া থাকে, তাহা সেই উদকাদি পদার্থকেই আপনার প্রতি গুণীভূত করে এইরূপ বলা অসঙ্গত। ইহার অন্যথাভাব হইলে প্রধান ও অপ্রধান-ভাবের অবধারণের কোনও নিবন্ধন বা নির্ধারক হেতু দুর্লভ হইবে। এইজন্যই ঘটাদিস্থলেই পতিনিধির উপাদান হইয়া থাকে, উদকাদির নহে। সুতরাং ধ্বনিলক্ষণে (শব্দের উপ্রর্জনীকৃতার্থত্বরূপ বিশেষণপ্রয়োগ) অসম্ভবদোষগ্রস্ত।

বিবৃতি

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অনুকরণশব্দের স্থলে প্রাথমিকভাবে অর্থের প্রতীতি অভিপ্রেত না হওয়ায় অর্থের অপেক্ষায় শব্দেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ধ্বনিস্থলে যেসকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেগুলি অনুকরণশব্দ নহে, অনুকরণভিন্ন শব্দ— অনুকরণভিন্ন শব্দ বলিতে অনুকার্য শব্দ এবং স্বতন্ত্ররূপে বাচক শব্দ—এই দ্বিবিধ শব্দই বোধিত হইতেছে—ইহা টীকাকার রুয্যক স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। বাচক শব্দের স্থলে অর্থপ্রতীতির প্রতি শব্দটি উপায়রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বাচক শব্দটি উপায় এবং বাচ্য অর্থ বা স্বার্থ উপেয়, এবং উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে উপেয়টি যে প্রধান ইহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। কেননা, উপেয়ের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রতিনিধির উপাদান সম্ভব নহে। কিন্তু উপায়ের স্থলে প্রতিনিধ্যন্তরের উপাদান প্রায়শঃই লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং যাহার স্থলে প্রতিনিধির উপাদান সম্ভব তাহা কখনও মুখ্য হইতে পারে না। যেমন, উদকাদি আহরণের জন্য ঘটাদি পদার্থের উপাদান হইয়া থাকে। এস্থলে উদকাদি উপেয়, ঘটাদি উপায়মাত্র এবং সেইজন্যই ঘটাদির স্থলে তৎসদৃশ পদার্থ প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। ফলে, উদকাদি যে প্রধান এবং ঘটাদি যে অপ্রধান ইহা নির্বিবাদসিদ্ধ। ভর্তৃহরি একটি কারিকায় উপায় শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"উপাদায়াপি যে হেয়াস্তানুপায়ান্ প্রচক্ষতে। উপায়ানাং হি নিয়মো নাবশ্যমবতিষ্ঠতে॥"[১] বাচ্যার্থের স্থলে

১ বাক্যপদীয়, ২·৩৮

লক্ষ্য করা যায় যে, বাচ্যার্থপ্রতীতিটি উপেয় এবং বাচক শব্দটি তাহার উপায়মাত্র এবং সেইজন্যই বাচক শব্দটির স্থলে অন্য কোনও শব্দ প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং শব্দ সর্বদাই অর্থের প্রতি গুণীভূত হওয়ায় শব্দের গুণীকৃতার্থত্বরূপ বিশেষণটি সর্বথা অসম্ভব। রুয্যক এইস্থলে পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন যে ব্যক্তিবিবেকের এই অনুচ্ছেদে অর্থের প্রতি শব্দের উপসর্জনীভাবাব্যভিচারেব দ্বারা শব্দের প্রতি অর্থের উপসর্জনীভাবের অসম্ভব প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। শব্দ এবং অর্থ সর্বদাই পরস্পরাপেক্ষ, কিন্তু অর্থটি উপেয় বলিয়া প্রধান এবং শব্দটি উপায় বলিয়া অপ্রধান, ইহাই উভয়ের গুণপ্রধানভাবনিরূপণের একমাত্র ভিত্তি। এইস্থলে, আরও লক্ষ্য করা উচিত যে, অর্থ দ্বিবিধ হইতে পারে—স্বার্থ ও প্রতীয়মানার্থভেদে। যদিও ব্যক্তিবিবেককার স্বার্থের প্রতি বাচকশব্দের উপসর্জনীভাব স্থাপন করিয়াছেন তথাপি প্রতীয়মান অর্থের প্রতিও উহার সমান উপসর্জনীভাব অভিপ্রেত। স্বার্থ অপেক্ষায় অসম্ভবদোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় শব্দটি বাচ্যার্থের ন্যায় সর্বদাই উপসর্জনীকৃতার্থ হওয়ায় শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্ব অব্যভিচারী। অতএব ইহা যথার্থ বিশেষণলক্ষণাক্রান্ত লক্ষণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

§ ১৬ ।। व्यभिचार-सम्भवयोरपि वा यत् स्वार्थयोरुपसर्जनीकृतत्ववचनं तत् पुनरुक्तं, तयोरर्थान्तराभिव्यक्त्यर्थमुपात्तयोः सामर्थ्यादेव तदवगतेरित्युक्तम् । न च स्वरूपमात्रानुवादफलमेतदिति शक्यं वक्तुं तस्य पुनरुक्ति-प्रकारत्वोपपादनतः ।

অনুবাদ

ব্যভিচার এবং সম্ভব—এই উভয় যদিও বা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি শব্দ ও অর্থের 'উপসর্জনীকৃতত্ব' রূপ (বিশেষণের) উক্তি পুনরুক্তিমাত্র। কেননা (ধ্বনিস্থলে) যেহেতু এই উভয়ই অর্থান্তরের অভিব্যক্তির জন্যই উপাত্ত হইয়া থাকে, সেইহেতু সামর্থ্যবশতঃই তাহাদের উপসর্জনীকৃতত্বরূপ ধর্মের অবগতি হইয়া থাকে—ইহা (পূর্বেই) বলা হইয়াছে। আর এইরূপও বলা চলে না যে, (বস্তু-) স্বরূপমাত্রের অনুবাদই ইহার ফল। কেননা, তাহা যে পুনরুক্তিরই প্রকারমাত্র ইহা পরে উপপাদন করা হইয়াছে।

বিবৃতি

পূর্বে মহিমভট্ট 'উপসর্জনীকৃতত্ব'-রূপ বিশেষণটি যে অব্যভিচার ও অসম্ভব-বশতঃ শব্দ ও অর্থের ক্ষেত্রে যথাযথ বিশেষণ হইতে পারে না, তাহা নানা যুক্তির সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অন্য এক প্রকারে এই বিশেষণটির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্থলে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষায় বাচ্যার্থের চারুত্ব-

নিবন্ধন প্রাধান্যবশতঃ উপসর্জনীকৃতত্বরূপ ধর্মের ব্যভিচার, আর শব্দ অর্থান্তরের অপেক্ষায় নিজের স্বার্থ বা মুখ্যার্থকে গুণীকৃত করিতেও পারে—এইজন্য উপসর্জনীকৃতার্থত্বরূপ বিশেষণটি শব্দের ক্ষেত্রে সম্ভব—এইরূপে যদি ব্যভিচার ও সম্ভব মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি ধ্বনির ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থ উভয়ই যেহেতু প্রতীয়মানরূপ অর্থান্তরের প্রতীতির জন্যই উপাত্ত হইয়া থাকে, সেইহেতু 'উপসর্জনীকৃতত্ব' এই উভয়েরই স্বরূপকোটিপ্রবিষ্ট ধর্ম। অতএব এইরূপ স্বরূপকোটিপ্রবিষ্ট ধর্মের শব্দের দ্বারা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ পুনরুক্তিদোষগ্রস্ত।

§ १७ ।। एवञ्च यत् 'सुवर्णपुष्पां पृथिवी'-मित्याद्युदाहरणमुपदर्शितं, तदसिद्धसाध्यसाधनधर्मानुगममित्यवगन्तव्यम् ।

অনুবাদ

এইরূপে "সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্—" প্রভৃতি শ্লোক যে উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার (মূলীভূত) সাধ্য-সাধনভাব অসিদ্ধ—ইহা বুঝিতে হইবে।

বিবৃতি

'ব্যক্তিবিবেকক'ার নানা যুক্তির সাহায্যে শব্দের অভিধাতিরিক্ত ব্যাপারান্তর এবং বাচ্যার্থাতিরিক্ত অর্থান্তর যে অসিদ্ধ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বস্তুতঃ গম্যগমকভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা প্রদর্শনকল্পে তিনি 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধনাচার্য্য-প্রদর্শিত ধ্বনির অন্যতম উদাহরণ উদ্ধার করিয়া উহার দূষণোদ্ভাবন করিতেছেন। ধ্বনিকার ধ্বনি স্থাপনের পর অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যরূপে ধ্বনির দুইটি প্রধানভেদ উল্লেখ করিয়া প্রথমটির উদাহরণরূপে—

"সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥"

এই মহাভারত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। তু°—"অস্তি ধ্বনিঃ। স চাসাববিক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ সামান্যেন। তত্রাদ্যস্যোদাহরণম্— 'সুবর্ণপুষ্পাম্—'।" এক্ষণে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনিটি ধ্বনিবাদিগণের মতে লক্ষণামূলকরূপে স্বীকৃত, এবং যেহেতু প্রয়োজনমূলক লক্ষণাস্থলে লক্ষণাপ্রযোজক প্রয়োজনরূপ অর্থটি ব্যঞ্জনাব্যাপারবেদ্য সেইহেতু 'সুবর্ণপুষ্পাম্—' শ্লোকটিতে প্রযোজনরূপ অর্থটি ধ্বনিবাদিগণের মতে ব্যঙ্গ্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অভিনবগুপ্তাচার্য্য তাঁহার 'লোচন' টীকায় এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"॥ সুবর্ণাপুষ্পামিতি ॥ সুবর্ণানি পুষ্প্যন্তীতি সুবর্ণপুষ্পা। এতচ্চ বাক্যমেবাসম্ভবৎ-স্বার্থমিতি কৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম্। অতএব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাৎপর্য্যশক্ত্যাবগময্যৈব-

বাধকবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্যাৎ সুলভসমৃদ্ধিসম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি। তল্লক্ষণাপ্রয়োজনং শূর-কৃতবিদ্য-সেবকানাং প্রাশস্ত্যমশব্দবাচ্যত্বেন গোপ্যমানং সন্নায়িকাকুচকলশযুগলমিব মহার্ঘতামুপযদ্ ধ্বনয়ত ইতি।......" অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধ্বনিবাদিগণের মতে 'সুবর্ণপুষ্পাম্—' এই উদাহরণটিতে লক্ষণাই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির মূল। ব্যক্তিবিবেককারের মতে কিন্তু শব্দের অভিধাতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় ব্যাপার প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায়, তন্মূলক ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বা সাধ্যসাধনভাবও অসিদ্ধ। অতএব 'সুবর্ণপুষ্পাম্—' ইত্যাদি শ্লোক অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণরূপে প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

§ ১৮ ।। কিঞ্চ যথাভিধেয়োঽর্থস্তদ্বিশেষণং চোপাত্তং তদ্বদভিধাপ্যুপাদানমর্হত্যেব। অন্যথা যত্র দীপকাদেরলঙ্কারাদলঙ্কারান্তরস্যোপমাদেঃ প্রতীতিস্তত্র ধ্বনিত্বমিষ্টং ন স্যাত্ তল্লক্ষণেনাব্যাপ্তেঃ। অলঙ্কারাণাং চাভিধাত্মত্বমুপগতং তেষাং ভঙ্গিভণিতিভেদরূপত্বাত্।

"অলঙ্কারান্তরস্যাপি প্রতীতৌ যত্র ভাসতে।
তত্পরত্বং ন বাচ্যস্য নাসৌ মার্গো ধ্বনের্মতঃ।।"

ইত্যাদিনা তত্প্রতিষিদ্ধমিত্যুচ্যতে। তত্প্রতিষেধহেতোঃ কাব্যাতত্পরতালক্ষণস্যাসিদ্ধত্বাত্ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যভিধানপরতয়ৈব দীপকাদ্যলঙ্কারভঙ্গিভণিতিসমাশ্রয়ণতঃ প্রতীয়মানস্যৈব চালঙ্কারাদেশ্চারুত্বাতিশয়যোগাত্ তাবন্মাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ তদ্ধ্বনিব্যবহারস্যেতি কথং তত্প্রতিষেধসিদ্ধিঃ।

অনুবাদ

তাহা ছাড়া, (ধ্বনিলক্ষণে) যেমন অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ ও তাহার বিশেষণ (অর্থাৎ 'উপসর্জনীকৃতত্ব') এই দুইটি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইরূপ অভিধাব্যাপারের উপাদানও কর্ত্তব্য। অন্যথা দীপক প্রভৃতি (অলংকার) হইতে যেখানে উপমাদি অলংকারান্তরের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইস্থলে অভিপ্রেত ধ্বনিত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু ধ্বনিলক্ষণের দ্বারা তাহা ব্যাপ্ত হয় না। আর অলংকারসমূহ যে অভিধাস্বরূপ তাহা স্বীকৃত, যেহেতু সেইগুলি ভঙ্গিভণিতিরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র।

"অলংকারান্তরস্যাপি.........ধ্বনের্মতঃ" - ধ্বন্যালোক ২.২৭

এই ধ্বনিকারিকার দ্বারা উহার (অর্থাৎ ঐরূপ সম্ভাবনার) প্রতিষেধ করা হইয়াছে—এইরূপ যদি বলা হয়, তবে (তাহার উত্তরে) বলা যায়— ধ্বনিত্বের প্রতিষেধের প্রতি যাহা কারণ, অর্থাৎ "কাব্যের অতৎপরত্ব"-রূপ, তাহাই অসিদ্ধ। কেননা দীপকাদি অলংকারের ভঙ্গীভণিতির সমাশ্রয়ণ করা হইয়া থাকে তৎপররূপে

উপমানোপমেয়ভাবাদির অভিধানের (অর্থাৎ প্রতিপাদনের) উদ্দেশ্যেই। অপিচ যেহেতু প্রতীয়মান অলংকারাদিরই সাতিশয় চারুত্বসম্বন্ধ সিদ্ধ এবং যেহেতু সেইটুকুই মাত্র (অর্থাৎ চারুত্বাতিশয়) সেই ধ্বনিব্যবহারের নিবন্ধন, সেইকারণে কিরূপে ধ্বনিব্যবহারের প্রতিষেধ সিদ্ধ হইতে পারে ?

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ধ্বনিলক্ষণে অপর একটি দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, "যত্রার্থঃ শব্দো বা—" এই ধ্বনিলক্ষণটিতে যেমন 'অর্থ' এবং তাহার 'উপসর্জনীকৃতত্ব'—এই দুইটি উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ 'অভিধা'—ব্যাপারেরও উল্লেখ করা উচিত ছিল। কেননা, ধ্বনিকাব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে (বাচ্য) অলংকারের দ্বারাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্য একটি পৃথক্ অলংকারের প্রতীতি ঘটিতে পারে। যেমন, দীপকাদি (বাচ্য) অলংকারের দ্বারা অশব্দবাচ্য উপমা প্রভৃতি অলংকারের প্রতীতি হইয়া থাকে। আর ইহা ত' অবশ্যই স্বীকার্য্য যে (বাচ্য) অলংকারসমূহ অভিধা ব্যাপারেরই প্রকারভেদ মাত্র। কেননা, অলংকারসমূহ 'ভঙ্গীভণিতি' বা উক্তিবৈচিত্র্য বা বাগ্‌বিকল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং যেহেতু ভণিতি বা উক্তি অভিধাব্যাপার হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, সেইহেতু ইহাও নির্বিবাদসিদ্ধ যে অলংকারসমূহও অভিধাব্যাপারেরই প্রকারভেদ মাত্র, উহাদের স্বতন্ত্র কোনও সত্তা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। মনে হয়, 'ব্যক্তিবিবেক'-কার কুন্তকোদ্ভাবিত অলংকারলক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তিজীবিত'-নামক অলংকার নিবন্ধে বলিয়াছেন—

"উভাবেতাবলঙ্কার্য্যৌ তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে ॥"—(১. ১০)

ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৃত্তিতে কুন্তক বলিতেছেন—"উভৌ দ্বাবপ্যেতৌ শব্দার্থাবলঙ্কার্য্যাবলংকরণীয়ৌ কেনাপি শোভাতিশয়কারিণালঙ্করণেন যোজনীয়ৌ। কিং তত্তয়োরলঙ্করণমিত্যভিধীয়তে—'তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ।' তয়োর্দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্টয়োরপ্যলংকৃতিঃ পুনরেকৈব, যথা (যয়া ?) দ্বাবপ্যলংক্রিয়েতে। কাসৌ—বক্রোক্তিরেব। বক্রোক্তিঃ প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকিণী বিচিত্রৈবাভিধা। কীদৃশী—বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিঃ। বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্মকৌশলং তস্য ভঙ্গী বিচ্ছিত্তিঃ, তয়া ভণিতিঃ। **বিচিত্রৈবাভিধা বক্রোক্তিরিত্যুচ্যতে।** তদিদমত্র তাৎপর্যম্—যৎ (ন ?) শব্দার্থৌ পৃথগবস্থিতৌ কেনাপি ব্যক্তিরিক্তেনালঙ্করণেন যোজ্যেতে, **কিন্তু বক্রতাবৈচিত্র্যযোগিতয়াঽভিধানমেবানয়োরলঙ্কারঃ, তস্যৈব শোভাতিশয়কারিত্বাৎ।**......"

সুতরাং উপমাদি বাচ্যালংকার যেহেতু অভিধাব্যাপারেরই বিচিত্র প্রকারভেদমাত্র, সেইহেতু অলংকারের দ্বারা যেস্থলে অলংকারান্তরের বোধ জন্মিয়া থাকে, সেইখানে অভিধা-

ব্যাপারই সেই দ্বিতীয় অলংকারটির প্রতীতির মূল বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য। অতএব, অর্থকে যেরূপ অর্থান্তরের ব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতি বাচ্য অর্থের গৌণত্ববশত: যেমন ধ্বনিকার উহাকে ধ্বনির উদাহরণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ অভিধাত্মক অলংকার যেখানে আপনাকে গুণীভূত করিয়া প্রতীয়মান অলংকারান্তরের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে, সেখানেও ধ্বনি বলিয়া স্বীকার করা উচিত। অথচ ধ্বনিকার ধ্বনিলক্ষণে অভিধা ব্যাপারের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করেন নাই বলিয়া অলংকার হইতে অলংকারান্তরের প্রতীতিস্থলে ধ্বনি স্বীকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা একটি দোষ। ইহাকে অব্যাপ্তিরূপ লক্ষণদোষ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে হয়ত ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদিও দীপক প্রভৃতি অলংকারস্থলে উপমানোমেয়ভাব ব্যঙ্গ্যরূপে প্রতীয়মান হয় বটে, তৎসত্ত্বেও সেই ব্যঙ্গ্য উপমানোমেয়ভাবের সেইস্থলে প্রাধান্য থাকে না বলিয়া—ঐরূপক্ষেত্রে ধ্বনি স্বীকার করা যায় না। কেননা ধ্বনিকার স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

"অলংকারান্তরস্যাপি প্রতীতৌ যত্র ভাসতে।
তৎপরত্বং ন বাচ্যস্য নাসৌ মার্গো ধ্বনের্মত: ॥"

অর্থাৎ, যেস্থলে বাচ্য অলংকার হইতে ব্যঙ্গ্য অলংকারের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, সেইস্থলে শেষোক্ত অলংকার বিষয়ে যদি তাৎপর্য না থাকে, তবে উহা ধ্বনির মার্গ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং দীপকস্থলে উপমানোপমেয়ভাবের ব্যঙ্গ্যরূপে প্রতীতি হইলেও যেহেতু উপমানোমেয়ভাব অপেক্ষা দীপকালংকারকৃত চারুত্বই সমধিক এবং যেহেতু চারুত্বই প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বিচারের একমাত্র নিয়ামক হেতু, সেইহেতু ব্যঙ্গ্য উপামানোপমেয়ভাব অপেক্ষা বাচ্য দীপকেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। ফলে উহা ধ্বনির উদাহরণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

ধ্বনিবাদিগণের এইরূপ যুক্তির সারবত্তা খণ্ডন প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন যে, বাচ্য দীপক অপেক্ষা ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাব যে গুণীভূত—ধ্বনিবাদিগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কেননা, দীপকাদি অলংকারস্থলে ধ্বনির সদ্ভাবাশঙ্কা নিরাকরণের পক্ষে ধ্বনিকার যে হেতু বা যুক্তি দিয়াছেন, অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাবাদিবিষয়ে কাব্যের তাৎপর্যের অভাব, সেই হেতুটিই অসিদ্ধ। যেহেতু এই জাতীয় উদাহরণে যে দীপকাদি বাচ্য অলংকাররূপ ভঙ্গীভণিতি কবিকর্তৃক অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য যাহাতে উপমানোপমেয়ভাবাদিরই প্রধানতঃ অভিধান বা প্রতীতি হইতে পারে, উপমানোপমেয়ভাবাদিপ্রতীতিতেই বাচ্য দীপকাদি অলংকারের তাৎপর্য বা পর্যবসান। আর প্রতীয়মান উপমানোপমেয়ভাবাদিরই অধিক চারুত্ব বা চারুত্বোৎকর্ষ যেহেতু অনুভবসিদ্ধ, এবং চারুত্বোৎকর্ষবশতই যখন বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য নিরূপিত হইয়া থাকে, সেইহেতু দীপকাদি অলংকারস্থলে ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাবাদির চারুত্বোৎকর্ষবশতঃ প্রাধান্য থাকায়

তন্নিবন্ধন ধ্বনিব্যবহার কিরূপে নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে? অতএব দীপকাদি অলংকারস্থলে ধ্বনিবাদিগণ যে ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাবাদির অপ্রাধান্য প্রদর্শন করত: ঐরূপস্থলে ধ্বনিসম্ভাবনার নিরাকরণ করিয়া থাকেন, তাহা সর্বতোভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ—ইহাই ব্যক্তিবিবেককারের অভিমত।

কিন্তু ব্যক্তিবিবেককারের এই দূষণোদ্ভাবন যে অযৌক্তিক এবং ধ্বনিবাদিগণের যথার্থ অভিপ্রায়বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা টীকাকার রুয্যক নানা যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—ব্যক্তিবিবেককার যে অলংকারকে 'ভঙ্গীভণিতি' বা অভিধা-ব্যাপারেরই প্রকারভেদরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সমর্থনীয় নহে। কেননা, 'চিরন্তন' 'অলংকারতন্ত্রপ্রজাপতি'রূপে পরিগণিত উদ্ভটাচার্যপ্রমুখ আলংকারিকগণ অলংকারসমূহকে শব্দ ও অর্থেরই ধর্মরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, অভিধাধর্মরূপে নহে। এইস্থলে 'ধ্বন্যালোকে'র ১ম উদ্দ্যোতের তৃতীয় কারিকা ও তত্রস্থ বৃত্তিগ্রন্থ উদ্ধারযোগ্য। ধ্বনিকার স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

"তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ।
বহুধা ব্যাকৃতঃ সোঽন্যৈঃ............ ॥
কাব্যলক্ষ্মবিধায়িভিঃ ভট্টোদ্ভটপ্রভৃতিভিঃ।"

রূপকাদি অলংকারসমূহ যে প্রাচীন উদ্ভটপ্রভৃতি আচার্যের মতানুসারে বাচ্যার্থেরই প্রকারমাত্র, ইহা ধ্বন্যালোকের অন্যান্য বহুস্থলেও স্পষ্টতই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"রূপকাদিরলংকারবর্গো যো বাচ্যতাং শ্রিতঃ।
স সর্বো গম্যমানত্বং বিভ্রদ্ ভূম্না প্রদর্শিতঃ॥"—(২.২৬)

—এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলিয়াছেন—

"অন্যত্র বাচ্যত্বেন প্রসিদ্ধো যো রূপকাদিরলংকারঃ সোঽন্যত্র প্রতীয়মানতয়া বাহুল্যেন প্রদর্শিতস্তত্রভবদ্‌ভির্ভট্টোদ্ভটাদিভিঃ।"

ধ্বনিকারও যে উদ্ভটাচার্যের মত অনুসরণ করিয়া অলংকারসমূহের বাচ্যরূপতাই স্বীকার করিতেন, 'অভিধা'-রূপতা নহে, ইহাও ধ্বন্যালোকের নিম্নোদ্ধৃত বৃত্তিগ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনিকাব্যে অলংকারসন্নিবেশবিষয়ে সমীক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন বলিতেছেন—

"......অলংকারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহম্পূর্বিকয়া পরাপতন্তি। যথা কাদম্বর্যাং কাদম্বরীদর্শনাবসরে। যথা চ মায়ারামশিরোদর্শনেন বিহ্বলায়াং সীতাদেব্যাং সেতৌ। যুক্তং চৈতৎ, যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরে-বাক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপ-কাদয়োঽলঙ্কারাঃ।........"

এতএব দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ভট্টোদ্ভট প্রমুখ আলংকারিকগণের মতে অলংকারসমূহের শব্দধর্মত্ব বা অর্থধর্মত্ব অর্থাৎ বাচ্যবিশেষরূপত্বই সিদ্ধ, ব্যক্তিবিবেককারসম্মত অভিধাত্মকতা নহে। বিশেষতঃ 'অভিধা' বলিতে হয় শব্দের অর্থপ্রতিপাদকত্বরূপ ব্যাপার অথবা শব্দোচ্চারণরূপ ব্যাপারকে বুঝান হয়। ঐরূপ অভিধা-ব্যাপারের প্রকারভেদ কিরূপে অলংকাররূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জকত্ব পৃথক্‌ভাবে যেহেতু ধ্বনিলক্ষণ-বিধায়ক কারিকাটিতে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইহেতু শব্দ ও অর্থের ধর্ম অলংকার-সমূহের ব্যঞ্জকত্বও তাহার দ্বারাই সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং ধ্বনিলক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে অভিধা ব্যাপারের ব্যঞ্জকতা খ্যাপন করা হয় নাই বলিয়া মহিমভট্ট যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

অপি চ—ব্যক্তিবিবেককার যে দীপকাদিস্থলে ধ্বনিবাদিগণ উপমানোমেয়ভাবাদি বিষয়ে 'অতৎপরত্ব' প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক বলিয়া খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাও সমীচীন নহে। কেননা, ধ্বনিবাদিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় পর্যালোচনা না করিয়াই ব্যক্তিবিবেককার ঐরূপ দোষ উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ধ্বনিবাদিগণের মতে 'তৎপরত্ব' বলিতে প্রতীতির প্রতি উপায়ত্ব বা 'অচারুত্ব' বুঝায় না, বা 'অ-তৎপরত্ব' বলিতে উহার অভাবও বোধিত হয় না। কিন্তু প্রত্যায্য বা ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা অনুপকার্যত্বই 'তৎপরত্ব'-রূপে অভিপ্রেত। সুতরাং দীপকাদি অলংকারস্থলে যদিও উপমানোপমেয়ভাব প্রত্যায্য বা ব্যঙ্গ্যরূপে অভিপ্রেত বটে, তথাপি এই ব্যঙ্গ্য উপমানোপমেয়ভাবাদির দ্বারা বাচ্য দীপকাদি অলংকারের উপকার সাধিত হওয়ায়, প্রত্যায্য অর্থের দ্বারা অনুপকার্যত্বরূপ 'তৎপরত্ব' এইস্থলে সিদ্ধ হইল না। অতএব দীপকাদি-স্থলে উপমানোপমেয়ভাবাদির প্রাধান্যকৃত উপমাদি সংজ্ঞাব দ্বারা ব্যপদেশ বা নির্দেশ না করিয়া দীপকাদি সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদেশই যুক্তিযুক্ত। অতএব দীপকাদিস্থলে উপমানোপমেয়াভাবাদির 'অতৎপরত্ব'-ই শোভন। এইভাবে টীকাকার রুয্যক মহিমভট্টের বিরোধী যুক্তিজাল খণ্ডন-করতঃ ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

§ १६ ।। अथार्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्यैव सद्भावावगमः, अर्थशब्दयोरुपसर्जनी-कृतस्वार्थत्वाभिधानसामर्थ्याच्च तदुपसर्जनीभावावगतिः, तस्याः प्राधान्येन तयोरुपसर्जनीभावादिति व्यर्थस्तदुपादानप्रसङ्ग इति। एवं तर्ह्यर्थस्यैवोप-सर्जनीभावोऽभिधेयो न शब्दस्य, तस्याभिधाया इव तदुपसर्जनीभावाभिधानसा-मर्थ्यादेव तदवगतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यर्थं शब्दग्रहणम्, अन्यथाभिधान-ग्रहणमपि कर्तव्यं प्रसज्येत विशेषाभावात्। न चास्य स्वार्थाभिधानमात्रपर्यवसित-सामर्थ्यस्य व्यापारान्तरमुपपद्यते, येनायमर्थान्तरमवगमयेत्, तदपेक्षं चोपसर्जनी-कृतार्थत्वमियात्। अर्थस्यैव तदुपपत्तिसमर्थनात्।

অনুবাদ

আর যদি বলা হয় যে, অর্থপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তিবশতই সেই অভিধাশক্তির সদ্ভাব প্রতীত হইতেছে, এবং অর্থ ও শব্দের (যথাক্রমে) উপসর্জনীকৃতস্বত্ব ও উপসর্জনীকৃতার্থত্বের উল্লেখের দ্বারা সেই অভিধাশক্তিরও উপসর্জনীভাবের অবগতি হইতেছে, কেননা অভিধার প্রাধান্য ঘটিলে অর্থ ও শব্দের উপসর্জনীভাব সিদ্ধ হইতে পারে না অতএব (ধ্বনিলক্ষণে) অভিধার (পৃথক্‌ভাবে) উপাদানের প্রসঙ্গ নিরর্থক, তাহা হইলে (তাহার উত্তরে বলা চলে যে) অর্থেরই উপসর্জনীভাব উল্লেখ করা উচিত, শব্দের নহে। কেননা যেমন অর্থের উপসর্জনীভাব-কথনের দ্বারাই অভিধার উপসর্জনীভাব প্রতীত হইতে পারে সেইরূপ শব্দেরও উপসর্জনীভাবের বোধ সিদ্ধ হইতে পারে—সেইহেতু ধ্বনিলক্ষণবিধায়ক বাক্যে শব্দগ্রহণ ব্যর্থ। অন্যথা অভিধান গ্রহণও পৃথক্‌ভাবে কর্তব্য হইয়া পড়িবে—কেননা (শব্দ ও অভিধান এই উভয়স্থলেই) কোনও বিশেষ বা তারতম্য নাই। আর শব্দের সামর্থ্য যখন কেবলমাত্র স্বার্থ বা মুখ্যার্থের অভিধানের দ্বারাই পর্যবসিত বা নিঃশেষিত হইয়া থাকে তখন উহার অভিধাতিরিক্ত ব্যাপারান্তরও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, যাহার দ্বারা (স্বার্থাতিরিক্ত) অর্থান্তরের বোধ জন্মাইতে পারে, এবং সেই অর্থান্তর অপেক্ষায় শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। যেহেতু, কেবলমাত্র অর্থেরই অর্থান্তরপ্রতীতি (উৎপাদন করিবার উপযোগী) ব্যাপার উপপত্তির দ্বারা সমর্থন করা চলে।

বিবৃতি

ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদিও ধ্বনিলক্ষণে অভিধা ব্যাপারের ও তাহার উপসর্জনীভাবের পৃথক্‌ভাবে কোনও উল্লেখ করা হয় নাই বটে, তথাপি শব্দ ও অর্থের যথাক্রমে উপসর্জনীকৃতার্থত্ব ও উপসর্জনীকৃতাত্মত্বের উল্লেখের দ্বারাই অভিধাব্যাপারেরও উপসর্জনীকৃতত্ব বোধিত হইতেছে। কেননা অভিধা শব্দেরই অর্থবোধনানুকূল ব্যাপার মাত্র। সুতরাং শব্দ যদি উপসর্জনীকৃতার্থ হয় অথবা অর্থ যদি নিজেই উপসর্জনীকৃতাত্ম হয়, তাহা হইলে 'অভিধা' ব্যাপারটিও যে অবশ্যই উপসর্জনীকৃতস্ব হইবে, ইহা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। কেননা অভিধাব্যাপারটি যদি প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তবে সেই অভিধাব্যাপারবিশিষ্ট শব্দটি এবং সেই অভিধাব্যাপারবোধিত অর্থটি কোনও প্রকারেই উপসর্জনীকৃতার্থ ও উপসর্জনীকৃতস্ব হইতে পারে না। এইভাবে যদি ধ্বনিবাদিগণ ধ্বনিলক্ষণে অভিধাপারের পৃথক্‌ভাবের উল্লেখ না করাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহার উত্তরে মহিমভট্ট আপত্তি করিতেছেন যে, তুল্যযুক্তিতে ধ্বনিলক্ষণে শব্দের

উপসর্জনীকৃতার্থত্ব পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ না করিলেও চলে এবং তাহার দ্বারা ধ্বনিলক্ষণের লাঘবও সাধিত হইবে। কেননা প্রতীয়মান অর্থের প্রতি বাচ্যার্থের উপসর্জনীকৃতত্বের উল্লেখের দ্বারাই শব্দেরও উপসর্জনীকৃতার্থত্ব প্রকারান্তরে স্বীকৃতই হইয়াছে, সুতরাং পৃথক্‌ভাবে শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্ব উল্লেখ করিবার কোনও আবশ্যকতাই নাই। কেননা মুখ্যার্থ যেখানে নিজেকে প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গুণীভূত করিয়াছে, সেইখানে সেই মুখ্যার্থের বাচক শব্দটিও যে অবশ্যই আপনার অর্থ (অর্থাৎ বাচ্যার্থ)-কে সেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতি গুণীভূত করিয়াছে—ইহা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। অতএব একই যুক্তিতে ধ্বনিলক্ষণে শব্দের গ্রহণও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর যদি শব্দের গ্রহণ করিতে হয়, তবে তুল্যযুক্তিতে 'অভিধা'র গ্রহণও কর্তব্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর ইহাও বলা চলে না যে, শব্দের যেমন বাচ্যার্থ আছে সেইরূপ শব্দের অন্যবিধ অর্থও থাকিতে পারে। সুতরাং সেই বাচ্যার্থাতিরিক্ত অর্থান্তরকে প্রতীয়মান অর্থের প্রতি উপসর্জনীকৃত করা শব্দের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই ধ্বনিলক্ষণে শব্দের পৃথক্ উল্লেখ ও উহার উপসর্জনীকৃতার্থত্বরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কেননা, মহিমভট্টের মতে শব্দের অভিধাতিরিক্ত কোনও ব্যাপারান্তর না থাকায় অভিধেয় বা বাচ্যার্থাতিরিক্ত কোনও অর্থান্তর শব্দের দ্বারা বোধিত হইতে পারে না, যাহাকে অপেক্ষা করিয়া শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্বরূপ বিশেষণটি সমর্থন করিতে পারা যায়। বাচ্যার্থাতিরিক্ত অর্থান্তরের বোধ উৎপাদন করিবার শক্তি বা ব্যাপার কেবলমাত্র অর্থেরই সম্ভব হইতে পারে, শব্দের নহে। যেহেতু 'শব্দ-বুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ'—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অভিধাশক্তির দ্বারা শব্দ হইতে মুখ্যার্থের বোধ উৎপন্ন হইবার পর দ্বিতীয় কোনও ব্যাপার অথবা সেই অভিধাব্যাপারের সাহায্যেই শব্দ কোনও অর্থান্তরের বোধ জন্মাইতে পারে না।

§ ২০ ।। सर्व एव हि शाब्दो व्यवहारः साध्यसाधनभावगर्भतया प्रायेणानुमानरूपोऽभ्युपगन्तव्यः, तस्य परप्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धनत्वात्, तयोश्च सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययात्मनोरन्यथा कर्त्तुमशक्यत्वतः। न हि युक्तिमनवगच्छन् कश्चिद्विपश्चिद्वचनमात्रात् सम्प्रत्ययभाग् भवति ।

অনুবাদ

সর্বপ্রকার শাব্দ ব্যবহার যেহেতু প্রায়শই সাধ্যসাধনভাবগর্ভ সেইহেতু উহা অনুমানাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, তাহা (অর্থাৎ ঐ শাব্দ ব্যবহার) পরপুরুষের (কোনও কার্য্যে) প্রবৃত্তি অথবা (কোনও কার্য্য হইতে। নিবৃত্তির নিবন্ধন বা কারণ এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যেহেতু সম্প্রত্যয় ও অসম্প্রত্যয়-

স্বভাব সেইহেতু সাধ্যসাধনভাব ব্যতিরেকে উহাদের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারেনা। কেননা, কোনও মেধাবী ব্যক্তি যুক্তি না বুঝিয়াই কেবলমাত্র বচন বা শব্দ প্রয়োগের ফলেই সম্প্রত্যয়ের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না ॥

বিবৃতি

পূর্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদটিতে মহিমভট্ট সংক্ষেপে শব্দের অভিধাতিরিক্ত ব্যাপারান্তর অসিদ্ধ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। এক্ষণে, বিস্তৃতভাবে শাব্দবোধ ও শাব্দব্যবহারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতঃ তিনি যুক্তির সাহায্যে তাঁহার পূর্বোক্ত মত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নৈয়ায়িক মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রমাণ যেমন স্বীকার করেন, সেইরূপ শব্দ প্রমাণ নামে অতিরিক্ত একটি প্রমাণও তাঁহারা স্বীকার করেন। এই শব্দরূপ প্রমাণ হইতেই বাক্যশ্রবণানন্তর শ্রোতার হৃদয়ে একটি বিশেষ 'অনুভব' জন্মিয়া থাকে। এই অনুভবকেই 'শাব্দবোধ' বলা হয়। এই শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে বিলক্ষণ—ইহাই নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চতুর্বিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ভাট্টমীমাংসকগণ অর্থাপত্তি ও অভাব নামে অতিরিক্ত দুইটি প্রমাণও মানিয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দ্বিবিধ প্রমাণের অস্তিত্বই স্বীকার করেন। শব্দ, উপমান প্রভৃতি নৈয়ায়িকাদিসম্মত প্রমাণগুলি তাঁহাদের মতে এই দ্বিবিধ প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত। মহর্ষি কণাদ তাঁহার 'বৈশেষিক-দর্শনে'র "এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্" (অ° ৯. আ° ২. সূ° ৩)—এই সূত্রটিতে শব্দপ্রমাণ যে অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত, তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। বাক্যশ্রবণজন্য শ্রোতার চিত্তে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা যে অনুমানাত্মক, ইহা বুঝাইতে গিয়া উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় ৺ম ম. পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় বলিয়াছেন—

> "স্বয়ং হি জ্ঞাতমর্থং পরান্ প্রতিপাদয়িতুকামেন শব্দঃ প্রযুজ্যত ইতি। অথাপি খল্বেবমসৌ পুরুষো বেদ ইতি শব্দাৎ প্রতিপদ্যতে, ন ত্বেবমসাবর্থ ইতি। তত্র প্রযোক্তৃবিজ্ঞানং তেনানুমীয়তে ইত্যনুমিতৌ হেতুঃ শব্দঃ। তচ্চ বিজ্ঞানং যদি প্রামাণিকং তদা সংবাদঃ ব্যবহারশ্চ ততঃ প্রবর্ততে, বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যয় ইতি।........."

সুতরাং প্রথম কোনও বক্তা "গামানয়" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করে, তখন যাহাকে উদ্দেশ করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয় সেই শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ গবানয়নরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে তখনই যখন "গামানয়" বাক্যজন্য অর্থের প্রতিপত্তি বা বোধ উক্ত শ্রোতার চিত্তে উদিত হয়। এই প্রাথমিক বোধকেই গ্রন্থকার 'সম্প্রত্যয়' রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর যদি ঐরূপ বোধটি অপ্রমাণরূপে নির্দ্ধারিত

হয়, তাহা হইলে শ্রোতা গবানয়নরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যার্থজ্ঞানে অপ্রামাণ্যবুদ্ধিই নিবৃত্তির কারণ। সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ যথাক্রমে সম্প্রত্যয় ও অসম্প্রত্যয়। অতএব অনুমানস্থলে যেমন ধূমরূপ কার্য হইতে বহ্নিরূপ কারণের অনুমিতি ঘটিয়া থাকে, কেননা কারণটি ব্যাপক এবং কার্যটি ব্যাপ্য সেইরূপ শাব্দবোধস্থলেও শ্রোতার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ কার্যের দ্বারা যথাক্রমে তাহার চিত্তে কারণীভূত সম্প্রত্যয় এবং অসম্প্রত্যয়ের সদ্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কাহারও চিত্তে কোনও বিষয়ে সম্প্রত্যয়াত্মক প্রামাণ্যবুদ্ধি অথবা অসম্প্রত্যয়াত্মক অপ্রামাণ্যবুদ্ধির উদয় সম্ভব হইতে পারে না যদি না উক্ত বিষয়ের অনুকূল অথবা প্রতিকূল যুক্তি তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি যেমন শ্রোতার সম্প্রত্যয় ও অসম্প্রত্যয় যথাক্রমে নিমিত্ত, তেমনই সম্প্রত্যয় ও অসম্প্রত্যয়াত্মক বোধও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যুক্তি মাত্রই যেহেতু সাধ্য সাধন-ভাবরূপ সম্বন্ধকে স্বীকার না করিয়া আত্মলাভ করিতে পারে না, সেইহেতু বাক্যার্থবোধজন্য যে সম্প্রত্যয় বা অসম্প্রত্যয় শ্রোতৃচিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহার মূলেও যুক্তি বা সাধ্য-সাধনভাব বিদ্যমান—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হয় যে বাক্যশ্রবণজন্য শ্রোতৃচিত্তে যে শাব্দবোধ উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহাও মূলতঃ যুক্তি অথবা সাধ্য-সাধনভাবগর্ভ। এবং সাধ্য-সাধনভাব যখন অনুমানেরই ভিত্তিস্বরূপ তখন বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধ যে অনুমানস্বরূপ হইবে, ইহা অপহ্নব করিবার কোনও উপায় নাই। সম্প্রত্যয় বা অসম্প্রত্যয়ের অপেক্ষা না করিয়াই শঙ্কাস্থলেও যদি শ্রোতৃপুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কল্পনা করা যায়, তবে ঐরূপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যথার্থ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপে অভিহিত না হইয়া অপ্রবৃত্তি বা অনিবৃত্তি-কল্পই হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহা সিদ্ধ যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির মূলে যে শাব্দ ব্যবহার তাহা অনুমিতিস্বরূপ।

কিন্তু এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শাব্দ ব্যবহার যখন সাধ্যসাধন ভাবগর্ভ, তখন ইহা একাধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিবে। কেননা, একই পদার্থের সাধ্য-সাধনভাব কল্পনা অসম্ভব। অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জনক যে শাব্দব্যবহার, তাহা পদসমূহাত্মক বাক্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, যেহেতু বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থসমূহের মধ্যে পরস্পর সাধ্যসাধনভাবরূপ বিভাগ কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু পদরূপ শাব্দব্যবহার যেহেতু পদার্থমাত্রবোধনেই সমর্থ, এবং পদার্থটি যখন নির্বিভাগ, অখণ্ড, সেইহেতু সেইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবকল্পনা সম্ভব হয় না। অতএব পদমাত্র শ্রবণজন্য শ্রোতার চিত্তে কোনও সম্প্রত্যয় বা অসম্প্রত্যয়ের উদ্রেক সম্ভব না হওয়ায়, তৎপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

§ ২১ ।। দ্বিবিধো হি শব্দঃ পদবাক্যভেদাত্। তত্র পদমনেকপ্রকারং নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতকর্মপ্রবচনীয়ভেদাত্।

অনুবাদ

শব্দ দুইপ্রকারের—পদ ও বাক্যভেদে।[১] তন্মধ্যে পদ নানাপ্রকার—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত ও কর্মপ্রবচনীয়রূপ ভেদবশতঃ।

বিবৃতি

বাক্য ও পদরূপে শব্দের দ্বৈবিধ্য সর্ববাদিসম্মত। বাক্য ও পদের ও উহাদের দ্বারা প্রকাশ্য অর্থের বিস্তৃত আলোচনা ভগবান্ ভর্তৃহরি প্রণীত সুবিখ্যাত প্রকরণ গ্রন্থ "বাক্যপদীয়"-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম অধিকরণ 'জাতিসমুদ্দেশ'-এর প্রথম কারিকাতেই পদবিভাগ সম্বন্ধে আচার্যগণের মতভেদ সূচিত হইয়াছে। যথা—

"দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাঽপি বা।
অপোদ্ধৃত্যৈব বাক্যেভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবৎ ॥"

যাঁহারা পদদ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে নাম এবং আখ্যাত—এই দুইটি মাত্র ভেদই পরিগণিত হইয়া থাকে। নিপাত, উপসর্গ, কর্মপ্রবচনীয় ইত্যাদি ভেদ যথাসম্ভব উক্ত দুই ভেদেরই অন্তর্গত। যাঁহারা কর্মপ্রবচনীয়গুলিকে উপসর্গের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁহাদের মতানুসারে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতভেদে পদ চারি প্রকার। আচার্য যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে পদের এই চতুর্ধা বিভাগই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তদ্ যানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চ উপসর্গনিপাতাশ্চ তানীমানি ভবন্তি।"[২] আর যাঁহারা কর্মপ্রচনীয়গুলিকে উপসর্গ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন এবং উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করেন তাঁহাদের মতে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং কর্মপ্রবচনীয়—এই পাঁচ প্রকার ভেদই সিদ্ধ। মহিমভট্ট পদের পঞ্চধা বিভাগই স্বীকার করিয়াছেন।

১। তু "দ্বিবিধঃ শব্দঃ, পদাত্মা বাক্যাত্মা চেতি।"—জয়ন্তভট্ট: ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ: ১৪০ (Kashi Sanskrit Series, No. 106. 1936).

২। উদ্ধৃত নিরুক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—

"ইমানি চত্বারি পদজাতানি সন্তি এতস্মিঞ্ শাস্ত্রে। কিমিতি। নিঘণ্টুসংজ্ঞানি ভবন্তি। নিত্যমেবানুবিধীয়মানানি ভবন্তীত্যাহ। ন কদাচিদপি ন ভবন্তি নিত্যং ভবন্ত্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ। চত্বারীতি চতুর্গ্রহণমবধারণার্থম্। নৈকং পদজাতং যথা-'র্থঃ পদ' মৈন্দ্রাণামিতি। নাপি দ্বে যথা সুবন্তং তিঙন্তং চ। নাপি ত্রীণি নিপাতোপসর্গাবেকতঃ কৃত্বা। নাপি পঞ্চ ষড্ বা যথা গতি-কর্মপ্রবচনীয়ভেদেনেতি। পদজাতানীতি পদগণা ইত্যর্থঃ। জাতশব্দো হি গণে প্রসিদ্ধঃ। তদ্ যথা গোজাতমশ্বজাতমিতি। তদ্বদিহাপি। তত্র নামপদগণঃ স্ত্রীপুংনপুংসকবিভাগেন। তথাখ্যাতপদগণঃ কর্তৃবচন-ভাববচন-কর্মবচনপ্রবিভাগেন। তথোপসর্গগণ আঙাদিঃ। তথা নিপাতগণ ইবাদিঃ। এবমভিপ্রেত্যোক্তং পদজাতানীতি ॥"—নিরুক্ত ১.১, পৃ. ৩৪-৩৫ (Vol. I. Bombay Sanskrit & Prakrit Series, No. LXXIII, 1918).

§ २२ ॥ तत्र सत्त्वप्रधानानि नामानि । तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति । जातिगुणक्रियाद्रव्याणां तत्प्रवृत्तिनिमित्तानां बहुत्वात् । तद्यथा घटः पट इति जातिशब्दः । शुक्लो नील इति गुणशब्दः । पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः । दण्डी विषाणीति द्रव्यशब्दः ।

অনুবাদ

তন্মধ্যে নামগুলি সত্ত্বপ্রধান। সেগুলিও আবার বহুপ্রকারের সম্ভব। কেননা, জাতি গুণ ক্রিয়া এবং দ্রব্যরূপ তাহার (অর্থাৎ নামপদের) যে সকল প্রবৃত্তিনিমিত্ত সেগুলি বহুপ্রকারের। যেমন 'ঘট', 'পট'-এইগুলি জাতিশব্দ। 'শুক্ল' 'নীল'—এইগুলি গুণশব্দ। 'পাচক' 'পাঠক' -এইগুলি ক্রিয়াশব্দ। (আর) 'দণ্ডী' 'বিষাণী'—এইগুলি দ্রব্যশব্দ ॥

বিবৃতি

এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার নামপদের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন। **নামগুলি সত্ত্বপ্রধান।** 'সত্ত্ব' বলিতে সিদ্ধ বস্তু বা দ্রব্য বুঝায়। দ্র° "সত্ত্বং সিদ্ধং বস্তু"—রুয্যক। অপি চ—"সিদ্ধার্থাভিধায়ি নামপদম্।" ব্যক্তিবিবেককার নামপদের লক্ষণকরণপ্রসঙ্গে যাস্ক প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণেরই মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' ভাষ্যে স্পষ্টতই বলিয়াছেন—"সত্ত্বপ্রধানানি নামানি।"—নি° ১ ১। দুর্গাচার্য তাঁহার ব্যাখ্যায় 'সত্ত্ব'-শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"লিঙ্গসংখ্যায়োরত্র সদ্ভাব ইতি সত্ত্বম্। তথা লক্ষণোপপত্তেঃ। তদ্ যেষু প্রধানং গুণভূতা ক্রিয়া নামান্যেব তানি। নমন্ত্যাখ্যাতশব্দে গুণভাবেন নময়ন্তি বা স্বমর্থমাখ্যাতশব্দবাচ্যে গুণভাবেনেতি নামানি। যথৈব ব্যাখ্যাতে বিদ্যমানমপি দ্রব্যমবিবক্ষিতমেবমিহাপি বিদ্যমানাপি ক্রিয়াবিবক্ষিতা দ্রব্যপরত্বাৎ সত্ত্বশব্দস্য।"—ঐ। সত্ত্বশব্দটি যে দ্রব্যবাচক এবং দ্রব্যরূপ অর্থই যে নামপদের মুখ্য অভিধেয়, ইহা 'বৃহদ্দেবতা'-কার আচার্য শৌনকও স্পষ্টতই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"শব্দেনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে।
তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥"—বৃ° ১.৪২

ইহা ছাড়া নামপদ সর্বদাই লিঙ্গ সংখ্যা ও বিভক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শৌনকাচার্য বলিয়াছেন—

"অষ্টৌ যত্র প্রযুজ্যন্তে নানার্থেষু বিভক্তয়ঃ।
তন্নাম কবয়ঃ প্রাহুর্ভেদে বচনলিঙ্গয়োঃ ॥"—ঐ. ১.৪৩

'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার হেলারাজও নামপদবাচ্য দ্রব্যের ধর্মনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তত্র দ্রব্যধর্মা ইদং তদিতি প্রত্যবমর্শযোগ্যত্বম্, পরিনিষ্পন্নতা,
স্বাতন্ত্র্যম্, লিঙ্গসংখ্যাযোগশ্চেত্যেবমাদয়ঃ ।......"
—দ্রঃ প্রকীর্ণপ্রকাশ : জাতিসমুদ্দেশ, ১৩ কারিকা ব্যাখ্যা (পৃ. ২৭)
—Deccan College Research Institute Edn.

এই প্রসঙ্গে রুয্যক বলিয়াছেন যে শব্দ দুই প্রকারের—যদৃচ্ছাশব্দ[১] ও জাতিশব্দ। আবার জাতিও দ্বিবিধ—অর্থজাতি ও স্বরূপজাতি। জাতির এই দ্বৈবিধ্যসমর্থনকল্পে রুয্যক ভর্তৃহরির একটি কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"স্বা জাতিঃ প্রথমং শব্দৈঃ সর্বৈরেবাভিধীয়তে।
ততোঽর্থজাতিরূপেষু তদধ্যারোপকল্পনা ॥"
—বাক্যপদীয়ঃ জাতিসমুদ্দেশ § ৬

'ব্যক্তিবিবেক'-কার নামপদগুলির বহুপ্রকারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কেননা—নামপদগুলির প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যভেদে চতুষ্প্রকার। জাতিরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্ত (connotation) যে নামপদ হইতে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাকে জাতিবাচক শব্দ বা সংক্ষেপে জাতিশব্দ বলা হইয়া থাকে। 'গো' শব্দ বা 'ঘট' প্রভৃতি শব্দ কোনও একটি বিশেষ গোব্যক্তি বা ঘটব্যক্তি (individual, particular)-কে বুঝায় না। কিন্তু প্রতি গোব্যক্তিতে বা ঘটব্যক্তিতে সমবেত যে অনুগত নিত্য এবং এক গোত্ব বা ঘটত্বরূপ ধর্ম (property) তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং সেই গোত্ব বা ঘটত্বরূপ সামান্যধর্ম বা জাতিই (universal) গোপ্রভৃতি শব্দের মুখ্য অর্থ। অনন্তর যে বিশেষ ব্যক্তির বোধ জন্মিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে ঐ ব্যক্তিটি সামান্য ধর্মের আশ্রয় বা আধার এবং সামান্য সর্বদাই বিশেষাশ্রিত। অতএব গো প্রভৃতি শব্দের গোত্বাদি জাতিই প্রবৃত্তিনিমিত্ত, সেইজন্য এইগুলি জাতিশব্দরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু আচার্য ভর্তৃহরি পূর্বাচার্যগণের মতের অনুসরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে অর্থপ্রতীতি সর্বত্রই শব্দপ্রতীতি পূর্বক ঘটিয়া থাকে। বাক্যকার বলিয়াছেন—"ন বা শব্দপূর্বকো হ্যর্থে সংপ্রত্যয়ঃ" (পা° ১.১.৬৭ বার্তিক)। অতএব 'গো'-শব্দ হইতে যখন 'গোত্ব'-রূপ অর্থের জ্ঞান জন্মে, তখনও পূর্বে গোশব্দনিষ্ঠ যে অসাধারণ 'গোশব্দত্ব'-রূপ জাতি তাহার বোধ জন্মে এবং তৎপরে গোব্যক্তিরূপ অর্থনিষ্ঠ যে গোত্বরূপ জাতি তাহার প্রতীতি হয়। 'গোশব্দত্ব'-রূপ জাতিকে ভর্তৃহরি 'শব্দজাতি' বা 'স্বা জাতিঃ' বলিয়াছেন ; আর গোব্যক্তিরূপ অর্থনিষ্ঠ যে সামান্যধর্ম তাহাকে

১। 'যদৃচ্ছা'-শব্দটি 'স্বাতন্ত্র্য'-বাচক। দ্র° "যদৃচ্ছা স্বৈরিতা"—অমরকোষ। যে-শব্দ অর্থগত কোনও বাস্তব (real) ধর্ম অপেক্ষা না করিয়াই বক্তৃপুরুষ কর্তৃক আপন স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যে কোনও অর্থের সংজ্ঞারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে যদৃচ্ছাশব্দরূপে অভিহিত করা হয়। যদৃচ্ছাশব্দ ও সংজ্ঞাশব্দ (Proper name) পরস্পর পর্য্যায় (synonym) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অর্থজাতিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যখন আমরা কোনও বিশেষ গোব্যক্তিকে নির্দেশ করিয়া "গৌরয়মর্থঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকি, তখন গো-শব্দটির সহিত গোব্যক্তিরূপ অর্থের অভেদ কল্পনা করিয়া থাকি। অর্থাৎ গোত্বরূপ অর্থজাতির উপর গোশব্দত্বরূপ শব্দজাতির সমারোপ বা অধ্যারোপ (superimposition) কল্পিত হয়। এবং এই অভেদ সমারোপের ফলেই শব্দ ও অর্থের পরস্পর বাচ্যবাচকভাব সম্ভব হইতে পারে—ইহাই বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। 'বাক্যপদীয়ে'র উদ্ধৃত কারিকায় মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরি সংক্ষেপে এই মতবাদই নিবদ্ধ করিয়াছেন। টীকাকার হেলারাজ উদ্ধৃত কারিকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"ইদানীং জাতৌ শব্দেনাভিধীয়মানায়াং তত্র জাত্যন্তরাভাবান্নির্নিমিত্তা শব্দস্য প্রবৃত্তিরায়াতেত্যাশঙ্ক্যোপপাদয়িতুমাহ—

"স্বা জাতিঃ·········কল্পনা ॥"

স্বা অসাধারণী আত্মীয়া গোশব্দত্বাদিকা, ন তু সকলশব্দসাধারণী শব্দত্বাদিঃ। এবং চাসাধারণত্বেন বিশেষণাত্তয়া সম্বন্ধাব্যভিচারঃ শব্দস্যার্থজাত্যা সম্বন্ধব্যভিচারেঽপীতি স্বা জাতিঃ এব মুখ্যমভিধেয়মিত্যুক্তং ভবতি। তথা চ বাক্যকারঃ—

'ন বা শব্দপূর্বকো হ্যর্থে সম্প্রত্যয়ঃ' ইতি।

অত এবাব্যভিচারিণ্যাঃ স্বরূপজাতেরর্থজাত্যভিধানে শব্দস্য নান্তরীয়কমভিধানমিতি প্রথমম্ ইত্যাহ। যদভেদেন যৎপ্রতিপত্তিঃ তদবশ্যং তত্র প্রতিপত্তব্যমিত্যেতাবতাত্র প্রাথম্যম্, ন তু ক্রমেণাভিধানাৎ। যদ্ বা সম্বন্ধব্যুৎপত্তিকালাপেক্ষং প্রাথম্যম্। তথাহি—সম্বন্ধব্যুৎপত্তিকালেঽর্থজাত্যা নাস্তি সম্বন্ধঃ। তথাত্বে বাচকত্বেন তত্র বিনিয়োগোঽনর্থকঃ স্যাৎ। অর্থস্য প্রতিপন্নত্বাদিতি সোঽর্থস্তাবত্তেন শব্দেন ন প্রতিপন্নঃ। যদি চ স্বজাত্যভিধানং তদানীং ন স্যাৎ তদানর্থকত্বাদ্বিভক্তিযোগো ন স্যাদিতি—

'প্রাক্ সংজ্ঞিনাভিসম্বন্ধাৎ সংজ্ঞা রূপপদার্থিকা'[১]

—ইত্যুক্তম্। রূপং হি স্বরূপং স্বা জাতির্বেতি দর্শনভেদেন কথ্যতে। সর্বৈঃ ইতি। স্বরূপপরৈরর্থপরৈশ্চ, তস্যা এব স্বরূপতয়া ব্যবহারাৎ। তথাব্যুৎপন্নৈরপি শব্দৈরবিনাভাবাচ্ছব্দস্বরূপেণাবস্থিতা জাতিঃ প্রতিপদ্যতে। অর্থস্তু ঝটিত্যেব শব্দস্বরূপাভেদেনাববোধেঽপি যথা প্রতিপাদিতক্রমাশ্রয়েণ ততঃ স্বজাতিপ্রত্যায়নাদনন্তরমর্থজাতীনাং গোত্বাদীনামাত্মস্থ শব্দজাতেঃ সমারোপস্য কল্পনা ন পরমার্থঃ, শব্দবিবর্তত্বেনার্থস্য শব্দাত্তত্ত্বতো ভেদাভাবাৎ।"—পৃ ১৬-১৭।

'ডিত্থ' 'ডবিত্থ' প্রভৃতি যদৃচ্ছা-শব্দ (proper names) গুলিও যে জাতিশব্দ তাহা রুয্যক তাঁহার ব্যাখ্যানে প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"তত্র যদৃচ্ছাশব্দানাং জাতিশব্দত্বম্। যদি বা ডিত্থাদিষু বাল্যাদ্যবস্থাভেদাদ্ ভিন্নেষ্বভিন্নাভিধানপ্রত্যয়নিবন্ধনং জাতিঃ। তদ্বশাদ্ যদৃচ্ছাশব্দানাং জাতিশব্দত্বম্।"

১। বাক্যপদীয় : ব্রহ্মকাণ্ড § ৬৬

রুয্যকের উপরি উদ্ধৃত উক্তিটি 'কাব্যপ্রকাশ'-কারের উক্তির হুবহু প্রতিধ্বনি। 'সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদির্জাতিরেব বা'—এই কারিকাটির ব্যাখ্যায় বৃত্তিগ্রন্থে মম্মট বলিয়াছেন—

"ডিত্থাদিশব্দানামন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যং সংহৃতক্রমং স্বরূপং বক্ত্রা যদৃচ্ছয়া ডিত্থাদিষর্থেষূ-পাধিত্বেন সন্নিবেশ্যতে ইতি সোঽয়ং সংজ্ঞারূপো যদৃচ্ছাত্মক ইতি।......গুণক্রিয়া-যদৃচ্ছানাং বস্তুত একরূপাণামপ্যাশ্রয়ভেদাদ্ ভেদ ইব লক্ষ্যতে, যথৈকস্য মুখস্য খড়্গমুকুরতৈলাদ্যালম্বনভেদাৎ।......বালবৃদ্ধশুকাদ্যুদীরিতেষু ডিত্থাদিশব্দেষু চ প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু ডিত্থাদ্যর্থেষু বা ডিত্থত্বাদ্যস্তীতি সর্বেষাং শব্দানাং জাতিরেব প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যন্যে।।"—কাব্যপ্রকাশ : ২য় উল্লাস, বৃত্তি।

মহিমভট্ট 'দণ্ডী', 'বিষাণী' প্রভৃতি শব্দগুলিকে দ্রব্যশব্দ বা দ্রব্যবাচক শব্দরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'দণ্ডী' (দণ্ড+ইনি) শব্দটি 'দণ্ড আছে যাহার' এই অর্থে 'দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ'-রূপ পদার্থের বাচক। সুতরাং দণ্ডরূপ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ 'দণ্ডী' পদটি পুরুষরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে দ্রব্যশব্দের উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। রুয্যক বলিয়াছেন—"যে তু দ্রব্যসম্বন্ধাদর্থান্তরে বর্ত্তন্তে তে দ্রব্যশব্দা দণ্ড্যাদয়ঃ।" রুয্যক এই প্রসঙ্গে বৈয়াকরণ মতের সহিত মহিমভট্টের মতবাদের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্যভেদে [নাম শব্দের] প্রবৃত্তিনিমিত্তের চাতুর্বিধ্য বশতঃ জাতিশব্দ, গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ এবং দ্রব্যশব্দ বা যদৃচ্ছাশব্দরূপে চার প্রকার শব্দ স্বীকার করিয়াছেন। জাতিশব্দগুলির জাতিই প্রবৃত্তিনিমিত্ত—যেমন গো-শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত গোত্বরূপ জাতি। গোত্বরূপ ধর্ম বা উপাধি গোরূপ পদার্থের প্রাণপ্রদ ধর্ম। কিন্তু গুণশব্দগুলির প্রবৃত্তি-নিমিত্তভূত যে উপাধি বা ধর্ম তাহা পদার্থের প্রাণপ্রদ নহে, কিন্তু পদার্থের বিশেষাধানহেতু—অর্থাৎ সিদ্ধ পদার্থের বৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদক। গুণরূপ উপাধি জাতির ন্যায় পদার্থের স্বরূপভূত, নিত্য বা অব্যভিচারী ধর্ম নহে। অতএব উহা পদার্থের বহিরঙ্গ ধর্মমাত্র, জাতিরূপ উপাধির ন্যায় অন্তরঙ্গ নহে। অতএব 'দণ্ডী' এই শব্দটি বৈয়াকরণ-গণের মতানুসারে 'শুক্ল', 'নীল' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় গুণশব্দরূপেই পরিগণিত হওয়া উচিত ; কেননা, 'দণ্ডরূপ' যে উপাধি বা ধর্মের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ পুরুষরূপ পদার্থে 'দণ্ডী' শব্দটি প্রযুক্ত হইতেছে, উহা পুরুষের নিত্য, অব্যভিচারী এবং প্রাণপ্রদ ধর্ম নহে, উহা 'শুক্লত্ব' প্রভৃতি গুণের ন্যায় বহিরঙ্গ বিশেষাধানহেতু উপাধিমাত্র। অতএব মহিমভট্টের সহিত বৈয়াকরণ আচার্যগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এস্থলে সুস্পষ্ট। রুয্যক সেইজন্য বলিয়াছেন—"বৈয়াকরণানাং তু গুণশব্দা এবমাদয়ঃ। দণ্ডাদের্বহিরঙ্গত্বাদিতি।।"

§ २३ ।। केचित्पुनरेषां क्रियैवैका प्रवृत्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्दत्वमेव सर्वेषां नामपदानामुपगच्छन्ति। यथा हि—घटादिशब्दाः स्वार्थे प्रवर्तमाना घटनादिक्रियामेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनावलम्बमाना दृश्यन्ते।

न घटत्वादिसामान्यम् । सा चैषा घटनादिक्रिया घटत्वसामान्ययोगादन्यथा वास्तु । नैतावता तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वव्याघातः । न च सत्यपि घटत्वसामान्ये स्वयमघटन् घटात्मतामनापद्यमान एवासौ घटव्यपदेश-विषयो भवितुमर्हति । एवं हि पटोऽपि घटव्यपदेशविषयः स्यात् । घटनक्रियाकर्तृत्वाभावाविशेषात् । न हि शुक्लत्वमनापद्यमान एवार्थः शुक्ल इति व्यपदेष्टुं शक्यते, अपचन्नेव वा पाचक इति । तस्माद् घटनक्रियाकर्तृत्वलक्षणमेव घटत्वं घटशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तमवसेयम् । न घटत्वमात्रम् । तदेव चेह घटनमित्युक्तम् ।

অনুবাদ

কেহ কেহ আবার এইগুলির (অর্থাৎ ঘট, শুক্ল, পাচক, দণ্ডী ইত্যাদির) একমাত্র ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত্ত, অতএব সমস্ত নামপদের ক্রিয়াশব্দত্বই স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন—ঘট প্রভৃতি শব্দ যখন স্বার্থে প্রবৃত্ত হয় তখন দেখা যায় যে উহারা অন্বয়-ব্যতিরেকবশতঃ ঘটন প্রভৃতি ক্রিয়াকেই প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া থাকে—ঘটত্ব প্রভৃতি সামান্য বা জাতিকে নহে। এই ঘটনাদিক্রিয়া ঘটত্ব সামান্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃই হউক, অথবা অন্য কোনও প্রকারে (সম্ভব) হউক—ইহার দ্বারা তাহার (অর্থাৎ ঘটনাদিক্রিয়ার) প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বের ব্যাঘাত হয় না। ঘটত্ব সামান্য থাকিলেও (কোনও পদার্থ) স্বয়ং ঘটনক্রিয়ার কর্তা না হইয়া ঘটাত্মতা প্রাপ্ত না হইয়াই 'ঘট' এইরূপ ব্যপদেশ বা শব্দপ্রয়োগের বিষয় হইতে পারে না। এইরূপ হইলে পটও ঘটব্যপদেশের বিষয় হইতে পারিবে। কেননা (উহাতেও) ঘটনাদিক্রিয়ার কর্তৃত্বের অভাব থাকায় (ঘট হইতে) কোনও বিশেষ বা ভেদ থাকিবে না। শুক্লত্ব প্রাপ্ত না হইয়াই কোন পদার্থ 'শুক্ল', অথবা পচনক্রিয়ার কর্তা না হইয়াই 'পাচক' এইরূপভাবে ব্যপদেশের যোগ্য হইতে পারে না। অতএব ঘটনক্রিয়ার কর্তৃত্বরূপ ঘটত্বই ঘটশব্দের প্রবৃত্তির প্রতি নিমিত্তরূপে নিশ্চয় করিতে হইবে। শুদ্ধমাত্র ঘটত্ব নহে। তাহাকেই এইস্থলে 'ঘটন'রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিবৃতি

শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (connotation) বা শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্ত্তমান। 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে পতঞ্জলি শব্দের অর্থ বিষয়ে দুইটি প্রধান মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আচার্য বাজপ্যায়ন জাতিপদার্থবাদী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আচার্য্য ব্যাড়ি ব্যক্তি বা দ্রব্যপদার্থবাদী।

মহর্ষি পতঞ্জলি স্বয়ং জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়াভেদে প্রবৃত্তিনিমিত্তের চাতুর্বিধ্যবশতঃ জাতিশব্দ, গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ এবং দ্রব্যশব্দরূপে শব্দসমূহকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ মুখ্যতঃ বৈয়াকরণ মতই অনুসরণ করিয়াছেন। মীমাংসকগণ আবার শব্দমাত্রেরই জাতিরূপ অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণ জাতি আকৃতি এবং ব্যক্তি বা দ্রব্য—এই ত্রিবিধ অর্থের সংঘাতকেই শব্দের বাচ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। অপরপক্ষে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ উপরি-বর্ণিত মতবাদের কোনটিকেই স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে 'অন্যাপোহ' বা 'অপোহ'-ই শব্দের একমাত্র অর্থ রূপে স্বীকৃত। এই মতবাদকে 'অপোহবাদ'-রূপে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

'ব্যক্তিবিবেক'-কার এক্ষণে উপরি উল্লিখিত মতসমূহ হইতে বিলক্ষণ শব্দার্থ বিষয়ে একটি অভিনব মতবাদের অবতারণা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—নামপদগুলিকে যে প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে জাতিশব্দ, গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ এবং দ্রব্যশব্দরূপে চতুর্বিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে ঘট প্রভৃতি জাতিশব্দগুলিও মুখ্যতঃ ক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তকে আশ্রয় করিয়াই ঘটাদিরূপ অর্থকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। শুক্ল প্রভৃতি গুণশব্দ, পাচক প্রভৃতি ক্রিয়াশব্দ, দণ্ডী প্রভৃতি দ্রব্যশব্দের ক্ষেত্রেও তুল্যভাবে ক্রিয়াই শব্দের প্রবৃত্তির প্রতি একমাত্র নিমিত্ত—ইহা বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে। অতএব জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্যরূপে শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তের চাতুর্বিধ্য স্বীকার না করিয়াই একমাত্র ক্রিয়ারূপ ধর্ম বা উপাধিকেই শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে নির্দেশ করা সঙ্গত। সকল নাম শব্দই ক্রিয়াশব্দ—ইহার কোনও ব্যতিক্রম নাই, ইহাই ব্যক্তিবিবেককার কর্তৃক বর্ণিত এই অভিনব মতবাদের সারমর্ম।

'পাচক' প্রভৃতি শব্দ যে ক্রিয়া ('পচনাদি') রূপ ধর্মকেই প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে আশ্রয় করিয়া পচন ক্রিয়ার কর্তৃরূপ অর্থে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোনও বৈমত্যই থাকিতে পারে না। ঘট প্রভৃতি জাতিশব্দ, শুক্ল প্রভৃতি গুণশব্দ এবং দণ্ডী প্রভৃতি দ্রব্যশব্দের স্থলেই ক্রিয়ার প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব বিষয়ে সংশয় ও বিতর্কের অবকাশ আছে। সেইজন্য মহিমভট্ট প্রথমে 'ঘট' শব্দটির প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে ঘটনরূপ ক্রিয়া তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে ঘটশব্দ যখন অবয়বসন্নিবেশবিশেষবিশিষ্ট মৃন্ময় পাত্ররূপ পদার্থকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন দেখা যায় অন্বয় ও ব্যতিরেকের (Agreement and Difference) সাহায্যে ঘটনক্রিয়াই যে ঐরূপ শব্দ-প্রয়োগের অথবা প্রবৃত্তির প্রতি নিমিত্ত তাহা সিদ্ধ হয়। কেননা ঘটন-ক্রিয়া যে বস্তুতে বর্ত্তমান নাই, তাহাকে ঘটরূপে নির্দেশ করা যায় না। পক্ষান্তরে যে বস্তুতে ঘটনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহাই কেবল ঘটশব্দের দ্বারা ব্যবহারের যোগ্য। এইভাবে ঘটনক্রিয়াই ঘটশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারেঃ ঘটনাদিক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ যে পদার্থ তাহা যদি ঘটত্বরূপ সামান্য বা জাতিরও (universal)

আশ্রয় না হয়, তবে তাহাকে ঘটরূপে নির্দেশ করিতে পারা যায় না—ইহা ত ক্রিয়াকেই যাঁহারা প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অবশ্যই মানিয়া লইবেন। ঘটত্বসামান্য না থাকিলে কেবল ঘটনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃই কোন পদার্থ 'ঘট' এইরূপ ব্যপদেশের যোগ্য হয় না। তাহাই যদি হয়, তবে ঘটত্বরূপ সামান্যকেই ঘটশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকার করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, তদন্তর্গড়ুভূত ঘটনক্রিয়াকে নহে। অতএব ঘট প্রভৃতি শব্দকে জাতিশব্দরূপে পরিগণনা করা সমীচীন, ক্রিয়াশব্দরূপে নহে। ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেনঃ সত্য বটে 'ঘট' এইরূপ ব্যপদেশের যোগ্য ঘটরূপ পদার্থ যেমন ঘটনাদিক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ, সেইরূপ তাহা ঘটত্বসামান্যেরও আধার। কিন্তু ঘটত্বসামান্য নিত্য ও সর্বগত বলিয়া তাহা সর্বদা ও সর্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া পটাদি অর্থ ঘটব্যপদেশের যোগ্য হয় না। কেননা, তাহাতে ঘটস্বরূপাপাদনের অনুকূল ঘটনক্রিয়া বর্তমান নাই। অতএব যেহেতু ঘটনাক্রিয়ানিবন্ধন ঘটের স্বরূপনিষ্পত্তি সিদ্ধ হইলেই তাহাতে ঘটত্বরূপ সামান্যের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়, অন্যথা নহে, সেইহেতু ঘটত্ব সামান্য অপেক্ষা ঘটনক্রিয়াই ঘটের অন্তরঙ্গভূত ধর্ম এবং তাহাই ঘটশব্দের মুখ্য প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য, ঘটত্ব সামান্য নহে। ফলে ঘটনক্রিয়ার কর্তৃত্ব পটে না থাকায়, তাহাতে ঘটশব্দের প্রয়োগ হয় না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন মহিমভট্ট 'ঘটনক্রিয়া' বলিতে সাধারণভাবে সেই সেই অর্থের বিশিষ্ট স্বরূপপ্রাপ্তির অনুকূল চেষ্টা বা ক্রিয়াকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অতএব ঘটস্বরূপপ্রাপ্তির অনুকূল ক্রিয়া বা চেষ্টা মৃন্ময় পাত্রবিশেষরূপ ঘটপদার্থেই সম্ভব। তন্তুসমবেত পটে নহে। পক্ষান্তরে তন্তু হইতে পটস্বরূপনিষ্পত্তির অনুকূল ঘটনক্রিয়া আতানবিতানাত্মা পটেই সম্ভব, ঘটে নহে। ঘটনক্রিয়ার এই বিশেষ তাৎপর্যটি মনে রাখিলে মহিমভট্টের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

অনুরূপভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে 'শুক্ল' 'নীল' প্রভৃতি গুণশব্দও প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াশব্দরূপেই পরিগণিত হওয়া উচিত। কেননা যদিও শুক্লত্বরূপ গুণকেই শুক্ল শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তথাপি ঐ শুক্লত্ব যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিষ্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা শুক্ল শব্দের দ্বারা ব্যপদেশের যোগ্য হয় না। সুতরাং শুক্লত্বাপত্তি-রূপ ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে শুক্লশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। শুক্লত্বরূপ গুণ নহে। অতএব মহিমভট্টের মতে প্রকৃত ঘটত্ব হইতেছে ঘটনক্রিয়ার কর্তৃত্ব, তাহাই ঘট শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত, শুদ্ধমাত্র ঘটত্বসামান্যরূপ উপাধি নহে এবং ঘটনক্রিয়ার কর্তৃস্বরূপ যে ঘটত্ব তাহাকেই আলোচ্য প্রসঙ্গে ঘটনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক নামশব্দেরই তত্তৎপদার্থস্বরূপাপত্তিরূপ ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত্ত—ইহাই ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তিনিমিত্তবাদি-গণের সিদ্ধান্ত।[১]

(১) যদিও মহিমভট্ট 'দণ্ডী' 'বিষাণী' প্রভৃতি দ্রব্যশব্দের উদাহরণগুলিকে কিভাবে ক্রিয়াশব্দরূপে পরিগণনা করিতে পারা যায়, তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন নাই, তথাপি

§ ২৪ ।। ननु चेष्टाद्यर्थाद् घटत्यादेर्धातोरजादौ घटत इत्याद्यर्थे घटनादिक्रियैव सर्वेषां घटादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनास्माभिरपीष्यत एवेति व्यर्थ: पक्षान्तरोपन्यास: । सत्यमिष्यत एव भवद्भि: । किन्तु सा शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तं, न प्रवृत्तिनिमित्तम् । अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तम्, अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम् । यथैकेषां मते गमनादिक्रिया गवादिशब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् एकार्थसमवायात् गोत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति । अतएव गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्द: सिद्धो भवति । एवमिहापि चेष्टादिक्रिया घटादिशब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमिति सिद्धं भवति ।

অনুবাদ

আচ্ছা, চেষ্টাদ্যর্থবাচক ঘট প্রভৃতি ধাতুর উত্তর অচ্-প্রভৃতি (প্রত্যয় যুক্ত) হইলে 'যাহা ঘটে' ইত্যাদি অর্থ (বোধিত) হইলে ঘটনপ্রভৃতি ক্রিয়াই ঘটাদি সর্বপ্রকার শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে ত' আমাদেরও ইষ্ট ? অতএব (ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তিনিমিত্তবাদরূপ) পক্ষান্তরের উপস্থাপন ব্যর্থ। সত্য বটে, (ইহা) আপনাদেরও ইষ্ট। কিন্তু সেই (ক্রিয়া) শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত, প্রবৃত্তিনিমিত্ত নহে। (শব্দের) ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত অন্য এবং প্রবৃত্তিনিমিত্তও অন্য। যেমন, কাহারও কাহারও মতে গো-প্রভৃতি শব্দের গমনাদিক্রিয়ারূপ ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত একই অর্থে সমবায়সম্বন্ধে বর্তমানত্ববশতঃ গোত্ব প্রভৃতি (ধর্মকে) প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকার করিয়া থাকে। অতএব গোব্যক্তি গমনক্রিয়াবিশিষ্ট হউক অথবা তদ্‌বিরহিতই হউক, তাহাতে গোশব্দ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সেইরূপ এই স্থলেও চেষ্টাদিক্রিয়া ঘটাদিশব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্তরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিবৃতি

এক্ষণে উপরিবর্ণিত ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তিনিমিত্তবাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষগণ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন ঃ ক্রিয়াই যে শব্দের অর্থ ইহা বহু

দণ্ডবিশিষ্টপদার্থস্বরূপত্তাপত্তিরূপ ক্রিয়াই সেই স্থলে প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য ইহাই তাঁহার মতানুসারী সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে 'বাক্যপদীয়'-ব্যাখ্যায় হেলারাজের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটি আলোচনীয় ঃ

"তথা হি—দণ্ডীতি প্রত্যয়ে দণ্ডসম্বন্ধো নিমিত্তম্। স তু দণ্ডসম্বন্ধঃ
সর্বত্র কিং ন ভবতীত্যুক্তে দণ্ডজিঘৃক্ষা তস্য নিমিত্তং ভণ্যতে।......"

—প্রকীর্ণপ্রকাশঃ 'জাতিসমুদ্দেশ' § কারিকা ৯৩-৯৪।

প্রাচীনকাল হইতেই পূর্বাচার্যগণকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছিল। এই মতবাদের প্রথম এবং প্রধান প্রবক্তা আচার্য শাকটায়ন। তিনি সমস্ত নামপদগুলিকেই আখ্যাতজ বা কোনও না কোনও ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন। আচার্য শাকটায়নের এই মত নিরুক্তকার যাস্ক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। ন সর্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে।......"—নিরুক্ত ১.১২।[১] সুতরাং আচার্য শাকটয়ন এবং নৈরুক্ত আচার্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে যখন সকল নামপদই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তখন প্রত্যেক নামপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা বাচ্যার্থ যে ক্রিয়া হইবে, ইহাতে কোনও বৈমত্য থাকিতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তিনিমিত্তবাদ বহু প্রাচীন কাল হইতেই আচার্যগণের মধ্যে সুবিদিত ও প্রচলিত ছিল—ইহা নিঃসংশয়। অতএব মহিমভট্ট যে নামপদের ক্রিয়াই একমাত্র প্রবৃত্তিনিমিত্ত—এই মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার বৈশিষ্ট্য বা অভিনবত্ব কোথায়? ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন :—

উপাধিবাদিগণ যে বলেন—"ঘট ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়যোগে ঘট পদটি নিষ্পন্ন হয়। অতএব ঘটপদটির প্রবৃত্তিনিমিত্ত ঘটধাতুবাচ্য ঘটনরূপ ক্রিয়াই সিদ্ধ। সুতরাং ঘটাদিশব্দের প্রকারান্তরে ক্রিয়াশব্দত্ব উপপাদন করিবার প্রয়াস নিষ্ফল"—ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, উপাধিবাদিগণসম্মত ঘটাদিশব্দের ক্রিয়াশব্দত্বসাধন একপ্রকারের, আর উপরিবর্ণিত নামশব্দের ক্রিয়াশব্দত্বসাধন ভিন্নপ্রকারের। উপাধিবাদিগণ যখন ঘটধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে ঘটশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করতঃ, ঘটধাতুবাচ্য ঘটনক্রিয়াকেই ঘটশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হন, তখন তাঁহাদের সেই প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কেননা, কোনও একটি শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় বিশ্লেষণজনিত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, যাহাকে 'ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত' বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়, তাহা নিয়মতঃ ঐ শব্দের সংকেতিতার্থ বা প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। ঘট ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন ঘট শব্দের ঘটনক্রিয়াশ্রয়ত্ব বা কর্তৃত্বরূপ অর্থটি ব্যুৎপত্তিনিমিত্তরূপে সিদ্ধ হইলেও ঘটশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা সংকেতিতার্থটি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ—ইহাতে কোনও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। যেমন, গম্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ডো-প্রত্যয়যোগে গোশব্দটি সিদ্ধ হয় বলিয়া 'গমনক্রিয়ার কর্তা'-ই গো-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইলেও, ইহাকেই গো-শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে কোনও মতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না। কেননা, তাহা হইলে গমনক্রিয়ারহিত সুপ্ত গো-ব্যক্তিতে গো-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিবে না; তদ্রূপ গমনক্রিয়াবিশিষ্ট গো-ভিন্ন অশ্বাদিব্যক্তিতেও গো-শব্দের প্রবৃত্তি অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই উভয়ই তুল্যভাবে অনিষ্ট। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত উহার প্রবৃত্তিনিমিত্তের সহিত

১। তু° "নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে
ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্॥"

অভিন্ন নহে। এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব উপাধিবাদিগণ যে ঘট প্রভৃতি শব্দের ধাতুজন্যত্বনিবন্ধন ক্রিয়াশব্দত্ব সাধন করিয়া থাকেন, উহা শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যবহারে শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত প্রয়োজক নহে। সেই-জন্যই উপাধিবাদিগণ, যাঁহারা জাতিপ্রভৃতি বস্তুর উপাধিতে শব্দের সংকেত স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা গম্ ধাতুর উত্তর ডো-প্রত্যয়যোগে গম্ ধাতুর নিষ্পত্তি নিবন্ধন গমনক্রিয়ার কর্তৃস্বরূপ অর্থটিকে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও উক্ত গমন ক্রিয়ার আধারভূত যে গোব্যক্তি তাহাতেই সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান গোত্বরূপ সামান্য বা জাতিরূপ উপাধি বা ধর্মকেই গো-শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলে গোত্বরূপ সামান্যের আধার যে গোব্যক্তিরূপ পদার্থ তাহা গমনক্রিয়াবিশিষ্টই হউক অথবা তদ্‌বিরহিতই হউক, তাহাতে তুল্যভাবে গোশব্দের প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কেননা, গোত্বরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তভূত উপাধি উভয়ত্র সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান। অতএব ঘট ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে ঘট শব্দ সিদ্ধ হয় বলিয়া ঘটধাতুবাচ্য চেষ্টাক্রিয়ারূপ অর্থ ঘট শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্তরূপে সিদ্ধ হইলেও, উহাকে প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে মানিয়া লওয়া যায় না। অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। অতএব শাকটায়ন প্রভৃতি পূর্বাচার্যসম্মত নামশব্দের আখ্যাতজত্বনিবন্ধন ক্রিয়াশব্দত্বরূপ সিদ্ধান্ত হইতে মহিমভট্টবর্ণিত ক্রিয়ৈকপ্রবৃত্তিনিমিত্তবাদরূপ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক নিবন্ধ হইতে প্রাসঙ্গিক-বোধে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

> "অন্যদ্ধি শব্দানাং ব্যুৎপত্তিনিমিত্তম্ অন্যচ্চ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। ব্যুৎপত্তিলভ্যস্য মুখ্যার্থত্বে 'গৌঃ শেতে' ইত্যত্রাপি লক্ষণা স্যাৎ। "গমের্ডোঃ" (উ° ৬৭) ইতি গম্‌ধাতোর্ডোপ্রত্যয়েন ব্যুৎপাদিতস্য গোশব্দস্য শয়নকালেঽপি প্রয়োগাৎ।"—২য় পরিচ্ছেদ।[১]

১। উদ্ধৃত সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় টীকাকার মহেশ্বর বলিয়াছেন—

"**অন্যদ্ধি** ইতি। ব্যুৎপত্তির্যোগার্থবোধঃ। প্রবৃত্তিঃ প্রয়োগঃ। তথা চ তেনৈব নিমিত্তেন শব্দস্য প্রবৃত্তেস্তদবচ্ছিন্ন এব মুখ্যার্থ ইত্যর্থঃ।……গৌঃ শেতে ইত্যত্র শেতে ইতি সুপ্তগোঃ প্রদর্শনার্থমেব। গৌরস্তীতি সুপ্তগবি প্রয়োগেঽপি লক্ষণা স্যাদিতি বোধ্যম্। অয়ং চ প্রতিবন্ধঃ ন সর্বসম্মতঃ। উণাদিপ্রত্যয়ানাং ব্যুৎপত্তেঃ প্রায়িকত্বেন তয়া প্রয়োগাভাবাৎ। অতএব চিন্তামণিকৃতোক্তম্—"পঞ্চপাদিকালভ্যান্ উণাদিপ্রত্যয়ান্ একেনৈব 'উণাদয়ো বহুলম্' ইতি সূত্রেণ বদতঃ পাণিনেঃ অয়মভিপ্রায়ো যদুণাদিপ্রত্যয়ানাং প্রায়িক্যেব ব্যুৎপত্তিরিতি, তথা চ ন তয়া প্রয়োগঃ। তথা চ গোত্বেনৈব রূপেণ রূঢ়িশক্ত্যা গোপদং স্বপদগচ্ছদ্‌গোসাধারণ্যেন প্রযুজ্যতে, ন উণাদিপ্রত্যয়ব্যুৎপত্ত্যা ইতি।"—পৃ. ৫৮।

§ ২৫ ।। तदपेक्षमेव च विपच्य घटो भवतीत्यादौ विपाकादिक्रियायाः पौर्वकाल्यं क्त्वाप्रत्ययस्य विषयो वेदितव्यः, यथाधिश्रित्य पाचको भवतीत्यादौ पाकाद्यपेक्षमधिश्रयणादेर्न भवनक्रियापेक्षम् । सा हि नाश्यं प्रयुज्यते । प्रतीयते तु पदार्थानां सत्ताव्यभिचारात्, न तु तावता तदपेक्षं तदिति मन्तव्यं, तस्या बहिरङ्गत्वाद् अर्थस्यासङ्गतिप्रसङ्गाच्च ।

অনুবাদ

এবং তাহাকে (অর্থাৎ ঘটাদিশব্দের ঘটনক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তকে) অপেক্ষা করিয়াই "পাক করিয়া ঘট হয়" ইত্যাদি প্রয়োগে বিপাকাদি ক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব ক্ত্বা-প্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন "অধিশ্রয়ণ করিয়া পাচক

বিশ্বনাথাত্মজ অনন্তদাসও বলিয়াছেন—

"গোশব্দে যদ্যপি গমনার্থো ব্যুৎপত্তিনিমিত্তম্, তথাপি গোত্বাপত্তিক্রিয়ৈব প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। অতএব গচ্ছত্যগচ্ছতি গবি গোশব্দপ্রয়োগঃ। যদাহ ঘটশব্দপ্রসঙ্গে—"ঘটনং চ তদাত্মত্বাপত্তিরূপা ক্রিয়া মতা"-ইতি ॥"-লোচন-টীকা § ঐ. পৃ. ৩৮। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'ঘটনং চ……ক্রিয়া মতা'—এই কারিকাংশটি মহিমভট্টকৃত 'ব্যক্তিবিবেকে'-র অন্তর্গত।'

সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে 'অন্যদ্ধি শব্দানাং……অন্যচ্চ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্'—বিশ্বনাথের এই উক্তিটি ব্যক্তিবিবেককারের আলোচনা হইতেই সংগৃহীত।

'সাহিত্য-দর্পণে'র সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ 'অন্যদ্ধি……প্রবৃত্তিনিমিত্তম্' —এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ব্যুৎপত্তিলভ্যার্থপ্রতীতৌ প্রকারীভূতো ধর্মো ব্যুৎপত্তিনিমিত্তম্, যথা গোশব্দস্য গমনকর্তৃত্বম্। সংকেতগ্রহে প্রকারীভূতো ধর্মঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্, যথা গোত্বজাতিঃ। শব্দানাং ব্যুৎপত্তিনিমিত্তমেব প্রবৃত্তিনিমিত্তম্ ইতি তু ন নিয়মঃ। পাচকাদি-শব্দস্য দ্বয়োরৈক্য-সত্ত্বেঽপি গবাদিশব্দস্য ব্যভিচারাৎ।……"—ঐ. নির্ণয়সাগর সংস্করণ (১৯২২), পৃ. ৪০।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বনাথের পূর্ববংশ্য চণ্ডীদাসবিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা' নামক ব্যাখ্যায় কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসের অন্তর্গত "কর্মণি কুশল ইত্যাদৌ দর্ভগ্রহণাযোগাৎ—' প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যানাবসরে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়—"এতচ্চ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থবিভাগকল্পনালভ্য এব যৌগিকেষু মুখ্যোঽর্থ ইতি বৈয়াকরণরীত্যোদাহৃতম্। বস্তুতস্তু ভিন্নে এব ব্যুৎপত্তি-প্রবৃত্তিনিমিত্তে। অন্যথা গচ্ছতীতি গৌরিতি ব্যুৎপত্ত্যা 'গৌঃ শেতে' ইত্যাদৌ গোপদমপি লাক্ষণিকমেব স্যাদিতি ॥"—কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা, ১ম ভাগ, পৃ. ৪১-৪২ (*The Princess of Wales Saraswati Bhavana Texts.* No. 46. 1933)। বিশ্বনাথ যে চণ্ডীদাসের নিকটই প্রত্যক্ষতঃ ঋণী, যদিও মহিমভট্ট উভয়ের মূল, ইহা সুস্পষ্ট।

হয়” ইত্যাদি স্থলে পাকাদিকে অপেক্ষা করিয়াই অধিশ্রয়ণাদি (ক্রিয়ার) পৌর্বকালিকত্ব, (ভূ-ধাতুবাচ্য) ভবন-ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া নহে। যেহেতু তাহা (অর্থাৎ ভবন-ক্রিয়া) নিয়মতই প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু সত্তার সহিত পদার্থসমূহের অব্যভিচারী সম্বন্ধ বশতঃ উহা (অর্থাৎ ভবনক্রিয়া) প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রতীতি-মাত্রের বলে তদপেক্ষ (অর্থাৎ সত্তাপেক্ষ) সেই (পৌর্বকালিকত্ব)—এইরূপ মনে করা উচিত নহে, তাহার বহিরঙ্গত্ববশতঃ এবং অর্থেরও অসঙ্গতিপ্রসঙ্গ হেতু॥

বিবৃতি

এক্ষণে “বিপচ্য ঘটো ভবতি” এই বাক্যপ্রয়োগস্থলে “বিপচ্য” পদটি ক্ত্বা-প্রত্যয়স্থানে বিহিত “ল্যপ্”-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। এবং ক্ত্বা [এবং ল্যপ্] প্রত্যয় “সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে” (পা° ৩.৪.২১) এই সূত্রানুসারে দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে পূর্বকালবর্তী ক্রিয়াকে বুঝাইবার জন্য ধাতুর উত্তর বিহিত হয়। মহিমভট্ট এক্ষণে “বিপচ্য ঘটো ভবতি” এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করিয়া ‘বিপচ্য’ পদে ল্যপ্-প্রত্যয়যোগের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন। “বিপচ্য—” এই প্রয়োগটিতে তিনটি পদই ক্রিয়াশব্দ। ‘বিপচ্য’ এবং ‘ভবতি’—এই দুইটি যে ক্রিয়াবাচক এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ‘ঘট’-শব্দটিরও যে ঘটনক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত্ত—তাহা পূর্ব অনুচ্ছেদে মহিমভট্ট যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে: ‘বি-পচ্’ ধাতুর উত্তর পৌর্বকালিকত্ববোধনার্থ যে ল্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, তাহা কোন্ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া—ঘটনক্রিয়া অথবা ভবনক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ‘ভবতি’—এই তিঙন্ত ভূধাতুবাচ্য ভবন-ক্রিয়ার অপেক্ষায় বিপাক-ক্রিয়াটি পূর্বকালবর্তী বলিয়া ‘বি-পচ্’ ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহিমভট্ট যুক্তির দ্বারা এই মত খণ্ডন পূর্বক ‘ঘট’-শব্দর প্রবৃত্তি-নিমিত্তভূত ঘটনক্রিয়ারূপ অর্থের অপেক্ষায় বিপাকক্রিয়ার পৌর্বকাল্যবোধনের জন্যই যে ল্যপ্-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে—ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ মহিমভট্ট “অধিশ্রিত্য পাচকো ভবতি” এই প্রয়োগটি উল্লেখ করিতেছেন। এই বাক্যেও অধিশ্রয়ণ-ক্রিয়া (অধিশ্রিত্য), পাকক্রিয়া (পাচকঃ), এবং ভবনক্রিয়া (ভবতি)—এই তিনটি ক্রিয়া বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে অধিশ্রয়ণক্রিয়াটি যে পূর্বকাল তাহা বুঝাইবার জন্য অধি-শ্রি ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ‘পাচক’-শব্দবাচ্য পাকক্রিয়া এবং ‘ভবতি’-পদবাচ্য ভবনক্রিয়া—এই দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে কোন্ ক্রিয়াটিকে অপেক্ষা করিয়া অধিশ্রয়ণক্রিয়াটি পূর্বকাল? মহিমভট্ট বলেন ‘পাকক্রিয়া’ অপেক্ষায় অধিশ্রয়ণক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্বই যুক্তিসঙ্গত, এবং তাহা বুঝাইবার জন্যই ল্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। যদিও ‘ভবতি’-পদবাচ্য ভবনক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকালিকত্বকল্পনাও সম্ভব, তৎসত্ত্বেও ঐরূপ কল্পনা নিষ্প্রয়োজন, অতএব অগ্রাহ্য। ইহা ছাড়া, এই জাতীয় বাক্যে ‘ভবনক্রিয়া’র অবশ্যই উল্লেখ থাকিতে হইবে—

এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। 'অধিশ্রিত্য পাচক:'—এইরূপ প্রয়োগও সর্বথা সঙ্গত, এবং সেইরূপস্থলে পাকক্রিয়াপেক্ষই অধিশ্রয়ণক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব—ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে: যদি ভবনক্রিয়াবোধক 'ভবতি' পদের স্বতন্ত্রভাবে বাক্যে উল্লেখ না থাকে, তবে কিরূপে বাক্যটি হইতে ভবনরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে? কিরূপে "অধিশ্রয়ণ করিয়া পাচক হয়"—এইরূপ অর্থের বোধ সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন: 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ভবনক্রিয়াবোধক পদের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না থাকিলেও যে বাক্যশ্রবণ হইতে ভবনরূপ অর্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে পদার্থমাত্রই 'সত্তা'-রূপ অর্থের (যাহা 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি আখ্যাত পদের বাচ্য) সহিত অব্যভিচারিসম্বন্ধবিশিষ্ট। কেননা প্রত্যেক পদার্থই 'সৎ' রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সত্তার সহিত সম্বন্ধ নাই, এইরূপ কোনও পদার্থ কল্পনা করা অসম্ভব। অতএব কোনও বাক্যে যদি পৃথক্‌ভাবে 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি সত্তা-বা ভবন-ক্রিয়াবোধক আখ্যাতপদের উল্লেখ নাও থাকে, তাহা হইলেও পদার্থমাত্রের সহিত অব্যভিচরিত সম্বন্ধবশত: শাব্দবোধের মধ্যে সত্তারূপ অর্থের প্রতীতিও নিয়মত:ই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেইজন্য এইরূপ বলা চলে না যে, 'অধিশ্রিত্য পাচক:' এইরূপ প্রয়োগস্থলেও ভবনক্রিয়াপেক্ষ অধিশ্রয়ণক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ববশত:ই ল্যপ্ প্রত্যয়ের বিধান হইয়াছে। কেননা ভবনক্রিয়াটি বাক্যার্থবোধের প্রতি বহিরঙ্গ, কিন্তু পাকক্রিয়াটি অন্তরঙ্গ। এবং বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গের বলীয়স্ত্বই সর্ববাদিসম্মত। ইহা ছাড়া ভবনক্রিয়াপেক্ষ অধিশ্রয়ণক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব কল্পনা করিলে অর্থের অসঙ্গতিও স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে।

পদার্থমাত্রের সহিত 'সত্তা'-র অব্যভিচার সম্পর্কে মহিমভট্টের বর্তমান আলোচনা যে পূর্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তেরই উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে—

"সর্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তি:। বৃক্ষ ইত্যুক্তেঽস্তীতি গম্যতে। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতীতি।"[১]

১। যোগসূত্র, ৩.১৭: ব্যাসভাষ্য। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন: "অধ্যাহৃতাস্তিপদসহিতং বৃক্ষ-ইতি পদং বাক্যার্থে বর্তত ইতি তদ্‌ভাগত্বাদ্ বৃক্ষপদং তত্র বর্তত ইত্যর্থ:। কস্মাৎ পুনরস্তীতি গম্যত ইত্যত আহ—ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতীতি। লোক এব হি পদানামর্থাবধারণোপায়:, স চ কেবলং পদার্থমস্ত্যর্থেনাভিসমস্য সর্বত্র বাক্যার্থী-করোতি। সোঽয়মব্যভিচার: সত্তয়া পদার্থস্য। অতএব শব্দবৃত্তিবিদাং ব্যবহার:—"যত্রান্যৎ ক্রিয়া-পদং নাস্তি তত্রাস্তির্ভবন্তীপর: প্রযোক্তব্য:"-ইতি ॥..." —তত্ত্ববৈশারদী। তু° "অস্তির্ভবন্তীপর: প্রথমপুরুষোঽপ্রযুজ্যমানোঽপ্যস্তি"—এই বার্তিকটিকে লক্ষ্য করিয়াই বাচস্পতি মিশ্র "যত্রান্যৎ... প্রযোক্তব্য:"—এই উক্তিটিকে "শব্দবৃত্তিবিদাং ব্যবহার:"-এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ভবন্তী' এই পদটি লট্ বিভক্তির প্রাচীন পূর্বাচার্যসম্মত সংজ্ঞা। দ্র° পাতঞ্জল-মহাভাষ্য, ২.৩.১।

§ २६ ।। प्रयुज्यमानक्रियापेक्षमेव च प्रायेण पौर्वकाल्यं क्त्वो विषयो न प्रतीयमानापेक्षम् । इतरथा—

"श्रुत्वापि नाम वधिरो दृष्ट्वाप्यन्धो जडो विदित्वापि ।
यो देशकालकार्यव्यपेक्षया पण्डितः स पुमान् ।।"

-इत्यादिप्रयोगजातमनुपपन्नमेव स्यात्, श्रवणादीनां तत्पूर्वकालत्वाभावात् । अत्र तु श्रुत्यादिशक्तिविरहलक्षण-वाधिर्यादिक्रियापेक्षमेव श्रवणादीनां पौर्वकाल्यमिति न काचिदनुपपत्तिः । बह्वीषु च तासूत्तरोत्तरक्रियापेक्षं पूर्वपूर्वक्रिया-पौर्वकाल्यम्, यथा स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजतीत्यादौ । अत्र च विपचन-घटन-भवनरूपा बह्व्यः क्रिया इत्यत्रापि घटनापेक्षं विपचनस्य तद् भवितुमर्हत्येव, उभयत्रापि कर्तृप्रत्ययनिर्देशाविशेषात्, केवलं कृद्वाच्यतया कर्तृरुपाधिभावं गमितेति भिन्नकर्तृकत्वभ्रमः । यथा—

"शिशिरकालमपास्य गुणोऽस्य नः क इव शीतहरस्य कुचोष्मणः ।
इति धियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽनुमतान् प्रियाः ।।"

-इत्यत्र कुचोष्मणः कर्तृर्हरणक्रिया । अतएव केचिदपास्येत्ययं ल्यबन्त-प्रतिरूपको निपात इति व्याख्यातवन्तः । यथा वा—

"निरीक्ष्य संरम्भनिरस्तधैर्यं राधेयमाराधितजामदग्न्यम् ।
असंस्तुतेषु प्रसभं भयेषु जायेत मृत्योरपि पक्षपातः ।।"

-इत्यत्र निरीक्षणक्रियाकर्तुर्मृत्योर्भयपक्षपतनक्रिये विषयविषयिभाव-भङ्ग्योपात्ते । यथा वा 'यां दृष्ट्वापि समुत्सुके मनसि मे नान्या करोत्यास्पदम्'-इत्यत्र दर्शनक्रियाकर्तुर्मनसोऽन्यकर्तृकास्पदक्रियानधिकरणभावेनोपात्तस्यौत्सुक्य-क्रिया विशेषणभावेनोपात्ता । क्वचित् कर्तुः सम्बन्धितामुपगतासौ भ्रमहेतुः । यथा 'स्मर संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे' इति ।।

অনুবাদ

আর প্রায়শঃই (বাক্যে) প্রযুজ্যমান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই পৌর্ব-কালিকত্ব ক্ত্বা-প্রত্যয়ের বিষয়, প্রতীয়মানক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকাল্য নহে। অন্যথা —

"যিনি দেশ কাল ও কার্যের ব্যপেক্ষাবশতঃ শুনিয়াও যেন বধির, দেখিয়াও অন্ধ, জানিয়াও জড়, সেই পুরুষ (ই) পণ্ডিত ॥"

—ইত্যাদি প্রয়োগসমূহ অনুপপন্নই হইবে। কেননা শ্রবণাদিক্রিয়াসমূহের প্রতীয়মান ভবনক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকালিকত্বের অভাব আছে। এস্থলে কিন্তু শ্রবণাদি-

শক্তিবিরহলক্ষণ বাধির্য্যাদিক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই শ্রবণাদিক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব থাকায় কোনও অনুপপত্তি নাই।

যেখানে বহু ক্রিয়া প্রযুজ্যমান, সেইস্থলে উত্তরোত্তর ক্রিয়ার অপেক্ষায় পূর্বপূর্ব ক্রিয়ার পৌর্বকাল্য (হইয়া থাকে)। যেমন 'স্নান করিয়া ভোজন করিয়া পান করিয়া গমন করিতেছে'—ইত্যাদিস্থলে। এখানেও বিপচন, ঘটন ও ভবনরূপ বহু ক্রিয়া বর্ত্তমান—অতএব এখানেও ঘটনক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া বিপচন ক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব অবশ্যই হওয়া উচিত, কেননা উভয়ত্রই (অর্থাৎ 'ঘট': এবং 'ভবতি' এই দুইটি পদেই) কর্তৃবাচক প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দ্দেশের কোনও তারতম্য বা বিশেষ নাই। কেবলমাত্র ('ঘটঃ' এই পদে) ঘটনাক্রিয়াটি কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা বাচ্য বা অভিহিত হওয়ায় কর্ত্তা উপাধিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—এইহেতু ভিন্নকর্ত্তৃকত্বভ্রম (জন্মিয়া থাকে)। যেমন—

> "শিশিরকাল অতিক্রম করিয়া আমাদের এই শৈত্যহরণহারী কুচোষ্মার কিই বা গুণ?—এই মনে করিয়াই প্রিয়াগণ তাহাদের নমনোদ্যত অভিলষিত (প্রিয়-)গণকে রোষপরিত্যাগপূর্বক গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল।"[১]

—এই স্থলে কুচোষ্মরূপ কর্তার হরণক্রিয়া। এইজন্যই কেহ কেহ 'অপাস্য'—এই পদটি ল্যবন্তপ্রতিরূপক নিপাত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা যেমন—

> "যিনি জামদগ্ন্যকে আরাধনা করিয়াছিলেন সেই রাধেয়-(কর্ণ-)কে ক্রোধ-বশতঃ ধৈর্যত্যাগ করিতে দেখিয়া মৃত্যুরও অপরিচিত ভয়ের প্রতি অনিচ্ছাপূর্বক পক্ষপাত জন্মাইতে পারে।"

—এই স্থলে নিরীক্ষণক্রিয়ার কর্তা যে মৃত্যু, তাহার ভয় এবং পক্ষপতন-রূপ ক্রিয়াদ্বয় বিষয়-বিষয়িভাবভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। কিংবা যেমন—

১। দ্র° "শিশিরমাসমপাস্যাপহায় শীতং হরতীতি শীতহরস্য। 'হরতেরনুদ্যমনেঽচ্' (পা° ৩.২ ৯) ইত্যচ্প্রত্যয়ঃ। নোঽস্মাকমস্য কুচোষ্মণঃ কুচোষ্ণস্য ক ইব গুণঃ। কিং ফলং সম্পাদ্যত ইতি শেষঃ। গম্যমানক্রিয়াপেক্ষয়া ক্ত্বানির্দ্দেশঃ। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে। ইতি ধিয়া। অতোঽস্মিন্ শিশিরমাসে। সার্ববিভক্তিকস্তসিঃ। প্রিয়াঃ কান্তা অস্তরুষো নিরস্তরোষাঃ সত্যো নমতঃ প্রণতানভিমতান্ স্বপ্রিয়ান্ ঘনং নিবিড়ং পরিরেভিরে আশ্লিষ্টবত্যঃ। ইতি ধিয়েতি সুখার্থস্য পরিরম্ভস্য কুচোষ্মসাফল্যার্থত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে ব্যঞ্জকাপ্রয়োগাদ্ গম্যত্বং চ॥"
—মল্লিনাথ : শিশুপালবধ, ৬.৬৫ (পাঠান্তর : 'শিশিরমাস°')।

"যাহাকে দেখিয়াও সমুৎসুক আমার মনে অন্য কোনও নারী স্থান লাভ করেন না।"

—এই স্থলে দর্শনক্রিয়ার কর্তা যে মনঃ, যাহা অন্যকর্তৃক আস্পদক্রিয়ার অনধিকরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ঔৎসুক্যক্রিয়া তাহারই বিশেষণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে কর্তার সহিত সম্বন্ধিভাবাপন্ন হওয়ার ফলে উহা (অর্থাৎ ক্রিয়া) ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে। যেমন—

"হে স্মর, স্মরণ করিয়া আমার শান্তি নাই।"

বিবৃতি

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যদিও সত্তার সহিত পদার্থমাত্রের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ আছে, তথাপি যেস্থলে 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি সত্তাবোধক ক্রিয়াপদ কণ্ঠতঃ উল্লিখিত হয় নাই সেখানে সত্তার প্রতীতি সত্ত্বেও উহার বহিরঙ্গত্বনিবন্ধন তাহাকে অপেক্ষা করিয়া পূর্বকালত্ব-নিবন্ধন ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় বিধান অযৌক্তিক। এক্ষণে উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক বাক্যান্তর্বর্তী প্রযুজ্যমান ক্রিয়াপদকে অপেক্ষা করিয়াই যে প্রায়শঃ ক্ত্বা প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে ইহা যুক্তির সাহায্যে ব্যবস্থাপন করা হইতেছে। 'শ্রুত্বাপি—' এই আর্যাটিতে আপাতদৃষ্টিতে 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়াবোধক কোনও আখ্যাতপদ প্রযুক্ত হয় নাই। অথচ শ্রবণাদিক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব খ্যাপনের উদ্দেশ্যে শ্রু-ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনও অনুপপত্তি হয় নাই। কেননা, যদিও 'ভবতি' প্রভৃতি আখ্যাতপদের সাক্ষাৎ উল্লেখ নাই বটে, তথাপি 'বধির' শব্দটি ক্রিয়ামাত্রপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-বাদিগণের মতানুসারে ক্রিয়াশব্দরূপে পরিগণিত হওয়ায় বধির-শব্দবাচ্যে ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া শ্রবণাদিক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ক্ত্বা প্রত্যয়ের বিধান যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে: 'বধির' শব্দটি কিভাবে ক্রিয়াশব্দরূপে পরিগণিত হইতে পারে? তদুত্তরে মহিমভট্ট বলিয়াছেন: বাধির্য বা বধিরত্বও একটি ক্রিয়া, এবং শ্রুতিশক্তির বিরহ বা অভাবই ইহার লক্ষণ। অনুরূপভাবে 'অন্ধত্ব' দর্শনশক্তির বিরহস্বভাব এবং 'জড়ত্ব' বেদনশক্তির বিরহস্বভাবরূপে সিদ্ধ হওয়ায় উহাদের ক্রিয়াশব্দত্বও উপপন্ন এবং তদ্বশতঃ "দৃষ্ট্বা', 'বিদিত্বা' এই পদদ্বয়ে ক্ত্বা প্রত্যয় বিধানও সঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

তাহা ছাড়া যেখানে বহু ক্রিয়ার উল্লেখ আছে সেখানে যে একধিক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে তাহার কারণ প্রত্যেক পূর্ব পূর্ব ক্রিয়াটি তাহার অব্যবহিত উত্তরবর্তী ক্রিয়ার অপেক্ষায় পূর্বকালত্ববোধক হওয়ায় তাহাকে (অর্থাৎ উত্তর ক্রিয়াকে) অপেক্ষা করিয়া ক্ত্বা-প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন, 'স্নাত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা ব্রজতি'—এই উদাহরণে ভোজনক্রিয়ার অপেক্ষায় স্নানক্রিয়ার, পানক্রিয়ার অপেক্ষায় ভোজনক্রিয়ার এবং

ব্রজনক্রিয়ার অপেক্ষায় পানক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব স্বীকার করিয়া যথাক্রমে স্নাধাতু, ভুজ্‌ধাতু এবং পাধাতুর উত্তর ক্ত্বা-প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়াছে।[১] অনুরূপভাবে 'বিপচ্য ঘটো ভবতি' এই বাক্যে বিপচন, ঘটন এবং ভবন—এই তিনটি ক্রিয়া পর পর প্রযুক্ত হওয়ায় অব্যবহিত উত্তরবর্ত্তী ঘটশব্দবাচ্য ঘটনক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া বিপচনক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্বনিবন্ধন বি-পচ্‌ ধাতুর উত্তর ল্যপ্‌ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ঘটন এবং ভবন—দুইটি ক্রিয়াই সমানকর্তৃক। যেহেতু ঘটনক্রিয়াটি যেমন কর্তৃবাচ্যে বিহিত অচ্‌-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন ঘটশব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, ভবনক্রিয়াও কর্তৃবাচ্যে বিহিত বর্তমান কালবোধক তিপ্‌-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন 'ভবতি' এই তিঙন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে: যদি 'ঘটঃ' এবং 'ভবতি' দুইটি পদই কর্তৃবাচ্য-বিহিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হওয়ায় একই কর্তাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তবে 'বিপচ্য ঘটো ভবতি' এই প্রয়োগে শ্রোতার চিত্তে ভিন্নকর্তৃকত্ব বুদ্ধির উদয় হয় কেন? কিজন্য

১। * ।। সমানকর্তৃকয়োরিতি বহুত্বপ্রাপ্তিঃ [দ্বিবচননির্দ্দেশাৎ] ।। *

(ভাষ্যম্) সমানকর্তৃকয়োরিতি বহুষু ক্ত্বা ন প্রাপ্নোতি। স্নাত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা ব্রজতীতি।

কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি ?

দ্বিবচননির্দ্দেশাৎ।

দ্বিবচনোঽয়ং নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। তেন দ্বয়োরেব পৌর্বকাল্যে স্যাদ্ বহূনাং ন স্যাৎ ।।

* ।। সিদ্ধং তু ক্রিয়াপ্রধানত্বাৎ ।। *

(ভাষ্যম্) সিদ্ধমেতৎ। কথম্ ?। ক্রিয়াপ্রধানত্বাৎ। ক্রিয়াপ্রধানোঽয়ং নির্দ্দেশঃ। নহি নির্দ্দেশস্তন্ত্রম্ ।।—মহাভাষ্য : পা° ৩.৪.২১

অপি চ—"দ্বিবচনমতন্ত্রম্। স্নাত্বা পীত্বা দত্ত্বা ব্রজতি।"—কাশিকা।

মহাভাষ্যকার 'স্নাত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা ব্রজতি'—এই প্রয়োগে একাধিক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা-প্রত্যয় বিধানের সমর্থনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্নান ভোজন এবং পানরূপ তিনটি ক্রিয়ার প্রত্যেকটিই ব্রজন ক্রিয়ার অপেক্ষায় পূর্বকাল বলিয়া তিনটি ক্ষেত্রেই ক্ত্বা-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। এই সমাধানটি কিন্তু মহিমভট্টের সমাধান হইতে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ। দ্র°—"সর্বেষামত্র ব্রজিক্রিয়াং প্রতি পৌর্বকাল্যম্। স্নাত্বা ব্রজতি ভুক্ত্বা ব্রজতি পীত্বা ব্রজতীতি। এবং চ কৃত্বা প্রয়োগোঽপ্যনিয়তো ভবতি। স্নাত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা ব্রজতি। পীত্বা ভুক্ত্বা স্নাত্বা ব্রজতি ।।"—ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার কৈয়ট বলিয়াছেন—"সর্বেষামিতি। আখ্যাতবাচ্যায়াঃ ক্রিয়ায়া বিশেষ্যত্বাৎ প্রাধান্যাৎ তাং প্রতি সর্বেষাং বিশেষণত্বাৎ পরস্পরেণাসম্বন্ধঃ। যথোক্তম্—'গুণানাং চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বা'-দিতি ।।"—প্রদীপ।

শ্রোতার মনে হয়—বিপচন-ক্রিয়ার যিনি কর্তা তিনি ঘটন ক্রিয়ার কর্তা হইতে ভিন্ন? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন: 'বিপচ্য ঘটো ভবতি'—এই বাক্যশ্রবণানন্তর শ্রোতৃচিত্তে যে ভিন্নকর্তৃকত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, উহা ভ্রমমাত্র। উহার কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। এবং এইরূপ ভ্রমের হেতু হইতেছে—ঘটপদটি কর্তৃবাচক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হওয়ায় ঘটপদ হইতে ঘটনক্রিয়ার কর্তাই প্রধানভাবে অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, এবং ঐ কর্তার বিশেষণ বা উপাধিরূপেই ঘটনরূপ ক্রিয়াটির বোধ হয়। পক্ষান্তরে 'ভবতি' পদটি তিঙন্ত হওয়ায় ক্রিয়ার অর্থটি মুখ্যরূপে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে এইটুকুই যা পার্থক্য—নতুবা ঘটন ক্রিয়ার যিনি কর্তা তিনিই ভবন ক্রিয়ারও কর্তা—ঐ বিষয়ে কোনও বৈমত্য নাই। কিন্তু একটি কৃদভিহিত, অপরটি তিঙভিহিত হওয়ায় শ্রোতৃচিত্তে ভিন্নকর্তৃকত্ব ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

কৃদ্‌বাচ্য ক্রিয়া যে গৌণভাবে প্রতীত হইয়া থাকে—ইহা বুঝাইবার জন্য মহিমভট্ট মহাকবি মাঘের 'শিশুপালবধ' মহাকাব্য হইতে "শিশিরকালমপাস্য—" (৬ ৬৫) এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন। এইস্থলে "শিশিরকালমপাস্য......শীতহরস্য কুচোষ্মণঃ"—এই বাক্যাংশে 'অপাস্য' পদটি ল্যপ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এখানে আখ্যাতবাচ্য কোনও ক্রিয়াপদ না থাকায় কোন্ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া 'অপাস্য' এই ক্রিয়ার পৌর্বকাল্য প্রতীতি হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, 'শীতহরস্য' এই কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন পদটির[1] দ্বারা বাচ্য যে 'হরণ ক্রিয়া' তাহার অপেক্ষায় 'অপাসন ক্রিয়ার' পৌর্বকাল্য-নিবন্ধন ল্যপ্ প্রত্যয়ের বিধান হইতেছে। এবং এই দুইটি ক্রিয়াই সমানকর্তৃক—কেননা কুচোষ্মাই এই দুই ক্রিয়ারই কর্তা। তবে বৈশিষ্ট্য এইমাত্র যে, যদিও 'শীতহরস্য' পদটির দ্বারা হরণক্রিয়ার প্রতীতি হইতেছে বটে; তথাপি তাহা প্রধানভাবে প্রতীত না হইয়া গৌণভাবে প্রতীত হইতেছে। যেহেতু "হরতেরনুদ্যমনেঽচ্" (পা° ৩.২.৯) এই সূত্রের দ্বারা বিহিত অচ্ প্রত্যয় প্রধানভাবে কর্তাকে বুঝাইতেছে। তাহারই বিশেষণরূপে হরণক্রিয়াটি অন্বিত হইতেছে। ফলে 'শীতহর' পদটি হইতে মুখ্যরূপে কর্তার প্রতীতি হওয়ায় এবং ক্রিয়ার প্রতীতিটি গৌণ হইয়া যাওয়ায় হরণক্রিয়ার কর্তা এবং অপাসন ক্রিয়ার কর্তা যেন পরস্পর ভিন্ন এইরূপ বোধ শ্রোতৃচিত্তে উদিত হইতেছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক। এবং এই ভ্রান্তির হেতু হইতেছে 'শীতহর' পদবাচ্য হরণক্রিয়ার গৌণত্ব বা উপাধিভাবপ্রাপ্তি। অনুরূপভাবে কৃদন্ত 'ঘট'-শব্দ হইতে যে ঘটনক্রিয়ার প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তাহাও ঘটন-ক্রিয়ার কর্তার প্রতি গৌণ হওয়ায় 'বিপচ্য ঘটো ভবতি' এই প্রয়োগে বিপচন ও ঘটন ক্রিয়ার

১। দ্র° "হরতের্ধাতোরনুদ্যমনে বর্তমানাৎ কর্মণ্যুপপদেঽচ্ প্রত্যয়ো ভবতি। অপোঽপবাদঃ। উদ্যমনমুৎক্ষেপণম্। অংশং হরতীত্যংশহরঃ। রিক্থহরঃ। 'অনুদ্যমনে' ইতি কিম্? ভারহারঃ..."—কাশিকা।

ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবাস্তব।[১] এতএব "অপাস্ত……শীতহরস্ত" এই প্রয়োগটিতে ল্যপ্-প্রত্যয়ের বিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তবে কোনও কোনও টীকাকার উপরিবর্ণিত প্রকারে হরণ ক্রিয়ার ও অপাসন ক্রিয়ার সমানকর্তৃকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া প্রয়োগটির সাধুত্ব রক্ষার জন্য 'অপাস্ত' পদটিকে প্রকৃতপক্ষে ল্যপ্-প্রত্যয়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া ল্যবন্ত-প্রতিরূপক নিপাতরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন এবং এইভাবে প্রয়োগটির সমর্থন করিতে যত্নশীল হন।

'নিরীক্ষ্য সংরম্ভ……মৃত্যোরপি পক্ষপাতঃ' (কিরাত° ৩.২১)—এই শ্লোকটিতেও আপাততঃ ভিন্নকর্তৃকত্বপ্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ সমানকর্তৃকত্বের কোনও ব্যাঘাত না হওয়ায় নিরীক্ষণক্রিয়ার পৌর্বকাল্যবশতঃ ল্যপ্‌প্রত্যয়বিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এই শ্লোকটিতে 'জায়েত' এই ক্রিয়ার কর্তা 'পক্ষপাতঃ' এবং 'নিরীক্ষণ'-ক্রিয়ার কর্তা 'মৃত্যু'। অতএব আপাতদৃষ্টিতে দুইটি ক্রিয়ার ভিন্নকর্তৃকত্বনিবন্ধন 'নিরীক্ষ্য' এই পদটিতে ল্যপ্ প্রত্যয়ের বিধান দুষ্ট হইয়াছে—এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু মহিমভট্টের মতে 'নিরীক্ষ্য…… মৃত্যোরপি ভয়েষু পক্ষপাতঃ' এই বাক্যাংশটিতে 'মৃত্যু' যেমন নিরীক্ষণ ক্রিয়ার কর্তা, সেইরূপ মৃত্যুই 'ভয়' এবং 'পক্ষপতন'—এই দুইটি ক্রিয়ারও কর্তা, যদিও শেষোক্ত ক্রিয়াদ্বয় কৃদন্ত 'ভয়' এবং '[পক্ষ-] পাত' পদদ্বয়ের দ্বারা যথাক্রমে বোধিত হইয়াছে।[২] তবে 'ভয়েষু পক্ষপাতঃ'

১। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন ভাব বা ক্রিয়া দুই প্রকারে অভিহিত হইতে পারে—(১) আখ্যাত পদের (তিঙন্ত শব্দের) দ্বারা—যেমন, ব্রজতি, পচতি; (২) কিংবা কৃৎ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের দ্বারা—যেমন, ব্রজ্যা, পক্তিঃ। তবে এই দুইটি প্রকারের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। কৃৎ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের দ্বারা যখন ক্রিয়ার অভিধান হয়, তখন উক্ত পদটি লিঙ্গসংখ্যাযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তিঙভিহিত ভাবের লিঙ্গ-বিভক্তি-সংখ্যান্বয়িত্ব নাই। মহর্ষি যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত'-গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"পূর্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতি পচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তম্।
মূর্তং সত্ত্বভূতং সত্ত্বনামভিঃ। ব্রজ্যা পক্তিরিতি॥"—নিরুক্ত° ১.১।

'বৃহদ্দেবতা'-কার শৌনকও বলিয়াছেন—

"ক্রিয়াসু বহ্বীষ্বভিসংশ্রিতো যঃ পূর্বাপরীভূত ইবৈক এব।
ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশেন সিদ্ধ আখ্যাতশব্দেন তমর্থমাহুঃ॥
ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশোপজাতঃ কৃদন্তশব্দাভিহিতো যদা স্যাৎ।
সংখ্যাবিভক্তিব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাবস্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ॥"—বৃহদ্দেবতা : ১.৪৪-৪৫

২। রুয্যক তাঁহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"বিষয়বিষয়িভাবেতি। ভয়পক্ষপতনক্রিয়াদ্বয়াপেক্ষং নিরীক্ষণস্য পৌর্বকাল্যম্। মৃত্যুরেব হি নিরীক্ষতে বিভেতি পক্ষে চ পততি। কেবলং পক্ষপতনাপেক্ষয়া ভয়-ক্রিয়ায়া এব বিষয়ত্বম্॥"

এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। ভয় বিষয়ে পক্ষপাত—এইস্থলে ভয়টি বিষয় এবং পক্ষপাতটি বিষয়ী; এবং বিষয়বিষয়িভাবাপন্ন এই দুইটি ক্রিয়া মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় নিরীক্ষণ-ক্রিয়ার সহিত ইহাদের বাস্তব সমানকর্তৃকত্ব থাকা সত্ত্বেও ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম জন্মিতেছে। কিন্তু এইরূপ ভিন্নকর্তৃকত্বপ্রতীতি অযথার্থ হওয়ায় 'নিরীক্ষ্য' পদটিতে ল্যপ্-প্রত্যয়ের বিধান ব্যাকরণসম্মতই হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[১]

সেইরূপ 'যাং দৃষ্ট্বাঽপি······'-এই শ্লোকপাদটিতে 'আস্পদং করোতি' এই ক্রিয়ার কর্তা 'অন্যা' এবং আস্পদকরণরূপ ক্রিয়ার আধার বা অধিকরণরূপে সপ্তম্যন্ত 'মনসি' পদটি নির্দিষ্ট হইয়াছে। দর্শনক্রিয়ার কর্তা যেহেতু মনঃ এবং আস্পদকরণক্রিয়ার কর্তা 'অন্যা'—সেইহেতু ভিন্নকর্তৃকত্বশতঃ দৃশ্ধাতুর উত্তর পৌর্বকাল্যবোধক ক্ত্বাপ্রত্যয়-বিধান অসমীচীন হইয়াছে—এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মহিমভট্ট দেখাইতেছেন যে, এইস্থলেও ক্ত্বাপ্রত্যয়ের বিধান সর্বথা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কেননা, আস্পদকরণ ক্রিয়ার অপেক্ষায় দর্শনক্রিয়ার পৌর্বকাল্যনিবন্ধন ক্ত্বাপ্রত্যয় বিহিত হয় নাই। কিন্তু 'সমুৎসুক'-পদবাচ্য সমুৎসুকতাপত্তিরূপ ক্রিয়ার অপেক্ষায় দর্শনক্রিয়ার পৌর্বকাল্যবশতঃই দৃশ্ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। এবং যেহেতু সমুৎসুকতাপত্তি এবং দর্শন এই উভয় ক্রিয়ারই কর্তা 'মনঃ' সেইহেতু ইহাদের সমানকর্তৃকত্ব অব্যাহতই আছে। তবে বিশেষত্ব এইটুকু যে 'সমুৎসুক' শব্দটি কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন হওয়ায় ক্রিয়ারূপ অর্থটির গৌণভাবে প্রতীতি হইতেছে এবং এই গৌণত্ব প্রতীতিটি আরও প্রকট হইয়াছে এইজন্য যে সমুৎসুক-শব্দটি কর্তার ('মনসি') বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে 'দর্শন' এবং 'সমুৎসুকতাপত্তি'—এই উভয় ক্রিয়ার সমানকর্তৃকত্ব বাস্তব হইলেও বিশদভাবে উহার প্রতীতি সম্ভব হইতেছে না এবং পাঠকচিত্তে আপাতভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম উৎপন্ন হইতেছে।

এই ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম অন্যপ্রকারেও জন্মিতে পারে। যথা—"স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তি-রস্তি মে।" সম্পূর্ণ কুমারসম্ভব-শ্লোকটি নিম্নরূপ—

১। মল্লিনাথ উদ্ধৃত শ্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"···নিরীক্ষ্য মৃত্যোরপি অসংস্তুতেষু [ব্যক্তিবিবেককার 'অসংস্তুতেষু' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।] অপরিচিতেষু। 'সংস্তবঃ স্যাৎ পরিচয়ঃ'-ইত্যমরঃ। ভয়েষু প্রসক্তং পক্ষপাতঃ পরিচয়ো জায়েত। মৃত্যুরপি অস্মাৎ বিভীয়াৎ কিমুত অন্য ইতি ভাবঃ। সম্ভাবনায়াং—লিঙ্। অত্র জনিক্রিয়াপেক্ষয়া সমানকর্তৃকত্বাভাবেঽপি পক্ষপাতক্রিয়াপেক্ষয়া তৎসম্ভবাৎ নিরীক্ষ্যেতি ল্যব্নির্দেশঃ। 'সমর্থনীয়প্রধানোপ-সর্জনভাবস্বপ্রয়োজকঃ'-ইতি ব্যক্তিবিবেককারঃ।······"

"শিরসা প্রণিপত্য যাচিতা-
ন্যুপগূঢ়ানি সবেপথূনি চ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ
স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥"—কুমার°, ৪.১৭।

রতিবিলাপের অন্তর্গত এই শ্লোকে 'সংস্মরণ'-ক্রিয়ার কর্তা 'আমি' ('মে') অর্থাৎ রতি এবং 'অস্তি' ক্রিয়ার কর্তা 'শান্তি' হওয়ায় ভিন্নকর্তৃকত্বনিবন্ধন 'সংস্মৃত্য' পদে পৌর্বকাল্যবোধক ল্যপ্-প্রত্যয় বিধান অযুক্ত হইয়াছে—এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক।[১] কিন্তু ব্যক্তি-বিবেককারের মতে এইস্থলেও ভিন্নকর্তৃকত্বপ্রতীতি ভ্রান্তিমূলক। কেননা, 'শান্তিঃ' এই ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা যে শমন ক্রিয়ার প্রতীতি হইতেছে, তাহাব কর্তা 'আমি' ('অহম্') হইলেও, এই কর্তৃত্ব স্ফুটভাবে প্রতীতি হইতেছে না, যেহেতু 'মে'—কর্তৃত্ববোধক এই পদের সহিত 'শান্তিঃ' এই পদটি সাক্ষাৎ কর্তৃরূপে সম্বদ্ধ না হইয়া সাধারণভাবে 'সম্বন্ধী' বা সম্বন্ধযুক্তরূপে খ্যাপিত হইয়াছে—এবং এই সম্বন্ধ 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির ('মে') দ্বারা বোধিত হইতেছে। যদি 'সাক্ষাৎ'ভাবে কর্তৃত্ব প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে এই ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম উদিত হইতে পারিত না। যথা—'অহং সংস্মৃত্য ন শাম্যামি'। এখানে সংস্মরণক্রিয়া এবং শমনক্রিয়া—উভয়ের একই কর্তা 'অহম্'। এবং কর্তৃত্ব প্রকারান্তরে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা বোধিত না হইয়া সাক্ষাৎভাবেই 'শাম্যামি' এই তিঙন্তপদেব সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল, উদ্ধৃত উদাহরণসমূহে ক্ত্বা-প্রত্যয়ান্ত পদ- এবং আখ্যাত বা কৃদন্তপদ-বাচ্য ক্রিয়াদ্বয়ের সমানকর্তৃকত্ব সমর্থনের জন্য বাক্যে অপ্রযুজ্যমান কোনও ক্রিয়ান্তর (যেমন 'স্থিতস্য' ইত্যাদি) উহন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। প্রযুজ্যমানক্রিয়াপেক্ষায়ই ক্ত্বা-প্রত্যয়ান্তপদের সমানকর্তৃকত্ব সর্বত্র সমর্থনযোগ্য।

§ २७ ॥ केचित् पुनः कर्तृक्रिययोरनुपादानमपि हेतुमिच्छन्ति। तत्र कर्तुर्यथा—

"ननु सर्व एव समवेक्ष्य कमपि गुणमेति पूज्यताम्।
सर्वगुणविरहितस्य हरेः परिपूजया कुरुनरेन्द्र! को गुणः ॥"

अत्र हि समवेक्षा-पूजयोरेको लोकः कर्ता। स च सामर्थ्यसिद्ध इति नोपात्तः। पूजा चोपात्तापि कृद्वाच्यतया कर्मोपसर्जनीभूतेत्युभयं भ्रमहेतुः। क्रियाया यथा—

১। টীকাকার মল্লিনাথ এইস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন—
"অত্র সমানকর্তৃকত্বং দুর্ঘটম্। সমানক্রিয়াপেক্ষাস্তীতি কেচিৎ

"अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम् ।
अनुत्सृज्य सतां मार्गं यत् स्वल्पमपि तद्बहु ।।"

अत्र हि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियाया अनुपादानं करणादीनां भिन्न-कर्तृकत्वभ्रमहेतुः । तदुक्तम्—

"कर्तुरुपाधितयोक्ता कृद्वाच्यतया गतान्यगुणतां वा ।
क्त्वो भिन्नकर्तृकत्वभ्रमाय भवति क्रियाऽवचश्च तयोः ।।"
"पौर्वापर्यं क्रियाणां यद् वास्तवं तदपेक्षिणि ।
क्त्वः पौर्वकाल्ये किं तासां प्राधान्येतरचिन्तया ।।"

इत्यलमनेन ।।

অনুবাদ

কেহ কেহ আবার কর্তা ও ক্রিয়ার অনুপাদানকেও [ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রমের] হেতু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে কর্তার অনুপাদান যথা—

"সকল [লোকই] কোনও গুণ অবেক্ষণ করিয়া পূজ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কুরুরাজ ! সর্বপ্রকার গুণবিরহিত [ভগবান্] হরির পরিপূজনের দ্বারা কি লাভ [হইবে] ?"১

১। 'নমু সর্ব এব—' (শিশুপাল° ১৫ ৩৯)। মল্লিনাথের মতে শিশুপাল° ১৫.৩৮ সংখ্যক শ্লোকের পর ৩৪টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। সুতরাং আলোচ্য প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটির বল্লভদেবকৃত টীকা উদ্ধৃত হইতেছে—

"[যে চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকাঃ 'প্রক্ষিপ্তাঃ' ইতি মন্যমানেন মল্লিনাথেন ন ব্যাখ্যাতাস্তে বল্লভদেবকৃতব্যাখ্যাসমেতাঃ প্রদর্শ্যন্তে—]"

কিমবোচদিত্যাহ—

'নমু সর্ব এব—'

নম্বিতি ॥ হে কুরুনরেন্দ্র কৌরবনাথ। নমু সর্ব এব কশ্চিৎ কমপি পৌরুষশ্রুতাদিকং গুণং সমবেক্ষ্য পূজ্যতামেতি পূজ্যতে। গুণাঃ পূজায়া নিমিত্তমিত্যর্থঃ। যদি বা গুণং স্বপ্রয়োজনং পর্যালোচ্য। অতশ্চৈবং স্থিতে অস্য হরের্বানরতুল্যস্য সর্বৈর্গুণৈঃ কুলজন্মাদি-ভির্বিরহিতস্য বিশেষেণ রহিতস্য পরিপূজনাৎ কো গুণঃ। এনমর্চয়িত্বা ন কশ্চিৎ গুণস্ত্বয়া প্রাপ্তঃ। নমুরমর্ষে। কমপি স্বল্পমপীত্যর্থঃ। হরির্বানরঃ তৎসাধর্ম্যাদ্ ভগবানত্র হরির্বিবক্ষিতঃ। যথাগ্নির্মাণবক ইতি তত্ত্বম্। যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বম্। যেনাগুণং পূজয়সীতি 'কুরুনরেন্দ্র' ইত্যামন্ত্রণ-পদেন সূচ্যতে।

এইস্থলে সমবেক্ষা এবং পূজা [এই উভয় ক্রিয়ারই] একই 'লোক' কর্ত্তা। এবং তাহা সামর্থ্যবশতঃ সিদ্ধ হওয়ায় [পৃথক্‌ভাবে] উপাত্ত হয় নাই। এবং পূজা [-রূপ ক্রিয়াটি] উপাত্ত হইলেও কৃৎপ্রত্যয়বাচ্য হওয়ায় কর্মের প্রতি উপসর্জনীভূত বা গৌণ হইয়াছে। অতএব এই উভয়ই [ভিন্নকর্তৃকত্ব-] ভ্রমের হেতু।

ক্রিয়ার [অনুপাদান] যথা—

"পরের সন্তাপ না করিয়া, খলের প্রতি নম্রতা স্বীকার না করিয়া, সজ্জনসেবিত মার্গ ত্যাগ না করিয়া স্বল্পও যাহা [লাভ করা যায়] তাহাই বহু॥"

এখানে প্রকরণাদি হইতে বোধ্য লাভক্রিয়ার অনুপাদান করণপ্রভৃতি [ক্রিয়া-] র ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রমের কারণ। অতএব বলা হইয়াছে—

"কর্ত্তার উপাধিরূপে প্রযুক্ত অথবা কৃৎপ্রত্যয়বাচ্যরূপে উক্ত হওয়ায় অন্যের প্রতি গুণতা বা অপ্রাধান্য প্রাপ্ত ক্রিয়া ক্ত্বা-প্রত্যয়ের ভিন্নকর্তৃকত্ব-ভ্রমের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (সেইরূপ) এতদুভয়ের (অর্থাৎ কর্ত্তা ও ক্রিয়ার) অবচনও [এইরূপ ভ্রমের কারণ হয়]॥"

"ক্রিয়াসমূহের মধ্যে যে পরস্পর বাস্তব পৌর্বাপর্য (বিদ্যমান), তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই ক্ত্বা-প্রত্যয়ের পৌর্বকালিকতা [সিদ্ধ] হওয়ায়, তাহাদের প্রাধান্য-অপ্রাধান্য চিন্তার কি প্রয়োজন?"

—এই সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই॥

"অত্র কবিরতিভক্তত্বাদ্ ভগবতঃ কথাক্রমাগতামপি নিন্দামসহমানঃ প্রতীয়মানাং স্তুতিং ব্যরচয়দিতি তদর্থোঽধুনা ব্যাখ্যায়তে—হরের্বিষ্ণোঃ পরিপূজয়া কোঽগুণঃ, অপি তু স্বর্গাদিকো গুণঃ। নতু গুণ এবেত্যর্থঃ। যদি বা কো গুণো নীরাগত্বেন। নৈবাস্য উপকার ইত্যর্থঃ। কীদৃশস্য। সর্বৈস্ত্রিভিরপি গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্বিরহিতস্য। 'নির্গুণো হি পুরুষঃ' ইতি সাংখ্যাঃ। অত্র দ্বিতীয়ার্ধমেব তেন ভিদ্যতে। প্রথমার্ধে তু ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। ন হি তত্র তে গুণা নিন্দাগতাঃ। পূজ্যতামেতীতীর্ণধাত্বর্থস্য তু অবেক্ষত্যেকঃ কর্তা। য এব হি সমীক্ষতে স এব পূজ্যতে ইতি ল্যব্ ভবত্যেব। সর্বো গুণান্ দৃষ্ট্বা পূজ্যত ইত্যর্থঃ। বক্রশ্লেষোঽত্র। নিন্দাস্তুতাবকারঃ॥" —নির্ণয়সাগর সংস্করণ [১৯৪০]।

শ্লোকটিতে 'উদ্‌গতা' বৃত্ত—

দ্র° "সজসাদিমে সলঘুকে চ নসজগুরুকেঽপ্যথোদ্‌গতা।
অঙ্‌ঘ্রিগতভনজলা গযুতাঃ সজসা জগৌ চরণমেকতঃ পঠেৎ॥"

—ইতি লক্ষণাৎ"—মল্লিনাথ।

বিবৃতি

ক্ত্বা-প্রত্যয়নিষ্পন্ন ক্রিয়া এবং ক্রিয়ান্তরের ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রমের হেতুরূপে মহিমভট্ট কর্তা এবং ক্রিয়ার অনুপাদান বা অনুল্লেখকেও নির্দেশ করিতেছেন। "ননু সর্ব এব......" (শিশু° ১৫.৩৯) শ্লোকটিতে 'সমবেক্ষ্য' পদটি ল্যপ্-প্রত্যয়ান্ত এবং 'পূজ্যতাম্' পদটি কৃদন্ত পূজ্য-শব্দের উত্তর তল্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। আপাতদৃষ্টিতে শ্লোকটির প্রথমার্ধে 'সমবেক্ষ্য' ক্রিয়ার কর্তা এবং 'এতি' ক্রিয়ার কর্তা ('সর্বঃ') পরস্পর ভিন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিবিবেককারের মতে 'সমবেক্ষণ' এবং 'পূজা' (পূজ্যপদবাচ্য)—এই ক্রিয়াদ্বয়ের কর্তা একই অর্থাৎ 'লোক'। সুতরাং পৌর্বকাল্যবোধক ক্ত্বা-প্রত্যয় বিধান অদুষ্টই হইয়াছে।[১] কিন্তু যেহেতু এই অভিন্ন কর্তৃপদটির সাক্ষাৎ উল্লেখ করা হয় নাই, সেইজন্যই উদ্ধৃত উদাহরণে শ্রোতার চিত্তে ভিন্নকর্তৃকত্বশঙ্কার উদয় হইতেছে। তাহা ছাড়া 'পূজ্য'-পদটি পূজ্-ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে বিহিত ণ্যৎ-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হওয়ায় পূজনক্রিয়ার কর্মরূপ অর্থটিই প্রধানভাবে বোধিত হইতেছে, এবং প্রধানীভূত কর্মের প্রতি গুণীভূত বা বিশেষণরূপে অন্বিত 'পূজা' ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় পূজ্যপদটি হইতে ক্রিয়ারূপ অর্থের প্রতীতি অস্পষ্ট হওয়ায় এই ভিন্নকর্তৃকত্বভ্রম আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এইস্থলে কোনও ভিন্নকর্তৃকত্ব নাই।

"অকৃত্বা......তদ্বহু"—এই শ্লোকটিতে "অকৃত্বা পরসন্তাপম্, অগত্বা খলনম্রতাম্, অনুৎসৃজ্য সতাং মার্গম্, যৎ স্বল্পমপি [লভ্যতে] তদ্ বহু"—এইরূপ যোজনাই বিবক্ষিত। অতএব 'লভ্যতে' এই তিঙন্তপদবাচ্য লাভ ক্রিয়ার সহিত করণক্রিয়া ['অ-কৃত্বা'], গমন-ক্রিয়া ('অ-গত্বা') এবং উৎসর্জন ক্রিয়া ('অন্-উৎসৃজ্য')-র সমানকর্তৃকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ল্যপ্‌প্রত্যয় ব্যাকরণশাস্ত্রসম্মতই হইয়াছে। তবে 'লভ্যতে' এই আখ্যাত পদটির প্রকরণাদি-পর্য্যালোচনার দ্বারা প্রতীতি সম্ভব হওয়ায় সাক্ষাৎভাবে উহার উপাদান করা হয় নাই—এবং এই অনুপাদানবশতঃই ভিন্নকর্তৃকত্বপ্রতীতির উদয় হইতেছে।

অতএব ক্ত্বা-প্রত্যয়ের সহিত ক্রিয়ান্তরের বাস্তব সমানকর্তৃকত্ব বিদ্যমান থাকিলেও কত বিভিন্ন কারণে যে ভিন্নকর্তৃকত্বশঙ্কার উদয় হইতে পারে, তাহা উদাহরণের সাহায্যে মহিমভট্ট এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। 'কর্তৃরূপাধি-তয়োক্তা......প্রাধান্যেতরচিন্তয়া"—এই কারিকাদ্বয়ে গ্রন্থকার সেইসকল যুক্তিরই সংক্ষেপে সংকলন করিয়াছেন মাত্র। 'তদুক্তম্—' এই বলিয়া কারিকাদ্বয়ের অবতারণার দ্বারা মনে হয় মহিমভট্ট কোনও প্রাচীন আচার্য্যের সমীক্ষাই এইস্থলে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কে, তাহা জানিবার উপায় নাই।[২]

১। শ্লোকার্ধটির যোজনা হইবে এইরূপ: "ননু সর্ব এব [লোকৈঃ] সমবেক্ষ্য [লোকৈঃ] পূজ্যতাম্ এতি।"

২। এইস্থলে টীকাকার রুয্যক বাক্যান্তর্বর্তী ক্রিয়াসমূহের পৌর্বাপর্য্য বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন: ক্রিয়াসমূহের পৌর্বাপর্য্য

§ ২৮ ।। घटतीति घटो ज्ञेयो नाघटन् घटतामियात् ।
अघटत्वाविशेषेण पटोऽपि स्याद् घटोऽन्यथा ।।৮।।
घटनञ्च तदात्मत्वापत्तिरूपा क्रिया मता ।
मूलञ्च तस्याश्चित्रार्थाभासाविष्कृतिरीशितुः ।।৯।।
यः कश्चिदर्थः शब्दानां व्युत्पत्तौ स्यान्निबन्धनम् ।
प्रवृत्तौ तु क्रियैवैका सत्तासादनलक्षणा ।।১০।।
तस्यामेव क्विबाद्याश्च विधेयाः कर्तृमात्रतः ।
न तूपमानादाचारे तयोरर्थात् प्रतीतितः ।।১১।।
यथा ह्यश्वति बालेय इत्यतोऽर्थः प्रतीयते ।
अश्वत्वमासादयति खर इत्यर्थतः पुनः ।।১২।।
अश्वतुल्यसमाचारः खर इत्यवसीयते ।

অনুবাদ

ঘটনক্রিয়া (বা ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়া) আছে বলিয়াই কোনও পদার্থ-বিশেষ ঘটরূপে প্রতীতির যোগ্য হইয়া থাকে। যাহাতে ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই, তাহা ঘটত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অন্যথা ঘটত্বাপত্তিলক্ষণক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধের অভাব সমান হওয়ায় (বা নির্বিশেষভাবে বর্ত্তমান থাকায়) পটও ঘট হইতে পারিবে। এবং 'ঘটন' বলিতে ঘটতাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়াকেই বুঝিতে হইবে। এবং তাহার মূল হইতেছে ঈশ্বরের বিচিত্র অর্থের আভাসের আবিষ্করণক্রিয়া। শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তির প্রতি যে কোনও অর্থই নিবন্ধন বা নিমিত্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রতি সত্তার আসাদন বা প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াই একমাত্র নিবন্ধন। সেই ক্রিয়ার বিষয়েই ক্বিপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় কেবলমাত্র কর্তৃরূপ অর্থপ্রতীতির জন্য বিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু উপমানবাচক পদের উত্তর আচার অর্থে [ক্বিপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়] বিহিত হয় না। কেননা, এতদুভয়ের (অর্থাৎ উপমান ও আচার-রূপ অর্থদ্বয়ের) অর্থসামর্থ্যবশতঃ প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন 'বালেয়'[১] অশ্বের

দ্বিবিধ হইতে পারে—(১) শাব্দ ও (২) বাস্তব। আখ্যাত-শব্দবাচ্য ক্রিয়াব সহিত যেস্থলে গুণ-ক্রিয়ার সম্বন্ধ, সেইস্থলে 'শাব্দ' পৌর্বাপর্য্য। অপরপক্ষে, যাহা বস্তুবলবশতঃ সিদ্ধ হয়, তাহা 'বাস্তব' পৌর্বাপর্য্য। তাহা যেমন 'পশ্য মৃগো ধাবতি'—এইস্থলে প্রধানক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যেও হইয়া থাকে, তদ্রূপ গুণভাবপ্রাপ্ত ক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যেও তাহা সম্ভব হইতে পারে।

১। 'বালেয়'—শব্দটি গর্দভ-পর্যায়। তু° "চক্রীবন্তস্তু বালেয়া বাসভা গর্দভাঃ খরাঃ" —অমরকোষ, ২.৯.৭৮।

ন্যায় আচরণ করিতেছে' এই বাক্য হইতে [যেরূপ] অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ 'গর্দ্দভ অশ্বত্ব প্রাপ্ত হইতেছে' এই বাক্য হইতেও অর্থসামর্থ্যবশতঃ 'গর্দ্দভ অশ্বের ন্যায় আচরণ-বিশিষ্ট' এইরূপ অর্থের নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥

বিবৃতি

সমস্ত নামপদেরই ক্রিয়াই একমাত্র প্রবৃত্তিনিমিত্ত—ইহা বুঝাইবার জন্য মহিমভট্ট পূর্বে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেইগুলির একত্র সংগ্রহপূর্বক তাঁহার অভিনব মতবাদ সংক্ষেপে উপস্থাপন করিতেছেন। মহিমভট্টের এই অভিনব মতানুসারে 'ঘট'-শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (connotation) 'ঘটত্বাপত্তিলক্ষণক্রিয়া' ইহা পূর্বেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে: 'ঘট'-শব্দের এই প্রবৃত্তিনিমিত্ত কিভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? তাহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন—"ঘটতীতি ঘটো জ্ঞেয়ঃ......" ইত্যাদি। যদিও ঘট্‌ধাতু (চেষ্টার্থক) আত্মনেপদী, তথাপি 'ঘটতি' এই পদটি পরস্মৈপদিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, ইহা অন্যপ্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। রুয্যক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ঘটতীত্যাদি ॥ ঘটত্বমাপদ্যতে। ঘটতীতি প্রাতিপাদিকাদ্ বক্ষ্যমাণক্রমেণ ক্বিপি পরস্মৈপদম্। এবং নাঘটন্নিতি শতৃপ্রত্যয়ঃ ॥"[১] অর্থাৎ 'ঘটতি' এই তিঙন্ত পদটি 'ঘট'-শব্দের উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ 'অঘটন্' পদটিও ক্বিপ্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ঘট্-ধাতুর (নামধাতু) উত্তর শতৃ-প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে: 'ঘট' শব্দের উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্-প্রত্যয় কোন্ নিয়মানুসারে হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলা যায়: "কর্তুঃ ক্যঙ্ স-লোপশ্চ" (পা° ৩.১.১১) সূত্রের অন্তর্গত "সর্বপ্রাতিপদিকেভ্য ইত্যেকে" এই বার্তিক অনুসারে[২] সকল প্রাতিপদিকের উত্তরই কর্তৃবাচ্যে বিকল্পে ক্বিপ্-

১। দ্র° "...ঘট-ব্-ঙম্ চেষ্টে..." (বোপদেবকৃত 'কবিকল্পদ্রুম' § ১৩৮)-র ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গাদাস 'ব্যক্তিবিবেকে'র "ঘটতীতি ঘটো জ্ঞেয়ঃ..." এই কারিকাংশটি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন: "ঘটতীতি ঘটো জ্ঞেয়ো নাঘটন্ ঘটতামিয়াৎ"-ইতি তু ঘটতেঃ পচাদিত্বাদন্, ততো ঘট ইবাচরতীতি ক্বৌ সাধ্যম্।"—*Kavi-kalpadruma* of Vopadeva, p. 22 (Edited by G. B. Palsule, M. A.: *Deccan College Post-Graduate and Research Institute*, Poona, 1954).

২। দ্র° "'সর্বপ্রাতিপদিকেভ্য ইত্যেকে।'—অশ্ব ইবাচরতি অশ্বায়তে। গর্দভায়তে। অশ্বতি। গর্দভতি।"—কাশিকা (৩.১.১১)। সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত "সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্ বা বক্তব্যঃ"—এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভাষ্যে বার্তিকটির অন্য-প্রকার পাঠ দেখা যায়। দ্র° "অপর আহ—

* ॥ সর্বপ্রাতিপদিকেভ্য আচারে ক্বিব্ বা বক্তব্যঃ। অশ্বতি গর্দভতীত্যেবমর্থম্ ॥ *"

—পাতঞ্জল মহাভাষ্য: নির্ণয়সাগর সংস্করণ: ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২ (১৯৩৭)।

প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। পক্ষে যথাপ্রাপ্ত ক্যঙ্-প্রত্যয় সিদ্ধ হইবে। সুতরাং 'ঘট' এই নাম বা প্রাতিপদিকের উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয় সিদ্ধ হওয়ায় 'ঘটতি' এইরূপ পদ সিদ্ধ হইল বিকল্প 'ঘটায়তে' এইরূপ পদও সিদ্ধ। 'ঘটতি' এই আখ্যাতবাচ্য যে ক্রিয়া তাহাকেই 'ঘটত্বাপত্তি' বা 'ঘটতাদাত্ম্যাসাদন'-রূপে মহিমভট্ট নির্দেশ করিয়াছেন। এবং ইহাই 'ঘট'-শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। কেননা, কোনও শব্দ যখন কোনও প্রবৃত্তিনিমিত্ত অবলম্বন করিয়া কোনও বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিনিমিত্তটি উক্ত পদার্থের স্বরূপভূত ধর্ম হওয়া আবশ্যক। যাহা পদার্থের স্বরূপভূত ধর্ম নহে, কিন্তু বহিরঙ্গ ধর্মমাত্র, তাহা কখনও সেই পদার্থবোধের প্রতি প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং 'ঘট'-শব্দটি হইতে আমরা যে অর্থবিশেষ বুঝিয়া থাকি, তাহা সাধ্যভূত ধর্ম, 'ঘটত্ব'-সামান্যের ন্যায় সিদ্ধ ধর্ম নহে। এবং ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ যে সাধ্যভূত ধর্ম বা ক্রিয়া, যাহা ঘটরূপ অর্থের স্বরূপভূত উপাধি, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই যখন ঘটাদিশব্দ ঘটরূপ বাহ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন ঘটাদিশব্দের এমনভাবে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে হইবে যাহার দ্বারা সাধ্যভূত ঘটত্বাপত্তি-লক্ষণরূপ ক্রিয়াটির প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে। সেই কারণেই ব্যক্তিবিবেককার 'ঘট' শব্দটিকে ঘট-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন না করিয়া ঘট-প্রাতিপদিকের উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয় বিধানের ফলে যে 'ঘট্' এই নামধাতু উৎপন্ন হইল তাহার উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্-প্রত্যয় বিধানের দ্বারা 'ঘট' এই পদটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যথা ঘটত্বাপত্তি-লক্ষণ যে সাধ্যভূত ক্রিয়ারূপ ধর্মটিকে ঘটশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা রক্ষিত হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে: 'ঘটতি' এই আখ্যাত পদটি যদি ঘটাত্মতাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়াকে বুঝাইবার জন্যই ক্বিপ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে "ঘটরূপ যে কর্তা, তাহার ন্যায় আচরণ করিতেছে" ('ঘট ইব আচরতি') এইরূপে ঘটের উপমানতা প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন যে, তদাত্মতাপত্তি বা সত্তাসাদন লক্ষণ ক্রিয়াবোধনের উদ্দেশ্যেই যদিও 'ঘট' এই প্রাতিপদিকটির উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, তথাপি ঘটের উপমানতা ও আচরণ রূপ অর্থদ্বয়ের বোধ সামর্থ্যবশতঃই ঘটিয়া থাকে। কেননা, ঘটেতর পদার্থের ঘটতাদাত্ম্যাপত্তি ঔপম্যরূপ সম্বন্ধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যেমন 'পুত্রীয়তি ছাত্রম্' (ছাত্রের প্রতি পুত্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে) 'হংসায়তে কাকঃ' ('কাক হংসের ন্যায় আচরণ করিতেছে')—এই উদাহরণদ্বয়ে ঔপম্য ও আচার—এই উভয় অর্থের প্রতীতি হইতেছে, কেননা 'যে পুত্র নয় সে পুত্রের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতেছে', 'যে হংস নয় সে হংসের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতেছে'—এইরূপ অন্যতাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়া উভয়ত্র সমানভাবেই বর্তমান রহিয়াছে। অতএব ঘটাদি প্রাতিপদিকের উত্তর তাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়াবোধনের নিমিত্ত ক্বিপ্, ক্যচ্, ক্যঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, এইরূপ বলিলেও পাণিনীয় সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র লঙ্ঘন করা হয় না। তাহা ছাড়া, কোনও একটি বিশেষ পদের সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আচার্য্য

স্ব স্ব প্রতীতি অনুসারে বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করিয়া থাকেন, ইহা প্রায়শই লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন, পাণিনীয়গণ 'ভবতি' এই পদরূপ লক্ষ্যটির সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভূ-ধাতুর উত্তর তিপ্ ও শপ্ প্রত্যয় বিধান করিয়া থাকেন ; কেহ আবার ভূ-ধাতুর উত্তর 'অতি' প্রত্যয়যোগে 'ভবতি' পদ সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। উপেয় লক্ষ্যটি এক, কিন্তু উপায়ভূত লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং 'ঘটতি' এই পদটি ঔপম্য ও আচার অর্থে ক্বিপ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন—ইহা পাণিনীয় সিদ্ধান্ত হইলেও, ব্যক্তিবিবেককার তাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়াই সর্বপ্রকার নামশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত, এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তটির উপপাদনের জন্য ঘট-শব্দের উত্তর তাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়া অর্থে ক্বিপ্-প্রত্যয়যোগে 'ঘটতি' পদের সিদ্ধি কল্পনা করিয়াছেন, ইহাতে অযৌক্তিক কিছুই নাই। টীকাকার রুয্যক তাঁহার ব্যাখ্যানে সেইজন্য বলিয়াছেন—

"সর্বত্রোপমানপ্রতীতিরন্যস্যান্যরূপাপত্তেরৌপম্যপ্রাণত্বাৎ। 'পুত্রীয়তি চ্ছাত্রঃ' 'হংসায়তে কাকঃ' ইত্যাদৌ হি চ্ছাত্র-কাকয়োঃ ক্রমেণ পুত্রত্ব-হংসত্বাপত্তিঃ সাদৃশ্যপর্য্যবসায়িন্যেব প্রতীয়তে। ততশ্চ প্রতীত্যনুগুণত্বেন লক্ষ্যসিদ্ধ্যর্থমন্যথা লক্ষণং প্রণেতব্যম্।"

"প্রসিদ্ধলক্ষ্যসিদ্ধ্যর্থং লক্ষণং তচ্চ ভিদ্যতে।
অভিযোগস্য বৈশিষ্ট্যাৎ তৎ কৃতং তচ্চ গৃহ্যতে ॥ ইত্যন্তরশ্লোকঃ।"

এইস্থলে আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে: ঘট-তাদাত্ম্যাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তিনিমিত্ত বুঝাইবার জন্য আমরা যে ঘট শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাকে 'প্রায়োগিক' ঘট শব্দরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই প্রয়োগিক ঘট শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত যখন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন 'ঘটত্বমাপদ্যতে' এইরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই প্রবৃত্তিনিমিত্তবোধক বাক্যের একদেশভূত যে ঘট-শব্দ (ঘটত্ব-শব্দের প্রকৃতি) তাহার নিষ্পত্তি কিরূপে হইবে ? যদি বলা যায় যে, প্রবৃত্তিনিমিত্তৈকদেশভূত ঘটশব্দটিও 'প্রায়োগিক' ঘট শব্দের ন্যায়ই তাদাত্ম্যাপত্তিলক্ষণ ক্বিপ্-প্রত্যয় এবং তদনন্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইবে। আর যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিনিমিত্তৈকদেশভূত ঘট-শব্দটিকে 'ঘটতে' এইরূপ ঘটনক্রিয়ামাত্রাভিধায়ী ঘট-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বিহিত অচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে প্রায়োগিক ঘট শব্দটিরও অনুরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকারে আপত্তি কোথায় ? দ্রষ্টব্য :—

"ননু ঘটত্বমাপদ্যত ইত্যত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তে কথং ঘটশব্দস্তত্রাপ্যেবমিতি চেদনবস্থা। ঘটের্ধাতোরচ্প্রত্যয়েন কৃতেন কিমপরাদ্ধম্, যেনৈষা কুকল্পনাশ্রীয়তে।"—রুয্যক : ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান।

এই আশঙ্কার পরিহারপ্রসঙ্গে রুয্যক বলিয়াছেন: প্রায়োগিক ঘট শব্দটিই মুখ্য উপেয়, এবং তাহার সিদ্ধির জন্যই প্রবৃত্তিনিমিত্তৈকদেশভূত ('ঘটত্বমাপদ্যতে'-এই বাক্যের

অন্তর্ভূত) ঘট শব্দটির প্রয়োগ কল্পনা করা হইয়া থাকে—অতএব তাহা উপায় মাত্র, অতএব অপ্রধান। প্রায়োগিক ঘট শব্দের ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়ারূপ যে প্রবৃত্তিনিমিত্ত, যাহা ঘটরূপ পদার্থের স্বরূপভূত ধর্ম, সেই প্রবৃত্তিনিমিত্তেরই একদেশরূপে যে উপায়ভূত ঘট-শব্দটি (ঘটত্ব-শব্দের প্রকৃতিভূত) প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণভাবে 'অস্বতন্ত্র', তাহার প্রবৃত্তি-নিমিত্তান্তর্গত ঘটত্বশব্দের প্রকৃতিরূপেই কেবলমাত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র পদরূপে তাহার কুত্রাপি ব্যবহার লক্ষিত হয় না। অতএব সেই উপায়ভূত ঘট-শব্দটির 'ঘট' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পত্তি কল্পনা করিলে পূর্বোল্লিখিত অনবস্থাদোষের কোনও আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কোনও একটি শব্দ সমাসের অংশরূপে প্রযুক্ত হইলেও স্বতন্ত্রভাবে তাহার প্রয়োগ দেখা যায় না। যেমন—'নিভ' শব্দটি। 'মৃগাঙ্কনিভমাননম্'—এই উদাহরণে 'নিভ' শব্দটি সমাসের অবয়বরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু বাক্যে স্বতন্ত্র পদরূপে ইহার প্রয়োগ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।[১] সেইরূপ প্রবৃত্তিনিমিত্তৈকদেশভূত ঘট শব্দটিও উপেয় প্রায়োগিক ঘট-শব্দের প্রকৃতিরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে নহে। ইহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই। আর যে 'ঘটত্বমাপদ্যতে' এই বাক্যের অর্থটি 'ঘটো ভবতি' এইরূপভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে (অতএব, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে উপায়ভূত ঘট শব্দটিরও স্বতন্ত্র প্রয়োগ সিদ্ধ আছে), তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে শেষোক্ত বাক্যটি শুধুই প্রক্রিয়াবাক্য মাত্র। উহার দ্বারা উপায়ভূত ঘট-শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে না। এইভাবে 'দধি', 'ভিষক্' প্রভৃতি প্রায়োগিক শব্দসমূহও ক্বিপ্-প্রত্যয়ান্ত নামধাতুর উত্তর অজাদি-প্রত্যয়বিধান ও তত্তৎপ্রত্যয়লোপের ফলে সিদ্ধ হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। তু°—

> "অতশ্চানকারান্তেভ্য ইকারান্তাদিভ্যো ব্যঞ্জনান্তেভ্যশ্চ ক্বিপ্যজাদৌ তল্লোপে চ দধি ভিষগিত্যাদয়ঃ শব্দাঃ সিদ্ধা ভবন্তি ॥"—রুয্যক।

১। দ্র° "স্যুরুত্তরপদে ত্বমী। নিভ-সংকাশ-নীকাশ-প্রতীকাশোপমাদয়ঃ"—অমরকোষ, ২.১০.৩৭। তুলনীয়ঃ "অমী নিভাদয় উত্তরপদস্থা এব সদৃশবচনা বাচ্যলিঙ্গাঃ স্যুঃ। যথা—'পিতৃনিভঃ পুত্রঃ' 'মাতৃনিভা কন্যা' 'দেবনিভমপত্যম্' ইতি। নিয়তং ভাতি। 'আতশ্চোপসর্গে' (পা° ৩.১.১৩৬) ইতি কঃ। 'নিভস্তু কথিতো ব্যাজে পুংলিঙ্গঃ সদৃশে ত্রিষু' (ইতি মেদিনী)। ......আদিনা ভূত-রূপ-কল্পাদয়ঃ। যথা—পিতৃভূতঃ, পিতৃরূপঃ, পিতৃকল্পঃ ইতি।"—ভানুজি দীক্ষিতকৃত 'ব্যাখ্যাসুধা' (নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৪৪)। অপি চ—"...চন্দ্রেণ নিভ ইত্যাদৌ ন ভবতি সমাস এবোত্তরপদত্বস্য রূঢেঃ।..."—ক্ষীরস্বামিকৃত 'অমরকোষোদ্ঘাটন' (*Poona Oriental Book Agency*, 1941), পৃ. ২৩৩।

§ २६ ।। न तत्त्वासादनं युक्तं तदतुल्यक्रियस्य हि ।।१३ ।।
सत्तायां व्यापृतिश्चैषा चित्रत्वपरिनिष्ठितेः ।
सङ्गच्छते जडस्यापि घटादेर्घटनादिवत् ।।१४
नाम्न. सत्त्वप्रधानस्य धातुकारोऽत एव हि ।
शब्द-वक्त्रैकदेशादेर्धात्वर्थमवोचत ।।१५।।
एवञ्च विपच्य घटो भवतीति क्त्वोऽस्य पूर्वकालत्वम्
घटनापेक्षं ज्ञेयं भवनापेक्षन्तु नासमन्वयतः ।।१६।।
वहिरङ्गत्वाच्च यथा भवत्यधिश्रित्य पाचकोऽयमिति ।
अत्र हि पाकापेक्षाधिश्रयतेः पूर्वकालतावगतिः ।।१७।।
तस्मान्नामपदेभ्यो यः कश्चिदर्थः प्रतीयते ।
न स सत्तामनासाद्य शब्दवाच्यत्वमर्हति ।।१८।।
इत्थञ्चास्ति-भवत्यादि क्रियासामान्यमुच्यते ।
नान्तरङ्गतयावश्यं वक्तारस्तत् प्रयुञ्जते ।।१९।।
क्रियाविशेषो यस्त्वन्यः पाकादिर्व्यभिचारभाक् ।
वहिरङ्गतया तस्य प्रयोगोऽवश्यमिष्यते ।।२०।।

इति संग्रहश्लोकाः ।।

অনুবাদ

যাহা যে বস্তুর সহিত তুল্যক্রিয় নহে, তাহার সেই বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত নহে। ঘটাদি জড় পদার্থেরও সত্তা (-প্রতিলম্ভ)—বিষয়ে ব্যাপার বা চেষ্টা ঘটনাদিক্রিয়ার ন্যায়ই সম্ভব, কেননা (পদার্থনিষ্ঠ) চিত্রত্ব বা বৈচিত্র্যই তাহার (একমাত্র) কারণ। সেইজন্যই ধাতুকার সত্ত্ব-প্রধান নাম-শব্দের যথা—শব্দ, মুখের একদেশ প্রভৃতিবাচক শব্দেরও, ধাত্বর্থত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১]

১। তু° "গডি বদনৈকদেশে। গণ্ডগণ্ডসংহননক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ। গণ্ডতিঃ।" অপি চ—"অণ রণ বণ মণ ক্বণ ব্রণ ভ্রণ ধ্বন **শব্দার্থাঃ**॥ ...এতে **শব্দন-ক্রিয়ার্থাঃ**।..."—ক্ষীরতরঙ্গিণী, পৃ. ৬৮ [Ed. Pandit Yudhisthir Mīmāṁsaka]. প্রসঙ্গতঃ জয়ন্তভট্টের মন্তব্যও আলোচ্য : "...কঃ পুনরয়ং ধাতুর্নামেতি ?...সত্যমুক্তমেতৎ। কিন্ত্বেবং পাঠে কৃতেঽপি ন ধাতুস্বরূপনির্ণয় উপবর্ণিতো ভবতি। তথা চ গণ্ডতীত্যপি প্রাপ্নোতি ধাতোস্তিঙ্প্রত্যয়বিধানাৎ।"—ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৮২ (চৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯৩৬)। অপি চ—"ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" (কাতন্ত্র° ৩.১.৯) এই সূত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ বলিয়াছেন : "ক্রিয়তে ইতি ক্রিয়া সাধ্যমুচ্যতে। সা চ পূর্বাপরীভূতাবয়বৈব॥ ...কথং তর্হি।

এইভাবে, 'বিপচ্য ঘটো ভবতি' (প্রভৃতি উদাহরণে) ক্ত্বা-প্রত্যয়ের পৌর্বকালিকত্ব 'ঘটন'-ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, 'ভবন'-ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া নহে—কেননা, তাহা হইলে [অর্থের] সমন্বয় হয় না ; তাহা ছাড়া, বহিরঙ্গত্ব-বশতঃও (ইহা সিদ্ধ) বটে।

যেমন, "অয়মধিশ্রিত্য পাচকো ভবতি"- এইস্থলে পাকক্রিয়ার অপেক্ষায় 'অধিশ্রয়ণ' ক্রিয়ার পূর্বকালত্বপ্রতীতি হইয়া থাকে ॥

অতএব, নামপদসমূহ হইতে যে কোনও অর্থেরই প্রতীতি হউক না কেন, তাহা 'সত্তাসাদন' না করিয়া শব্দের দ্বারা বাচ্য হইতে পাবে না।

এইভাবে, 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতিকে ক্রিয়াসামান্য বলা হইয়া থাকে। অন্তরঙ্গত্ব নিবন্ধন বক্তৃপুরুষগণ তাহা নিয়মতঃ প্রয়োগ করেন না ॥

অপরপক্ষে, অন্য যে-সকল পাকাদিক্রিয়াবিশেষ ব্যভিচারশালী, বহিরঙ্গত্ব-বশতঃ তাহাদের প্রয়োগ অবশ্যই অভিপ্রেত ॥

—এইগুলি সংগ্রহশ্লোক ॥

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার 'ঘটত্বমাসাদয়তি' এইভাবে 'ঘট' এই শব্দটির প্রবৃত্তিনিমিত্ত এবং তদনুরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ঘটতি' এই নামধাতুটি কর্তৃবাচ্যে তাদাত্ম্যাপত্তিরূপ অর্থবোধনের জন্য বিহিত ক্বিপ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ আচার্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে 'ঘট ইব আচরতি' এইরূপ সাদৃশ্য অর্থ প্রত্যায়নের নিমিত্ত বিহিত ক্বিপ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। সুতরাং বৈয়াকরণ মতের সহিত ব্যক্তিবিবেককারের এই অভিনব মতবাদের বিরোধ সুস্পষ্ট। উহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন : যদিও বৈয়াকরণগণ 'সদৃশাচার' অর্থে শব্দের উত্তর ক্বিপ্‌প্রত্যয় বিধান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু 'তাদাত্ম্যাপত্তি' ক্রিয়াই উক্ত সাদৃশ্যপ্রতীতির ভিত্তিস্বরূপ। 'গর্দভ অশ্বের মত আচরণ করিতেছে'—এইরূপ প্রয়োগ তখনই সম্ভব, যখন 'গর্দভ অশ্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইতেছে'—এইরূপ অর্থের পূর্বে প্রতীতি ঘটে। সুতরাং ঔপম্যপ্রতীতি তাদাত্ম্যা-পত্তির উপরই নির্ভরশীল। অতএব বৈয়াকরণমতের সহিত ব্যক্তিবিবেককারের মতের বিরোধ বাস্তব নহে, ইহা আপাতবিরোধ মাত্র।

অস্তি। নশ্যতি। শ্বেততে প্রাসাদঃ। সংযুজ্যতে সমবৈতি। সত্তা নিত্যতা। অভাবো নাশঃ। শ্বেতসংযোগাবপি গুণৌ। সমবায়োঽপ্যর্থান্তরম্। সত্যমিহ হি সাধনায়ত্তোদয়ং সর্বম্। অতস্তদধীনতয়া সিদ্ধমপি ক্রিয়াত্বেনাবভাসতে। ক্রিয়াকারকব্যবহৃতেবুর্দ্ধ্যবস্থানিবন্ধনাৎ। তথাহি 'গডি বদনৈকদেশে' 'বিদি অবয়বেঽপি'……।

প্রশ্ন হইতে পারে: ঘটাদি জড়পদার্থের ক্ষেত্রে 'তাদাত্ম্যাপত্তি' রূপ ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কেননা, 'তাদাত্ম্যাপত্তি' বা 'সত্তা-প্রতিলম্ভলক্ষণ' ক্রিয়া কেবলমাত্র চেতনাবিশিষ্ট পদার্থের ক্ষেত্রেই সম্ভব। এই শঙ্কার সমাধানকল্পে আচার্য্য মহিমভট্ট কাশ্মীরীয় শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনসম্মত 'আভাসবাদ' অবলম্বন করিয়াছেন। 'আভাস' শব্দের অর্থ প্রকাশ বা প্রতীতি। যাহা কিছুই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, যাহা কিছুই সৎরূপে প্রতীতির গোচর—তাহাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে 'আভাস' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে—

"All that appears ; all that forms the object of perception or conception ; all that is within the reach of the external senses or the internal mind : all that we are conscious of when the senses and the mind cease to work, as in the state of trance or deep sleep ; all that human consciousness, limited as it is, cannot ordinarily be conscious of and, therefore, is simply an object of self-realisation ; in short, all that is, i.e. all that can be said to exist in any way and with regard to which the use of any kind or language is possible, be it the subject, the object or the means of knowledge or the knowledge itself, is Ābhāsa."[১]

কিন্তু প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ প্রমিতিরূপে বহুধা বিভক্ত এই বিচিত্র বিশ্ব, যাহা আভাস-রূপে পরিচিত, তাহা 'অনুত্তর' পরিপূর্ণসংবিৎস্বরূপ মহেশ্বরেরই সৃষ্টি মাত্র। সেই সংবিৎস্বভাব মহেশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, কেননা তিনি 'স্বতন্ত্র'। এবং তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য 'প্রকাশ' ও 'বিমর্শ'—এই দুইটি শক্তির উপর নির্ভরশীল। চৈতন্যরূপ আধারে যে-সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব বা 'আভাস' পতিত হইয়া থাকে, সে-সকলই প্রকাশস্বভাব চৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া উঠে। কিন্তু এই বিচিত্র বিশ্বের অসংখ্য বস্তু-রাজির মধ্যে কোন্‌টি কখন চৈতন্যরূপ আধারে প্রতিবিম্বিত হইবে, তাহার নিয়ন্ত্রণও সেই মহেশ্বরেরই অধীন—এবং তাহা সম্ভব হইয়া থাকে তাঁহার কর্তৃত্ব, স্বাতন্ত্র্য বা বিমর্শ শক্তির সাহায্যে। এই বিমর্শই মহেশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির উৎস এবং সর্ববিধ পদার্থের উদ্ভব, গতি ও স্থিতির একমাত্র নিয়ামক। এই সম্পর্কে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

> "সর্বাঃ শক্তীঃ কর্তৃত্বশক্তিঃ ঐশ্বর্য্যাত্মা সমাক্ষিপতি। সা চ বিমর্শরূপা ইতি যুক্তম্ অস্যা এব প্রাধান্যম্॥"—'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী': ১ম ভাগ, পৃ. ২১৪।
>
> "চিতিঃ প্রত্যবমর্শাত্মা পরা বাক্ স্বরসোদিতা।
> স্বাতন্ত্র্যমেতৎ মুখ্যং তদৈশ্বর্য্যং পরমেশিতুঃ॥"—ঐ. ১ম ভাগ, পৃ. ২০৪।

এই 'স্বাতন্ত্র্য'-শক্তিই যেমন প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে 'বিমর্শ'-রূপে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ বিভিন্ন অবসরে 'আমর্শ', 'প্রত্যবমর্শ', 'পরামর্শ', 'স্ফুরত্তা', 'স্পন্দ', 'মহাসত্তা', 'পরা বাক্' প্রভৃতি

১। দ্র° Dr. K. C. Pandey : *Abhinavagupta* : *An Historical and Philosophical Study*, p. 196 (Chowkhamba Sanskrit Series, 1935).

সংজ্ঞার দ্বারা ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই জীব-জড়সমন্বিত বিচিত্র আভাস প্রকাশ-বিমর্শস্বভাব মহেশ্বর বা অনুত্তর সংবিৎ বা চৈতন্য হইতে পৃথক্ নহে। ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের সিদ্ধান্ত। অতএব ঘটাদি জড়পদার্থও বস্তুতঃ প্রকাশবিমর্শময় সংবিৎ হইতে অতিরিক্ত নহে। পরমেশ্বরই যেমন তাঁহার 'বিমর্শ' শক্তির উল্লাসের ফলে বিচিত্র পদার্থের সত্তাপ্রতিলম্ভ বা সত্তাসমাসাদনরূপ ক্রিয়ার আধার, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশস্বভাবে প্রতিবিম্বিত বিচিত্র আভাসরাজিও সেই প্রকাশাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব পরমেশ্বরের যেমন 'সত্তাব্যাপৃতি'-রূপ স্বাতন্ত্র্য বা বিমর্শ সম্ভব, সেইরূপ পরমেশ্বর-তাদাত্ম্যাপন্ন বিচিত্র জড়াভাসেরও সত্তাপ্রতিলম্ভরূপ ক্রিয়ার আধারত্বকল্পনা অসম্ভব নহে। সেইজন্য চৈতন্যের ন্যায় ঘটাদি জড়াভাসেরও সত্তাসাদনরূপ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব স্বীকারে 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের মতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি নাই। টীকাকার রুয্যক শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের এই সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"মূলং চ তস্যা ইতি। নন্বচেতনানাং ঘটাদীনাং সত্তাপ্রতিলম্ভলক্ষণায়াং ক্রিয়ায়াং পরামর্শলক্ষণস্বভাবং কর্তৃত্বং (কথম্), তস্য চেতনধর্মত্বেনোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং—মূলঞ্চেতি। ইহ খলু ঘটাদীনাং পদার্থানাং বহিঃ সিদ্ধাবপি প্রতিপত্তর্য্যসিদ্ধাবসিদ্ধিরেব। বহিঃসত্তামাত্রেণাসৎ-কল্পেন ব্যবহর্ত্তৄণাং ব্যবহারাসিদ্ধেঃ। প্রতিপত্তরি সিদ্ধিঃ প্রকাশ এব। স চাপ্রকাশমানানাং প্রকাশং প্রতি তাটস্থ্যেনাবস্থিতানাং ন ভবতি সম্বন্ধানুপপত্তেঃ। প্রকাশমানত্বং চ প্রকাশ-বিশিষ্টত্বেন প্রকাশরূপত্বয়ৈব। প্রকাশশ্চ নিষ্পরামর্শত্বেন স্ফুরত্তারহিতত্বাজ্জড়কল্প এব। পরামর্শঃ স্বাতন্ত্র্যাখ্যং কর্তৃত্বম্। তদিহৈকৈকোঽপি পদার্থঃ প্রকাশাত্মতয়া লব্ধস্বাতন্ত্র্যস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ কর্তৃত্বমনুভবত্যেব। যদুক্তং তত্রভবতা—'প্রদেশোঽপি ব্রহ্মণঃ স্বারূপ্যমনতিক্রান্তশ্চা-বিকল্প্যশ্চেতি।' ততশ্চ বিশ্বস্যাবিষ্করণক্রিয়াস্বতন্ত্রস্বভাবপরমেশ্বরসম্বন্ধিনীং চিত্রাভাসাবিষ্কৃতিং মূলত্বেনাবষ্টভ্য ঘটাদয়োঽপি প্রকাশৈকাত্মানঃ সত্তাব্যাপৃতৌ স্বতন্ত্রতামনুভবন্ত্যেব। অনেনৈ-বাশয়েনোক্তং—'মূলং চ তস্যা' ইতি। এতদেব প্রকটীকরিষ্যতি 'সত্তায়াং ব্যাপৃতিশ্চেয়'-মিতি ॥"[১]

১। 'বিমর্শ' বা 'পরামর্শ'-ই যে প্রকৃতপক্ষে জড় হইতে আত্মচৈতন্যের পার্থক্যসম্পাদক অসাধারণ ধর্ম—ইহা অভিনবগুপ্তাচার্য্যের 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী'-নামক সন্দর্ভের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয়টিতে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে—

"অথ অন্যেনাপি সতা ঘটেন, যতোঽবভাসস্য প্রতিবিম্বরূপা ছায়া দত্তা, তামসৌ অবভাসো বিভ্রদ্ ঘটস্য প্রকাশ ইত্যুচ্যতে, ততশ্চ অজড়ঃ, তর্হি স্ফটিকসলিল-মুকুরাদিরপি এবম্ভূত এব ইতি অজড়ঃ স্যাৎ। অথ তথাভূতমপি আত্মানং তং চ ঘটাদিকং স্ফটিকাদিঃ ন পরামৃষ্টুং সমর্থঃ ইতি জড়ঃ, তথা পরামর্শনম্ এব অজাড্য-জীবিতম্ অন্তর্বহিষ্করণস্বাতন্ত্র্যরূপম্ ॥"

—দ্র° Dr. K. C. Pandey : *Abhinavagupta*, পৃ ২০১।

'ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যানে'র উপরি উদ্ধৃত অংশে রুয্যক স্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের অনুকূলে "যদুক্তং তত্রভবতা—'প্রদেশোঽপি······অবিকল্প্যশ্চেতি'"-যে উক্তি প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা 'বাক্যপদীয়'-নিবন্ধের 'ব্রহ্মকাণ্ডে'র অন্তর্গত ৯ম কারিকাস্থ হরিবৃষভকৃত ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।—

"সত্যা বিশুদ্ধিস্তত্রোক্তা বিদ্যৈবৈকপদাগমা।
যুক্তা প্রণবরূপেণ সর্ববাদাবিরোধিনা ॥"

ইহার ব্যাখ্যায় মহাবৈয়াকরণ হরিবৃষভ বলিয়াছেন—

"ইহৈবৈকস্মিন্ সর্বরূপে ব্রহ্মণি যঃ পরিকল্পঃ স বিরুদ্ধরূপাভিমতেভ্যঃ পরিকল্পান্ত রেভ্যো ন ভিদ্যতে। অপি খলু ব্রহ্মবিদ আহুঃ—'প্রদেশোঽপি ব্রহ্মণঃ সার্বরূপ্য মনতিক্রান্তশ্চাবিকল্পশ্চ' ইতি······।"[১]

সুতরাং 'প্রদেশ' বা ঘটপটাদি পরিচ্ছিন্ন পদার্থরাজি যে ব্রহ্মের সার্বরূপ্যকে অতিক্রম করে না এবং তাহারা যে পরস্পর বিকল্প বা ভেদ বিরহিত, যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকটিই সর্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মেই অধ্যস্তমাত্র—ইহা ব্রহ্মবিদ্ বা বেদান্তশাস্ত্রনিষ্ণাত আচার্য্যগণেরও অভিমত। আচার্য্য হরিবৃষভ 'প্রদেশোঽপি ব্রহ্মণঃ······'—এইটি ব্রহ্মবিদ্গণের উক্তি বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। রুয্যক 'যদুক্তং তত্রভবতা'—এইরূপে সেই একই উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের বহুস্থলে 'তত্রভবৎ' এই শব্দের দ্বারা ভগবান্ ভর্তৃহরিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় পূর্বাচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদের অনুসরণে রুয্যকও 'তত্রভবৎ' শব্দটির দ্বারা ভর্তৃহরিকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে 'প্রদেশোঽপি ব্রহ্মণঃ······' এই উদ্ধৃতিটি খুব সম্ভব ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়েরই স্বোপজ্ঞ টীকা হইতে সংগৃহীত। বৃত্তিকার হরিবৃষভ যে ভগবান্ ভর্তৃহরি হইতে ভিন্ন—ইহা কোনও কোনও গবেষকের অভিমত।[২]

১। দ্র° "অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মণো বস্তুগত্যা একত্বম্, সর্বরূপত্বন্তু সর্বেষাং তত্রাধ্যাসাৎ। অতস্তত্র যঃ খলু পরিকল্পো বিকল্প্যমানো ধর্মঃ স বিরুদ্ধরূপত্বেনাভিমতেভ্যঃ পরিকল্পান্তরেভ্যো ন ভিদ্যতে। সর্বেষাং বিকল্পানাং তত্র কল্পিতত্বাৎ, আশ্রয়ৈক্যেনৈক্যাৎ। তত্র ব্রহ্মবিদাং সংবাদমাহ—অপি খলু ব্রহ্মবিদ আহুঃ—প্রদেশোঽপীত্যাদি। অত্র প্রদেশপদেন তৎপরিচ্ছিন্নঃ প্রদেশী ঘটপটাদির্গৃহ্যতে। যোঽয়মেকস্য প্রদেশস্য প্রদেশান্তরেভ্যো ভেদবিকল্পঃ, অয়মস্মাদন্য ইতি, স ব্রহ্মণঃ সার্বরূপ্যং নাতিক্রান্তঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মণঃ সর্বাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বাৎ সর্বরূপত্বেন ব্রহ্মরূপতয়া সর্বেষামেকত্বাদ্ ঘট ইতি পটবিলক্ষণঃ সন্ নাস্তীত্যর্থঃ।" —প° রঘুনাথ শর্মকৃত 'অম্বাকর্ত্রী ব্যাখ্যা'। দ্রষ্টব্যঃ বাক্যপদীয়ঃ ব্রহ্মকাণ্ড পৃ. ৩০-৩১ (সরস্বতী-ভবন-গ্রন্থমালা § ৯১ / বারাণসী, ১৯৬১)।

২। বাক্যপদীয় ২য় কাণ্ড ৪২ কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার "অতশ্চ তত্রভবানাহ"

অতএব দেখা গেল, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘটাদি জড়পদার্থেরও সত্তাপ্রতিলম্ভ বা সত্তাব্যাপৃতিরূপ ক্রিয়া সম্ভব। অতএব ঘটাদি শব্দের ঘটতাদাত্ম্যাপত্তিরূপ ক্রিয়াই একমাত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

এক্ষণে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার স্বসিদ্ধান্তসমর্থনের উদ্দেশ্যে বৈয়াকরণ আচার্যগণের মত উল্লেখ করিয়াছেন। 'ধাতুপারায়ণ' বা ধাতুপাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও কোনও ধাতুর অর্থ নির্দেশ প্রসঙ্গে সত্ত্বপ্রধান নামশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক, ক্রিয়াই ধাতুর একমাত্র প্রবৃত্তিনিমিত্ত—এ'বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই, থাকিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে সত্ত্বপ্রধান নামশব্দের সাহায্যে ধাত্বর্থ নির্দেশ করা সম্ভব হইতে পারে? ইহার একমাত্র সমাধান হইতে পারে এই যে, সত্ত্বপ্রধান নামশব্দ, যাহা ধাত্বর্থরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারও বস্তুতঃ ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত্ত, ফলে নামশব্দেরও

এই বলিয়া একটি মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন বৃত্তিকার হরিবৃষভ ইহার দ্বারা কারিকাকার ভর্তৃহরিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। তু°—

"It was pointed out before that the expression *Tatrabhavān*, not followed by any name, stands for Bhartṛhari. Abhinavagupta uses it in that way very frequently. Sometimes, as though to leave no room for doubt, he gives the name Bhartṛhari immediately after. But it is noteworthy that he never uses the mere name. *Tatrabhavān*, in some case form or other, means Bhartṛhari. If *Tatrabhavān* in the *Vṛtti* on II. 42 also means Bhartṛhari—and I have a strong feeling that it does—it means that the author of the *Vṛtti* looks upon him as another person and has quoted a passage from his work. He does not say from which work the quotation has been taken. Have we here a quotation from the real *Vṛtti* of Bhartṛhari or is it from some other work of *Tatrabhavān*? We cannot say. In the meantime, the mention of *Tatrabhavān* as somebody different from the author of the *Vṛtti* is a little intriguing."—K. A. Subramania Iyer, M. A. (London): *The Vākyapadīya oJ Bhartṛhari with the Vṛtti* / Chapter I (English Translation) / Introduction, p. xxxii (*Deccan Colleg Post-Gruaduate and Research Institute*, Poona, 1965).

ভর্তৃহরি যে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন, এ' বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং বাক্যপদীয় ১.৯ কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার হরিবৃষভ কর্তৃক 'ব্রহ্মবিদ আহুঃ' বলিয়া ভর্তৃহরিকে 'ব্রহ্মবিদ্'-রূপে নির্দেশ করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 'চিৎসুখী' নামক প্রসিদ্ধ বেদান্তনিবন্ধের টীকায় পরমহংস প্রত্যগ্রূপাচার্য ভর্তৃহরির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অতএব ধাতুসমীক্ষায়াং ব্রহ্মবিৎপ্রকাণ্ডৈর্ভর্তৃহরিভিরভিহিতম্—'শুদ্ধতত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ। জ্ঞানজ্ঞেয়াদিরূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ॥' ইতি।"—নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৬০ (নির্ণয়সাগর প্রেস / দ্বিতীয় সংস্করণ / ১৯৩১)।

ধাত্বর্থরূপে নির্দেশ অযৌক্তিক হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—'গণ্ড' ধাতুর 'বক্ত্রৈকদেশ'-রূপ অর্থ ধাতুপাঠে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্র° 'গডি বদনৈকদেশে' (ভ্বাদি° § ৬৫)। 'বক্ত্রৈকদেশ' বা বদনৈকদেশ শব্দটি সত্ত্বপ্রধান নাম; অতএব তাহার ধাত্বর্থস্বরূপে নির্দেশ আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ হইলেও যদি সকল পদেরই ক্রিয়ামাত্রই প্রবৃত্তিনিমিত্ত—এইরূপ মতবাদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'বক্ত্রৈকদেশতাদাত্ম্যাপত্তি'-রূপ ক্রিয়াই বক্ত্রৈকদেশ-শব্দের মুখ্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত হওয়ায় বস্তুতঃ কোনও বিরোধ থাকে না। বোপদেবকৃত 'কবিকল্পদ্রুমে' 'গডি গণ্ডে' (ক° ক° দ্রু° §০১৫৭) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার টীকায় দুর্গাদাস বলিয়াছেন—"গডি গণ্ডে। ই, গণ্ড্যতে। গণ্ডে কপোলবিষয়ক্রিয়ায়াম্॥ রমানাথস্তু কড্ড কার্কশ্যে ইত্যস্মাৎ কার্কশ্য ইত্যস্যানুবৃত্ত্যা কপোলকর্তৃককার্কশ্যেঽয়মিতি ব্যাখ্যায় গণ্ডতি কপোলঃ পাংশুনেত্যুদাহৃতবান্। কেচিত্তু গণ্ড ইতি শব্দস্য বুৎপত্ত্যর্থমেবায়ং ধাতুর্মন্তব্যো নত্বস্যান্যত্র প্রয়োগ ইত্যাহুঃ॥"[১]

১। দ্র° *Kavikalpadruma* : Ed. G. B. Palsule, p. 26. এই প্রসঙ্গে কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' (কা° ৩.১.৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ধাতুর ক্রিয়াবাচকত্ববিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"ক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া সাধ্যমুচ্যতে। সা চ পূর্বাপরীভূতাবয়বৈব॥" অপি চ—কথং তর্হি। অস্তি। নশ্যতি। শ্বেততে প্রাসাদঃ। সংযুজ্যতে। সমবৈতি। সত্তা নিত্যতা। অভাবো নাশঃ। শ্বেতসংযোগাবপি গুণৌ। সমবায়োঽপ্যর্থান্তরম্। সত্যমিহ হি সাধনায়ত্তোদয়ং সর্বম্। অতস্তদধীনতয়া সিদ্ধমপি ক্রিয়াত্বেনাবভাসতে। ক্রিয়াকারক-ব্যবহৃতের্ব্যবস্থানিবন্ধনত্বাৎ। তথা 'গডি বদনৈকদেশে' 'বিধ্যয়রবেঽপি' (*v.l.* বিদি অবয়বে)। অঙ্কুরো জায়তে ইতি জন্ম চাভূতপ্রাদুর্ভাব এবেতি। জায়তে বিশেষেণোপলভ্যতে। অতোঽঙ্কুরস্য কর্তৃত্বম্। তথা চোক্তম—

"যাবৎ সিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেন প্রতীয়তে।
আশ্রিতক্রমরূপত্বাৎ সা ক্রিয়েত্যভিধীয়তে॥"—(বা° প° ৩.৮.৯)

এই প্রসঙ্গে 'ন্যায়মঞ্জরী'-কারের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিও তুলনীয়। যথা:—"……কঃ পুনরয়ং ধাতুর্নামেতি। নমু 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' ইত্যুক্তমেব তৎস্বরূপম্। কেচন শব্দাঃ কয়াচিৎ পরিপাট্যা পঠিতাস্তে ধাতুসংজ্ঞয়া লক্ষ্যন্তে। তেভ্যঃ পরে তিঙঃ কৃতশ্চ প্রত্যয়া ভবন্তীতি। সত্যমুক্তমেতৎ। কিন্ত্বেবং পাঠে কৃতেঽপি ন ধাতুস্বরূপনির্ণয় উপবর্ণিতো ভবতি। তথা চ—'গণ্ডতীত্যাদি প্রাপ্নোতি, ধাতোস্তিঙ্প্রত্যয়বিধানাৎ। 'ঘট চেষ্টায়াম্' ইতি ধাতুরস্তি চ ঘট ইতি প্রাতিপদিকম্। অম রোগে ইতি ধাতুরনুবন্ধত্যাগাৎ অম্ ইতি ভবতি অস্তি চ দ্বিতীয়ায়া বিভক্তেরেকবচনমিতি…… ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি চেদ্ ভবতি তিষ্ঠতীত্যাদীনামসাধুত্বং প্রাপ্নোতি গমেশ্চানর্থকঃ পাঠঃ।……"—ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ, ৩৮২।

এইভাবে 'ঘট' শব্দটিও ঘটত্বাসাদনরূপ ক্রিয়ার বাচক হাওয়ায় 'বিপচ্য ঘটো ভবতি' —এই উদাহরণটিতে ঘটশব্দবাচ্য ঘটত্বাপত্তিরূপ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া পাকক্রিয়ার পৌর্বকালিকত্ব নিবন্ধন ক্ত্বা-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে: 'ঘট'-শব্দবাচ্য ঘটন ক্রিয়া বা ঘটত্বাপত্তিলক্ষণক্রিয়ার অপেক্ষায় পাকক্রিয়ার পূর্বকালত্ব-কল্পনা না করিয়া যদি 'ভবতি' এই আখ্যাতশব্দবাচ্য ভবনক্রিয়ার অপেক্ষায় উহার পূর্বকালত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ত' সমানকর্তৃকত্ব রক্ষিত হয় এবং ক্ত্বাপ্রত্যয়ও সিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং ঘট-শব্দের ঘটত্বাপত্তিলক্ষণ ক্রিয়াই প্রবৃত্তিনিমিত্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত না মানিলেই বা ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিয়াছেন যে, 'ভবতি' ক্রিয়া অপেক্ষায় পাক-ক্রিয়ার পূর্বকালত্ব স্বীকার করিলে অর্থের সমন্বয় হয় না। ইহা ছাড়া 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়া 'ক্রিয়াসামান্য'-রূপে পরিগণিত হওয়ায় উহারা অন্তরঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের উল্লেখ বক্তৃপুরুষগণ নিয়মতঃ করেন না। অপরপক্ষে 'পচতি' প্রভৃতি ধাতুবাচ্য পাকাদিক্রিয়া ক্রিয়াবিশেষরূপে গণিত হইয়া থাকে; এবং এইজাতীয় ক্রিয়া 'ব্যভিচারভাক্' হইয়া থাকে—যেহেতু বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্নরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটে। ফলে সেইগুলি 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়াসামান্যের সহিত তুলনায় বহিরঙ্গ এবং উহাদের বাক্যে প্রয়োগ অবশ্যই ইষ্ট হওয়ায় 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ন্যায় ইহাদের অনুল্লেখ কখনও সম্ভব হইতে পারে না।[১] ব্যক্তিবিবেককার এই প্রসঙ্গে একটি উভয়বাদিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া স্বকীয় বক্তব্য স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। 'অধিশ্রিত্য পাচকো ভবতি'—এই উদাহরণে 'পাচক' এই কৃদন্ত শব্দবাচ্য পাকক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই যে অধিশ্রয়ণ ক্রিয়ার পূর্বকালত্বনিবন্ধন 'ল্যপ্' প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়াছে, ঐ বিষয়ে কাহারও কোনও বিমতি থাকিতে পারে না—কেননা, 'ভবতি' পদটি ক্রিয়াসামান্যবোধক হওয়ায় অন্তরঙ্গত্ব-বশতঃ বাক্যে ইহার উল্লেখ না করিলেও কোনও ক্ষতি হইত না। সেইরূপ 'বিপচ্য ঘটো ভবতি' এই উদাহরণটিতেও 'ভবতি' এই ক্রিয়াসামান্যের উল্লেখ যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও 'ঘট' শব্দবাচ্য ঘটনক্রিয়া বা ঘটতাদাত্ম্যপত্তিরূপ ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া পাকক্রিয়ার পূর্বকালত্বনিবন্ধন ক্ত্বাপ্রত্যয়বিধানে কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না।

এইস্থলে "তদপেক্ষমেব চ বিপচ্য ঘটো ভবতীত্যাদৌ······প্রযুজ্যমানক্রিয়াপেক্ষমেব

১। 'কৃঞ্ চানুপ্রযুজ্যতে লিটি' (পা° ৩.১.৪০)—সূত্রভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি স্পষ্টই বলিয়াছেন: "কৃভ্বস্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবাচিনঃ, ক্রিয়াবিশেষবাচিনঃ পচাদয়ঃ।" 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' (পা° ১.৩.১)—সূত্রস্থ ভাষ্যেও 'ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ' এবং 'ভাববচনো ধাতুঃ' এই পক্ষদ্বয়ের বিচার প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়াসামান্যবাচিত্ববিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তু°—"কথং পুনর্জ্ঞায়তে—ভাববচনাঃ পচাদয় ইতি? যদেষাং ভবতিনা সামানা-ধিকারণ্যম্—ভবতি পচতি, ভবতি পক্ষ্যতি, ভবতি অপাক্ষীদিতি।।"

চ প্রায়েণ পৌর্বকাল্যং ক্ত্বো বিষয়ো ন প্রতীয়মানাপেক্ষম্" (দ্র° পৃ. ৪৪) ব্যক্তিবিবেককারের এই পূর্বোক্ত মন্তব্যের সহিত বর্তমান সংগ্রহকারিকাবর্ণিত সিদ্ধান্তের বিরোধ সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িতে পারে। কেননা, পূর্বোক্তগ্রন্থে "অধিশ্রিত্য পাচকো ভবতি"—এই উদাহরণে পাকক্রিয়াকে অন্তরঙ্গ এবং ভবনক্রিয়াকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে সংগ্রহকারিকায় ভবনক্রিয়াকেই অন্তরঙ্গ এবং পাকক্রিয়াকে বহিরঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিরোধটি বাস্তব বিরোধ নহে, আপাতবিরোধ মাত্র। কেননা, পূর্বোক্তগ্রন্থে 'অস্তি', 'ভবতি' প্রভৃতি 'সামান্য-ক্রিয়া'কে যে বহিরঙ্গরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা উহার বাক্যে 'অপ্রযুজ্যমানত্বনিবন্ধন' এবং 'প্রযুজ্যমানত্বনিবন্ধন' পাকাদি বিশেষক্রিয়ার বহিরঙ্গত্ব কল্পিত হইয়াছে; অপরপক্ষে, সংগ্রহকারিকায় অব্যভিচারিত্ববশতঃ সামান্যক্রিয়ার অন্তরঙ্গত্ব এবং ব্যভি চারিত্ববশতঃ বিশেষ ক্রিয়ার বহিরঙ্গত্ব উক্ত হইয়াছে। ফলে অপেক্ষাভেদবশতঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে একই ক্রিয়ার বহিরঙ্গত্ব এবং অন্তরঙ্গত্ব কথিত হওয়ায় বাস্তব কোনও বিরোধ হয় নাই।

দ্বিতীয় আর একটি বিরোধও উল্লেখযোগ্য: তাহা হইতেছে এই যে, পূর্বগ্রন্থে বাক্যে প্রযুজ্যমান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই ক্ত্বা-প্রত্যয় নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের পৌর্বকাল্য সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু "যত্নেঽল্পমপি তব্বহু" এই উদাহরণে প্রতীয়মান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই ক্ত্বাপ্রত্যয়নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের পৌর্বকাল্য খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিরোধও বাস্তব নহে। কেননা, অব্যভিচারিণী সামান্য ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই পৌর্বকাল্য সমর্থিত হইয়াছে; আর বিশেষক্রিয়াটি অপেক্ষাবশতঃ প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় বিরোধটিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। সেইজন্য প্রযুজ্যমানক্রিয়াপেক্ষ পৌর্বকাল্যই ক্ত্বা-প্রত্যয়ের বিষয়—এই বিষয়টি যে সার্বত্রিক নহে, ইহারও যে ব্যতিক্রম আছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'ব্যক্তিবিবেক'-কার "প্রযুজ্যমানক্রিয়াপেক্ষমেব চ **প্রায়েণ** পৌর্বকাল্যং ক্ত্বো বিষয়ো ন প্রতীয়মানাপেক্ষম্"—এই বাক্যে 'প্রায়েণ' পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। এইভাবে টীকাকার রুয্যক আশঙ্কিত উভয়বিধ বিরোধেরই সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন।[১]

ক্ত্বা-প্রত্যয়ের প্রয়োগবিষয়ে প্রখ্যাত কবিগণেরও যে সকল স্খলন লক্ষিত হইয়া থাকে, 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের সকল নামপদেরই ক্রিয়াবাচকত্বসিদ্ধান্ত, যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল, সেই সকল দোষের সমাধানের পক্ষে সহায়ক হইবে। ইহার দ্বারা মহিমভট্ট কবিকুলের প্রয়োগসমূহের নির্দোষত্বসাধনের উপায় নির্দেশকরতঃ তাঁহাদের আনন্দের কারণ হইয়াছেন! টীকাকার রুয্যক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন—

"ইত্থং চায়ং গ্রন্থকারঃ—

কর্তৃভেদবিষয়াং বিরুদ্ধতাং ক্ত্বো নিবার্য ঘটিতক্রিয়াভিধঃ।
প্রৌঢ়বাদরচনাবিচক্ষণো লক্ষ্যসিদ্ধিমুদিতান্ কবীন্ ব্যধাৎ॥"

১। দ্র° "অস্য গ্রন্থস্য সংগ্রহকারিকয়াঽন্যগ্রন্থেন সহ বিরোধো দৃশ্যতে।……অতএব 'প্রায়েণে'-ত্যুক্তম্।"—ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান।

§ ३० ।। भावप्रधानमाख्यातम् । असत्त्वभूतार्था उपसर्गादयः । तेषामसत्त्वभूतार्थत्वाविशेषेऽपि व्यापारनियमात् प्रयोगनियमाच्च त्रैराश्योपगमः । तथा हि—क्रियारूपातिशयप्रतिपत्तिनिबन्धनमुपसर्गाः प्रादयः । भावसत्त्वयोरात्मभेदप्रत्यायननिमित्तमवधृतरूपार्थविशेषाः स्वरादयो निपाताः । क्रियाविशेषोपजनितसम्बन्धावच्छेदहेतवः कर्मप्रवचनीयाः । तदुक्तम्—

"द्विधा कैश्चित् पदं भिन्नं चतुर्धा पञ्चधापि वा ।
अपोद्धृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत् ।।" इति ।

एतच्च वक्ष्यते ।

অনুবাদ

আখ্যাত (পদ) ভাবপ্রধান। উপসর্গপ্রভৃতির অর্থ অসত্ত্ব-স্বভাব। যদিও উহারা অসত্ত্ব-ভূত অর্থের বাচক বলিয়া [পরস্পর] কোনও বিশেষ (বা ভেদ) নাই তথাপি ব্যাপারনিয়ম এবং প্রয়োগনিয়মবশতঃ উহাদের ত্রৈরাশ্য (বা ত্রৈবিধ্য) স্বীকার করা হইয়া থাকে। যেমন—ক্রিয়ারূপ অর্থের অতিশয় বা বিশেষের প্রতিপত্তির প্রতি নিবন্ধন বা নিমিত্ত যাহারা, তাহারা উপসর্গ—যেমন, প্রাদি। 'স্বঃ' প্রভৃতি নিপাতসমূহ ভাব এবং সত্ত্ব (বা দ্রব্যের) স্বরূপগত ভেদের প্রতীতির কারণ এবং ইহাদের রূপ-বিশেষ এবং অর্থবিশেষ অবধৃত। আর কর্মপ্রবচনীয়-সমূহ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা উপজনিত সম্বন্ধের অবচ্ছেদের প্রতি কারণ। সেইজন্য বলা হইয়াছে—

"কোনও কোনও আচার্যকর্তৃক প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতিকে যেমন বিভক্ত করা হয় সেইরূপ পদসমূহও বাক্য হইতে অপোদ্ধারপূর্বক দুই, চার বা পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে॥"[১]

ইহা [পরে] বলা হইবে॥

বিবৃতি

পূর্বে ব্যক্তিবিবেককার পদ ও বাক্যরূপে শব্দের দুইটি মূলভেদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ পদের নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং কর্মপ্রচনীয়রূপে পাঁচ প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর নামপদসমূহের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বিষয়ে স্বকীয় ক্রিয়াবাচকত্ব-সিদ্ধান্ত নানা যুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমপ্রাপ্ত পদের অবশিষ্ট বিভাগসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

১। বাক্যপদীয়, ৩.১.১।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে—'সত্ত্বপ্রধানানি নামানি'। নামপদসমূহ সত্ত্বপ্রধান—অর্থাৎ প্রধানভাবে সত্ত্ব বা দ্রব্যরূপ অর্থেরই বাচক। এক্ষণে আখ্যাতের লক্ষণ বলা হইতেছে—"ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্।" অর্থাৎ 'আখ্যাত' বা তিঙন্ত পদ ('পচতি', 'পঠতি' প্রভৃতি)-সমূহ প্রধানভাবে ভাব বা ক্রিয়ারূপ অর্থেরই বাচক।[১] কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে: পূর্বে ত' বিস্তৃতভাবে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার সকল নামপদের ক্রিয়াই যে একমাত্র প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা connotation—এই সিদ্ধান্ত নানা যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। যদি তাহাই সিদ্ধান্ত হয় তবে আখ্যাত পদের সহিত নামপদের পার্থক্য রহিল কোথায়? এই আশঙ্কার সমাধান-কল্পে টীকাকার রুয্যক বলিয়াছেন—

"নামপদানাং পূর্বোক্তয়া যুক্ত্যা সত্যপি ক্রিয়াশব্দত্বে ক্রিয়ায়া অপ্রাধান্যম্।
আখ্যাতপদানাং পুনঃ শব্দশক্তিস্বাভাব্যাৎ ক্রিয়াপ্রাধান্যম্॥"[২]

১। নিরুক্তটীকায় দুর্গাচার্য 'ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্'—এই লক্ষণটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"অপরে পুনর্ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিতি প্রকৃত্যর্থপ্রধানমিতি মন্যন্তে। প্রকৃত্যর্থবিশেষণং হি প্রত্যয়ার্থোদয় ইতি। ভাবঃ কর্ম ক্রিয়া ধাত্বর্থ ইত্যনর্থান্তরম্। স যত্র প্রধানং গুণভূতানি সাধনানি তদিদং ভাবপ্রধানম্। কিং পুনস্তৎ। আখ্যাতম্। আখ্যায়ন্তে স্ত্রী-পুং-নপুংসকানি ক্রিয়াগুণভাবেন বর্তমানান্যনেন ক্রিয়া চ তেষামুপরি প্রাধান্যেন বর্তমানেত্যাখ্যাতম্॥"—ঐ পৃ ৩৭-৩৮। অপি চ—

"অপরে পুনঃ। ভাব-কাল-কারক-সংখ্যাশ্চত্বার এতেঽর্থা আখ্যাতস্য। তেষাং ভাবপ্রধানতা ভবতি। অতো ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিত্যুক্তম্। নাম্নোঽপি সত্তা দ্রব্যং সংখ্যা লিঙ্গমিত্যেতেঽর্থাঃ। তেষাং দ্রব্যং প্রধানমিত্যতঃ সত্ত্বপ্রধানানি নামানীত্যুক্তমেবমেকে মন্যন্তে॥"—ঐ পৃ. ৪১।

২। দ্র' "কথং পুনর্নাম্নি ক্রিয়া বিদ্যতে ইতি বিদ্যমানাপি চাবিবক্ষিতেতি? উচ্যতে। প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ো বিভক্তিরিতি ত্রেধা বিভজ্যমানমেতাবদেবৈতন্নাম। তত্র প্রকৃতির্ধাতুরিত্যেকোঽর্থঃ। ধাতুশ্চ পুনঃ ক্রিয়াবচনঃ। স চ নাম্নি বিদ্যত ইতি তদভিধেয়ভূতয়া ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্। যথাবশ্যং যত্রার্থস্তত্র তদভিধায়কঃ শব্দো যত্র শব্দস্তত্র অর্থ ইতি। সম্বন্ধৌ হি শব্দার্থৌ বাচ্যবাচকত্বেন নিত্যমিতি। এবং তাবৎ ক্রিয়া বিদ্যতে। যৎ পুনরেতৎ উক্তম্—বিদ্যমানাপি ক্রিয়া কথমবিবক্ষিতেতি। অত্র ক্রমঃ। নাম্নি যো ধাতুঃ স কৃৎপ্রত্যয়োপজনিতেন প্রাতিপদিকেন অভিভূতক্রিয়াভিধানশক্তিঃ প্রতিপাদিকান্তর্লীনবৃত্তিরেব স্বমর্থমুদ্ভাবয়িতুমশক্নুবন্ প্রাতিপদিকার্থমেবানুবর্তমানো দ্রব্যপ্রধান এব ভবতীত্যেবং ন বিবক্ষিতা ক্রিয়া। সা তু বিদ্যমানাপি বিগৃহ্যমাণে. নাম্নি প্রাতিপদিকনিবন্ধনাদুন্মচ্যমানা দ্রব্যগতমর্থং প্রকাশয়তি ন প্রাগ্‌বিগ্রহাদিতি দ্রব্যপরতা সত্ত্বশব্দস্য গম্যতে॥"—দুর্গাচার্য: নিরুক্ত-টীকা, পৃ. ৩৯-৪০।

অর্থাৎ নামপদের ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপ অর্থ বর্তমান থাকিলেও উহা প্রধান নহে, অপর পক্ষে আখ্যাত-পদের ক্রিয়াই প্রধান অর্থ—এইভাবে পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আখ্যাতপদসমূহ আবার চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। দুর্গাচার্য তাঁহার নিরুক্তটীকায় বলিয়াছেন—

"তৎ পুনরেতচ্চতুঃপ্রভেদমাখ্যাতং ভবতি। কর্ত্তরি ভাবে কর্মণি কর্মকর্তরি চেতি। পচতীতি কর্ত্তরি। ভূয়তে পচ্যতে ইতি ভাবকর্মণোঃ। পচ্যতে স্বয়মেবেতি কর্মকর্তরি। চতুর্ষ্বপি অবয়বার্থানি দ্রব্যাণ্যপ্রধানানীতি ক্রিয়ৈব প্রধানম্। তামভিদধৎ তয়ৈব লক্ষ্যমাণ আখ্যাতসংজ্ঞো ভবতীত্যুক্তম্।"—দুর্গাচার্য: নিরুক্তটীকা, পৃ ৩৯ (*Bombay Sanskrit and Prakrit Series*, Vol. I).

নৈরুক্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে সকল নামই ধাতুজ—অতএব সকল নামপদই কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন হওয়ায় সকল শব্দেরই ক্রিয়াভিধায়কত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও কৃদভিহিত ভাব এবং তিঙভিহিত ভাব (বা আখ্যাতপদবাচ্য ক্রিয়া)—এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। কৃদভিহিত ভাব, যাহা নামশব্দবাচ্য, তাহা দ্রব্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। ফলে নামশব্দের উত্তর লিঙ্গ সংখ্যা প্রভৃতির যোগ হইয়া থাকে। শব্দশক্তিস্বাভাব্যবশতঃই এইরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রতীতি হয়, ইহার অন্য কোনও নিমিত্ত কল্পনা করা চলে না। দ্র°—"মূর্তং সত্ত্বভূতং সত্ত্বনামভিঃ। ব্রজ্যা পক্তিরিতি।"—নিরুক্ত ১.১। ইহার ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—

"কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবদ্ ভবতি। সোঽয়ং প্রযুক্তস্য লক্ষণস্য প্রয়োগমপেক্ষ্য ক্বচিদপবাদঃ। আহ চ—

ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশোপজাতঃ কৃদন্তশব্দাভিহিতো যদা স্যাৎ।
সংখ্যাবিভক্তিব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাবস্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ॥[১]

আহ। কস্মাৎ পুনরেক এব ভাবস্তিঙন্তেন কৃদন্তেন চান্যথোচ্যত ইতি। উচ্যতে। শব্দস্বাভাব্যাদৃতে নান্যদত্র প্রয়োজকমস্তি। অপি চোক্তমস্মাভিরবস্থিতানামেব শব্দানামভিধানাভিধেয়সম্বন্ধেনাভিসম্বদ্ধানামেব নিত্যমন্বাখ্যানমাত্রমেব ক্রিয়তে। নোৎপাদ্যন্তেঽর্থেষু বা বিধীয়ন্তে শব্দা ইতি। ব্রজ্যা পক্তিরিত্যুদাহরণদ্বয়মুক্তপ্রয়োজনম্॥"[২]

নাম ও আখ্যাত ব্যতিরিক্ত উপসর্গ, নিপাত এবং কর্মপ্রবচনীয় এই ত্রিবিধ পদের আলোচনা প্রসঙ্গে মহিমভট্ট বলিতেছেন যে, ইহাদের সাধারণ ধর্ম হইতেছে এই যে ইহারা প্রত্যেকেই 'অসত্ত্বভূত' অর্থের বোধক।[৩] অর্থাৎ উপসর্গ, নিপাত বা কর্মপ্রবচনীয়—কোনটির উত্তরই সত্ত্বাভিধায়ক নামপদের ন্যায় লিঙ্গ সংখ্যা প্রভৃতির যোগ হয় না। কিন্তু এই সামান্য

১। বৃহদ্দেবতা, ১৪৫।

২। দুর্গাচার্য: নিরুক্তটীকা, পৃ ৪২-৪৩।

৩। তু° "অসত্ত্বভূতত্বমসিদ্ধস্বভাবত্বম্। ত্রয়াণামবান্তরবিশেষসদ্ভাবেঽপি সামান্যলক্ষণম্।" —রুয্যক: ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান।

ধর্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে পরস্পর অবান্তর ভেদ বর্তমান আছে—যাহার ফলে, উহাদের তিনটি পৃথক্ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই পরস্পর ভেদক ধর্ম দ্বিবিধ হইতে পারে—(১) ব্যাপারনিয়ম এবং (২) প্রয়োগনিয়ম। উপসর্গ, নিপাত এবং কর্ম প্রবচনীয়—ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ ব্যাপার বা function আছে এবং ইহাদের বাক্যে প্রয়োগ বা অবস্থানও স্বতন্ত্র। অতএব ইহাদিগকে একই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নহে।[১]

উপসর্গের বিশিষ্ট ব্যাপার (function) হইতেছে ক্রিয়াকে বিশেষিত করা।[২] উপসর্গ সবদাই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সেইজন্য পাণিনি উপসর্গের লক্ষণ করিয়াছেন—'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' (পা° ১ ৪.৫৯)। উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম আছে—তাহারা ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দ্র° 'তে প্রাগ্ ধাতোঃ' (পা° ১.৪ ৮০)।[৩] উপসর্গের এই ব্যাপারনিয়ম এবং প্রয়োগনিয়ম সম্বন্ধে টীকাকার রুয্যক বলিয়াছেন—

১। অবশ্য যাঁহারা নাম ও আখ্যাতভেদে পদের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা উপসর্গ নিপাত এবং কর্মপ্রবচনীয়কেও উক্ত দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ :

"বাক্যার্থশ্চ স্থিতলক্ষণো নিরংশঃ কারকোৎকলিতশরীরক্রিয়াস্বভাবঃ। তত্র যাবংশাংশিকল্পনয়া অপোদ্ধারে কারকাত্মা ক্রিয়াত্মা চাংশো বিভাগার্হ ইতি সিদ্ধসাধ্য-লক্ষণাংশদ্বয়বিষয়ঃ পদাপোদ্ধারো দ্বিবিধো নামাখ্যাতরূপঃ প্রাথমকল্পিকঃ, শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ কারকাত্মা সিদ্ধরূপোঽংশঃ। যদ্যপি চ নামপদানাং প্রত্যয়ার্থস্য সংখ্যাদেঃ শাব্দং প্রাধান্যং তথাপ্যর্থতঃ প্রাতিপাদিকার্থস্য জাত্যাচ্ছুরিতস্য দ্রব্যস্যৈব প্রাধান্যং সিদ্ধরূপস্য, সংখ্যাকারকশক্তীনাং তদাশ্রয়ত্বাৎ। অনয়োরেব চ নামা-খ্যাতয়োর্বিশেষণত্বাৎ নিপাতোপসর্গকর্মপ্রবচনীয়লক্ষণঃ পদভেদোঽন্তর্ভবতি।

"তথাহি—সিদ্ধার্থাভিধায়ি নামপদমিতি তদর্থগতং বিশেষং দ্যোতয়ন্নিপাতঃ তত্রৈবান্তর্ভবতি। সিদ্ধং হ্যর্থং সাক্ষাদ্ বাভিদধাতু তদ্গতং বিশেষং বা প্রকাশয়তু, নেয়তা ভেদঃ। স্বরাদয়স্তু কেচিৎ সত্ত্বপ্রধানা এবেতি তেঽপি নামপদমেব। যে তু হিরুগাদয়ঃ ক্রিয়াপ্রধানাঃ তেষামাখ্যাতেঽন্তর্ভাবঃ। ন হি তিঙন্তমেবাখ্যাতম্, ক্রিয়া-প্রধানস্য সর্বস্যৈব তল্লক্ষণত্বাৎ। অত এবোপসর্গকর্মপ্রবচনীয়পদান্যপ্যাখ্যাতপদমেব, সাধ্যার্থগতবিশেষদ্যোতনাৎ। এবং নিপাতোঽপি।......"—হেলারাজকৃত 'প্রকীর্ণ-প্রকাশ' : বাক্যপদীয়, ৩.১.১ (*Deccan College Post-Graduate and Research Institute* Edn., p. 3).

২। দ্র° 'ক্রিয়াবিশেষকা উপসর্গাঃ'।

৩। অবশ্য উহার ব্যতিক্রমও আছে। তু° "ছন্দসি পরেঽপি। ব্যবহিতাশ্চ" (পা° ১.৪.৮১-৮২)। কিন্তু এ' সবই ছন্দোমাত্রবিষয়ক।

"ব্যাপারভেদঃ ক্রিয়াবিশেষকত্বমুপসর্গাণাম্। প্রয়োগনিয়মশ্চ তেষাং ধাতোঃ পূর্বং প্রয়োগঃ।"

নিপাতসমূহ ভাবগত এবং সত্ত্বগত আত্মভেদ বা পার্থক্যের প্রতিপত্তির হেতু —ইহাই নিপাতসমূহের ব্যাপারভেদ।[১] ইহাদের রূপ এবং অর্থ বিশেষও অবধৃত অর্থাৎ নির্দিষ্ট। 'সমুচ্চয়' প্রভৃতি অর্থে নিপাতসমূহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমুচ্চেতব্য ভাববাচক শব্দ বা সত্ত্ববাচক শব্দের উত্তর ইহাদের যথাযথ প্রয়োগ বিহিত হইয়া থাকে—ইহাই তাহাদের প্রয়োগ-নিয়ম। সুতরাং নিপাতসমূহ যেমন 'পচতি' 'পঠতি' প্রভৃতি আখ্যাত পদের সহিত যুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ 'ঘটঃ', 'পটঃ' প্রভৃতি নামপদের সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ সম্ভব। যেমন—'পচতি চ পঠতি চ'—এইস্থলে ভাবগত আত্মভেদ প্রত্যায়ন সমুচ্চয়বাচী 'চ' এই নিপাতের ব্যাপার বা কার্য। অপরপক্ষে—'দেবদত্তশ্চ যজ্ঞদত্তশ্চ' এই উদাহরণে সত্ত্বগত আত্মভেদ প্রত্যায়নই 'চ' এই নিপাতের কার্য। টীকাকার রুয্যক বলিয়াছেন—

"নিপাতৈস্তু চাদিভির্ভাবসত্ত্বয়োরাত্মভেদঃ প্রত্যায্যতে ইতি স তেষাং ব্যাপারনিয়মঃ। তত্র ভাবগতমাত্মভেদপ্রত্যায়নং যথা পচতি পঠতি চ, সত্ত্বগতস্তু দেবদত্তো যজ্ঞদত্তশ্চেতি। রূপং চ শব্দস্বরূপাদিঃ। অর্থঃ সমুচ্চয়াদিঃ। প্রয়োগনিয়মশ্চাদীনাং সমুচ্চেতব্যাদিবাচিভ্যঃ পরপ্রয়োগাদিঃ।"

মহর্ষি যাস্ক 'নিপাতের' লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অথ নিপাতা উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি।" অতএব এক একটি নিপাতের 'উচ্চাবচ' বা নানাবিধ অর্থ হইতে পারে। যেমন 'ন' এই নিপাতটি নিষেধার্থকও হইতে পারে, আবার উপমার্থকও হইতে পারে। তবে উভয়ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগভেদ লক্ষণীয়। এ'বিষয়ে যাস্ক বলিয়াছেন— "নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়ামুভয়মন্বধ্যায়ম্। 'নেন্দ্রং দেবমমংসত' ইতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ। পুরস্তাদুপাচারস্তস্য যৎ প্রতিষেধতি। 'দুর্মদাসো ন সুরায়াম্' ইত্যুপমার্থীয় উপরিষ্টাদুপাচারস্তস্য যেনোপমিমীতে।"— সেইরূপ 'কর্মোপসংগ্রহার্থক' বা 'সমুচ্চয়ার্থক' চ-শব্দটি সমুচ্চেতব্য প্রত্যেকটি অর্থের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। যাস্ক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"চেতি সমুচ্চয়ার্থ উভাভ্যাং সংপ্রযুজ্যতে—
'অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্।' ইতি॥"

১। নিপাত ও উপসর্গের পরস্পর বৈলক্ষণ্যটি হেলারাজ তাঁহার 'প্রকীর্ণপ্রকাশে' অতি সংক্ষেপে পরিস্ফুট করিয়াছেন—"তদ্‌গতভেদান্তরবিবক্ষায়ান্তু নিপাতোপসর্গয়োরপি কৈশ্চিৎ পৃথক্করণম্। তথাহি—অন্যোন্যবাপোদ্ধারেঽর্থমাত্রাবিশেষোঽনয়োঃ। নহ্যেতৌ সাক্ষাদর্থং বদতঃ, অপি তু তদ্‌গতবিশেষদ্যোতকাবিতি বাচকাভ্যাং নামাখ্যাতাভ্যাং প্রবিভক্তৌ। সিদ্ধসাধ্যার্থ-বিষয়বিশেষদ্যোতকত্বান্নিপাতানাং সাধ্যৈকনিয়তত্বাচ্চোপসর্গাণাং পরস্পরতো ভেদঃ।"—দ্র° বাক্যপদীয়, ৩।১ (পৃ. ৩)।

আবার 'বিনিগ্রহার্থক' (Disjunctive) 'অহ' 'হ'—এই নিপাতদ্বয় পূর্বপ্রযুক্ত অর্থের সহিতই সম্বদ্ধ হইয়া থাকে—দ্বিতীয়টির সহিত নহে। দ্রষ্টব্য—

"অহ ইতি চ হ ইতি চ বিনিগ্রহার্থীয়ৌ পূর্বেণ সম্প্রযুজ্যেতে। অয়মহেদং করোতু অয়মিদম্, ইদং হ করিষ্যতীদং ন করিষ্যতীতি ॥"

এইভাবে যাস্ক তাঁহার নিরুক্তের প্রথমাধ্যায়ে বিভিন্ন নিপাতের প্রয়োগনিয়ম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে আলোচ্য।

'কর্মপ্রবচনীয়' উপসর্গ ও নিপাত হইতে অতিরিক্ত পদের পঞ্চম ভেদরূপে কোনও কোনও আচার্য কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে। মহিমভট্ট কর্মপ্রবচনীয়ের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ক্রিয়াবিশেষোপজনিতসম্বন্ধাবচ্ছেদহেতবঃ কর্মপ্রবচনীয়াঃ।"[১] উপসর্গের সহিত কর্মপ্রবচনীয়ের প্রভেদ মূলতঃ এই যে, যদিও উপসর্গের ন্যায় কর্মপ্রবচনীয়ও ক্রিয়ার সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে এবং ক্রিয়ার অর্থকেই বিশেষিত করিয়া থাকে বটে, তথাপি উপসর্গ সাক্ষাৎ বর্তমান ক্রিয়ালক্ষণ অর্থকেই বিশেষিত করে, কিন্তু কর্মপ্রবচনীয় অতিক্রান্ত ক্রিয়ালক্ষণ অর্থকেই বিশেষিত করিয়া থাকে, বর্তমান নহে। এবং সেই অতিক্রান্ত ক্রিয়ালক্ষণ ব্যাপারের বিশেষ দ্যোতনপূর্বক সম্বন্ধাবচ্ছেদনই কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যাপার

১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'হেলারাজ' তাঁহার 'প্রকীর্ণপ্রকাশ' টীকায় 'কর্মপ্রচনীয়ে'-র স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কর্মপ্রবচনীয়াস্তু ক্রিয়াবিশেষোপজনিতসম্বন্ধাবচ্ছেদহেতবঃ।"—দ্র° প্রকীর্ণপ্রকাশ : বাক্যপদীয়, ৩.১ (পৃ. ৩)। মনে হয় ব্যক্তিবিবেককার হেলারাজকৃত লক্ষণটিই হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন। হেলারাজ ছিলেন আচার্য অভিনবগুপ্তের অন্যতম গুরু। এবং মহিমভট্ট অভিনবগুপ্তেরই সমসাময়িক। সুতরাং মহিমভট্ট কর্তৃক হেলারাজকৃত 'প্রকীর্ণপ্রকাশ' হইতে কর্মপ্রবচনীয়-লক্ষণ উদ্ধার করা আদৌ অসম্ভব নয়। তুলনীয় : Helārāja (10th Cent. A.D.), who was one of the teachers of Abinavagupta....".—K. A. Subramania Iyer : *Op. cit.*, Intro., p. xxii. অপিচ—"Abhinavagupta refers to Bhaṭṭenduraja in the *Tantrāloka*, Adh. 37, S. 60 as Bhūtirāja-Tanaya :

"Śrī Bhūtirājatanayaḥ svapitṛprasādaḥ."

And Helārāja also in the colophon of his commentary on the *Vākyapadīya* represents himself as the son of Bhūtirāja. The two have therefore to be distinguished from each other. We cannot say if they were brothers. The genealogy of Indurāja is given in the concluding lines of Abhinava's commentary on the *Bhagavadgītā* as follows :—

1. Kātyāyana (distant ancestor ?)
2. Saṃśuka.
3. Bhūtirāja.
4. Bhaṭṭendurāja."—K.C. Pandey : *Abhinavagupta*, p. 143.

বা কার্য (function)।[১] এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল প্রকার সম্বন্ধই ক্রিয়াকৃত। কিন্তু কোনও স্থলে ক্রিয়াপদ সাক্ষাৎ বাক্যে শ্রুত হইয়া থাকে—সেইস্থলে সম্বন্ধবিশেষাবধারণ 'শ্রৌত' রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন—'মাতুঃ স্মরতি', 'সর্পিষো জানীতে' প্রভৃতি উদাহরণে। কিন্তু যেস্থলে ক্রিয়াপদ সাক্ষাৎ শ্রুত হয় না, সেইস্থলে সম্বন্ধবিশেষাবধারণ দুইটি বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ, যেমন 'উপগোর-পত্যম্', 'বৃক্ষস্য শাখা' প্রভৃতি স্থলে যদিও সাক্ষাৎ কোনও ক্রিয়াপদ শ্রুত হয় না, তথাপি জন্য-জনকভাব, অবয়বাবয়বিভাব প্রভৃতি সম্বন্ধবিশেষের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে। কেন না সম্বন্ধিদ্বয়ের স্বকীয় মহিমাবশেই প্রথমটিতে জননক্রিয়া-নিমিত্তক এবং দ্বিতীয়টিতে স্থিতি-ক্রিয়া-নিমিত্তক শেষসম্বন্ধ কোনও কর্মপ্রবচনীয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রতীত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে সম্বন্ধিদ্বয়ের সম্ভাবমাত্র হইতেই কোনও ক্রিয়াবিশেষ, যাহাকে সেই সম্বন্ধের মূলীভূত বলা চলে, তাহার প্রতীতি সম্ভব হয় না। এইজাতীয় স্থলে কর্মপ্রবচনীয়ের সাহায্যেই একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াজনিত সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্যটি যথাযথরূপে বোধিত হইয়া থাকে। যেমন—'শাকল্যস্য সংহিতামনু প্রাবর্ষৎ'। এই উদাহরণটিতে 'সংহিতা' ও 'প্রবর্ষণ' এই সম্বন্ধিদ্বয়ের মধ্যে হেতু-হেতুমদ্ভাবলক্ষণ বিশেষ সম্বন্ধটি বোধিত হইতেছে এবং ইহার সহায়ক হইতেছে 'অনু' এই কর্মপ্রবচনীয়টি। কেননা, 'অনু' এই কর্মপ্রবচনীয়টি 'অনুনিশমন' ক্রিয়ার সহিত 'সংহিতা' রূপ কর্মের সম্বন্ধবশতই যে প্রবর্ষণ-ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এবং যেহেতু 'অনু' এই উপসর্গের সহিত নিশমনক্রিয়ার সাহচর্য অন্যত্র প্রসিদ্ধ আছে, সেইহেতু বর্তমান উদাহরণে 'নিশময়তি' এই ক্রিয়াপদের উল্লেখ না থাকিলেও 'অনু' এই নিপাতটি নিশমন ক্রিয়ার অর্থ এবং তন্মূলক সংহিতা ও প্রবর্ষণরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ের হেতু-হেতুমদ্ভাবলক্ষণ বিশেষ সম্বন্ধটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে।[২] 'শাকল্যস্য সংহিতামনু প্রাবর্ষৎ'—এই উদাহরণটিতে 'অনু' এই কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যাপার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হেলারাজ বলিয়াছেন—

১। দ্র° "সাক্ষাৎ ক্রিয়াবিশেষপ্রকাশনাভাবাত্তদপি পঞ্চমং পদমিতি কৈশ্চিৎ। তথাহি—কর্ম প্রোক্তবন্তঃ কর্মপ্রবচনীয়া ইতি অতিক্রান্তক্রিয়াখ্যানলক্ষণস্য ব্যাপারস্যাত্র সম্ভবো ন তু বর্তমানস্যেত্যুপসর্গত্তো ভেদঃ। ক্রিয়াগতবিশেষদ্যোতন-পূর্বকং হি সম্বন্ধাবচ্ছেদনমত্র বর্তমানম্।......" —হেলারাজ : প্রকীর্ণ-প্রকাশ, (বাক্যপদীয়, ৩.১.), পৃ ৪।

২। তু° "জনয়িত্বা ক্রিয়া কাচিৎ সম্বন্ধং বিনিবর্ততে।
শ্রূয়মাণে ক্রিয়াশব্দে সম্বন্ধো জায়তে ক্বচিৎ ॥"
"স চোপজাতঃ সম্বন্ধো বিনিবৃত্তে ক্রিয়াপদে।
কর্মপ্রবচনীয়েন তত্র তত্র নিয়ম্যতে ॥"
—বাক্যপদীয় : অঃ ২. ১৯৭ ও ১৯৯ কারিকা।

"শাকল্যস্য সংহিতামনু প্রাবর্ষদিতি যোঽয়ং সংহিতাপ্রবর্ষণয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ স নিয়তক্রিয়াজনিত ইত্যনুনা বেদ্যতে। অনুনিশময়েত্যত্রানোর্নিশময়তিক্রিয়াসাহচর্যোপলম্ভেরিহ সংপাঠরূপত্বাৎ সংহিতায়াস্তদনুমানস্যৌচিত্যাৎ। তত্র ক্রিয়াবাচনত্বমস্যান্যত্র দৃষ্টশক্তের্ন কল্প্যম্।"[১]

এইভাবে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত ও কর্মপ্রচনীয়ভেদে বাক্যান্তর্বর্তি পদসমূহকে পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু বাক্য হইতে পদের এই পৃথক্করণ কেবলমাত্র অপোদ্ধারবুদ্ধিজনিত (abstraction), বাস্তব নহে। অখণ্ড বাক্যই যথার্থ বাচক; পদাপোদ্ধার অসত্য হইলেও ব্যুৎপাদ্য শিষ্যগণের শাস্ত্র প্রক্রিয়ার নিমিত্ত অথবা বোধসৌকর্যের জন্যই শুধুমাত্র কল্পিত হইয়া থাকে। আচার্য ভর্তৃহরি অতি স্পষ্টভাবেই এই সিদ্ধান্ত 'বাক্যপদীয়' নিবন্ধের নানাস্থলে খ্যাপন করিয়াছেন। যথা—

"পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ন চ।
বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন॥"—১.৭৩

"অডাদীনাং ব্যবস্থার্থং পৃথক্ত্বেন প্রকল্পনম্।
ধাতুপসর্গয়োঃ শাস্ত্রে ধাতুরেব হি তাদৃশঃ॥"—২ ১৮১

"ব্রাহ্মণার্থো যথা নাস্তি কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণকম্বলে।
দেবদত্তাদয়ো বাক্যে তথৈব স্যুরনর্থকাঃ॥"—২.১৪

"উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥"—২.২৩৮। ইত্যাদি।[২]

১। দ্র° প্রকীর্ণপ্রকাশ: বাক্যপদীয় ৩.১ (পৃ. ৫)।

২। রুয্যক "দ্বিধা কৈশ্চিৎ—" এই বাক্যপদীয় কারিকাটির (৩. ১) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "দ্বিধেতি। সুবন্ততিঙন্ততয়া। চতুর্ধেতি। নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতত্বেন। পঞ্চধেতি। কর্মপ্রবচনীয়ঃ পঞ্চমো ভেদঃ। অপোদ্ধৃত্যেতি। বৈয়াকরণদর্শনে বাক্যস্যৈব বাচকত্বম্। ততঃ পদানাম্ অপোদ্ধৃত্যান্বাখ্যানম্, যথা পদেভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদীনাম্।"—ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান।

অপি চ—"ননু নামাখ্যাতভেদেন পদদ্বৈবিধ্যপ্রতীতেঃ কথং চাতুর্বিধ্যমুক্তমিতি চেৎ—মৈবম্। প্রকারান্তরস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদুক্তং প্রকীর্ণকে—

'দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নম্—' ইতি।

কর্মপ্রবচনীয়েন বৈ পঞ্চমেন সহ পদস্য পঞ্চবিধত্বমিতি হেলারাজো ব্যাখ্যাতবান্। কর্মপ্রবচনীয়াস্তু ক্রিয়াবিশেষোপজনিতসম্বন্ধাবচ্ছেদহেতব ইতি সংবন্ধবিশেষদ্যোতনদ্বারেণ ক্রিয়াবিশেষদ্যোতনাদুপসর্গেষ্বেবান্তর্ভবন্তীত্যভিসন্ধায় পদচাতুর্বিধ্যং ভাষ্যকারেণোক্তং যুক্তমিতি বিবেক্তব্যম্॥" —সায়ণমাধবাচার্যপ্রণীত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ': পাণিনিদর্শনম্, পৃ. ২৯৮-৯৯ (*Bhandarkar Oriental Research Institute*, Poona, 1924).

§ ३१ ।। वाक्यमेकप्रकारं, क्रियाप्राधान्यात्, तस्याश्चैकत्वात्। यदाहुः—

"साकाङ्क्षावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम् ।
क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते ।।"

অনুবাদ

বাক্য এক প্রকার—ক্রিয়ার প্রাধান্যবশতঃ, এবং তাহা (অর্থাৎ ক্রিয়া) ও যেহেতু এক প্রকারই হইয়া থাকে। যেমন বলা হইয়াছে—

"খণ্ডন বা বিশ্লেষণ করিলে যাহার অবয়বসমূহ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ ; (অখণ্ড অবস্থায়) যাহা অন্য কোনও শব্দের আকাঙ্ক্ষা করে না ; যাহা ক্রিয়াপ্রধান ; যাহাতে (ক্রিয়া ভিন্ন পদান্তর সমূহ) গুণভাব বা অপ্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এবং যাহা একটিমাত্র (প্রধানভূত ক্রিয়া-রূপ) অর্থকেই বুঝাইয়া থাকে—তাহাই বাক্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে ।"

বিবৃতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে পদ ও বাক্যভেদে শব্দ দ্বিবিধ—"দ্বিবিধো হি শব্দঃ পদবাক্যভেদাৎ।" পদের পঞ্চবিধ ভেদ আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে বাক্যের স্বরূপ আলোচনা অবসরপ্রাপ্ত। বাক্য পদসমূহাত্মক। এবং একটি বাক্যে একটিমাত্র তিঙন্ত পদ থাকিতে হইবে; অন্য পদগুলি সুবন্ত হইবে। সেইজন্য বাক্যের একটি লক্ষণ—"একতিঙ্ বাক্যম্।" কেবলমাত্র নামপদ লইয়া বাক্য সম্ভব হইতে পারে না। নাম এবং আখ্যাত পদ, ক্রিয়া এবং কারকপদ—এই উভয়বিধ পদের সমন্বয়েই বাক্য নির্মিত হইয়া থাকে। বাক্যঘটক পদের মধ্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই থাকিতে হইবে। কেন না, ক্রিয়াপদ অবশ্যই কারকপদকে আকাঙ্ক্ষা করে; আবার কারকপদও নিয়ত ক্রিয়াপদসাকাঙ্ক্ষ। অতএব ক্রিয়াপদ ও কারকপদ—এই উভয়ই বাক্যঘটক। তবে বাক্যে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য, তাহাই বিশেষ্য ; কারকপদ তাহার প্রতি গুণীভূত, অঙ্গ বা বিশেষণ। সেইজন্য বাক্যার্থে আখ্যাতপদবাচ্য ভাব বা ক্রিয়ারূপ অর্থই প্রধান। আচার্য যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"তদ্ যত্রোভে ভাবপ্রধানে ভবতঃ" (নি° ১.১)

ইহার টীকায় দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—"এবং তাবদনয়োর্নামাখ্যাতয়োঃ পরস্পরাবিনাভূতয়োঃ স্বপদার্থোক্তাবেকস্য ভাবপ্রাধান্যমেকস্য সত্ত্বপ্রাধান্যম্। অথ পুনর্যত্রৈতে উভে ভবতঃ। ক্ব চ পুনরেতে উভে ভবতঃ ? বাক্যে। তত্র কস্য প্রধানোঽর্থঃ কস্য গুণভূত ইতি ?

শৃণু। ভাবপ্রধানে ভবতঃ। তস্য চিকীর্ষিতত্বাৎ। বাক্যে হ্যাখ্যাতং প্রধানং তদর্থত্বাৎ গুণভূতং নাম তদর্থস্য ভাবনিষ্পত্ত্যাবঙ্গভূতত্বাৎ। এবং তাবদাখ্যাতং বাক্যে প্রধানম্ ।।"

সুতরাং মহর্ষি যাস্কের উক্তি হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে নামাখ্যাত-পদসমুদায়াত্মক বাক্যে আখ্যাতার্থ ভাব বা ক্রিয়াই প্রধানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। নামপদ সত্ত্ববাচক, সিদ্ধার্থাভিধায়ক; আর আখ্যাতপদ ক্রিয়াবাচী অতএব সাধ্যরূপার্থাভিধায়ক। এতদুভয়ের বাক্যে যখন সমাবেশ হয় তখন সাধ্য অর্থটিই প্রধানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। আর সিদ্ধ অর্থটি তাহার প্রতি অঙ্গ বা গুণভূতরূপে প্রতীত হয়। ইহাই বাক্যার্থের স্বভাব। বাক্যবিদ্ মীমাংসকগণ সেইজন্য স্বীকার করেন—"ভূতভব্যসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যতে।"[১]

ব্যক্তিবিবেক-কার বাক্যবিষয়ে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের উল্লেখ প্রসঙ্গে "সাকাঙ্ক্ষা-বয়বং ভেদে......" কারিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি "অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ" (পূর্বমীমাংসা সূ° ২.১.৪৬) সূত্রে বাক্যের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। কতকগুলি নাম ও আখ্যাত পদের সমূহ বাক্য—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (১) কিন্তু সেই পদসমূহ এমন হইতে হইবে, যাহাতে উহাদের বিশ্লিষ্ট করিলে পরস্পর পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ পরস্পর অন্বিত না হওয়া পর্যন্ত বিবক্ষিত অর্থের পর্যবসান না হয়; (২) দ্বিতীয়তঃ, পদসংঘাতটি এমন হওয়াও চাই যে অবিভক্ত বা অখণ্ডিত অবস্থায় উহা অন্য কোনও সংঘাতশব্দের অতিরিক্ত পদান্তরকে আকাঙ্ক্ষা করে না তবেই সেই পদসংঘাতটি বাক্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে; (৩) তৃতীয়তঃ, আলোচ্য পদসমূহের দ্বারা বোধিত অর্থের মধ্যে আখ্যাতবাচ্য ক্রিয়ারূপ অর্থই প্রধান হইবে; (৪) চতুর্থতঃ, পদসমূহ 'গুণবৎ' বা গুণবিশিষ্ট হইতে হইবে। এস্থলে গুণশব্দের অর্থ ক্রিয়াকারক বিশেষণ; এবং (৫) সর্বশেষে, বাক্যরূপে পরিগণনযোগ্য পদসমূহ 'একার্থ' বা একপ্রয়োজনক হইতে হইবে। অর্থাৎ আখ্যাতবাচ্য প্রধানভূত ক্রিয়ারূপ অর্থ প্রকাশ করাই যাহার একমাত্র প্রয়োজন, সেইরূপ 'পদসংঘাত'ই বাক্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। অতএব প্রত্যেক বাক্যেই উপরি-উদ্দিষ্ট পাঁচটি ধর্ম বর্তমান থাকা আবশ্যক। অন্যথা কোনও পদসংঘাতই বাক্যরূপে নির্দেশযোগ্য হইতে পারিবে না। "সাকাঙ্ক্ষাবয়বং ভেদে......" —কারিকাটি উদ্ধৃত জৈমিনীয় সূত্রেরই সারসংকলনাত্মক মাত্র। রুয্যক উদ্ধৃত কারিকাটির সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'সাকাঙ্ক্ষাবয়বমিতি। দেবদত্তঃ কাষ্ঠৈঃ স্থাল্যামোদনং পচতীত্যাদৌ বাক্যে একৈকস্য পদস্য খণ্ডনায়াং সাকাঙ্ক্ষাত্বম্। অখণ্ডিতৈস্তু পদৈঃ পরং পদান্তরং নাকাঙ্ক্ষ্যতে।

১। দ্র° Colonel G. A. Jacob: *A Handful of Popular Maxims*, Pt. III, pp. 105-6.

তু° "'ভূতভব্যসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যতে' ইতি ন্যায়েন ক্রিয়ৈবেদম্পর্যাদ্বাক্যস্য ক্রিয়াপ্রাধান্যম্।"—রুয্যক: ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান।

গুণবৎ ক্রিয়াকারকবিশেষণযুক্তম্। কেচিত্তু ক্রিয়ায়াঃ প্রাধান্যম্প্রোক্তে কারকাণাং পরার্থত্বাদ্ গুণত্বমিতি তদ্যুক্তমিত্যাহুঃ। **একার্থমিতি**। প্রধানভূতক্রিয়ারূপৈকার্থমিত্যর্থঃ ॥"[১]

১। ভর্তৃহরিকৃত 'বাক্যপদীয়ে'-র দ্বিতীয় কাণ্ডে 'সাকাঙ্ক্ষাবয়বং ভেদে—' কারিকাটি পঠিত হইয়াছে। দ্র° বাক্যপদীয়, ২.৪। তবে 'বাক্যপদীয়ে' কিছু কিছু পাঠভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন—

"সাকাঙ্ক্ষাবয়বং ভেদে পরানাকাঙ্ক্ষশব্দকম্।
কর্মপ্রধানং গুণবদেকার্থং বাক্যমুচ্যতে ॥"

ভর্তৃহরি তাঁহার স্বোপজ্ঞবৃত্তিতে কারিকাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"অথাত্র প্রসঙ্গান্মীমাংসকবাক্যলক্ষণমর্থদ্বারেণ প্রদর্শয়িতুমাহ—

'সাকাঙ্ক্ষাবয়বং ভেদে—'

ভেদে বিভাগে বিশেষজিজ্ঞাসায়াং যৎ সাকাঙ্ক্ষাবয়বম্। অবিভাগেতু পরানাকাঙ্ক্ষাঃ শব্দাঃ পদানি যস্মিন্ তৎ পরানাকাঙ্ক্ষশব্দকম্। কর্মপ্রধানং ক্রিয়াপদপ্রধানমিত্যর্থঃ। তস্যৈব প্রধানাভিধেয়প্রযুক্তত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। গুণবদ্ বিশেষণপদযুক্তম্। একার্থম্ একপ্রয়োজনম্ ॥" —বাক্যপদীয়ম্ / দ্বিতীয়কাণ্ডম্ [ভর্তৃহর্য্যুপজ্ঞবৃত্তিসনাথং পুণ্যরাজটীকাসংযুতম্] / পরিষ্কর্তা চারুদেবশাস্ত্রী পাণিনীয়ঃ / [Published by Ramlal Kapur Trust / Vikrama Era. 1996.] / *Kāṇḍa* II : Part I, p. 9. বর্তমান কারিকাটি 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র বিট্‌ঠলাচার্য-কৃত 'প্রসাদ' টীকাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্র° "বাক্যং পুনর্মতভেদেনৈকপ্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষ-পদসমূহাত্মনেকলক্ষণম্। তচ্চ মতভেদামুপন্যস্যঃবাক্যপদীয়ে সম্যগুপপাদিতং জ্ঞেয়ম্। তত্র—

'সাকাঙ্ক্ষাবয়বং ভেদে পরানাকাঙ্ক্ষশব্দকম্।
কর্মপ্রধানং গুণবদেকার্থং বাক্যমুচ্যতে ॥'

—ইতি লক্ষণং প্রায়শোঽভিপ্রেতম্ ॥"—প্রক্রিয়াকৌমুদী : ১ম ভাগ, পৃ. ৪৬৬ (*Bombay Sanskrit and Prakrit Series* / No. LXXVIII, 1925)। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রারম্ভেই ভর্তৃহরি বাক্যবিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের অষ্টবিধ বিকল্প বা মতভেদ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"আখ্যাতশব্দঃ সঙ্ঘাতো জাতিঃ সঙ্ঘাতবর্তিনী।
একোঽনবয়বঃ শব্দঃ ক্রমো বুদ্ধ্যনুসংহৃতিঃ ॥
পদমাদ্যং পৃথক্ সর্বং পদং সাকাঙ্ক্ষমিত্যপি।
বাক্যং প্রতি মতির্ভিন্না বহুধা ন্যায়দর্শিনাম্ ॥"—বাক্যপদীয় : ২. ১-২

উদ্ধৃত কারিকাদ্বয় জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্র সূরি রচিত 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড' নামক প্রকরণ গ্রন্থেও কিঞ্চিৎ পাঠভেদ সহকারে পঠিত হইয়াছে। দ্র° 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড', পৃ. ৪৫৯ (নির্ণয়-সাগর সংস্করণ)।

§ ३२ ।। अर्थोऽपि द्विविधो वाच्योऽनुमेयश्च । तत्र शब्दव्यापारविषयो वाच्यः । स एव मुख्य उच्यते । यदाहुः—

"श्रुतिमात्रेण यत्रास्य तादर्थ्यमवसीयते ।
तं मुख्यमर्थं मन्यन्ते गौणं यत्नोपपादितम् ।।"

इति । तत एव तदनुमिताद्वा लिङ्गभूताद्यदर्थान्तरमनुमीयते सोऽनुमेयः । स च त्रिविधः । वस्तुमात्रमलङ्कारा रसादयश्चेति । तत्राद्यौ वाच्यावपि सम्भवतः । अन्यस्त्वनुमेय एवेति वक्ष्यते । तत्र पदस्यार्थो वाच्य एव नानुमेयः, तस्य निरंशत्वात् साध्यसाधनभावाभावतः ।

অনুবাদ

অর্থও দুই প্রকার—বাচ্য এবং অনুমেয়। তন্মধ্যে যাহা শব্দব্যাপারের বিষয় বা গোচর, তাহা বাচ্য। তাহাকেই 'মুখ্য' [অর্থ] বলা হইয়া থাকে। [পূর্বাচার্যগণ] বলিয়াছেন—

"যেখানে ইহার (অর্থাৎ শব্দের) উচ্চারণ মাত্রেই অর্থবিষয়ত্ব প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাকেই 'মুখ্য' অর্থ বলিয়া [আচার্যগণ] মনে করিয়া থাকে। [আর যাহা] যত্নোপপাদিত তাহা 'গৌণ' ॥"

সেই লিঙ্গভূত মুখ্য অর্থ হইতে অথবা তাহা হইতে অনুমিত [অর্থ] হইতে অন্য যে কোনও অর্থান্তরের অনুমান হয়, তাহা 'অনুমেয়'। তাহা আবার ত্রিবিধ—বস্তুমাত্র, অলঙ্কার এবং রসাদি। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার [অর্থ] 'বাচ্য' ও হইতে পারে। কিন্তু অন্যটি [অর্থাৎ রস] কেবলমাত্র 'অনুমেয়'-ই।

এতন্মধ্যে পদের অর্থ কেবলমাত্র বাচ্যই, অনুমেয় নহে; কেননা, তাহা নিরংশ এবং সেই হেতু তাহাতে সাধ্যসাধনভাব থাকিতে পারে না।

বিবৃতি

শব্দস্বরূপ নিরূপণের পর ব্যক্তিবিবেককার অর্থের স্বরূপ পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদিও ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকগণ বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যরূপে ত্রিবিধ অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের মতে অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ এবং অনুমেয় অর্থ—অর্থের এই দ্বৈবিধ্যই যুক্তিসঙ্গত। বাচ্য অর্থ তাহাকেই বলা হয়, যাহা শব্দের ব্যাপার বা শক্তির দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে। এবং এই বাচ্যার্থেরই নাম 'মুখ্য' অর্থ। কেননা, শব্দের উচ্চারণ মাত্রই সেই অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, অন্য কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে না।

আচার্য ভট্ট কুমারিল তাঁহার 'তন্ত্রবার্ত্তিক' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভে 'মুখ্য' ও 'গৌণ' অর্থদ্বয়ের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন—

"শব্দার্থস্যৈব মুখ্যত্বং মুখবৎ প্রথমোদ্গতেঃ।
অর্থগম্যস্য গৌণত্বং গুণাগমনহেতুকম্॥
শাখাদিভ্যো য ইত্যেবমিবার্থে মুখ্য ইত্যয়ম্।
শব্দঃ শব্দাভিধেয়ত্বাৎ সর্বেষ্বেব প্রসজ্যতে॥"[১]

অর্থাৎ শব্দের ব্যাপার বা শক্তি (function)র সাহায্যে যে অর্থ বোধিত হইয়া থাকে তাহাকেই বাচ্য বা মুখ্য অর্থ বলা হইয়া থাকে—কেননা শব্দোচ্চারণ মাত্রই অন্য কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই অব্যবহিত বা সাক্ষাৎ ভাবে সেই অর্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে। এবং যেহেতু 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের মতে শব্দের অভিধাই একমাত্র শক্তি বা ব্যাপার, সেইহেতু অভিধেয়ার্থ বা মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ ভিন্ন অন্য কোনও শব্দার্থই সম্ভব হইতে পারে না। দ্র° "শব্দস্যৈকাভিধা শক্তিঃ······" (ব্য° বি° কারিকা § ২৭)। যদিও ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকগণ শব্দের অভিধাতিরিক্ত লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামক ব্যাপারদ্বয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি

১। দ্র° মীমাংসাদর্শন ৩.২.১ [আনন্দাশ্রম সংস্করণ, পুণা] / ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৬। আচার্য শবরস্বামী উক্ত সূত্রভাষ্যে গৌণমুখ্যবিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কঃ পুনর্মুখ্যঃ কো বা গৌণ—ইতি। উচ্যতে। যঃ শব্দাদেবাবগম্যতে, স প্রথমোঽর্থো মুখ্যঃ। মুখমিব ভবতীতি মুখ্য ইত্যুচ্যতে। যস্তু খলু প্রতীতাদর্থাৎ কেনচিৎ সম্বন্ধেন গম্যতে, স পশ্চাদ্ভাবাজ্জঘনমিব ভবতীতি জঘন্যঃ। গুণসম্বন্ধাচ্চ গৌণ ইতি।···"—ঐ. পৃ. ৭৪৬।

'মুখ্য', 'জঘন্য' ইত্যাদি শব্দ "শাখাদিভ্যো যঃ" (পা° ৫.৩.১০৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ইবার্থে য-প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ হইয়া থাকে। দ্র° "শাখা—ইত্যেবমাদিভ্যঃ প্রাতিপদিকেভ্যো য-প্রত্যয়ো ভবতি ইবার্থে। শাখেব, শাখ্যঃ। মুখ্যঃ। জঘন্যঃ।···"—বামন-জয়াদিত্য : কাশিকা।

শ্রীধর-প্রণীত 'কাব্যপ্রকাশ-বিবেক' নামক টীকায় তন্ত্রবার্ত্তিকের উদ্ধৃত কারিকাদ্বয়কেই অবলম্বন করিয়া নিম্নোদ্ধৃত কারিকাদ্বয় পঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—

তদাহুঃ— "প্রাক্ প্রতীতস্য মুখ্যত্বং মুখতঃ প্রথমোদ্গতেঃ।
পশ্চাদ্গম্যস্য গৌণত্বং গুণাগমনহেতুকম্॥
স্বার্থে প্রবর্তমানেঽপি যস্যার্থং যোঽবলম্বতে।
নিমিত্তং তত্র মুখ্যং স্যান্নিমিত্তাদ্ গৌণ উচ্যতে॥"

দ্র° The *Kāvya-Prakāśa* of Mammaṭa with the comm. of Śrīdhara / Edited by Professor Siva Prasad Bhattacharya (Calcutta Sanskrit College Research Series : No. VII) / Part I, p. 31.

'ব্যক্তিবিবেক'-কারের সিদ্ধান্তানুসারে এইগুলিকে শব্দব্যাপার বলিয়া স্বীকার করা অসঙ্গত। 'লক্ষণা' অর্থনিষ্ঠ ব্যাপার এবং ব্যঞ্জনাও তদ্রূপ। শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা বোধিত মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যখন অর্থান্তরের প্রতীতি হয়, তখন তাহা অনুমান হইতে ব্যতিরিক্ত নহে। অতএব লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা মহিমভট্টের মতে অর্থের অনুমাপকত্ব শক্তির দ্বারাই গতার্থ।

বৈয়াকরণ আচার্যগণ যৌগিক, যোগরূঢ় এবং রূঢ়—এই ত্রিবিধ মুখ্য শব্দ; এবং লাক্ষণিক, ঔপচারিক এবং গৌণ—এই ত্রিবিধ জঘন্য বা অমুখ্য শব্দ—এইভাবে সাকল্যে শব্দের ষড়্‌বিধত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।[১]

মহিমভট্ট মুখ্য (বাচ্য) এবং গৌণ (অনুমেয়) রূপে অর্থের যে দ্বৈবিধ্য প্রতিপাদনে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা শব্দের অভিধাতিরিক্ত ব্যাপারান্তর নিরাকরণের উদ্দেশ্যে। টীকাকার রুয্যক স্পষ্টই বলিয়াছেন—"শব্দস্য ব্যাপারান্তরনিরাকরণার্থমর্থ দ্বৈবিধ্যঘটনম্।" বৃদ্ধব্যবহার অথবা সঙ্কেত বা সময়বশতঃ শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব যে অর্থে বৃদ্ধ ব্যবহার বা সময়বশতঃ শব্দের সম্বন্ধ গৃহীত হইয়াছে, তাহা বাচ্যরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কোনও শব্দ হইতে বাচ্যার্থাতিরিক্ত যদি কোনও অর্থান্তরের প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে সেইরূপ ক্ষেত্রে বৃদ্ধব্যবহারাদির সম্ভাবনা না থাকায় বাচ্য অর্থেরই সামর্থ্যবশতঃ অর্থান্তরের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে—এইরূপ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু বাচ্য অর্থ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। পরস্পর অসম্বদ্ধ হইলে একটি অর্থ হইতে আর একটি অর্থের প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে না। এবং সম্বদ্ধ অর্থ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি যদি স্বীকার করা হয়, তবে তাহা অনুমানাতিরিক্ত অন্য কিছু হইতে পারে না। অতএব শব্দ হইতে যেস্থলে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের প্রতীতি জন্মে, সেখানে অর্থেরই অনুমাপকত্বরূপ শক্তি বা সামর্থ্যবশতঃ তাহা ঘটিয়া থাকে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এইভাবে আলঙ্কারিকসম্মত লক্ষণাব্যাপারকে শব্দের পৃথক্ শক্তিরূপে স্বীকার না করিয়া শব্দাবগত বাচ্য বা মুখ্য অর্থেরই প্রতিবন্ধ বা সম্বন্ধবশতঃ অর্থান্তরানুমাপকত্বরূপ শক্তি স্বীকার করা উচিত।[২] অতএব লক্ষণা অনুমানেরই অন্তর্ভূত ইহা যুক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এবং লক্ষ্যার্থও অনুমেয়ার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইভাবে লক্ষ্যার্থেরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত

১। দ্র° "যত্তু— 'যৌগিকো যোগরূঢ়শ্চ শব্দঃ স্যাদৌপচারিকঃ।
মুখ্যো লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দঃ ষোঢ়া নিগদ্যতে॥'

—ইতি বৈয়াকরণৈঃ ষড়্‌বিধত্বমুক্তম্, তন্মুখ্যজঘন্যয়োরেবাবান্তরভেদমাদায় যোজনীয়ম্। তথাহি—মুখ্যো রূঢ়ো যৌগিকো যোগরূঢ়ঃ—ইত্যেকং ত্রিকং মুখ্যায়াম্। লাক্ষণিকঃ, ঔপচারিকো গৌণঃ—ইত্যপরং ত্রিকং জঘন্যায়ামিতি।"—মধুসূদন সরস্বতীঃ বেদান্তকল্পলতিকা, পৃ. ৭৭ (Edited by R. D. Karmarkar / *Bhandarkar Oriental Research Institute / Post-Graduate and Research Department Series* / No. 3 / Poona, 1962).

২। এইস্থলে মনে রাখা উচিত যে, আলঙ্কারিকগণও লক্ষণাকে মুখ্যতঃ অর্থনিষ্ঠ

অর্থান্তরেরও শব্দশ্রবণানন্তর প্রতীতি হইয়া থাকে ; তাহাও অনুমানাতিরিক্ত নহে। এইভাবে লক্ষণাশক্তি যেমন অর্থেরই অনুমাপকস্বরূপ সামর্থ্য, সেইরূপ ব্যঞ্জনা, যাহা ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক-

শক্তি বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন ; ঔপচারিক বা গৌণভাবে উহাকে শব্দব্যাপাররূপে নির্দেশ করা হইয়া থাকে—

"মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।

অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা **লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া**।।"-(কা° প্র° ২ ৯)

—এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"......মুখ্যেনামুখ্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ স **আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ সান্তরার্থ নিষ্ঠো লক্ষণা**।"

বৌদ্ধ দার্শনিকগণও লক্ষণাকে অর্থব্যাপার বলিযাই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা অনুমিতিস্থলে 'পক্ষে'-র লক্ষণনির্দেশ করিতে গিয়া যদিও বলিয়াছেন—"পক্ষঃ প্রসিদ্ধো ধর্মী প্রসিদ্ধবিশেষণবিশিষ্টতয়া স্বয়ং সাধ্যত্বেনেপ্সিতঃ।"—তথাপি বহুস্থলে কেবলমাত্র 'ধর্মী' (পর্বতাদিই) পক্ষরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'ধর্মী' সাধ্যধর্মবিশিষ্ট পক্ষের একদেশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একদেশরূপ অর্থে সমুদায়রূপ অর্থের উপচার বা আরোপ হইয়া থাকে—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এবং এই উপচার বা আরোপ যেহেতু নির্দিষ্ট সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়াই সম্ভব হইয়া থাকে, অতএব ইহা লক্ষণারই পর্যায় মাত্র।

দ্রষ্টব্য : "যদ্যপি চ সৌগতৈর্লক্ষণার্থব্যাপার ইষ্যতে ন শব্দব্যাপারঃ—'[পক্ষো ?] ধর্মী অবয়বে সমুদায়োপচারাদ্'-ইতি শব্দোপচারং পরিহৃত্য সমুদায়স্বভাবার্থোপচারবচনাৎ, তথাপি বক্ষ্যমাণনয়েনানুমানলক্ষণযোগাদনুমানমেবৈষাঽভ্যুপগন্তব্যা।..."—রুয্যকঃ ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান। "অনুমেয়োঽত্র জিজ্ঞাসিতবিশেষো ধর্মী"—বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তির এই পংক্তিটির (ন্যায়বিন্দু ২.৬) ব্যাখ্যায় আচার্য ধর্মোত্তর বলিয়াছেন—"অনুমেয়োঽত্র ইত্যাদি। অত্র হেতু-লক্ষণে নিশ্চেতব্যো ধর্মী অনুমেয়ঃ। অন্যত্র তু সাধ্যপ্রতিপত্তিকালে সমুদায়োঽনুমেয়ঃ। ব্যাপ্তি-নিশ্চয়কালে তু ধর্মোঽনুমেয় ইতি দর্শয়িতুম্ 'অত্র' গ্রহণম্।......" টীকাকার দুর্বেক মিশ্র তাঁহার প্রদীপটীকায় আচার্য ধর্মোত্তরের আশয়টি আরও বিশদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"......ধর্মি-ধর্ময়োশ্চানুমেয়ত্বম্। তস্মিংস্তস্মিন্ **কালেঽনুমেয়ৈকদেশত্বাদুপচারতো দ্রষ্টব্যম্**। তদুক্তম্—

'সমুদায়স্য সাধ্যত্বাৎ ধর্মমাত্রে চ ধর্মিণি।

অমুখ্যোঽপ্যেকদেশত্বাৎ সাধ্যত্বমুপচর্যতে।।' ইতি।।"

—Paṇḍita Durveka Miśra's *Dharmottara-pradīpa*, p. 97 (Edited by Pt. Dalsukhbhai Malvania) / *Kashiprasad Jayaswal Research Institute* / Patna, 1955). উক্ত গ্রন্থে পাদটীকারূপে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কারিকাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"জ্ঞাতব্যে পক্ষধর্মত্বে পক্ষো ধর্ম্যভিধীয়তে।

ব্যাপ্তিকালে ভবেদ্ ধর্মঃ সাধ্যসিদ্ধৌ পুনর্দ্বয়ম্।।"—ঐ. পৃ. ৯৭।

গণকর্তৃক শব্দার্থোভয়বৃত্তি ব্যাপারান্তররূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও যে অর্থেরই অনুমাপকত্ব ভিন্ন ব্যতিরিক্ত কোনও শক্তি নহে, তাহা পরে মহিমভট্ট বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিবেন।

সুতরাং মহিমভট্টের সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ দ্বিবিধ—বাচ্য এবং অনুমেয়। তু°—"তদেবং বাচ্যানুমেয়ত্বভেদেনার্থস্য দ্বৈবিধ্যম্।"—রুয্যক। আলঙ্কারিকসম্মত আর যাহা কিছু অর্থ—তাহা লক্ষ্যই হউক বা ব্যঙ্গ্যই হউক, সবই বাচ্যার্থের সহিত প্রতিবন্ধরূপ সম্বন্ধবশতঃ সাক্ষাৎ বাচ্যার্থ হইতে অথবা বাচ্যার্থ হইতে অনুমিত অর্থান্তর হইতে প্রতীত হইয়া থাকে। সেইরূপ স্থলে বাচ্যার্থটি অথবা বাচ্যানুমিত অর্থটি অর্থান্তরানুমিতির প্রতি হেতু বা লিঙ্গ বা সাধনরূপে স্বীকার্য।[১] অতএব 'গৌণ' অর্থ পারমার্থিকভাবে 'আনুমানিক'। এবং সেইহেতু তাহা যত্নোপপাদিতও বটে; কেন না শব্দাভিধেয় মুখ্য অর্থের সহিত 'প্রতিবদ্ধ' বা 'সম্বদ্ধ' অর্থের প্রতীতি যে মুখ্য অর্থ অপেক্ষা অধিকতর প্রযত্নসাধ্য ইহা নির্বিবাদ। রুয্যক তাই স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

"গৌণম্। উক্তযুক্ত্যা পরমার্থস্ত আনুমানিকম্। যত্নোপপাদিতম্। প্রতিবদ্ধার্থ-সামর্থ্যোপনীতম্।"

এই অনুমেয়ার্থ—যাহা ব্যক্তিবাদিগণের মতে ব্যঙ্গ্যার্থ, আবার ত্রিবিধ হইতে পারে—বস্তুমাত্র, অলঙ্কার এবং রসাদি। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার ভেদ যেমন অনুমানগম্য হইতে পারে, সেইরূপ শব্দের অভিধাশক্তিবেদ্য বা বাচ্যও হইতে পারে। কিন্তু রসাদিরূপ অর্থ সর্বদাই অনুমেয়, কখনও বাচ্য বা অভিধাশক্তিবেদ্য হইতে পারে না—ইহাই মহিমভট্টের সিদ্ধান্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই সর্ববিধ ধ্বনির অনুমিতিস্বরূপতা প্রতিপাদনই যে বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা মহিমভট্ট—

"অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্বস্যৈব ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্।
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা পরাং বাচম্॥"

এই কারিকাটিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, মহিমভট্ট ধ্বনিকারসম্মত ব্যঙ্গ্যার্থের ত্রৈবিধ্য স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন; তবে ব্যঞ্জনা ব্যাপারের পরিবর্তে অনুমানের দ্বারাই এই ত্রিবিধ অর্থেরই প্রতীতি সম্ভব—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ধ্বনিবাদিগণ যেমন বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থদ্বয়ের বাচ্যত্ব এবং ব্যঙ্গ্যত্ব উভয়ই স্বীকার করেন, মহিমভট্টও সেইরূপ উক্ত দ্বিবিধ অর্থের বাচ্যত্ব এবং অনুমেয়ত্ব স্বীকার করেন। ব্যক্তিবাদিগণের মতে রসাদি অর্থ যেমন সর্বদাই ব্যঙ্গ্য, কখনও অভিধাশক্তিবেদ্য নহে, অনুরূপভাবে ব্যক্তিবিবেককারও রসাদি অর্থের সর্বদাই অনুমেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; কোনও অবস্থাতেই ইহারা অভিধাশক্তিগম্য হইতে পারে না। এইভাবে প্রকারান্তরে মহিমভট্ট আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি ধ্বনিপ্রস্থানের

১। দ্র° "তত এব বাচ্যাৎ তদনুমিতাদ্ বাচ্যানুমিতাদ্ লিঙ্গভূতাৎ।"—রুয্যক: ব্য° বি° ব্যা°।

আচার্যগণের উক্তিরই হুবহু প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এইস্থলে—"স হ্যর্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বস্তুমাত্রমলংকারা রসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিন্নো দর্শয়িষ্যতে।"—আনন্দবর্ধনাচার্যের এই উক্তির ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য—

"তত্র প্রতীয়মানস্য তাবৎ দ্বৌ ভেদৌ, লৌকিকঃ কাব্যব্যাপারগোচরশ্চ। লৌকিকো যঃ স্বশব্দবাচ্যতাং কদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধাদ্যনেকপ্রকারো বস্তুশব্দেনোচ্যতে। সোঽপি দ্বিবিধঃ; যঃ পূর্বং ক্বাপি বাক্যার্থেঽলঙ্কারভাবমুপমাদি-রূপতয়ান্বভূৎ ইদানীং তু অনলঙ্কাররূপ এবান্যত্র গুণীভাবাভাবাৎ, স পূর্বপ্রত্যভি-জ্ঞানবলাৎ অলঙ্কারধ্বনিরিতি ব্যপদিশ্যতে ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েন; তদ্রূপতাভাবেন তূপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমুচ্যতে; মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরাকৃতম। যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ কিন্তু শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দর-বিভাবানুভাবসমুচিতপ্রাগ্‌বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনিরিতি; স চ ধ্বনিরেবেতি স এব মুখ্যতয়াত্মেতি॥"—লোচন, ১ম উদ্দ্যোত।

পূর্বেই পদ ও বাক্যরূপে শব্দের দুইটি ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পদের অর্থ সর্বদাই বাচ্য হইবে, তাহা কখনও অনুমেয় হইতে পারে না। কেন না, 'অনুমান' হইতে হইলে সাধ্যসাধনভাব থাকা আবশ্যক। এবং যেহেতু পদের একটি মাত্রই অর্থ, সেইহেতু সেই একই অর্থের অংশ কল্পনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাবকল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। একই অর্থের সাধ্যত্ব এবং সাধনত্ব কল্পনা কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে; এবং সাধ্য-সাধনভাব না থাকিলে অনুমিতিরও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব ইহা নির্বিবাদসিদ্ধ যে পদোপস্থাপ্য যে অর্থ তাহা সর্বদাই 'বাচ্য' বা পদের অভিধাশক্তির দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে।

§ ৩৩॥ वाक्यार्थस्तु वाच्यस्यार्थस्यांशपरिकल्पनायामंशानां विध्यनु-वादभावेनावस्थितेर्विधेयांशस्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपेक्षसापेक्षत्वेन द्विविधो बोद्धव्यः। तत्र सिद्धो शुद्धविध्यनुवादभावः स्वरूपमात्रानुवादाद्। यथा—

'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः'-इत्यत्र। असिद्धो साध्यसाधनभावरूपोऽनूद्यमानस्यांशस्य साधनधुराधिरोहात्।

অনুবাদ

[অপর পক্ষে] বাক্যার্থ দ্বিবিধ, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেননা [অখণ্ড বাক্যরূপ বাচক হইতে প্রতীত অখণ্ড] বাচ্য অর্থের অংশ পরিকল্পিত হইয়া থাকে; এবং ঐ অংশসমূহ পরস্পর বিধি ও অনুবাদ (অর্থাৎ বিধেয় ও উদ্দেশ্য-) ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করে। এবং যেহেতু বিধেয় অংশটি সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ হইতে

পারে, সেইজন্য (যথাক্রমে) উহার উপপাদনের অপেক্ষা না থাকিতে পারে কিংবা উহা উপপাদনসাপেক্ষও হইতে পারে।

তন্মধ্যে (বিধেয়াংশের) সিদ্ধি স্থলে বিধ্যনুবাদভাব কেবলমাত্র স্বরূপের অনুবাদের দ্বারাই [সম্ভব হইতে পারে]। যেমন—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"—এই স্থলে।

[যেস্থলে বিধেয়] অসিদ্ধ সেস্থলে [বিধ্যনুবাদভাব] সাধ্যসাধনভাবাত্মক ; এবং অনূদ্যমান অংশটিই (সেইস্থলে) সাধনপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবৃতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাক্য হইতে পদের পৃথক্করণ বাস্তব নহে, ইহা অপোদ্ধার-মাত্র। বস্তুতঃ অখণ্ড-বাক্যই বাচক, এবং অখণ্ড অর্থই সেই বাক্যের বাচ্য—ইহাই ভর্তৃহরিপ্রমুখ বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তথাপি পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ এবং বাক্যের অন্তর্গত নামাখ্যাতাদি পদ-বিভাগ এবং অনুরূপভাবে বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থ-বিভাগ অসত্য হইলেও শাস্ত্রকারগণকর্তৃক পরিকল্পিত হইয়া থাকে, কেবল অবিদ্বান্ শিষ্যগণের ব্যুৎপত্তির জন্য।[১] যাহাই হউক, বাক্যের অন্তর্গত পদবিভাগ এবং বাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থ-

১। দ্র° "ভাগৈরনর্থকৈর্যুক্তা বৃষভোদকযাবকাঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকৌ তু ব্যবহারে নিবন্ধনম্ ॥
শব্দস্য ন বিভাগোঽস্তি কুতোঽর্থস্য ভবিষ্যতি।
বিভাগৈঃ প্রক্রিয়াভেদমবিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে ॥"—বাক্যপদীয় : ২. ১২-১৩।

অপি চ— "কথং তর্হি তদংশাবগম ইতি চেৎ কল্পনামাত্রং তৎ নাসৌ পরমার্থঃ, তচ্ছব্দানুগমে তদর্থানুগমদর্শনাৎ পারমার্থিকত্বং ভাগানামিতি চেৎ ন। কূপ-সূপ-যূপানামেকাক্ষরানুগমেঽপি অর্থানুগমাভাবাৎ, ন চ কেবলানুগমমাত্রেণ তৎ-কারণভাবো বক্তুং শক্যো রেণুপটলানুগামিতয়া করিতুরগাদিবৎ পিপীলিকা-পংক্তেরপি দৃশ্যমানায়াস্তৎকারণত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়াংশবদসৎপদার্থ-পরিকল্পনং বাক্যার্থাবগমোপায়তয়াঽশ্রীয়তে ন ত্বর্থস্তদীয়ঃ তত্রাশ্বকর্ণাদিবদুপ-লভ্যতে। অসত্যমপি সত্যোপায়তাং প্রতিপদ্যমানং দৃশ্যতে। অলীকা হি দংশাদয়ঃ সত্যমরণকারণং ভবন্তি। লিপ্যক্ষরাণি চাসত্যান্যেব সত্যার্থপ্রতিপত্তি-মাদধতি। স্বরূপসত্যানি তানীতি চেন্ন, রেখারূপতয়া তেষামর্থপ্রতিপাদকত্বাৎ। গকারোঽয়মিত্যেবং গৃহ্যমাণা রেখা অর্থপ্রত্যয়হেতবস্তাঃ যেন রূপেণ সত্যাস্তেন নার্থপ্রতিপাদিকাঃ, যেন চার্থপ্রতিপাদিকাস্তেন ন সত্যা ইতি ॥"—জয়ন্তভট্ট : ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১-৪২ (কাশী / চৌখাম্বা সংস্করণ)।

বিভাগ অসত্য হইলেও আমাদের প্রতিপত্তির সৌকর্যের জন্য যখন কল্পিত হয়, তখন সেই বাক্যার্থের অংশভূত পদার্থসমূহ পরস্পর উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে অন্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে পদার্থটি উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হয়, তাহা প্রমাণান্তরাবগত ; সুতরাং অভিনব কিছু নয়। ফলে বাক্যের তাৎপর্য উদ্দেশ্যে স্বীকৃত হয় না। অপর পক্ষে বিধেয়ভূত অর্থটি তাৎপর্য-বিষয়ীভূত হওয়ায়, তাহাই বাক্যার্থে প্রধানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এই বিধেয় অংশটি যদি লোক-প্রসিদ্ধ বা প্রমাণান্তরসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার উপপাদন বা সিদ্ধির জন্য কোনও প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। বিধেয় স্বরূপের অনুবাদ বা শব্দের দ্বারা উল্লেখই যথেষ্ট। এইরূপস্থলে বিধেয়াংশ উপপাদননিরপেক্ষ। কিন্তু যেস্থলে বিধেয় অংশ লোক-প্রসিদ্ধ বা প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে, সেইস্থলে কেবলমাত্র শব্দের দ্বারা উল্লেখের সাহায্যেই উহার সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না যুক্তির দ্বারা উহার উপপাদন হইতেছে। এইরূপ স্থলে উদ্দেশ্য অংশটি সিদ্ধ হওয়ায় অসিদ্ধ বিধেয় অংশের সিদ্ধির প্রতি উহা সাধন বা হেতুরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিধেয় অংশটি সাধ্য এবং অনূদ্যমান বা উদ্দেশ্য অংশটি তাহার সাধন হওয়ায় বিধেয়াংশের উপপাদন সাধ্য-সাধনভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুতরাং অসিদ্ধ বিধেয়স্থলে বিধেয়াংশের সিদ্ধি উপপাদনসাপেক্ষ ; এবং এই উপপাদন আবার অনুবাদ্য ও বিধেয় অংশের মধ্যে পরস্পর সাধ্য-সাধনভাবরূপ সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল—ইহা সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা গেল।

প্রশ্ন হইতে পারে : বাচ্যার্থ বিষয়ে অপ্রসিদ্ধ বিধেয় অংশের উপপাদন যদি সাধ্য-সাধনভাবমূলক হয়, তবে ত' তাহা অনুমানই হইল। কেন না, অনুমানও সাধ্য-সাধনভাবগর্ভ। ইহার উত্তরে রুয্যক বলিয়াছেন—

"উপপাদনং চাত্র নানুমানম্। অপ্রতীতপ্রতীত্যুৎপাদনাভাবাৎ, অপি তু শব্দ-প্রতীতস্যৈবার্থান্তরন্যাসন্যায়েন সমর্থনম্। ততশ্চ উদ্ভট-কাব্যহেতুন্যায়েনানুমানং ব্যবস্থিতম্, অর্থান্তরন্যাসন্যায়েন তূপপাদনম্। সাধ্য-সাধনভাবঃ পুনরুভয়ানুযায়ী।......"—ব্য° বি° ব্যা°।

অর্থাৎ উপপাদন এবং অনুমান—এই উভয়ের মূলে সাধ্য-সাধনভাব বিদ্যমান থাকিলেও, ইহারা অভিন্ন নহে। অনুমানস্থলে অপ্রতীত বা অনধিগত অর্থের প্রতীতি বা জ্ঞান ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু উপপাদনের ক্ষেত্রে অপ্রতীত-প্রতীতি না থাকায় ইহাকে অনুমান বলা চলে না। আচার্য উদ্ভটের মতে যেমন একটি অর্থের সমর্থনের জন্য অপর একটি অর্থের উপন্যাস হইলে, সেইস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়—এইস্থলে উভয় বাক্যার্থের মধ্যে পরস্পর সমর্থ্য-সমর্থকভাব লক্ষণ সম্বন্ধ। সমর্থক বাচ্যার্থটি সমর্থ্য বাক্যার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করে মাত্র—সমর্থ্যবাক্যার্থটিকে নূতনভাবে প্রতীতিগোচর করে না, কেন না তাহা শব্দের দ্বারাই উপস্থাপিত হইয়াছিল। বাক্যার্থস্থলে অপ্রসিদ্ধ বিধেয় অংশের যে অনূদ্যমান অংশের দ্বারা উপপাদন,

তাহা অর্থান্তরন্যাসবিষয়ক সমর্থ্য-সমর্থকভাবকল্প।[১] কিন্তু অনুমেয়ার্থবিষয়ে যে সাধ্য-সাধনভাব তাহা অনুমানাত্মক। উদ্ভটসম্মত 'কাব্যহেতু' (কাব্যলিঙ্গ) স্থলে যেমন সাধ্য-সাধনভাব অনুমানাত্মক এবং ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্বজ্ঞান প্রভৃতি নিমিত্ত আশ্রয়করতঃ প্রবৃত্ত হয়, অনুমেয়ার্থ-বিষয়ক সাধন-সাধনভাবও সেইরূপ উপপাদন হইতে স্বতন্ত্র এবং ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্ব প্রভৃতি সামগ্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাই আচার্য মহিমভট্টের উপপাদ্য।[২] রুয্যক এ' বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"অতএব বাচ্যার্থবিষয়াদনুমেয়ার্থবিষয়ং সাধ্যসাধনভাবং পৃথগ্ বক্ষ্যতি, 'অনুমেয়ার্থ-বিষয়ো যথে'—তি।"-ব্য° বি° ব্যা°।

১। দ্র° "সমর্থকস্য পূর্বং যদ্ বচোঽন্যস্য চ পৃষ্ঠতঃ।
বিপর্যয়েণ বা যৎ স্যাদ্বিশব্দোক্ত্যাঽন্যথাপি বা॥
জ্ঞেয়ঃ সোঽর্থান্তরন্যাসঃ [প্রকৃতার্থসমর্থনাৎ।
অপ্রস্তুতপ্রশংসায়া দৃষ্টান্তাচ্চ পৃথক্ স্থিতঃ]॥"
—উদ্ভট: কাব্যালংকারসারসংগ্রহ, ২. ৪-৫।

টীকাকার প্রতীহারেন্দুরাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যত্র সমর্থ্যসমর্থকভাবঃ সোঽর্থান্তরন্যাসঃ। তত্র হি সমর্থকস্য সমর্থকতাবগতি-হেতুং ব্যাপ্তিং পক্ষধর্মত্বং চানুপন্যস্য অর্থান্তরস্যৈব উপন্যাসঃ ক্রিয়তে ব্যাপ্তিপক্ষ-ধর্মত্বয়োঃ স্বশব্দেনানুপাত্তয়োরপি গর্ভীকৃতত্বাৎ। অতোঽসাবর্থান্তরন্যাসঃ।......"
—ঐ. লঘুবৃত্তি, পৃ. ৩৪ [*Kāvyālamkāra-Sāra-Samgraha* of Udbhaṭa with the comm., the *Laghuvṛtti* of Indurāja / Edited with Introduction, Notes, Appendices etc. / By N. D. Banhatti / *Bombay Sanskrit and Prakrit Series*, No. LXXIX, 1925].

২। উদ্ভট-সম্মত 'কাব্যহেতু'-র লক্ষণ যথা—
"শ্রুতমেকং যদন্যত্র স্মৃতেরনুভবস্য বা।
হেতুতাং প্রতিপদ্যেত কাব্যলিঙ্গং তদুচ্যতে॥" —কা° সা° সং° ৬.৭

প্রতীহারেন্দুরাজের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য—

"যত্র একং বস্তু শ্রুতং সদ্ বস্ত্বন্তরং স্মারয়তি অনুভাবয়তি বা তত্র কাব্যলিঙ্গং নামালঙ্কারঃ। পক্ষধর্মত্বান্বয়ব্যতিরেকানুসরণগর্ভতয়া যথা তার্কিকপ্রসিদ্ধা হেতবো লোকপ্রসিদ্ধবস্তুবিষয়ত্বেন উপনিবধ্যমানা বৈরস্যমাবহন্তি ন তথা কাব্যহেতুঃ, অতিশয়েন সর্বেষাং জনানাং যোঽসৌ হৃদয়সংবাদী সরসঃ পদার্থস্তন্নিষ্ঠতয়া উপনিবধ্যমানত্বাৎ। অতঃ কাব্যলিঙ্গমিতি কাব্য-গ্রহণমুপাত্তম্। ন খলু তচ্ছাস্ত্রলিঙ্গং কিং তর্হি কাব্যলিঙ্গমিতি কাব্যগ্রহণেন প্রতিপাদ্যতে।"—লঘুবৃত্তি, পৃ. ৮১।

সিদ্ধ-বিধেয়াংশস্থলে বিধ্যনুবাদভাব শুদ্ধ বা উপপাদননিরপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ মহিমভট্ট 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি—' (কুমার° ১.১) শ্লোকটিতে দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় অনুবাদ্য বা উদ্দেশ্য এবং 'অস্তি' পদবাচ্য তাহার অস্তিত্ব বিধি বা বিধেয় বা সাধ্য। কিন্তু দেবতাত্মা হিমালয়ের অস্তিত্ব এতই সুপ্রসিদ্ধ যে তাহা উপপাদনের কোনও অপেক্ষা করে না।

দ্র°—"হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ ইতি। অত্রাস্তীতি হি বিধিঃ সুপ্রসিদ্ধত্বাদুপপাদনানপেক্ষঃ।"—রুয্যক।

বাচ্যার্থবিষয়ক সাধ্যসাধনভাব যেস্থলে সিদ্ধ-বিধেয়াংশবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাব উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার বাচ্যার্থস্থলে অসিদ্ধবিধেয়াংশ-বিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে টীকাকার রুয্যক যেসকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "বিধেয়াংশটি যেখানে অসিদ্ধ, সেস্থলে তাহা উপপাদনাপেক্ষ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা সিদ্ধ বিধেয়াংশের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ না হইলেও অতি প্রসিদ্ধ হইতে পারে; কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ বা অনতিপ্রসিদ্ধ হইতে পারে। যেখানে বিধেয়াংশটি 'অতিপ্রসিদ্ধ' সেস্থলে উপপাদক হেতুর উপাদানের অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু যেখানে উহা তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহে, সেখানে উপপাদক হেতুর উপাদান বা উল্লেখ ভিন্ন উহার সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উপপাদনাপেক্ষ সাধ্যসাধনভাবের ক্ষেত্রে অসিদ্ধ বিধেয়াংশটি—(১) উপপাদকোপাদানানপেক্ষ অথবা (২) উপপাদকোপাদানসাপেক্ষ—এইভাবে দ্বিবিধ হইতে পারে। 'উপপাদকোপাদানাপেক্ষ' দ্বিতীয় সাধ্যসাধনভাবটি আবার (১) শাব্দ ও (২) আর্থভেদে দ্বি-ভেদ হইতে পারে। শাব্দ সাধ্য-সাধনভাব সেইখানেই সম্ভব যেখানে উপাত্ত উপপাদকটির হেতুত্ব বা সাধ্যসিদ্ধির প্রতি সাধনত্ব সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই বোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে উপাত্ত উপপাদকটির হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাগম্য সেইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবটি আর্থরূপে অভিহিত হয়। শাব্দ ও আর্থভেদে দ্বিবিধ সাধ্যসাধনভাবের প্রত্যেকটিকে আবার পদার্থগত এবং বাক্যার্থগতরূপে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। পদার্থ পদার্থান্তরের প্রতি অথবা বাক্যার্থ বাক্যার্থান্তরের প্রতি হেতুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, যদি বিধেয় অংশটি পূর্বে অসিদ্ধ থাকে, এবং তাহার উপপাদনের জন্য প্রযত্ন আবশ্যক হয়। পদার্থ আবার জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্যভেদে চতুর্বিধ হইতে পারে। তাহাও আবার ধর্মরূপ বা ধর্মিরূপ হইতে পারে। ধর্মরূপও সামানাধিকরণ্য অথবা বৈয়ধিকরণ্যবশতঃ দ্বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। ধর্মটি সমানাধিকরণ হইলে উহা বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় উহার হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাগম্য হয়। সেইজন্য এইরূপস্থলে সাধ্যসাধনভাবটিও আর্থ হয়। কিন্তু ধর্মটি যদি ব্যধিকরণ হয়, তবে পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হওয়ায় উহার হেতুত্ব সাক্ষাৎ শব্দবাচ্য হওয়ায় ঐস্থলে সাধ্যসাধনভাবটিও শাব্দরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। বাক্যার্থস্থলে কিন্তু কারকবৈচিত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্য ঘটিলেও ক্রিয়াপ্রাধান্যবশতঃ একরূপতাই সম্ভব। যেস্থলে হেতুত্ববোধক 'যথা' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত

হয় সেস্থলে বাক্যার্থগত শাব্দ সাধ্যসাধনভাব ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে আবার অপ্রতীতপ্রতীতির আপাদন হইলে কোনও কোনও স্থলে 'অনুমানানুমেয়ভাব'-ও সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে সাক্ষাৎ হেতুত্বপ্রকাশক কোনও শব্দের উল্লেখ থাকে না, সেইস্থলে বাক্যার্থের হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাবসেয় হওয়ায় বাক্যার্থগত সাধ্যসাধনভাবটিও 'আর্থ' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এইভাবে উপপাদকোপাদানাপেক্ষ সাধ্যসাধনভাব পদার্থ-বাক্যার্থ-গতভেদে এবং শাব্দ ও আর্থভেদে মূলতঃ চতুর্বিধ হইলেও ইহার বহুবিধ অবান্তরভেদ সম্ভব।"[১]

১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাচ্যার্থবিষয়ক সাধ্যসাধনভাবকে ভিত্তি করিয়া আলঙ্কারিকগণ কাব্যলিঙ্গ, অনুমান এবং অর্থান্তরন্যাস—এই ত্রিবিধ অলঙ্কার নিরূপণ করিয়াছেন। রুয্যক তাঁহার 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যানে' সাধ্যসাধনভাববিশ্লেষণপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত 'অলঙ্কারসর্বস্বে' 'কাব্যলিঙ্গ' এবং 'অনুমান' অলঙ্কারদ্বয়ের নিরূপণাবসরে তাঁহার মন্তব্য বিশেষভাবে তুলনীয়। দ্র° "......অধুনা তর্কন্যায়াশ্রয়েণালঙ্কারদ্বয়মুচ্যতে। তত্র—

'হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গম্ ॥৫৭॥'

যত্র হেতুঃ কারণরূপো বাক্যার্থগত্যা বিশেষণদ্বারেণ বা পদার্থগত্যা লিঙ্গত্বেন নিবধ্যতে তৎ কাব্যলিঙ্গম্। তর্কবৈলক্ষণ্যার্থং কাব্যগ্রহণম্। ন তত্র ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতোপসংহারাদয়ঃ ক্রিয়ন্তে। বাক্যার্থগত্যা চ নিবধ্যমানো হেতুত্বেনৈবোপনিবদ্ধব্যঃ। নোপনিবদ্ধস্য হেতুত্বম্। অন্যথাঽর্থান্তরন্যাসান্নাস্য ভেদঃ স্যাৎ।......

'সাধ্যসাধননির্দেশোঽনুমানম্ ॥৫৮॥'

যত্র শব্দবৃত্তেন পক্ষধর্মান্বয়ব্যতিরেকবৎ সাধনং সাধ্যপ্রতীতয়ে নির্দিশ্যতে সোঽনুমানালঙ্কারঃ। বিচ্ছিত্তিবিশেষশ্চাত্রার্থাদাশ্রয়ণীয়ঃ। অন্যথা তর্কানুমানাৎ কিং বৈলক্ষণ্যম্?......

অয়মত্র পিণ্ডার্থঃ—ইহাস্তি প্রত্যায্যপ্রত্যায়কভাবঃ। অস্তি চ সমর্থ্যসমর্থকভাবঃ। তত্রাপ্রতীতপ্রত্যায়নে প্রত্যায্যপ্রত্যায়কভাবঃ। প্রতীতপ্রত্যায়নে তু সমর্থ্যসমর্থকভাবঃ। তত্র প্রত্যায্যপ্রত্যায়কভাবেঽনুমানম্। সমর্থ্যসমর্থকভাবে তু যত্র পদার্থো হেতুস্তত্র হেতুত্বেনোপাদানে, 'নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ' ইত্যাদাবিব ন কশ্চিদলঙ্কারঃ। যত্র তূপাত্তস্য হেতুত্বং যথোদাহৃতে বিষয়ে "মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষাঃ" ইত্যাদৌ, তত্রৈব কাব্যলিঙ্গম্। যত্র তু বাক্যার্থস্য হেতুত্বং তত্র হেতুত্বপ্রতিপাদকমন্তরেণ হেতুত্বেনোপন্যাসে কাব্যলিঙ্গমেব। তটস্থত্বেনোপন্যস্তস্য তু হেতুত্বেঽর্থান্তরন্যাসঃ। এবং চাস্যাং প্রক্রিয়ায়াং কার্যকারণবাক্যার্থয়োর্হেতুত্বে কাব্যলিঙ্গমেব পর্যবস্যতি। সমর্থ্যবাক্যার্থস্য সাপেক্ষত্বাৎ তাটস্থ্যাভাবাৎ। ততশ্চ সামান্যবিশেষভাব এব অর্থান্তরন্যাসস্য বিষয়ঃ। যৎপুনরর্থান্তরন্যাসস্য কার্যকারণগতত্বেন সমর্থকত্বমুক্তম্, তদুক্তলক্ষণং কাব্যলিঙ্গমনাশ্রিত্য তদ্বিষয়ত্বেন লক্ষণান্তরস্যোদ্ভটৈরাশ্রিতত্বাৎ। উক্তলক্ষণাশ্রয়ণে তু 'যত্নেত্রে'-ত্যাদিবিবিক্তে বিষয়ঃ কাব্যলিঙ্গস্যার্থান্তরন্যাসে পূর্বং দর্শিতমিতীয়ং গতিরাশ্রয়িতব্যা॥"—অলঙ্কারসর্বস্ব। কাব্যলিঙ্গ-স্থলে পদার্থগত শাব্দহেতুত্ব বারিত হওয়ায় হেতুত্ববোধক ত্ব-তল্ প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে

§ ३४ ॥ साध्यसाधनभावश्चानयोरविनाभावावसायकृतोऽवगन्तव्यः । स च प्रमाणमूलः । तच्च त्रिविधम् । यदाहुः—

"लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् ।"

इति । तत्र लोकप्रसिद्धार्थविषयो लोकः । यथा—

"कयासि कामिन् सरसापराधः पादानतः कोपनयावधूतः ।
यस्याः करिष्यामि दृढानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम् ॥"

अत्र हि पादानति-तदवधूत्योः सरसापराधकोपनत्वयोश्च लोकप्रमाणसिद्धः कार्यकारणभावस्तन्मूलश्च साध्यसाधनभावः । यथा वा—

"चन्द्रं गता पद्मगुणान् न भुङ्क्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम् ।
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥"

अत्र हि पद्मगुणानां चान्द्रमस्या अभिख्यायाश्च युगपदभोगे लक्ष्म्या यत् कारणद्वयं रात्रिसङ्कोच-दिवानुदयलक्षणं तल्लोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयतामर्हति ।

অনুবাদ

এই উভয়ের (মধ্যে) সাধ্য-সাধনভাবও অবিনাভাব-নিশ্চয়জনিত— ইহা বুঝিতে হইবে। তাহাও আবার প্রমাণমূলক। প্রমাণও ত্রিবিধ যেমন (আচার্যগণ) বলিয়াছেন—

"লোক বেদ এবং অধ্যাত্ম (বা প্রত্যক্ষ)—প্রমাণ ত্রিবিধরূপে স্মৃত।"

তন্মধ্যে লোক (-প্রমাণ)-এর বিষয় লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ। যেমন—

"কয়াসি কামিন্! সরসাপরাধঃ—"

এইস্থলে পাদানতি এবং তাহার অবধূতি (অর্থাৎ পরিহার), সরসাপরাধত্ব

কাব্যলিঙ্গ অলংকার নিষিদ্ধ। দ্র° "প্রতীতঃ প্রত্যায্যতে চেৎ প্রত্যায্যপ্রত্যায়কভাবঃ তদানুমানম্, প্রতীতঃ সমর্থ্যতে চেৎ সমর্থ্যসমর্থকভাবঃ, তদা পদার্থস্য ত্ব-তলাদিশিরস্কতয়া হেতুত্বেনোপাদানে ন কশ্চিদলঙ্কারঃ···।"—ঐ. বিদ্যাচক্রবর্তিকৃত 'সঞ্জীবনী' টীকা, পৃ. ১৭৪। পদার্থগত হেতুত্ব যখন বিশেষণদ্বারা বোধিত হয়, তখন তাহা কাব্যলিঙ্গের বিষয়। দ্র° "বিশেষণদ্বারেণ চেতি। বিশেষণভূতপদার্থবৃত্তিত্বেন সাধ্যং প্রতি বিশেষণতয়া আর্থহেতুতয়া লিঙ্গভূতঃ পদার্থো নিবধ্যতে ন তু তৃতীয়াপঞ্চম্যন্ততয়া শাব্দহেতুতয়া।···"—ঐ. সমুদ্রবন্ধকৃত টীকা, পৃ. ১৬০-৬১ (ত্রিবান্দ্রম্ সংস্করণ, ১৯২৬)। বাক্যার্থগত হেতুত্ব যৎ, যথা, হি প্রভৃতি নিপাতের দ্বারা যেখানে সাক্ষাৎভাবে বোধিত হয়, সেইস্থলে সাধ্যসাধনভাবটি (অথবা প্রত্যায্য-প্রত্যায়কভাব) শাব্দরূপে পরিগণিত হয়।

এবং কোপনত্ব—এতদুভয়ের মধ্যে কার্যকারণভাব লোকপ্রমাণসিদ্ধ, এবং সাধ্য-সাধনভাবের তাহাই (অর্থাৎ কার্য-কারণভাব) মূল। অথবা যেমন—

"চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্—"

এইস্থলে পদ্মের গুণসমূহের এবং চান্দ্রমসী শোভার লক্ষ্মীকর্তৃক যুগপৎ ভোগের অভাববিষয়ে যে দুইটি কারণ—রাত্রি-সঙ্কোচ এবং দিবাভাগে অনুদয়রূপ, সেই দুইটিই লোকপ্রসিদ্ধ। সেইজন্য তাহার উপাদানের আবশ্যকতা নাই ॥

বিবৃতি

পূর্বে বলা হইয়াছে বাচ্যার্থের স্থলে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-রূপ অংশদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সাধ্য-সাধনভাব বা হেতু-হেতুমদ্ভাবস্বরূপ। এবং উদ্দেশ্য অংশ যেহেতু সিদ্ধ সেই হেতু উহা সাধন বা হেতু এবং বিধেয় অংশটি অসিদ্ধ বলিয়া তাহা সাধ্য বা হেতুমান্। কিন্তু একটি আর একটির সাধন বা হেতু হইতে পারে না, যদি না উভয়ের মধ্যে একটি নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই নিয়ত সম্বন্ধই 'অবিনাভাব'-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অবিনাভাব সম্বন্ধই সাধ্য-সাধনভাবের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে: উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে এই অবিনাভাব সম্বন্ধটি কিভাবে অবধৃত হইয়া থাকে? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন—প্রমাণের সাহায্যে এই অবিনাভাব সম্বন্ধটি গৃহীত হয়। এবং প্রমাণ ত্রিবিধ—লোক, বেদ এবং অধ্যাত্ম বা প্রত্যক্ষ। সুতরাং লোকপ্রমাণ, বেদ বা আগমপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ—এই ত্রিবিধ প্রমাণই উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ অবধারণ করিবার উপায়।[১] টীকাকার

১। দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' (৩.১৬৩) 'লোক'-সংজ্ঞার দ্বারা—

"চরাচরাণাং ভূতানাং প্রবৃত্তির্লোকসংজ্ঞিতা"

—এইরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 'আগম'-প্রমাণ দণ্ডীর মতে দ্বিবিধ—

"[হেতুবিদ্যাত্মকো ন্যায়ঃ] স স্মৃতিঃ শ্রুতিরাগমঃ ॥"—(ঐ. ৩.১৬৫)

টীকাকার রুয্যক আগমের দুইটি ভেদনির্দেশ করিয়াছেন—'নিবন্ধপ্রসিদ্ধস্বভাব' এবং 'অনিবন্ধপ্রসিদ্ধস্বভাব'। তন্মধ্যে 'বেদ'-প্রমাণ 'নিবন্ধপ্রসিদ্ধস্বভাব' (তন্মধ্যে স্মৃতিও অন্তর্ভুক্ত), আর 'লোক'-প্রমাণ 'অনিবন্ধপ্রসিদ্ধস্বভাব'—যেহেতু লোকাচার, শিষ্টব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থাকারে 'নিবদ্ধ' না হইলেও তাহাদের বেদ বা আগমমূলকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে স্পষ্টতঃই ধর্মশাস্ত্র (অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি) এবং 'লোকসীমা' (যাহা ধর্মশাস্ত্রবিহিত)—এই উভয়কেই 'আগম'-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তু°—"আগমো ধর্মশাস্ত্রাণি লোকসীমা চ তৎকৃতা। তদ্বিরোধি তদাচারব্যতিক্রমণতো [যথা] ॥"—ঐ. ৪. ৪৮। এইভাবে বস্তুতঃ লোক, বেদ এবং অধ্যাত্ম (বা প্রত্যক্ষ)—এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ এবং আগমরূপ প্রসিদ্ধ

রুয্যক সেইজন্য স্পষ্টতই বলিয়াছেন : "সর্বস্য চাস্য সাধ্যসাধনভাবস্য প্রমাণসিদ্ধাবিনাভাব-প্রমাণদ্বয়ই উদ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে : তাহা হইলে কি 'ব্যক্তিবিবেক'-কার 'অনুমান'-কে প্রমাণান্তর বলিয়া স্বীকার করেন না ? এই আশঙ্কার সামাধানকল্পে 'রুয্যক বলিয়াছেন যে, যেহেতু 'অবিনাভাব' অনুমানের ভিত্তিস্বরূপ, সেইহেতু 'অবিনাভাব' সম্বন্ধের অবধারণের উপায়ভূত প্রত্যক্ষ এবং আগমরূপ প্রমাণদ্বয় 'অনুমানে'-র উপকারক এবং অনুমানটি উপকার্য। অনুমানের-স্বরূপ বিশ্লেষণ্ই প্রস্তুত বিষয় [দ্র° "অনুমানেঽ-স্তর্ভাবং সর্বস্যৈব ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্"—ইত্যাদি]। সেইহেতু অনুমিত্যুপকারক প্রমাণের মধ্যে অনুমানের অন্তর্ভাব যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই। তু° "অনুমানমত্র ন গণিতং তস্যোপকার্যত্বেন প্রস্তুতত্বাৎ।..."—ব্য° বি° ব্যা°। অতএব প্রত্যক্ষ, আগম এবং অনুমান—এই ত্রিবিধ প্রমাণই সিদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রমাণত্রয়বাদ সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং ন্যায়ৈকদেশ-সম্মত হইলেও অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহ কর্তৃক অনভ্যুপগত। চিরন্তন আচার্য ভামহ কিন্তু তাঁহার 'কাব্যালংকার' নিবন্ধে (৫. ১৮) প্রমাণত্রয়বাদকে সর্বাগমবিরোধী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র°—"সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাৎ সর্বাগমবিরোধিনী। যথা শুচিস্তনুস্ত্রীণি প্রমাণাণি, ন সন্তি বা ॥"

"That *dosha* is *sarvāgama-virodhin* (sic.) which conflicts with the conclusions of all sciences. Thus : (1) Body is pure or (2) There are only three *Pramāṇas* or *Pramāṇas* do not at all exist."

Note—That the body is impure is accepted by all *Śāstras*. The second example is also in conflict with all schools. For :—*Nāstikas* accept only one *Prāmaṇa, Vaiśeshikas* and *Bauddhas* two, *Naiyāyikas* four, *Mīmāṃsakas* and *Vedāntins* six and *Paurāṇikas* eight. The statement that no *Pramāṇas* exist conflicts in a greater degree with all schools."—T. V. Naganatha Sastry : *Kāvyālaṃkāra* with English Translation and Notes (Tanjore, 1927).

দ্র° "প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ ॥
অনুমানং চ তচ্চাথ সাঙ্খ্যাঃ শব্দং চ তে অপি।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন ॥
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহ প্রভাকরঃ।
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা ॥
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ ॥"—

বরদরাজকৃত 'তার্কিকরক্ষা' § ৭-১০ [Medical Hall Press Edn., Benares. 1903]. টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন—"ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ। কেচন-ন্যায়ৈকদেশিনঃ দ্বয়ম্ ॥"—ঐ পৃ. ৫৬। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে চিত্রাভিনয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে অভিনয়ের উৎস যে লোক, বেদ এবং অধ্যাত্ম এই ত্রিবিধ প্রমাণ—তাহা স্পষ্টতঃ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

মূলত্বম্ ।"[১]

"এবমেতে ময়া প্রোক্তা নাট্যে চাভিনয়াঃ ক্রমাৎ ।
অন্যে তু লৌকিকা যে তে লোকাদ্ গ্রাহ্যাঃ সদা বুধৈঃ ॥
লোকো বেদস্তথাধ্যাত্মং প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ।
বেদাধ্যাত্মপদার্থেষু প্রায়ো নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
বেদাধ্যাত্মোপপন্নং তু শব্দচ্ছন্দঃসমন্বিতম্ ।
লোকসিদ্ধং ভবেৎ সিদ্ধং নাট্যং লোকাত্মকং তথা ॥…" —নাট্য° ২৫.১১৯-১২১

আচার্য অভিনবগুপ্ত ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : "ননু কিমত্র লোকঃ প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ— লোকো বেদস্তথাধ্যাত্মমিতি । লোকসিদ্ধানি প্রত্যক্ষানুমানাগমপ্রমাণানি লোকশব্দেনোচ্যন্তে । বেদ ইতি তু যথাযথং নিয়তরূপো লোকপ্রসিদ্ধোঽপ্যাগমো যথা ন্যায়েষু ধনুর্বেদঃ স্বরতালাদৌ গান্ধর্ববেদ ইত্যাদি । অধ্যাত্মং তু সংস্বং (স্বসং ?—)বেদনং বেদাধ্যাত্মাভ্যাং প্রথিতা যে পদার্থাঃ তেষু নাট্যং প্রতীতমিত্যত্র হেতুমাহ বেদাধ্যাত্মোপপন্নং ত্বিতি ।…"—অভিনবভারতী, ৩য় ভাগ, পৃ· ২৮৬ ।

অতএব স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্যক্তিবিবেককার 'লোকো বেদস্তথাধ্যাত্মং প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্'—এই উক্তিটি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন ।

এই প্রসঙ্গে মহিমভট্টের প্রমাণত্রয়বাদসম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি লক্ষণীয় :—

"He admits only three means of right knowledge (Pramāṇa) : (I) Direct perception (Pratyakṣa) (II) Inference (Anumāna) (III) Verbal testimony (Śabda)......

This view of the number of means of right knowledge (Pramāṇa) is different from that of the Vaiśeṣika. The Vaiśeṣika does not recognise the verbal testimony (Śabda) to be an independent means of knowledge. It brings Śabda under Inference. The validity of the scriptural statements, according to it, is an inference from the authoritative character of the speaker. But Mahima Bhaṭṭa recognises Śabda to be an independent means of knowledge.

"This view is also distinct from that of the Nyāya. For, while the Nyāya accepts upamāna to be an independent means of knowledge, Mahimabhaṭṭa does not. His view of the number of the means of right knowledge is the typical Kashmir Śaiva view, as persented by Utpalācārya in his Iśvarapratyabhijñā in the course of his exposition of Pramāṇa (I. P. V., Vol. II, 74-84)."—K. C. Pandey : *Comparative Aesthetics*, Vol. I (Indian Aesthetics), pp. 331-333 (Chowkhamba Sanskrit Series, 1959)

১। তু° "কার্যকারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ ॥"—ধর্মকীর্তি : প্রমাণবার্তিক, ১. ৩২ ।
দ্র° সায়ণ-মাধবাচার্য প্রণীত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (§ বৌদ্ধদর্শন) ।

লোকপ্রমাণসিদ্ধ অবিনাভাবমূলক সাধ্যসাধনভাবের উদাহরণরূপে মহিমভট্ট—"কয়াসি কামিন্—" (কুমার° ৩.৮) এবং "চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্—" (কুমার° ১ ৪৩) এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথম উদাহরণটিতে কৃতাপরাধ কামিগণের প্রতি কুপিতা নায়িকার ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয়ের অন্য নায়িকার প্রতি আসক্তিরূপ যে অপরাধ তাহা নায়িকার কোপের উদ্রেক করিয়া থাকে এবং সেই কোপ প্রশমনের জন্য যখন নায়ক নায়িকার চরণে প্রণত হয় তখন নায়িকাও তাহা অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া থাকে—অতএব সরসাপরাধত্বরূপ কারণ এবং কোপনত্বরূপ কার্যের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব বা হেতুহেতুমদ্‌ভাব বিদ্যমান আছে; সেইরূপ পাদানতি এবং তাহার অবধূনন এই উভয়ের মধ্যেও অনুরূপ সাধ্যসাধনভাব বর্তমান। এবং এই সাধ্যসাধনভাব লোকসিদ্ধ।[১] কিন্তু অনতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহা স্পষ্টতই উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতেও লক্ষ্মীকর্তৃক পদ্মনিষ্ঠ গুণরাজি এবং চন্দ্রগত শোভার যুগপৎ উপভোগের অভাব যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে লোকপ্রমাণসিদ্ধ অবিনাভাবমূলক সাধ্য-সাধনভাবকে অবলম্বন করিয়াই। কেননা, রাত্রিকালে চন্দ্রোদয়ে পদ্মের সঙ্কোচ এবং দিবাভাগে পদ্মবিকাশকালে চন্দ্রের অনুদয়রূপ কারণদ্বয়ই উপরিবর্ণিত যুগপৎ অভোগের প্রতি নিয়ামক। এবং এই কারণদ্বয় লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া কবি তাহাদের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করেন নাই।[২] রুয্যক টীকায় বলিয়াছেন—"তত্র চন্দ্রং গতেত্যত্র কারণভূতং সাধনমনুপাত্তমতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ।

কয়াসি কামিন্নিত্যত্র সাপরাধত্বং পাদানতত্বে কারণভূতং সাধনমার্থং পদার্থরূপম্। কোপনাত্বং চাবধুতত্বে তথাভূতমেব। লোকপ্রমাণসিদ্ধশ্চাত্র কার্যকারণভাবঃ। অতিপ্রসিদ্ধত্বাভাবাৎ সাধনমুপাত্তমেব॥"—ব্য° বি° ব্যা°।

১। তু° "দাসে কৃতাগসি ভবেদুচিতঃ প্রভূণাং
পাদপ্রহার ইতি সুন্দরি! নাত্র দূয়ে···"—বাক্‌পতিরাজকৃত শ্লোক।
অপি চ—"অবধূতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎ সন্তপ্যমানমনসোঽপি।
নিভৃতৈর্ব্যাপত্রপন্তে দয়িতানুশয়ৈর্মনস্বিন্যঃ॥"—বিক্রমোর্বশীয়, ৩. ৫।

২। আলঙ্কারিকগণ 'নির্হেতুতা'-রূপ দোষ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যে-স্থলে লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বর্ণিত হয়, সেইক্ষেত্রে তাহার উপপাদক হেতুর অনুল্লেখবশতঃ 'নির্হেতুতা' দোষরূপে স্বীকৃত হয় না। দ্র° "খ্যাতেঽর্থে নির্হেতোরদুষ্টতা—" (কাব্যপ্রকাশ : ৭ম উল্লাস)। ইহার উদাহরণস্বরূপ মম্মট "চন্দ্রং গতা—" এই উদাহরণটিই উদ্ধার করিয়াছেন এবং বৃত্তিতে মন্তব্য করিয়াছেন—"অত্র রাত্রৌ পদ্মস্য সংকোচো দিবা চন্দ্রমসশ্চ নিষ্প্রভত্বং লোকপ্রসিদ্ধমিতি 'ন ভুঙ্‌ক্তে' —ইতি হেতুং নাপেক্ষতে।"—ইহার টীকায় সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীধর বলিয়াছেন "অত্র পদ্মগুণানাং অভিখ্যায়াশ্চ যুগপদনুপযোগে (° ভোগে?) লক্ষ্ম্যা যৎ কারণদ্বয়ং রাত্রিসংকোচ-দিবাঽনুদয়লক্ষণং তল্লোকপ্রসিদ্ধমেবেতি হেতুনা বিনাঽপি নিরাকাঙ্ক্ষাত্বপ্রতীতের্ন নির্হেতুতানিবন্ধনং দুষ্টত্বম্।···" —কাব্যপ্রকাশ-বিবেক, ২য় খণ্ড. পৃ. ২৪১। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে শ্রীধর ব্যক্তিবিবেককারের উক্তিটি হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন। দ্র° হেমচন্দ্রকৃত 'কাব্যানুশাসন', পৃ. ১৮৬ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)। অপি চ—"নির্হেতুতা তু খ্যাতেঽর্থে দোষতাং নৈব গচ্ছতি"—সাহিত্যদর্পণ, ৭. ২২।

§ ३५ ।। शास्त्रमात्रप्रसिद्धार्थविषयो वेदः । वेदग्रहणमितिहासपुराण-धर्मशास्त्राद्युपलक्षणं तेषां तन्मूलत्वोपगमात् । यथा—

"अयाचितारं न हि देवमद्रिः सुतां प्रतिग्राहयितुं शशाक ।
अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे ।।"

अत्र हि कारणभूतस्य भगवद्गतस्य सम्प्रदानत्वनिबन्धनस्य याचनस्याभावे भूधरेन्द्रगतस्य कार्यस्य कन्याग्राहणशक्तत्वस्याभावोपनिबन्धः शास्त्रमूलः, तयोः कार्यकारणभावस्य तन्मूलत्वेन प्रसिद्धेः । यदाहुः—

"अयाचितानि देयानि सर्वद्रव्याणि भारत ! ।
अन्नं विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते ।।"

अर्थी च सम्प्रदानम् । यदुक्तम्—

"अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितम् ।
प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम् ।।"

एवञ्च कारणानुपलब्धिप्रयोगोऽयमार्थ इति मन्तव्यं, यथा 'नात्र धूमोऽग्नेरभा-वादि' ति ।

অনুবাদ

বেদপ্রমাণের বিষয়ীভূত অর্থ কেবলমাত্র শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ। বেদগ্রহণের দ্বারা ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিরও উপলক্ষণ হইয়াছে, যেহেতু সেইগুলির বেদমূলকত্ব স্বীকৃত [হইয়া থাকে]। যেমন—

"অযাচিতারং ন হি দেবম্ অদ্রিঃ—"

এই শ্লোকটিতে ভগবদ্গত সম্প্রদানত্বপ্রযোজক কারণভূত যাচন-রূপ ক্রিয়ার অভাবে ভূধরেন্দ্রগত কন্যাগ্রাহণশক্তির অভাবরূপ কার্যের উপনিবন্ধ শাস্ত্রমূলক, কেননা এতদুভয়ের মধ্যে কার্যকারণভাব শাস্ত্রমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যেমন [আচার্যগণ] বলিয়াছেন—

"অযাচিতানি—"[১]

১। 'আচিতানি দেয়ানি—' এই শাস্ত্রবচনটি 'কুমারসম্ভবে'র অরুণগিরিনাথকৃত টীকায় তথা 'অবচূরি' সংজ্ঞক টীকাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্র': "The Commentators Aruṇagirināth and Avachūri quote "अयाचितानि देयानि (दीयन्ते) (सर्वदानानि) सर्वद्रव्याणि भारत। अन्नं विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते ।। (अर्थिभ्यः सम्प्रदीयते) ।।-"—M. R. Kale : *Kumāra-sambhava* with English Translation and Notes.

(আর) অর্থীই সম্প্রদান। যেমন উক্ত হইয়াছে—

"যাহা ত্যাগক্রিয়ার অঙ্গভূত এবং যাহা [ত্যাগক্রিয়ার] কর্তা কর্তৃক [ত্যাগক্রিয়ার] কর্মের দ্বারা ঈপ্সিত তাহাই [ত্যাগক্রিয়ার কর্তা অথবা কর্মের] নিরাকরণের অভাববশতঃ, প্রবর্তনের [অভ্যর্থনাপূর্বক দানক্রিয়ার] ফলে, অথবা [ত্যক্তদ্রব্যের] অনুমতির দ্বারা সম্প্রদানতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥"[১]

এইভাবে কারণের অনুপলব্ধির প্রয়োগ আর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন 'এইখানে ধূম নাই, অগ্নির অভাববশতঃ'—এইস্থলে॥

বিবৃতি

লোকপ্রমাণসিদ্ধ অবিনাভাবমূলক সাধ্য-সাধনভাবের আলোচনার পর 'ব্যক্তিবিবেক'-কার বেদ বা আগমপ্রমাণ-সিদ্ধ অবিনাভাব ও তন্মূলক উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের মধ্যে পরস্পর

শ্রুতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি যে কবিবর্ণিত অর্থসমূহের অন্যতম প্রধান আকর, তাহা রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' নিবন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ('কাব্যযোনয়ঃ') নানা উদাহরণ সহকারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারিকা (সম্ভবতঃ পূর্বাচার্য-বিরচিত) প্রণিধানযোগ্য—

"তচ্চেদং বেদহরণং যদিত্থং কথয়তি—

"নমোঽস্তু তস্যৈ শ্রুতয়ে যাং দুহন্তি পদে পদে।
ঋষয়ঃ শাস্ত্রকারাশ্চ কবয়শ্চ যথামতি॥"

অপি চ—"অত্রাহুঃ—

"শ্রুতীনাং সাঙ্গশাখানামিতিহাসপুরাণয়োঃ।
অর্থগ্রন্থঃ কথাভ্যাসঃ কবিত্বস্যৈকমৌষধম্॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং চক্ষুর্ভ্যামিব সৎকবিঃ।
বিবেকাঞ্জনশুদ্ধাভ্যাং সূক্ষ্মমপ্যর্থমীক্ষতে॥
বেদার্থস্য নিবন্ধেন শ্লাঘ্যন্তে কবয়ো যথা।
স্মৃতীনামিতিহাসস্য পুরাণস্য তথা তথা॥" —কাব্যমীমাংসা, পৃ. ৩৫-৩৬
(G.O.S. / Ed. C. P. Dalal / 1924)

১। উদ্ধৃত কারিকাটি ভগবান্ ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' নিবন্ধের প্রকীর্ণকাণ্ডে 'সাধন-সমুদ্দেশ' নামক প্রকরণের অন্তর্গত (বাক্য° ৩. ৭. ১২৯)। ইহাতে সম্প্রদান কারকের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। টীকাকার হেলারাজ কারিকাটির ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

"বিভক্তিবিধানক্রমেণ সাধনানাং বিচারে তৃতীয়ার্থে কর্তরি নির্ণীতে চতুর্থ্যর্থং সম্প্রদানং বিচারয়িতুমাহ—

'অনিরাকরণাৎ—' ইতি।

সাধ্য-সাধনভাবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন। আগম বা বেদপ্রমাণের মধ্যে স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিরও অন্তর্ভাব অভিপ্রেত। কেননা স্মৃতি বেদ বা শ্রুতিমূলক। তদ্রূপ ইতিহাস এবং পুরাণও শ্রুতিরই উপোদ্বলক বা সহায়ক।

তু° "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥"

অপি চ—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্—" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য° ৭. ১. ১)

"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" (মহাভারত)

"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ"—ইত্যাদি।

যেস্থলে বাক্যার্থান্তর্গত উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপ অংশদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধটি শাস্ত্রমাত্রৈকগম্য সেইস্থলে উভয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাবটি বেদ (-আগম-)-প্রমাণ-সিদ্ধ অবিনাভাবসম্বন্ধমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের ১ম সর্গের অন্তর্গত "অযাচিতারম্—" (কুমার° ১. ৫২) শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাদেব স্বয়ং উমার পাণিগ্রহণের জন্য নগাধিরাজ হিমালয়ের নিকট যাচ্ঞা করেন নাই, সেইজন্য হিমালয়ও আপন দুহিতার মহাদেব কর্তৃক প্রতিগ্রহ বিষয়ে সমর্থ হন নাই—কবির এই উক্তিটি বেদপ্রমাণসিদ্ধ অবিনাভাবমূলক সাধ্য-সাধনভাবগর্ভ। কেন না, মহাদেবকর্তৃক উমার পাণিগ্রহণ বা প্রতিগ্রহ—ইহার অর্থ পিতা হিমালয় কর্তৃক দুহিতা উমার মহাদেবের হস্তে সমর্পণ। এইরূপ ক্ষেত্রে

অন্বর্থত্বাৎ সম্প্রদানশব্দস্য ত্যাগাঙ্গম্ ইতি লক্ষণলাভঃ। ত্যাগো দীয়মানস্য স্বত্বনিবৃত্ত্যা পরস্বত্বাপাদনম্। তত্র চাঙ্গং নিমিত্তং পাণ্যাদ্যপি ভবতীত্যাহ—কর্মণেপ্সিতম্ ইতি। যৎ ত্যজ্যমানং কর্ম তেন করণভূতেন প্রারম্ভে এব কর্ত্রা প্রাপ্তুমিষ্টমিত্যর্থঃ। তথা চ—

'কর্মণা যমভিপ্রৈতি' (পা° ১. ৪. ৩২)

ইতি লক্ষণপরিগ্রহঃ। তদেবংবিধং ত্যাগাঙ্গং কথং কারকবিশেষরূপাং সম্প্রদানতাং লভত ইত্যাশঙ্ক্য কারকত্বনিবন্ধনং ব্যাপারং ক্রিয়াসিদ্ধৌ নির্দিশতি অনিরাকরণাদ্ ইত্যাদিনা। 'উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি' ইত্যাদৌ ত্যজ্যমানং কর্ম গবাদি উপাধ্যায়াদিনা সম্বধ্যতে, তদভিপ্রায়েণৈব ত্যাগাৎ। স চোপাধ্যায়স্তদভিসম্বধ্যমানং ন নিরাকরোতি, নাপি তৎত্যক্তুঃ 'মা ত্যাক্ষীঃ' ইতি নিরাকরণং বিধত্তে। যদি হি নিরাকুর্যাৎ ত্যাগ এব ন সম্পদ্যেত। পরস্বত্বাপত্তিপর্যন্তত্বাৎ তস্য। অনুমন্যতে চ দীয়মানম্। তথা দীয়মানং ন নিরাকরোতি বল্যাদি দেবতাদীতি তদপি ক্রিয়াঙ্গম্। যাচ্ঞাপূর্বকে চ দানে প্রেরণম্ অভ্যর্থনয়া দানে প্রবর্তনমপি সম্প্রদানব্যাপারঃ। তথাচ ত্যাগোপকারিত্বাৎ ত্যাগাঙ্গং ভবত্যেব কারকং সম্প্রদানম্।…"—ঐ, পৃ. ৩৩১-৩২ (*Deccan College Post-Graduate and Research Institute* Edn.)। সুতরাং সম্প্রদান ত্রিবিধ—অনিরাকর্তৃ, প্রেরক এবং অনুমন্তৃ। দ্র° কোণ্ডভট্টকৃত 'বৈয়াকরণভূষণ' (§ সুবর্থনির্ণয়), পৃ. ১১২ (Ed. K. P. Trivedi / *Bombay Sanskrit and Prakrit Series*, 1915).

মহাদেব সম্প্রদান, সুতা উমা কর্ম, এবং পিতা হিমালয় কর্তা রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ভর্তৃহরির উক্তি অনুসারে সম্প্রদান ত্রিবিধ হইতে পারে : (১) অনিরাকর্তৃ, (২) প্রেরক এবং (৩) অনুমন্তৃ। সম্প্রদান হইতে হইলে 'ত্যাগ' ক্রিয়ার (স্বত্ব-নিবৃত্তি পূর্বক পরস্বত্ব উৎপাদনরূপ) নিমিত্ত-হইতে হইবে এবং ত্যাগ ক্রিয়ার কর্তার দ্বারা ত্যাগক্রিয়ার কর্মরূপ করণের সাহায্যে তাহা ঈপ্সিত হইতে হইবে। এই জাতীয় সম্প্রদান ত্যাগক্রিয়ার নিরাকরণ বা ত্যাগক্রিয়ার কর্মের নিরাকরণ বা প্রতিষেধ বা প্রত্যাখ্যান করিলে ত্যাগক্রিয়াটিই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য এইরূপ স্থলে সম্প্রদান কারকটি 'অনিরাকর্তৃ' রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। অনুরূপ ভাবে যেখানে 'সম্প্রদান' ত্যাগক্রিয়া বিষয়ে আপন অনুমতি বা অনুমোদন প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং তাহার ফলে ত্যাগক্রিয়ার প্রতি নিমিত্তরূপে স্বীকৃত হয়, সেইস্থলে উহা 'অনুমন্তৃ' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হয়। আর যেখানে কোনও যাচককে উদ্দেশ করিয়া কোনও দ্রব্যত্যাগ বোধিত হয়, সেইস্থলে যাচক আপনার অভ্যর্থনা বা প্রার্থনা বা যাচনক্রিয়ার দ্বারা কর্তার ত্যাগ বা দানক্রিয়ায় প্রেরণা বা প্ররোচনা উৎপাদন করিয়া তদ্বিষয়ে আনুকূল্য আচরণ করিয়া থাকে। ফলে উহাও 'ত্যাগাঙ্গ' বা ত্যাগপ্রয়োজক নিমিত্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং 'প্রেরক' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ সম্প্রদানের মধ্যে পিতা কর্তৃক সৎপাত্রে আপন দুহিতার অর্পণক্ষেত্রে পাত্র বা বর 'প্রেরক' সম্প্রদানরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেননা, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কন্যার পাণিগ্রহণ বিষয়ে যিনি আপনার 'অর্থিতা' বা যাচ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ অভিরূপ পাত্রের হস্তেই কন্যাদানরূপ ক্রিয়া (ত্যাগ) পিতার কর্তব্য। এবং যাচককে উদ্দেশ করিয়া কোনও দ্রব্যত্যাগ বোধিত হইলে যাচকের ত্যাগক্রিয়ায় প্রতি প্রেরকত্ব নিবন্ধন সম্প্রদানত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা আচার্য ভর্তৃহরির উক্তি হইতেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং কন্যার পিতা কর্তৃক পাত্রদ্বারা কন্যার প্রতিগ্রাহণশক্তি (কন্যাকে স্বীকার করাইবার শক্তি)-র সহিত পাত্রের যাচকত্বের (বা অর্থিত্বের) শাস্ত্রৈকগম্য হেতু-হেতুমদ্ভাবলক্ষণ অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে—ইহা বুঝিতে পারা গেল। ফলে কন্যাপিতার প্রতিগ্রাহণ ক্ষমতারূপ হেতু বা সাধন বা ব্যাপ্যের দ্বারা পাত্রের যাচকত্ব বা অর্থিত্ব (অথবা সম্প্রদানত্ব)-রূপ সাধ্য বা হেতুমান্ বা ব্যাপকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন লৌকিক অনুমানের স্থলে ধূমরূপ ব্যাপ্যের দ্বারা অগ্নিরূপ সাধ্য বা ব্যাপকের সিদ্ধি হয়। কিন্তু যেস্থলে বহ্নির অভাব হইতে ধূমাভাবের অনুমিতি হয় সেস্থলে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব বা সাধ্য সাধনভাবটিরই বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ এইরূপ স্থলে বহ্ন্যভাবটিই হয় ব্যাপ্য এবং ধূমাভাবটি হয় ব্যাপক বা সাধ্য। অনুরূপভাবে "অযাচিতারম্—" ইত্যাদি কুমারসম্ভব-শ্লোকটিতেও ভাবমুখে যাদৃশ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সিদ্ধ অভাবমুখে তাহাই বিপরীতক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেননা এইস্থলে পূর্বনির্দিষ্ট যাচকত্বরূপ সাধ্যের অভাব ('অযাচিতারম্') হইতে পিতা হিমালয়ের কন্যাপ্রতিগ্রাহণক্ষমতারূপ হেতু বা ব্যাপ্যের অভাব ('নহি দেবমদ্রিঃ কন্যাং প্রতিগ্রাহয়িতুং শশাক') প্রতিপাদিত হইয়াছে—যেমন বহ্ন্যভাবরূপ সাধ্যাভাব হইতে ধূমাভাবরূপ হেত্বভাব সূচিত হইয়া থাকে। এবং অযাচনরূপ হেতুটি পদার্থরূপ এবং পঞ্চ-

ব্যস্তপদপ্রতিপাদিত না হইয়া বিশেষণরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় শাব্দ না হইয়া আর্থরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। টীকাকার রুয্যক সেইজন্য বলিয়াছেন—

"অযাচিতারমিতি। অযাচনং হি কারণানুপলব্ধিরূপম্ আর্থং পদার্থরূপম্। বেদপ্রমাণসিদ্ধকার্যকারণভাবসম্বন্ধং যাচনং হি কন্যাগ্রাহণশক্তত্বস্য কারণস্য। কারণাভাবাচ্চ কার্যাভাবঃ সাধ্যঃ। কার্যাভাবপ্রতীত্যুৎপাদনানুমানমেতৎ॥"—ব্য° বি° ব্যা°।[১]

§ ३६ ॥ आध्यात्मिकार्थविषयमध्यात्मम् । यथा—

"पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्रादगमयदद्रिसुतासमागमोत्कः ।
कमपरमवशं न विप्रकुर्युर्विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥"

अत्र हि भगवत्पशुपतिगतस्य कृच्छ्राद्दिवसातिवाहनस्याद्रिसुतासमागमोत्कत्वस्य चाध्यात्मसिद्धः कार्यकारणभावः यन्मूलोऽयमनयोः साध्यसाधनभावः ।

অনুবাদ

অধ্যাত্মপ্রমাণ আধ্যাত্মিক অর্থবিষয়ক। যেমন—

"পশুপতিরপি তান্যহানি—"

এইস্থলে ভগবৎপশুপতিগত ক্লেশে দিবসাতিবাহন এবং অদ্রিসুতার সহিত সমাগমোৎকণ্ঠা (—এই উভয়ের মধ্যে) কার্যকারণভাব অধ্যাত্মসিদ্ধ; তাহাকে আশ্রয় করিয়া উভয়ের (মধ্যে) সাধ্য-সাধনভাব (বর্ণিত হইয়াছে)॥

১। তু° "ভাবসামান্যয়োর্যদ্বত্তথৈব তদভাবয়োঃ।
ভাবয়োঃ সাহচর্যং যদন্বয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥
ব্যতিরেকং তু মন্যন্তে সাহিত্যং তদভাবয়োঃ।
সাধ্য-সাধনভাবস্তু ভবেদ্ যত্রাপ্যভাবয়োঃ॥
তয়োরেবান্বয়স্তত্র ব্যতিরেকস্তু ভাবয়োঃ॥
... ...
ইয়ানেব বিশেষস্তু ভাবয়োর্যাদৃশী যয়োঃ।
ব্যাপ্যব্যাপকতা সৈব ব্যত্যস্তা তদভাবয়োঃ।

অভাবয়োস্তু গম্য-গমকভাবে ভাবয়োর্ব্যাপ্তিব্যত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ।..."—জয়ন্তভট্টঃ ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ১১২ (চৌখাম্বা সংস্করণ)। 'কারণানুপলব্ধি', 'কারণাভাব', 'ব্যাপকাভাব', 'ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি' প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রে পর্যায়শব্দরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে 'কার্যানুপলব্ধি', 'কার্যাভাব', 'ব্যাপ্যাভাব' প্রভৃতিও পর্যায়শব্দ।

বিবৃতি

তৃতীয় 'অধ্যাত্ম' প্রমাণসিদ্ধ কার্যকারণভাব এবং তন্মূলক উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের মধ্যে সাধ্য সাধনভাব এক্ষণে আলোচিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 'অধ্যাত্ম' শব্দ প্রকৃত স্থলে 'প্রত্যক্ষ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'আত্মন্' শব্দটি কেবলমাত্র 'ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ' অর্থেই যে প্রযুক্ত হয় তাহা নহে, ব্রহ্ম, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি অর্থেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।[১] বর্তমান ক্ষেত্রে 'আত্মন্' শব্দটি 'অক্ষ' বা 'ইন্দ্রিয়' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'অধ্যাত্ম' প্রমাণ বলিতে 'অধ্যক্ষ' বা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'অধ্যক্ষ' শব্দটি যে 'প্রত্যক্ষ' বাচক সে বিষয়ে কোনও বৈমত্যই নাই। দ্র° 'উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ করণং ভবেৎ' (ভাষা-পরিচ্ছেদ : কারিকা § ১৫২) ইত্যাদি।

পশুপতি মহাদেব অদ্রিসুতা পার্বতীর সমাগমোৎকণ্ঠায় এমনই কাতর হইয়াছিলেন যে অতি ক্লেশে সেই কয়টি দিন—অর্থাৎ অন্তর্বর্তী তিনটি দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।[২] "পশুপতিরপি—" (কুমার° ৬. ৯৫) এই শ্লোকটিতে পার্বতীর সহিত পরিণয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মহাদেবের যে মানসিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেরই মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। এইস্থলে পার্বতীর সহিত সমাগমোৎকণ্ঠারূপ হেতু এবং কৃচ্ছ্রে দিবসযাপনরূপ কার্যের সহিত যে অবিনাভাব বা কার্যকারণভাব-লক্ষণ সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং বিবাহোদ্যত প্রত্যেক পুরুষেরই প্রত্যাত্মবেদনীয়। অতএব অধ্যাত্মসিদ্ধ।[৩] এবং যেহেতু "অদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ" এই একটিমাত্র পদের দ্বারা এই হেতুটি উপস্থাপিত হইয়াছে সেইহেতু ইহা পদার্থরূপ ; আর ইহা বিশেষণরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা আর্থও বটে। টীকাকার রুয্যক সেইজন্য বলিয়াছেন—

১। দ্র° "অধ্যাত্মম্—আত্মসম্বন্ধি।"—[অত্র আত্মানং দেহমিন্দ্রিয়াদিকং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্ম বাধিকৃত্যেতি ব্যুৎপত্তিঃ]—ম° ভীমাচার্য ঝালকিকর : ন্যায়কোশ (১৯২৮)।

২। দ্র° "ভগবান্ পশুপতিস্ত্র্যহমাত্রবিলম্বমপি সোঢুং ন শশাক তদৌৎসুক্যাদিত্যাহ—**পশুপতি**রিতি॥ উৎকং মনো যস্য স উৎকঃ। 'উৎক উন্মনাঃ' ইতি নিপাতঃ। **অদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ** পার্বতীপরিণয়োৎসুকঃ **পশুপতিঃ অপি তানি** ত্রীণীতি শেষঃ। **অহানি কৃচ্ছ্রাদ্ অগময়ৎ** অযাপয়ৎ।..."—মল্লিনাথ। কুমার° ৬. ৯৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাস্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা।
তে ত্র্যহাদূর্ধ্বমাখ্যায় চেরুশ্চীরপরিগ্রহাঃ॥"

৩। তু° "তমর্চিতুং সংবরণস্রজা নৃপং
স্বয়ম্বরঃ সম্ভবিতা পরেদ্যবি।
মমাসুভির্গন্তুমনাঃ পুরঃসরৈ-
স্তদন্তরায়ঃ পুনরেষ বাসরঃ॥"—নৈষধীয়-চরিত : ৯. ৬৫।

"পশুপতিরিত্যাদাবার্থং পদার্থরূপমধ্যাত্মপ্রমাণসিদ্ধসম্বন্ধং সাধনম্।"—ব্যা° বি° ব্যা°।[১]

§ ३७ ।। स हि द्विविधः शाब्दश्चार्थश्चेति। सोऽपि च साध्यसाधनयोः प्रत्येकं पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात् पदार्थस्य च जातिगुणक्रियाद्रव्यभेदेन भेदाद्धर्मधर्मितया च धर्मस्यापि सामानाधिकरण्य-वैयधिकरण्यभेदाद् वाक्यार्थस्य च क्रियात्मनः कारकवैचित्र्येण वैचित्र्याद् यथायोगमन्योन्यसाङ्कर्याद्बहुविध इति तस्य दिङ्मात्रमिदमुपदर्श्यते ।

অনুবাদ

তাহা (অর্থাৎ সেই সাধ্য-সাধনভাব) দ্বিবিধ—শাব্দ ও আর্থ। তাহাও আবার সাধ্য ও সাধনের মধ্যে প্রত্যেকটির পদার্থরূপত্ব এবং বাক্যার্থরূপত্ববশতঃ, পদার্থেরও আবার জাতি গুণ ক্রিয়া এবং দ্রব্যভেদে ভেদবশতঃ, ধর্মত্ব এবং ধর্মিত্ববশতঃ, ধর্মেরও সামানাধিকরণ্য ও বৈয়ধিকরণ্যরূপে ভেদবশতঃ, ক্রিয়াত্মক বাক্যার্থের আবার কারকবৈচিত্র্যনিবন্ধন বৈচিত্র্যহেতু, যোগ্যতানুসারে পরস্পর সাঙ্কর্যহেতু বহুবিধ (হইতে পারে)—অতএব তাহার দিঙ্মাত্র নির্দেশ করা হইতেছে॥

বিবৃতি

সাধ্য-সাধনভাবের শাব্দত্ব আর্থত্ব, পদার্থগতত্ব বাক্যার্থগতত্ব, জাতি-গুণ-ক্রিয়া-দ্রব্যান্যতমত্ব প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারভেদ সম্পর্কে রুয্যকের মত পূর্বেই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

§ ३८ ।। तत्र धर्ममात्रस्य साधनभावे शाब्दो यथा—

"प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद् भरणादपि ।
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ।।"

इति । तस्यैव धर्मस्य समानाधिकरणस्योपादाने सत्यार्थो यथा —

"द्विषतामुदयः सुमेधसा गुरुरस्वन्ततरस्तु मृष्यते ।
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्प्रवणः परिक्षयः ।।"

১। "পশুপতিরপি—" শ্লোকটি রুয্যককৃত 'অলংকারসর্বস্ব' নিবন্ধে 'অর্থাপত্তি' অলংকারের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্র° 'পশুপতিরপি—' অত্র বিভুবৃত্তঃ (°বৃত্তান্তঃ) প্রাকরণিকঃ লোকবৃত্তান্তম্ (ইতরজনবৃত্তান্তম্) অপ্রাকরণিকম্ অর্থাদাক্ষিপতি।"— ঐ, পৃ ১৫৭ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ); পৃ. ১৭৭ (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ)। অপি চ—মল্লিনাথকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি। অত্র হি দ্বিষদুদয়গতস্যাস্বন্তত্বস্য সুমর্ষণত্বস্য চ তৎপরিক্ষয়গতস্য ফলসম্পৎপ্রবণত্বস্য দুর্মর্ষণত্বস্য চার্থঃ সাধ্যসাধনভাবো নিবদ্ধঃ।

অনুবাদ

তন্মধ্যে ধর্মমাত্রের সাধনত্বস্থলে শাব্দ (সাধ্য-সাধনভাব) যথা—

"প্রজানাং বিনয়াধানাৎ···জন্মহেতবঃ॥"

সেই ধর্মেরই সমানাধিকরণ (-ভাবে) উপাদান হইলে (সাধ্য-সাধনভাবটি) আর্থ। যেমন—

"দ্বিষতামুদয়ঃ···ফলসম্পৎপ্রবণঃ পরিক্ষয়ঃ॥"

এইস্থলে দ্বিষদুদয়গত অশুভপরিণামত্ব এবং সুসহত্ব, তথা দ্বিষৎপরিক্ষয়গত ফলসমৃদ্ধিপ্রবণতা এবং দুঃসহত্বের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব আর্থ (-রূপে) নিবদ্ধ হইয়াছে॥

বিবৃতি

বলা হইয়াছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব নানাভেদভিন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় যে স্থলে ধর্মধর্মিভাবাপন্ন, অর্থাৎ উদ্দেশ্যরূপ অংশটি বিধেয়রূপ অংশের ধর্মস্বরূপ, সেইস্থলে ধর্মটি ধর্মিসিদ্ধির প্রতি সাধন বা হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই ধর্মটি আবার যদি একটি মাত্র পদের সাহায্যে প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে তাহা পদার্থরূপ হয়। আর তাহার হেতুত্ব যদি ত্ব-তলাদিপ্রত্যয় এবং পঞ্চমী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ বোধিত হইয়া থাকে, তবে তাহা শাব্দ সাধ্য-সাধনভাবরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ধর্মধর্মিভাবস্থলে পদার্থগত হেতুত্ব যেখানে শাব্দরূপে নিবদ্ধ হয়, সে-স্থলে কোনও বিচ্ছিত্তি বা বৈচিত্র্য থাকে না—ইহাই আলঙ্কারিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। এক্ষণে 'ব্যক্তিবিবেক'-কার ধর্মধর্মিভাবস্থলে ধর্মভূত পদার্থগত শাব্দ হেতুত্বের উদাহরণরূপে 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের ১ম সর্গের অন্তর্গত "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ—" শ্লোকটি উদ্ধার করিতেছেন। উক্ত শ্লোকে দিলীপকে কেন প্রজাগণ পিতা বলিয়া মনে করিত, তাহাই বলা হইয়াছে। দিলীপ প্রজাগণের পিতৃস্বরূপ ছিলেন, কেননা পিতার যে সকল ধর্ম তাহা সবই তাঁহাতে ছিল। তিনি পিতার ন্যায়ই প্রজাবর্গের বিনয়াধান বা শিক্ষাদান করিতেন, তাহাদের রক্ষণ ও ভরণ করিতেন। পিতৃত্বের সহিত বিনয়াধানাদি অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—পিতৃত্ব কারণ এবং বিনয়াধানাদি তাহারই কার্য। সুতরাং ধূমরূপ কার্যের দ্বারা যেমন বহ্নিরূপ কারণের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ বিনয়াধানাদিরূপ কার্যের দ্বারা পিতৃস্বরূপ কারণের সিদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইস্থলে বিনয়াধানাদি সাধন বা হেতু পদার্থরূপ এবং শাব্দও বটে—কেননা পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা তাহার হেতুত্ব সাক্ষাৎ বোধিত হইয়াছে।[১]

১। পদার্থের শাব্দ হেতুত্বস্থলে কোনও বিচ্ছিত্তি বা বৈচিত্র্য না-থাকায় সেই-

অপরপক্ষে ধর্মটি যদি ধর্মিসমানাধিকরণ অর্থাৎ ধর্মিবিশেষণরূপে নিবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার হেতুত্ব অর্থপর্যালোচনাবসেয় বলিয়া আর্থ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মহিমভট্ট মহাকবি ভারবির কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের ২য় সর্গের অন্তর্গত ভীমের উক্তি হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। "দ্বিষতামুদয়ঃ—" (কিরাত° ২ ৮) শ্লোকটিতে পূর্বার্ধে শত্রুর অভ্যুদয় ('দ্বিষতামুদয়ঃ') যদি অত্যন্ত দুরন্ত ('অস্বন্ততরঃ') হয়, তাহা হইলে তাদের 'সুমর্ষণত্ব' বা উপেক্ষণীয়ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইস্থলে শত্রুর অভ্যুদয়টি ধর্মী, 'অস্বন্ততরত্ব' তাহারই ধর্ম এবং 'সুমর্ষণত্ব' (অর্থাৎ 'সুসহত্ব' বা 'উপেক্ষ্যত্ব') বিধেয়। অতএব 'অস্বন্ততরত্ব'-রূপ ধর্মের সাহায্যে 'সুমর্ষণত্ব'-রূপ বিধেয়ের সিদ্ধি হইতেছে। সুতরাং 'অস্বন্ততরত্ব' ধর্ম সাধন এবং 'সুমর্ষণত্ব' সাধ্য। কিন্তু অস্বন্ততরত্বরূপ হেতু বা সাধনটি 'দ্বিষতাম্ উদয়ঃ'-রূপ ধর্মীর বিশেষণ অতএব সমানাধিকরণরূপে নিবদ্ধ হওয়ায় তাহার হেতুত্ব সাক্ষাৎ বোধিত হয় নাই—অর্থপর্যালোচনার দ্বারাই তাহা বেদ্য। সুতরাং এইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবটি আর্থ হইয়াছে। অনুরূপভাবে শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধেও 'শত্রুর পরিক্ষয়' ('দ্বিষতাং··· পরিক্ষয়ঃ') যদি 'ফলসম্পৎপ্রবণ' হয়, তাহা হইলে তাহার 'দুর্মর্ষণত্ব' ('ন···সুমর্ষণঃ') প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইক্ষেত্রে 'ফলসম্পৎপ্রবণত্ব'-রূপ ধর্মটি দুর্মর্ষণত্ব-রূপ সাধ্যের প্রতি সাধন বা হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু এই ধর্মটি 'দ্বিষতাং···পরিক্ষয়ঃ' রূপ ধর্মি-সমানাধিকরণরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেইহেতু এইস্থলেও সাধ্য-সাধনভাব 'আর্থ'।[২]

স্থলে কোন অলংকার স্বীকৃত হয় না। কিন্তু পদার্থের আর্থ হেতুত্ব খ্যাপিত হইলে বৈচিত্র্যনিবন্ধন পদার্থগত 'কাব্যলিঙ্গ' অলংকার স্বীকৃত হইয়া থাকে। শোভাকর মিশ্র তাঁহার 'অলংকার-রত্নাকর' নিবন্ধে পদার্থের শাব্দ হেতুত্বের উদাহরণস্বরূপ "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ—" শ্লোকটি উদ্ধারকরতঃ নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"······অস্য চ পদবাক্যার্থরূপতয়া লিঙ্গস্য দ্বিবিধত্বম্।

'প্রজানাং বিনয়াধানাৎ—'

ইত্যাদৌ পিতৃত্বস্য কারণস্য বিনয়াধানাদিঃ কার্যরূপঃ শাব্দো হেতুত্ববৈচিত্র্যাবহ ইতি পদার্থস্য আর্থমেব হেতুত্বম্।···"—ঐ. পৃ. ১৩৬ (Ed. C R. Devadhar, M. A. / Poona / *Oriental Book Agency* / 1942).

২। দ্র° ॥ দ্বিষতামিতি ॥ ভূতিমুদয়মিচ্ছতা শোভনা মেধা যস্য তেন সুমেধসা সুধিয়া। ···গুরুঃ মহানপি অস্বন্ততরঃ অত্যন্তদুরন্তঃ ক্ষয়োন্মুখ ইত্যর্থঃ। দ্বিষতামুদয়ঃ সুখেন মৃষ্যতে ইতি সুমর্ষণঃ সুসহ উপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। স্বন্তশ্চ দুর্মর্ষণ ইতি ভাবঃ।···মহানপি ফলসম্পৎপ্রবণঃ ফলসিদ্ধ্যুন্মুখঃ। ···পরিক্ষয়ো ন দুমর্ষণঃ ন উপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। অন্যথা তু উপেক্ষ্য ইতি ভাবঃ। ন হি উদয় এব প্রতীকার্যঃ ন চ ক্ষয় এব উপেক্ষ্যঃ। কিন্তু স্বন্তত্বাস্বন্তত্বাভ্যাম্ উভৌ অপি প্রতীকার্যৌ চ ভবতামিত্যর্থঃ।।" —মল্লিনাথ।

§ ३९ ॥ धर्मधर्मिभावाभावे तु पदार्थमात्रस्य साधनत्वाच्छाब्द एव। यथा—

"दुर्मन्त्रान्नृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात् सुतो लालना-
द्विप्रोऽनध्ययनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्।
ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया-
न्मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादाद्धनम् ॥"

इति। एवं वाक्यार्थविषयोऽपि साध्यसाधनभावो द्विविधो बोद्धव्यः। तत्र शाब्दो यथा—

"सरस्यामेतस्यामुदरवलिवीचीविलुलितं
यथा लावण्याम्भो जघनपुलिनोल्लङ्घनपरम्।
यथा लक्ष्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर-
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भः स्मरगजः ॥"

इति। आर्थो यथा—

"निवार्यतामालि! किमप्ययं वटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः।
न केवलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् ॥"

यथा च—

"दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः।
अथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत् ॥"

इति।

অনুবাদ

ধর্মধর্মিভাব না থাকিলে পদার্থমাত্রেরই সাধনত্বনিবন্ধন (সাধ্য-সাধনভাব) কেবলমাত্র শাব্দই (হইতে পারে)। যথা—

"দুর্মন্ত্রান্নৃপতির্বিনশ্যতি—"

এই শ্লোকটিতে।

এইরূপ বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব (-ও) দ্বিবিধ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে শাব্দ যেমন—

"সরস্যামেতস্যাম্—" এই শ্লোকটিতে।

আর্থ যেমন—

"নিবার্য্যতামালি!—" এই শ্লোকে।

কিংবা যেমন—

"দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ—" এই স্থলে।

বিবৃতি

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের মধ্যে ধর্মধর্মিভাব বিদ্যমান থাকিলে পদার্থরূপ হেতু শাব্দ এবং আর্থভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাবও দ্বিবিধ হইয়া থাকে। এক্ষণে বলা হইতেছে যে যেস্থলে ধর্মধর্মিভাব বর্তমান নাই, সেই স্থলে পদার্থরূপ হেতুটি ধর্মিবিশেষণরূপে উপাত্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় আর্থ হেতুত্ব অসম্ভব হইয়া থাকে। ফলে ধর্মধর্মিভাববিরহ স্থলে পদার্থনিষ্ঠ হেতুত্বটি সাক্ষাৎ শব্দবাচ্য (তৃতীয়া পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্তিবেদ্য) হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাবটিও কেবল শাব্দই হইয়া থাকে—কখনও 'আর্থ' নহে। "দুর্মন্ত্রান্নৃপতিঃ—" শ্লোকটিতে নৃপতি-যতি-সুত-বিপ্র-কুল-শীল-প্রভৃতি-নিষ্ঠ বিনাশ বিধেয়, অতএব সাধ্য এবং তাহার প্রতি যথাক্রমে দুর্মন্ত্র, সঙ্গ, লালন, অনধ্যয়ন, কুতনয়, খলোপাসন প্রভৃতি পদার্থ সাধন বা হেতুরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু নৃপতি প্রভৃতির সহিত দুর্মন্ত্র প্রভৃতি পদার্থের ধর্মধর্মিভাব সম্বন্ধ না থাকায় এবং পদার্থগত হেতুত্ব পঞ্চমীবিভক্তি-প্রতিপাদ্য হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাবটি 'শাব্দ' হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এইভাবে পদার্থগত হেতুত্বের শাব্দত্ব ও আর্থত্বভেদে দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন করতঃ মহিমভট্ট বাচ্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেখানে একটি বাক্যার্থ অপর একটি বাক্যার্থের প্রতি হেতু, সেই স্থলে সাধ্য-সাধনভাব বাক্যার্থ-বিষয়ক। বাক্যার্থের হেতুত্ব যেখানে 'যথা', 'যৎ' প্রভৃতি পদের সাহায্যে সাক্ষাৎ বোধিত হয় সেখানে সাধ্য-সাধনভাবটিও শাব্দ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মহিমভট্ট "সরস্যামেতস্যাং—" শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে চতুর্থপাদ-প্রতিপাদ্য বাক্যার্থের প্রতি অবশিষ্ট পাদত্রয়প্রতিপাদ্য বাক্যার্থদ্বয় সাধনরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। শ্লোকটিতে নায়িকার দেহটিকে একটি সরসীর সহিত, উদরের ত্রিবলীকে তাহার তরঙ্গের সহিত, লাবণ্যকে জলরাশির সহিত, জঘনকে পুলিনের সহিত, চঞ্চল নয়নদ্বয়কে মীনযুগলের সহিত এবং উদ্ভিন্নকুচদ্বয়কে স্মররূপ গজের কুম্ভস্থলীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কবি উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন যে, নায়িকার এই লাবণ্যবারিপূর্ণ দেহ-সরোবরে স্মররূপ গজ মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার ফলেই দেহমধ্যস্থিত ত্রিবলী-তরঙ্গের আস্ফালনে লাবণ্য-প্রবাহ জঘনপুলিন অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং মীনরূপী নয়নদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সরোবরের ক্ষেত্রে যেমন তরঙ্গের আস্ফালনে জলরাশির দ্বারা সমুন্নত পুলিনের প্লাবন, মীনরাজির চাঞ্চল্য, পরিণত কুম্ভস্থলীর জলোপরি উন্মগ্নতা প্রভৃতি রূপ কার্যের দ্বারা সরোবর-জলে গজের অবগাহন রূপ কারণ অনুমিত হয়, সেইরূপ নায়িকার দেহের মধ্যভাগে ত্রিবলীর উদ্ভেদ, জঘনস্থলের সমুন্নতি ও গৌরব, নয়নদ্বয়ের চাঞ্চল্য এবং কুচযুগলের পরিপুষ্টিরূপ কার্য্যের দ্বারা দেহমধ্যে স্মরের বা কামের আবির্ভাবরূপ কারণ সিদ্ধ হইতেছে। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই শ্লোকটিতে নায়িকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করা হইয়াছে। স্মরগজ কর্তৃক দেহসরসীতে মজ্জনরূপ রূপকের তাৎপর্য্য নায়িকার

দেহে যৌবনের আবির্ভাব।[১] অতএব যৌবনের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহে যেসকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় কবি সেই সকল সুকৌশলে রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করিয়া কামের পদসঞ্চারকে সূচিত করিয়াছেন। সুতরাং এইস্থলে সাধ্য-সাধনভাব কার্য্য-কারণরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এবং যেহেতু স্মরের আবির্ভাবরূপ কারণসিদ্ধির প্রতি কার্য্যরূপ হেতুসমূহ বাক্যোপস্থাপ্য, এবং যেহেতু 'যথা' এই নিপাতটির প্রয়োগের দ্বারা বাক্যার্থগত হেতুত্বটি সাক্ষাৎ উক্ত হইয়াছে, সেইহেতু এইস্থলে এই সাধ্য-সাধনভাবটিও শাব্দ এবং বাক্যার্থবিষয়ক হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বাক্যার্থবিষয়ক আর্থ সাধ্য-সাধনভাবের উদাহরণস্বরূপ মহিমভট্ট 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য হইতে "নিবার্য্যতামালি! কিমপ্যসৌ বটুঃ—" (কুমার° ৫. ৮৩) শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন।

১। পার্বতীর বয়ঃসন্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন—"মধ্যেন সা বেদি-বিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।"—কুমার° ১.৩৯। বলিত্রয় বহুক্ষেত্রে কবিসম্প্রদায়-কর্তৃক 'তরঙ্গ' রূপেও কল্পিত হইয়াছে—"...মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিঃস্পন্দতামাগতা মদ্দৃষ্টিঃ..."—শ্রীহর্ষকৃত 'রত্নাবলী' (২.১১)। নারীদেহকে লাবণ্যাম্বুপূর্ণ সরোবর অথবা বাপিকা রূপে কল্পনাও সংস্কৃত কবিসম্প্রদায়ে বহুলপ্রচলিত: "আবর্ত্ত এব নাভিস্তে নেত্রে নীল-সরোরুহে। ভঙ্গাশ্চ বলয়স্তেন ত্বং লাবণ্যাম্বুবাপিকা॥"—(সাহিত্য-দর্পণ)। কুচদ্বয়ের সহিত গজকুম্ভের তুলনাও তদ্রূপ—"বক্ষোজাবিভকুম্ভবিভ্রমহরৌ গুর্বী নিতম্বস্থলী" (শৃঙ্গারশতক° ২২); জঘন বা নিতম্বদেশও কবিকল্পনায় পুলিনরূপে আভাত হয়। দ্র° "মুক্তরোধোনিতম্বম্" (পূর্বমেঘ° ৪৩); অপিচ—"স ততার সৈকতবতীরভিতঃ শফরীপরিস্ফুরিতচারুদৃশঃ। ললিতাঃ সখীরিব বৃহজ্জঘনাঃ সুরনিম্নগামুপযতীঃ সরিতঃ॥" (কিরাত° ৬.১৬)। আর নয়নদ্বয়ের মীনরূপে বর্ণনা কবিসময়সিদ্ধ: "মীনবতী নয়নাভ্যাম্"। তু°—

"মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি।" (মেঘ° ১০০)

উদাহৃত শ্লোকটির সহিত বয়ঃসন্ধিবর্ণনবিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়টির ঘনিষ্ঠ ভাবসাম্য লক্ষণীয়:

"মৃদুলবলিললিতমধ্যং পৃথুলকুচং চাঙ্গ বিপুলভুজঘনম্।
পুংনাগস্পৃহণীয়ং স্ফুরতি বনং যৌবনং চ নারীণাম্॥"

অপিচ—"ক্ষোভং ধত্তে যদতিবহলঃ স্নিগ্ধলাবণ্যপূরঃ
প্রত্যঙ্গং যত্তটমনুসরস্ত্যূর্ময়ো বিভ্রমাণাম্।
উন্মগ্নং যৎ স্ফুরতি চ মনাক্ কুম্ভয়োর্দ্বন্দ্বমেতৎ
তন্মন্যেঽস্যাঃ স্মরগজযুবা গাহতে হৃত্তড়াগম্॥"

দ্র° "সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার": পৃ. ২৬৭—২৬৯ ('বয়ঃসন্ধিবর্ণনম্') [নির্ণয়সাগর সংস্করণ]।

ব্রাহ্মণবেষধারী মহাদেব যখন পার্বতীকে পরীক্ষার জন্য তাঁহার সমক্ষে মহাদেবের নানাবিধ নিন্দাকীর্ত্তন করতঃ পার্বতীকে তাঁহার উগ্র তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন পার্বতী তাঁহার সখীকে মহাদেবের নিন্দা হইতে ব্রাহ্মণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য এই শ্লোকটি বলিয়াছিলেন—"হে সখি! এই ব্রাহ্মণবটুকে অপভাষণ করিতে নিবারণ কর। কেননা যে মহাপুরুষের নিন্দা করে সেই যে কেবল পাপের ভাজন হয় তাহাই নহে, যে তাহা শ্রবণ করে তাহারও সমান পাপ হইয়া থাকে।" শ্লোকটিতে "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে—" এই দ্বিতীয়ার্দ্ধপ্রতিপাদ্য বাক্যার্থটি "নিবার্য্যতামালি—"এই প্রথমার্ধ-প্রতিপাদ্য বটুনিবারণক্রিয়ারূপ বাক্যার্থের প্রতি হেতু বা সাধনরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমার্ধপ্রতিপাদ্য বাক্যার্থটিতে হেতুত্ববোধক 'যথা' 'যদি' 'হি' প্রভৃতি কোনও পদ প্রযুক্ত না হওয়ায়, তাহা আর্থ হইয়াছে। উভয় বাক্যার্থের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাবটি আগম বা অধ্যাত্মপ্রমাণসিদ্ধ। কেননা, মহাপুরুষের নিন্দা যে পাপজনক, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই, ইহা শাস্ত্রবচনের দ্বারাই সিদ্ধ, প্রমাণান্তরবেদ্য নহে। টীকাকার রুয্যক সেইজন্য বলিয়াছেন—

"নিবার্য্যতামিতি। অত্র বাক্যার্থস্য সাধনত্বং যত্র সম্বন্ধো বেদসিদ্ধঃ।"[১]

১। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ভোজরাজকৃত 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে—

"যদাপ্তবচনং তদ্ধি জ্ঞেয়মাগমসংজ্ঞয়া।
উত্তমং মধ্যমং চাথ জঘন্যং চেতি তত্রিধা।" (৩.৪৯)

—এই কারিকার বৃত্তিতে নিষেধরূপ উত্তম আগমপ্রমাণের উদাহরণরূপে "নিবার্য্যতাম্ আলি—" শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—"অত্রোত্তরার্ধোক্তনিষেধানুবাদবর্ধিতব্যুৎপত্তের্বয়স্যায়া যোঽয়মপবদমানবটুনিবারণোপদেশস্তস্য 'মহান্তো নাপরাধিতব্যা' ইতি বাক্যার্থে তাৎপর্য্যাদয়ং নিষেধরূপ আগমঃ। তদেতদুভয়মপি অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাদুত্তমম্।।" —টীকাকার রামসিংহ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ননু 'ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে' ইত্যাদি বর্ত্তমানাপদেশাৎ কথং বিধিত্বমত আহ—অত্রোত্তরার্ধেতি। অপভাষণস্য নিন্দার্থবাদেন নিষেধবিধিঃ কল্প্যতে, তেন 'মহান্তো নাপভাষিতব্যা' ইতি বচনব্যক্তিরুন্নীয়ত ইতি।।"—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পৃ. ৩৮৬ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৪)। টীকাকার মল্লিনাথ এই প্রসঙ্গে—

"গুরোঃ প্রাপ্তঃ পরীবাদো ন শ্রোতব্যঃ কদাচন।
কর্ণৌ তত্র পিধাতাব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।।"—এই স্মৃতিবচনটি প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন।

"যঃ করোতি মহাদেবনিন্দামাত্মবিনাশিনীম্।
স পাপিষ্ঠতরস্তস্মাদ্ যঃ শৃণোতি স পাপভাক্।।" (শিবপুরাণ)—প্রভৃতি পুরাণবচনও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'নিবার্য্যতামালি—' এই কুমারসম্ভব-শ্লোকটি কুন্তককৃত 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে 'সংবৃতিবক্রতা'র অন্যতম উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাচ্যার্থবিষয়ক আর্থ সাধ্য-সাধনভাবের অন্য আর একটি উদাহরণস্বরূপে মহিমভট্ট "দিবং যদি প্রার্থয়সে—" (কুমার° ৫.৪৫) শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। শ্লোকটির পূর্বার্ধে স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পার্বতীর তপঃশ্রমের ব্যর্থত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কেননা পিতা হিমালয়ের ভূভাগই দেবভূমি বা স্বর্গ। এইস্থলে 'দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ' এই বাক্যার্থটি সাধ্য এবং তাহারই সাধনরূপে 'পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ' এই বাক্যার্থটি উপন্যস্ত হইয়াছে। এইখানে সাধ্য-সাধনভাবটি কার্য্য-কারণভাবরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রার্থনীয়ত্বের প্রতি কারণ হইতেছে প্রার্থনীয়গত দূরত্ব এবং পরায়ত্তত্ব। অর্থাৎ যাহা দূরবর্ত্তী এবং যাহা স্বায়ত্ত নহে তাহাই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে। 'যদ্ যৎ প্রার্থনীয়ং তৎ তদ্ দূরং পরায়ত্তং চ' এইরূপ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। এবং এইরূপ স্থলে প্রার্থনীয়ত্বরূপ কার্য্যটি ব্যাপ্য এবং দূরত্ব-পরায়ত্তত্বরূপ কারণটি তাহার ব্যাপক। কিন্তু হিমালয়ের প্রদেশসমূহ অদূরবর্ত্তী এবং স্বায়ত্ত অর্থাৎ তাহাতে দূরত্বপরায়ত্তত্বরূপ ব্যাপকের অভাব বা ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং তাহার দ্বারা ব্যাপ্যের অভাব অর্থাৎ প্রার্থনীয়ত্বের অভাব সাধিত হইতেছে। অর্থাৎ প্রথমার্ধে কারণ-বিরুদ্ধোপলব্ধিরূপ সাধনের দ্বারা কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধিরূপ সাধ্যের অবগতি হইতেছে। 'প্রার্থনীয়ত্বের অভাব' রূপ অর্থটিই পূর্বার্ধে 'বৃথা শ্রমঃ' এইভাবে 'শ্রমলক্ষণপ্রবৃত্তিপর্য্যন্ত প্রার্থনার অভাব'-রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বার্ধে বাক্যার্থগত সাধ্য-সাধনভাবটি আর্থ এবং তাহা অবিনাভাবসম্বন্ধমূলক।

দ্বিতীয়ার্ধেও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে সাধ্য-সাধনভাবটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে। কেননা 'অথোপযন্তারং [প্রার্থয়সে] অলং সমাধিনা' এই বাক্যার্থের প্রতি 'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ' এই বাক্যার্থটি হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। পার্বতী যদি পাণিগ্রহীতা (উপযন্তা)-কে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তপস্যা বৃথা; কেননা, রত্ন নিজে কাহারও অন্বেষণ করে না, তাহাকেই অপরে অন্বেষণ করিয়া থাকে। এখানে পার্বতীর প্রার্থয়িতৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু তিনি নিজেই প্রার্থনীয়। যেখানে যেখানে প্রার্থয়িতৃত্ব থাকে সেখানে অপ্রার্থনীয়ত্ব থাকিবেই—এইরূপ অবিনাভাব (ব্যাপ্তি) লোকসিদ্ধ। সুতরাং প্রার্থয়িতৃত্ব-রূপ ধর্মটি ব্যাপ্য এবং অপ্রার্থনীয়ত্ব তাহার ব্যাপক। কিন্তু পার্বতীতে প্রার্থনীয়ত্ব

"যত্র সংব্রিয়তে বস্তু বৈচিত্র্যস্য বিবক্ষয়া।
সর্বনামাদিভিঃ কৈশিৎ সোক্তা সংবৃতিবক্রতা॥"—বক্রোক্তি° ২.১৬

"সংবৃত্যা বক্রতা সংবৃতিপ্রধানা বেতি সমাসঃ। যত্র যস্যাং বস্তু পদার্থলক্ষণং সংব্রিয়তে সমাচ্ছাদ্যতে। ...অত্র বহবঃ প্রকারাঃ সম্ভবন্তি। ...ইদমপরং প্রকারান্তরম্ বিদ্যতে—যত্র স্বভাবেন কবিবিবক্ষয়া বা কেনচিদৌপহত্যেন যুক্তং বস্তু মহাপাতকমিব কীর্ত্তনীয়তাং নার্হতীতি সমর্পয়িতুং সংব্রিয়তে। যথা—'দুর্বচং তদথ মাস্ম ভূন্মৃগঃ—'(কিরাত° ১৩.৪৯)। যথা বা—'নিবার্য্যতামালি—'। অত্রার্জুনমারণং ভগবদপভাষণং চ ন কীর্ত্তনীয়তামর্হতীতি সংবরণেন রমণীয়তাং নীতম্।"—ঐ বৃত্তিঃ পৃ. ১০৮ (Ed. S. K. De. Third Edn. 1961)

আছে। অর্থাৎ অপ্রার্থনীয়ত্বরূপ ব্যাপকের বিরুদ্ধ ধর্মের উপলব্ধি আছে। সুতরাং তাহার দ্বারা প্রার্থয়িতৃরূপ ব্যাপ্য ধর্মের বিরুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রার্থয়িতৃত্বরূপ ধর্ম সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ পার্বতী যেহেতু প্রার্থনীয় সেইহেতু তিনি নিজে কাহাকেও পাইবার জন্য প্রার্থনা বা তদুদ্দেশ্যে সমাধিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে পারেন না। অতএব এখানেও ব্যাপকাভাবরূপ সাধনের দ্বারা ব্যাপ্যাভাবরূপ সাধ্যের সিদ্ধি হইতেছে। তবে এখানে বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবটি আর্থ না হইয়া শাব্দ হইয়াছে, কেননা 'হি' এই নিপাতের দ্বারা 'ন রত্নমণ্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ' এই বাক্যার্থের হেতুত্ব[১] সাক্ষাৎভাবে বোধিত হইতেছে। এখানেও অবিনাভাব সম্বন্ধটি লোকপ্রমাণসিদ্ধ।

§ ३९ ।। अनुमेयार्थविषयो यथा—

"सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ।।"

अत्र हि सर्वत्र सुलभा विभूतयः शूरादीनामित्ययमर्थोऽनुमीयत इत्येतद्वितनिष्यते ।

अनुमितानुमेयार्थविषयो यथा—

"पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ।।"

—इत्यत्र हि नखरञ्जनानन्तरं परिहासपूर्वं सख्या कृताशिषो देव्या यदेतदवचनं माल्येन हननं तत् तदनुभावभूतं तस्याः कौतुकौत्सुक्यप्रहर्षलज्जादिव्यभिचारिसम्पदमनुमापयति । सा चानुमीयमाना सती भगवति भवे भर्त्तरि रतिमनुमापयति । यथा च—

"एवंवादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी ।
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।।"

यथा वा—

"प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी
विपक्षगोत्रं दयितेन लम्भिता ।
न किञ्चिदूचे चरणेन केवलं
लिलेख वाष्पाकुललोचना भुवम् ।।"

১। কালিদাস একাধিকস্থলে অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে / ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্লভঃ কথম্।"—(কুমার° ৫.৪৬); "লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং / শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ।"—(শকু° ৩.১১)।

অনুবাদ

অনুমেয়ার্থবিষয়ক [সাধ্য-সাধনভাব] যথা—

"সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং—" (মহাভারতঃ উদ্যোগপর্ব ৩৫.৭৪)। এইস্থলে 'শূর প্রভৃতির পক্ষে সর্বত্রই বিভূতি সুলভ'—এই অর্থটি অনুমিত হইতেছে, ইহা পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক [সাধ্য-সাধনভাব] যথা—

"পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন—"

এইখানে নখরঞ্জনের পর দেবী (পার্বতী) কর্তৃক কৃতাশীর্বাদ সখীকে মৌন অবলম্বন-পূর্বক মাল্যের দ্বারা যে তাড়ন (বর্ণিত হইয়াছে), তাহা অনুভাব স্বরূপ এবং (ফলে) অনুমানের দ্বারা তাঁহার (অর্থাৎ দেবীর) কৌতুক, ঔৎসুক্য, প্রহর্ষ, লজ্জা প্রভৃতি ব্যভিচারি (-ভাব-) রাজির জ্ঞান জন্মাইতেছে। তাহাও [ব্যভিচারিভাব-সমূহ] আবার অনুমিত হইয়া ভর্ত্তা ভগবান্ মহাদেবের প্রতি [পার্বতীর] রতির অনুমিতিজ্ঞানের উদ্রেক করিতেছে। অথবা যেমন—

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ—"

কিংবা—"প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ কুসুমানি মানিনী—" [ইত্যাদি স্থলে]।

বিবৃতি

পূর্বেই বাক্যপ্রতিপাদ্য অর্থের বাচ্য ও অনুমেয়রূপে দ্বৈবিধ্য কথিত হইয়াছে এবং বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখন অবসরপ্রাপ্ত অনুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব আলোচিত হইতেছে। ব্যক্তিবাদিগণ শব্দের অভিধাতিরিক্ত লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা এই দ্বিবিধ ব্যাপার স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অনুরূপভাবে অভিধেয় বা বাচ্য অথবা মুখ্য অর্থ ভিন্ন লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য এই দ্বিবিধ অতিরিক্ত অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেহেতু মহিমভট্ট শব্দের অভিধাতিরিক্ত কোনও শক্তিই স্বীকার করেন না, সেইহেতু শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ ছাড়া অন্য কোনওরূপ অর্থই তাঁহার মতে সম্ভব নহে। ব্যক্তিবাদিগণের মতে যাহা লক্ষ্য বা ব্যঙ্গ্য অর্থরূপে স্বীকৃত মহিম-ভট্টের মতে তৎসমুদয় অর্থেরই অনুমাপকস্বরূপ শক্তির দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্বনিবাদিসম্মত লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ অনুমেয়ার্থ ভিন্ন কিছু নহে। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের অনুপপত্তি মহিমভট্ট বিস্তৃতভাবে পরে আলোচনা করিবেন। অতএব বস্তু, অলংকারও রসভেদে ধ্বনিবাদিগণ যে ব্যঙ্গ্যার্থের ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন, সে সকলই ব্যক্তিবিবেককারের মতে অনুমিতিবেদ্য বা অনুমেয়। এবং বাক্যবোধিত অভিধেয়ার্থ বা বাচ্যার্থ হইতে যেহেতু এই সমুদয় অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইহেতু বাক্যার্থের সহিত এই সকল অর্থের সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধও অবশ্যই থাকিতে হইবে। কেননা, অর্থদ্বয় পরস্পর অসম্বদ্ধ হইলে একটির দ্বারা অপরটির বোধ হইতে পারে না। সুতরাং

বাচ্যার্থের সহিত রসাদিরূপ অর্থের সাধ্য-সাধনভাবরূপ বা অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধবশতঃ বাচ্যার্থরূপ সাধন হইতে রসাদিরূপ সাধ্য অর্থের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে—এবং সাধ্য-সাধনভাব বা লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব যেহেতু অনুমিতিরই ভিত্তিস্বরূপ সেইহেতু রসাদিরূপ অর্থ অনুমেয়ার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে বাচ্য হইতে সাক্ষাৎভাবে যেখানে রসাদিরূপ অর্থের বোধ জন্মে সেখানে সাধ্য-সাধনভাবটিও শুদ্ধ অনুমেয়ার্থবিষয়ক। আর যেখানে বাচ্য অর্থ হইতে প্রথম রসাদিরূপ কোনও একটি অর্থের অনুমিতির দ্বারা বোধ জন্মিবার পর সেই দ্বিতীয় অনুমেয়ার্থ হইতে অপর কোনও রসাদিরূপ তৃতীয় অর্থের প্রতীতি জন্মে, সেইস্থলে বাচ্যার্থ হইতে প্রথমতঃ অনুমিত অর্থের দ্বারা পর্য্যন্তে রসাদিরূপ অনুমেয়ার্থের বোধ হয় বলিয়া সাধ্য-সাধনভাবটিকে সেই ক্ষেত্রে অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক বলা হইয়া থাকে।[১] তবে অনুমেয়ার্থবিষকই হউক অথবা

১। এইস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে ধ্বনিবাদিগণ কেবল বাচ্যার্থেরই ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করেন নাই, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দ্র° "অর্থাঃ প্রোক্তাঃ পুরা তেষাম্ অর্থব্যঞ্জকতোচ্যতে।" —অর্থাঃ বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ। তেষাং বাচকলাক্ষাণিকব্যঞ্জকানাম্।' —মম্মট : কাব্যপ্রকাশ ৩.১ কারিকা ও বৃত্তি। কিন্তু যেহেতু মহিমভট্টের মতে বাচ্যব্যতিরিক্ত সকল অর্থই, তাহা লক্ষ্য অথবা ব্যঙ্গ্য যাহাই হউক না কেন—সবই অনুমেয়, সেইহেতু বাচ্য অর্থের দ্বারা যে স্থলে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হয়, সেইস্থলে ব্যক্তিবিবেককারের মতে তাহা অনুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবের উদাহরণ; অপর পক্ষে যেস্থলে বাচ্যার্থাতিরিক্ত (লক্ষ্য বা ব্যঙ্গ্য) অর্থ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি হয় সেইস্থলে অনুমিতানুমেয় (অর্থাৎ অনুমিত লক্ষ্য বা ব্যঙ্গ্য অর্থ হইতে পুনরায় অনুমানের দ্বারা বেদ্য ব্যঙ্গ্য প্রভৃতি অর্থান্তর) অর্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে একবার মাত্র অনুমিতি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একাধিকবার অনুমিতির সাহায্যে পরম্পরাক্রমে বিবক্ষিত অর্থের পর্য্যবসানে প্রতীতি ঘটে—এইটুকু মাত্রই ভেদ। পঞ্চমোল্লাসে মম্মটাচার্য্যও অনুরূপভাবে 'নিয়তসম্বন্ধ', 'অনিয়তসম্বন্ধ' এবং 'সংবন্ধসম্বন্ধ' এই ত্রিবিধ ব্যঞ্জনাব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন। দ্র° "তত্র 'অত্তা এথ—' ইত্যাদৌ নিয়তসম্বন্ধঃ, 'কস্স ণ হোই রোসো—' ইত্যাদাবনিয়তসম্বন্ধঃ,

'বিবরীঅরএ লচ্ছী বহ্মং দট্ঠূণ ণাহিকমলট্ঠম্।
হরিণো দাহিণণয়ণং রসাউলা ঝত্তি ঢক্কেই ॥'

ইত্যাদৌ সম্বদ্ধসম্বন্ধঃ। অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণনয়নস্য সূর্য্যাত্মতা ব্যজ্যতে, তন্নিমীলনেন সূর্য্যাস্তময়ঃ, তেন পদ্মস্য সংকোচঃ, ততো ব্রহ্মণঃ স্থগনম্, তথা সতি গোপ্যাঙ্গস্যাদর্শনাদনির্ষন্ত্রণং নিধুবনবিলসিতমিতি।"—কাব্যপ্রকাশ : ৫ম উল্লাস। কাব্যপ্রকাশকারের মতে শেষোক্ত সম্বদ্ধসম্বন্ধ ব্যঞ্জনাব্যাপার ব্যক্তিবিবেকসম্মত অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবের সহিত তুলনীয়।

অনুমিতানুমেয়ার্থ বিষয়কই হউক, সাধ্য-সাধনভাব উভয়ক্ষেত্রেই অবিশিষ্ট—কেননা, সাধ্য-সাধনভাব না থাকিলে অর্থান্তরের অনুমিতিই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। মহিমভট্ট এইক্ষণে যথাক্রমে অনুমেয়ার্থবিষয়ক এবং অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইতঃপূর্বে অনুমেয় অর্থের বস্তুমাত্র, অলংকার এবং রসাদিভেদে ত্রৈবিধ্য কথিত হইয়াছে। "সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্—" শ্লোকটিতে 'শূর, কৃতবিদ্য এবং সেবকের পক্ষে পার্থিব বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য সাতিশয় সুলভ'—এই বস্তুরূপ অর্থটি শ্লোকটির বাচ্যার্থ হইতে অনুমিত হইতেছে। ব্যক্তিবিবেককার তৃতীয় বিমর্শে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"অত্র শূরাদীনাং ত্রয়াণাং সর্বত্রৈব স্বাধীনাঃ সম্পদো ভবন্তীতি সাধ্যম্। তত্র সুবর্ণপুষ্পপৃথিবীচয়নে কর্তৃত্বাভিধানং তেষাং হেতুঃ ॥"

বাচ্যার্থ এবং অনুমেয়ার্থ এই উভয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাবটিও সেই প্রসঙ্গেই বিস্তৃতভাবে মহিমভট্ট আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সংক্ষেপে তাহার প্রতি ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই তিনি বিরত হইয়াছেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে "সুবর্ণপুষ্পাম্—" এই শ্লোকটি আনন্দবর্ধনাচার্য্য কর্ত্তৃক ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতে লক্ষণামূলক অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচন-টীকায় শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"সুবর্ণপুষ্পামিতি। সুবর্ণানি পুষ্প্যতীতি সুবর্ণপুষ্পা। এতচ্চ বাক্যমেবাসম্ভবৎ-স্বার্থমিতি কৃত্বাঽবিবক্ষিতবাচ্যম্। তত এব পদার্থমভিধায় অন্বয়ং চ তাৎপর্যশক্ত্যাবগময্যৈব বাধকবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্যাৎ সুলভসমৃদ্ধিসম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি। তল্লক্ষণাপ্রয়োজনং শূরকৃতবিদ্যসেবকানাং প্রাশস্ত্যম্ অশব্দবাচ্যত্বেন গোপ্যমানং সন্নায়িকাকুচকলশযুগলমিব মহার্ঘতামুপযদ্ ধ্বন্যত ইতি।…"—লোচন, পৃ. ১৩৭-৩৮ (কাশী সংস্করণ)।

সুতরাং শূর কৃতবিদ্য এবং সেবক—এই ত্রিবিধ পুরুষের "সুলভসমৃদ্ধিসম্ভারভাজনতা"-রূপ অর্থ বাচ্যার্থের সহিত সাদৃশ্যসম্বন্ধবশতঃ লক্ষণাশক্তির দ্বারা বেদ্য এবং সেই লক্ষণার প্রয়োজনভূত শূর কৃতবিদ্য এবং সেবকের 'প্রাশস্ত্য' রূপ অর্থ ব্যঞ্জনা-শক্তিবেদ্য অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য —ইহাই আচার্য্য আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্ত, উভয়েরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্যক্তিবিবেককারের মতে যেহেতু বাচ্যাতিরিক্ত সকল অর্থই 'অনুমেয়', সেইহেতু উপরি উক্ত দ্বিবিধ অর্থই (লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য) তাঁহার মতে অনুমেয়রূপে পরিগণিত। ব্যক্তিবিবেককার যাহা "সর্বত্র সুলভা বিভূতয়ঃ শূরাদীনাম্ ইত্যয়মর্থঃ" রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ অভিনবগুপ্ত-নির্দিষ্ট "সুলভসমৃদ্ধিভাজনতা"-রূপ অর্থেরই পর্য্যায়মাত্র, অতএব ব্যক্তিবাদিগণের মতে তাহা লক্ষ্য; কিন্তু মহিমভট্টের সিদ্ধান্তানুসারে তাহাও 'অনুমেয়' মাত্র।[১]

১। হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে লক্ষণামূলক বস্তুধ্বনির উদাহরণরূপে

'পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন—' এই শ্লোকটি (কুমার° ৭.১৯) মহিমভট্ট অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। বিবাহলগ্নের পূর্বমুহূর্তে বধূবেষধারিণী পার্বতীর প্রসাধনকালে তাঁহার নর্মসখী পরিহাসপূর্বক তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং পার্বতী যেভাবে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, সংক্ষেপে এই শ্লোকটিতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পার্বতীর চরণদ্বয়, অলক্তকরাগের দ্বারা রঞ্জিত করিবার পর প্রিয়সখী তাঁহাকে এই বলিয়া আপন মনোগত আশংসা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ইহার দ্বারা পতি মহাদেবের মৌলিস্থিত চন্দ্রকলাকেও যেন তুমি স্পর্শ করিও।"[১] সখীর এই নর্মবচন শুনিয়া পার্বতী কিছুই না বলিয়া শুধু হস্তস্থিত মাল্যের দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়াছিলেন। এই

"সুবর্ণপুষ্পাম্—" শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া মূলতঃ অভিনবগুপ্তাচার্য্যের সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। দ্র° "লক্ষকশব্দশক্তিব্যঙ্গ্যং বস্তু···বাক্যে যথা—

'সুবর্ণপুষ্পাম্—' ইতি।

ইদং হি বাক্যমসম্ভবৎস্বার্থং সৎ সাদৃশ্যাৎ সুলভসমৃদ্ধিসম্ভারভাজনতাং লক্ষয়ৎ শূরকৃতবিদ্যসেবকানাং প্রাশস্ত্যং ধ্বনতি॥"—ঐ, পৃ. ৪৫। ইহারই স্বোপজ্ঞ টীকায় হেমচন্দ্র শ্লোকটির যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যথা—"সুবর্ণপুষ্পামিতি। সুবর্ণং ন তু তাম্রাদি। পুষ্পাণি প্রতিদিনং গ্রাহ্যাণি ন তু দীনারাদিবৎ সকৃদ্ গ্রাহ্যাণি। পৃথিবীং ন তু নগরাদিমাত্রং চিন্বন্তি প্রত্যহং গৃহীতসারাং কুর্বতে। পুরুষা ইতি। অন্যে স্বকার্য্যকরাঃ। এয় ইতি ন তু চত্বারঃ। এবং শূরঃ পরাক্রমেণ দুর্ধর্ষকার্য্যকারী। কৃতা পরং ধারাধিরোহং নীতা বিদ্যা তত্ত্বাববোধহেতুর্যেন। সেবক ইতি সেবাজ্ঞ ইতি বা বক্তব্যে জ্ঞানস্যালৌকিকত্বমনৌচিত্যাদ্যগণনাদি চ ধ্বনিতুং যশ্চেত্যাদি কৃতম্। শূর-কৃতবিদ্যবৎ সেবাজ্ঞস্য নির্গুণস্যাপি লাভপ্রাপ্তিরিতি ত্রয়শ্চকারাঃ..."—কাব্যানুশাসন-বিবেক, পৃ. ৪৫ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)। অপি-চ দ্রষ্টব্য : "সুবর্ণপুষ্পাম্—" ইত্যাদৌ তু শূরাদিভিঃ সহ সুবর্ণপুষ্পপৃথিবীকর্মকস্য চয়নস্যানুপপদ্যমানান্বয়ত্বাৎ সাদৃশ্যস্বাজন্যেন উপমেয়ভূতস্য বহুলাভত্বস্য তৎসদৃশস্য যা লক্ষণা তদ্দ্বারেণ গর্ভীকৃতোপমানোপমেয়ভাবা অসংভবদ্বাচ্যার্থা নিদর্শনা দ্রষ্টব্যা। যদুক্তম্—অভবন্ বস্তুসম্বন্ধ ইত্যাদি। ভট্টবামনেন চাত্র বক্রোক্তিব্যবহারঃ প্রবর্ত্তিতঃ যদবোচৎ—"সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিরিতি।"—প্রতীহারেন্দুরাজ : লঘুবৃত্তি-টীক *Kāvyālaṃkāra-sāra-saṃgraha* of Udbhaṭa : Ed. N. D. Banhaṭṭi) pp. 87-88.

১। টীকাকার মল্লিনাথ শ্লোকটিতে 'অনেন' এই একবচনান্ত পদপ্রয়োগের উপপাদনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "অনেন চরণেন। রঞ্জনে দ্বয়োরপি নিয়মাচ্চরণাবিত্যুক্ত্যাপি ঔচিত্যাৎ তাড়নবিধৌ একতরপরামর্শ ইত্যাহুঃ।" কিন্তু রুয্যক তাঁহার 'সাহিত্যমীমাংসা'-গ্রন্থে শ্লোকটি 'অপোদ্ধার' রূপ প্রক্রিয়ার উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"পদার্থ

কিছুই না বলিয়া মাল্যের দ্বারা সখীকে আঘাত—ইহা একটি অনুভাব, এবং এই অনুভাব-রূপ কার্য্যের দ্বারা পার্বতীগত কৌতুক, ঔৎসুক্য, প্রহর্ষ, লজ্জা প্রভৃতি তাহার কারণীভূত ব্যভিচারিভাবসমূহকে সূচিত করিতেছে। টীকাকার রুয্যক এইস্থলে বলিয়াছেন যে, সখীকর্তৃক বিশিষ্ট আশীর্বচন ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের বিভাব এবং পার্বতী কর্তৃক মূকভাবে মাল্যের দ্বারা সখীর তাড়ন সেই সকল ব্যভিচারিভাবেরই অনুভাব। এই উভয়ই (অর্থাৎ বিভাব এবং অনুভাব) যথাক্রমে কারণত্ব এবং কার্য্যত্ব নিমিত্ত ঔৎসুক্যাদিব্যভিচারিভাবের জ্ঞান জন্মাইতেছে। আবার এই ব্যভিচারিভাব সহকারিত্বনিবন্ধন পার্বতীনিষ্ঠ মহাদেব-বিষয়ক রতিরূপ স্থায়িভাবের অনুমানের দ্বারা জ্ঞান উদ্রেক করিতেছে। এইস্থলে রুয্যক একটি উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন, যেমন রূপের দ্বারা রসের বোধ হয়, কেননা রূপ এবং রস পরস্পর সহকারী, সেইরূপ রতি-রূপ স্থায়িভাব এবং ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব সমানাশ্রয়ত্বনিবন্ধন এবং পরস্পরোপকারকত্বহেতু সহকারী হওয়ায় ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব হইতে রতিরূপ স্থায়িভাবের অনুমিতি সম্ভব হইয়া থাকে। এইস্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে রুয্যকের—" "স চ সহকারিত্বাদ্ রূপমিব রসো রতিস্থায়িভাবং গময়তি", এই পংক্তিটিতে "একসামগ্র্যধীনত্বাৎ রূপাদে রসতো গতিঃ। হেতুধর্মানুমানেন ধূমেন্ধনবিকারবৎ।।"—এই কারিকাটিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[১]

সমবায়ার্থবিশেষস্য সর্বনাম্না পৃথক্ প্রত্যবমর্শাৎ স্বশব্দেনাবস্থানমপোদ্ধারঃ। যথা— 'পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেনে'-ত্যাদি। অনেনেতি রঞ্জয়িত্বাপদার্থেন সমবায়িনো রাগস্য পৃথক্ প্রত্যবমর্শনম্।—"—সাহিত্যমীমাংসা, ৬ষ্ঠ প্রকরণ, পৃ ১১৩ (ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালা)।

১। বৌদ্ধদার্শনিক শান্তরক্ষিত-প্রণীত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের ১৪২৪-২৫ কারিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার কমলশীল উক্ত কারিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেখানকার পাঠটি প্রমাদপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। দ্র°—

"প্রভঞ্জনবিশেষশ্চ কৃত্তিকোদয়কারণম।
যঃ স এব হি সন্তত্যা রোহিণ্যাসত্তিকারণম্।।১৪২৪।।
হেতুধর্মপ্রতীতিশ্চ তৎপ্রতীতিরতো মতা।
তৎপ্রতীতিঃ স্বতন্ত্রাঽস্তি ন তু কাচিদিহাপরা।।১৪২৫।।"

"রোহিণ্যাসত্ত্যা তর্হি কৃত্তিকোদয়স্য কঃ প্রতিবন্ধঃ ইত্যাহ—প্রভঞ্জনেত্যাদি। প্রভঞ্জনো বায়ুঃ। অত্রাপ্যেকসমগ্র্যধীনত্বাদ্ হেতুধর্মানুমানমিতি। যথোক্তম্—
"একসামগ্র্যধীনত্বং স্বরূপাদেঃ সতো গতিঃ।
হেতুধর্মানুমানেন ধূমেন্ধনবিকারবৎ।। ইতি।।"

Tattva-Saṃgraha of Śāntarakṣita / with commentary *Pañjikā* of Kamalaśila, Vol. I, p. 417 (GOS. 1926).

'পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলাম্—' এই শ্লোকটি আলংকারিকগণ কর্তৃক বহুত্র 'বিহৃত' সংজ্ঞক দেহবিকারের উদাহরণরূপে পঠিত হইয়াছে। দ্র° "ব্যাজাদেঃ প্রাপ্তকালস্যাপ্য-বচনং বিহৃতম্। ব্যাজো মৌগ্ধ্যাদিপ্রখ্যাপনাশয়ঃ। আদিগ্রহণান্মৌর্খ্যলজ্জাদিপরিগ্রহঃ। ততো ভাষণাবসরেঽপ্যভাষণং বিহৃতম্। যথা—'পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন—' ইতি।" —হেমচন্দ্র: কাব্যানুশাসন, পৃ. ৩১৪।[১]

মহাদেব যখন মানভঞ্জনের জন্য কুপিতা পার্বতীর চরণদ্বয়ে আনত হইবেন, তখন তাঁহার শিরঃস্থিত চন্দ্রকলা পার্বতীর চরণের অলক্তকরাগের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উঠিবে, ইহাই সখীর পরিহাসের তাৎপর্য। 'চন্দ্রকলা' (যেহেতু শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ), যাঁহাকে স্বয়ং মহাদেবও মস্তকে ধারণ করেন,—সেই প্রতিনায়িকা বা সপত্নীকেও পার্বতী জয় করিলেন, ইহাও সখীর ইঙ্গিত। এই ভাবটি মেঘদূতের—

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা॥—(পূর্বমেঘ ৫০)

প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অপি চ মালবিকাগ্নিমিত্র ৩.১২, ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।[২]

তু° Prof. Carveth Reid has enumerated five causes of Unirformities of Co-existence, which cannot be supposably subsumed under a wider Principle of Co-exitence corresponding to Causation, the principle of sucession. These are as follows :—
....(3) Co-existence due to Causation ; such as the position of objects in space at any time....the relative position of rocks in geological strata, and of trees in a forest, are due to causes." The Buddhist has also noticed such co-existence between the co-effects of a common cause, as between smoke and transformation of fuel, between colour and taste in a fruit."—Dr. Satkari Mookerjee : *The Buddhist Theory of Universal Flux*, p. 374 (University of Calcutta, 1935).

১। তু° 'প্রাপ্তকালং ন যদ্ ব্রূয়াদ্ ব্রীড়য়া বিহৃতং হি তৎ।'—দশরূপক ২.। অপিচ ভরতনাট্যশাস্ত্র, ২২.২৩। ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ৫.৩৪৯ প্রভৃতি আলোচ্য।

২। তু° "To make the heroines strike their lovers with their foot—the love sport seems to be a favourite idea with Kālidāsa."—M.R. Kale.

অনুমিতানুমেয়ার্থ সাধ্য-সাধনভাবের অপর একটি উদাহরণরূপে মহিমভট্ট কুমার-সম্ভবেরই "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ—" (কুমার°) শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। এখানে মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যখন পিতা হিমালয়ের নিকট মহাদেবের সহিত পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন পিতার পার্শ্ববর্তিনী পার্বতীর লজ্জারূপ ব্যভিচারিভাব কালিদাস শ্লোকটিতে অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পার্বতী আনতবদনে কিছু না বলিয়া আপন হস্তধৃত লীলাকমলের দলগুলি গণনা করিয়াছিলেন মাত্র। শ্লোকটি পিতার পার্শ্ববর্তিত্ব ('পার্শ্বে পিতুরধোমুখী') এবং 'দেবর্ষি অঙ্গিরাকৃত এবংরূপ বিবাহপ্রস্তাবের অবতারণা' ('এবংবাদিনি দেবর্ষৌ')-রূপ অর্থদ্বয় লজ্জাখ্য ব্যভিচারিভাবের কারণ বা বিভাবস্বরূপ; আর পার্বতীর 'অধোমুখীভাব' এবং 'লীলাকমলপত্রগণনা' তাহারই (লজ্জারই) কার্য্য বা অনুভাবভূত। উভয়ে মিলিত হইয়া পার্বতীর লজ্জাখ্য ব্যভিচারিভাবের অনুমিতি জন্মাইতেছে। অতঃপর সেই লজ্জারূপ ব্যভিচারিভাবটি অনুমিত হইয়া আপন সহচারিভূত পার্বতীগত মহাদেববিষয়ক রতিস্থায়িভাবটির বোধ জন্মাইয়া দিতেছে, তাহাও অনুমিতি স্বরূপ। সুতরাং অনুমিত (লজ্জারূপ) অর্থের দ্বারা পুনরায় (রতিরূপ) অর্থান্তরের অনুমিতি হওয়ায় এইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবটি অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্র° রুয্যক: ব্যা° বি° ব্যা°।[১]

ধ্বন্যালোক ৩.৩৯ কারিকাস্থ বৃত্তিগ্রন্থে "পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন—" শ্লোকটি গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' টীকায় শ্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

> "পত্যুরিতি। অনেনেতি অলক্তকোপরক্তস্য হি চন্দ্রমসঃ পরভাগলাভোঽনবরত-পাদপতনপ্রসাদনৈর্বিনা ন পত্যুর্ঝটিতি যথেষ্টানুবর্তিন্যা ভবিতব্যম্ ইতি চোপদেশঃ। শিরোধৃতা যা চন্দ্রকলা তামপি পরিভবেতি সপত্নীলোকাপজয় উক্তঃ।
>
> নির্বচনম্মিতি। অনেন লজ্জাবহিত্থহর্ষের্ষ্যা-সাধ্বস-সৌভাগ্যাভিমানপ্রভৃতি যদ্যপি ধ্বন্যতে। তথাপি তন্নির্বচনশব্দার্থস্য কুমারীজনোচিতস্য অপ্রতিপত্তি-লক্ষণস্যার্থস্যোপস্কারকতাং কেবলমাচরতি। উপাস্কৃতস্তর্থঃ শৃঙ্গারাঙ্গ-তামেতীতি।।"—ধ্বন্যালোক, পৃ. ৪৮১ (কাশী সংস্করণ)।

১। ধ্বন্যালোক ২.২২ কারিকার বৃত্তিতে ধ্বনিকার 'এবংবাদিনি—' শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন: "অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং শব্দব্যাপারং বিনৈব অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি। ..."—ঐ.পৃ. ২৪৮। কিন্তু শ্লোকটিতে ব্যভিচারি-ভাব ধ্বনিত হইয়া পুনরায় অভিলাষশৃঙ্গার-রূপ রসকেই যে শেষ পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিতেছে ইহাও আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবেই ধ্বন্যালোক ৩.৪৩ কারিকাস্থ বৃত্তিতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ

অনুমিতানুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবের তৃতীয় উদাহরণ—"প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ কুসুমানি মানিনী" শ্লোকটি। ভারবিরচিত কিরাতার্জুনীয়ের অষ্টম সর্গে অপ্সরোগণের বনবিহারবর্ণনার অন্তর্গত এই শ্লোকটিতে কোনও অপ্সরাকে উদ্দেশ করিয়া প্রিয়কর্তৃক কুসুমগুচ্ছপ্রদান বর্ণিত হইয়াছে। দয়িতজন যখন উচ্চৈঃস্বরে কোনও অপ্সরাকে সম্বোধন করিয়া কুসুমিত বৃক্ষ হইতে কুসুমরাজি চয়ন করিয়া তাহাকে উপহার দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তখন হয়ত ভ্রমবশতঃ বিপক্ষরমণী অর্থাৎ সপত্নীজনের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিল। এই গোত্রস্খলনজনিত অপরাধ স্মরণ করিয়া সেই অভিমানবতী অপ্সরো-রমণী প্রিয়সম্বোধনের কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে চরণ-নখের দ্বারা ভূমিবিলেখন করিয়াছিল। এখানে বিপক্ষগোত্রগ্রহণরূপ বিভাব এবং অবচনরূপ অনুভাবের দ্বারা লজ্জা ঈর্ষ্যা-জনিত নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের অনুমিতি হইতেছে; এবং পর্য্যবসানে সেই অনুমিত লজ্জাদি ব্যভিচারিভাব হইতে পুনরায় সহচারিস্বরূপ সম্বন্ধবশতঃ ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভরূপ শৃঙ্গাররসের অনুমিতি হইতেছে। সুতরাং এইস্থলে সাধ্য-সাধনভাবটি অনুমিতানুমেয়ার্থ বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে।[১]

করিয়াছেন। দ্র° "তত্র স্বপ্রভেদসংকীর্ণত্বং কদাচিদনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবেন। যথা—'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদৌ। অত্র হ্যর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রভেদেনালক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রভেদোঽনুগৃহ্যমাণঃ প্রতীয়তে।..." —ঐ. পৃ. ৫০২। লোচনকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"লজ্জয়া হি প্রতীতয়া অভিলাষশৃঙ্গারোঽত্রানুগৃহ্যতে ব্যভিচারিভূতত্বেন।" —ঐ. পৃ. ৫০২।

১। 'প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ—' শ্লোকটি ধ্বন্যালোকের ৩.৩৯ কারিকার বৃত্তিতে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণরূপে পঠিত হইয়াছে। দ্র° "অত্র...'ন কিঞ্চিদূচে' ইতি প্রতিষেধমুখেন ব্যঙ্গ্য-স্যার্থস্য উক্ত্যা কিঞ্চিদ্‌বিষয়ীকৃতত্বাদ্ গুণীভাব এব শোভতে।..." —ঐ. পৃ. ৪৮২। অভিনবগুপ্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আপন উপাধ্যায়ের (ভট্টেন্দুরাজ না ভট্টতৌত?) নিজস্ব ব্যাখ্যানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"উচ্চৈর্যানি কুসুমানি কান্তয়া স্বয়ং গ্রহীতুমশক্যত্বাদ্ যাচিতানীত্যর্থঃ। অস্মদুপাধ্যায়াস্তু হৃদ্যতমানি পুষ্পাণি অমুকে, গৃহাণ গৃহাণেত্যুচ্চৈস্তারস্বরেণা-দরাতিশয়ার্থং প্রযচ্ছতা। অতএব লজ্জিতেতি। ন কিঞ্চিদিতি। এবংবিধেষু শৃঙ্গারবিষয়েষু তামেবায়ং স্মরতীতি মানপ্রদর্শনমেবাত্র ন যুক্তমিতি সাতিশয়মন্যুসম্ভারো ব্যঙ্গ্যো বচননিষেধস্যৈব বাচ্যস্য সংস্কারঃ।..." —লোচন, পৃ. ৪৮২।

ভোজদেব তাঁহার 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'—গ্রন্থে 'প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ—" শ্লোকটি 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কারের অন্যতম উদাহরণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কারের লক্ষণ ভোজদেবের মতে

§ ४० ।। यथा च वाक्यार्थविषये साध्यसाधनभावे साध्यसाधनप्रतीत्योः सुलक्षः क्रमभावः, तथा वस्तुमात्रादावनुमेयविषयेऽप्यवगन्तव्यः। केवलं रसादिध्वनुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव इति सहभावभ्रान्तिमात्रकृतस्तत्रान्येषां व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावाभ्युपगमः, तन्निबन्धनश्च ध्वनिव्यपदेशः। स तु तत्रौपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः, तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाधितत्वात्। उपचारस्य च प्रयोजनं सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम। तद्धि मुख्ये चित्रपुस्तकादौ[1] व्यक्तिविषये परिदृष्टमेव।

অনুবাদ

যেমন বাক্যার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবস্থলে সাধ্য-প্রতীতি এবং সাধন-প্রতীতি এই উভয়ের মধ্যে ক্রমভাব বা পৌর্বাপর্য্য স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়, সেইরূপ [অনুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাব স্থলে] যেখানে বস্তুমাত্রাদি অনুমেয় সেইখানেও [সাধ্যপ্রতীতি এবং সাধনপ্রতীতির মধ্যে সুস্পষ্ট ক্রমভাব] বুঝিতে

"ইঙ্গিতাকারলক্ষ্যোঽর্থঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মগুণাত্তু সঃ।
সূক্ষ্মাৎ প্রত্যক্ষতঃ সূক্ষ্মোঽপ্রত্যক্ষ ইতি ভিদ্যতে।।
বাচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চ সূক্ষ্মোঽত্র দ্বিবিধো মতঃ।
ইঙ্গিতাকারলক্ষ্যত্বং লক্ষ্যসামান্যমেতয়োঃ।।" —সরস্বতী° ৩. ২১-২২

"প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ—" শ্লোকটি প্রতীয়মান ইঙ্গিতাকারলক্ষ্য সূক্ষ্মের উদাহরণ। দ্র° "তদেবোভয়লক্ষ্যং যথা—'প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ—'। অত্র চরণেন ভূমিলেখনম্ ইঙ্গিতম্, দৃশোর্বাষ্পাকুলত্বমাকারস্তাভ্যাং গোত্রস্খলনোদ্ভবো মানিন্যা মনস্তাপঃ প্রতীয়মান ইতীঙ্গিতাকারলক্ষ্যঃ সূক্ষ্মভেদঃ।।"—ঐ. পৃ. ৩৩৭। ইঙ্গিত এবং আকারের মধ্যে ভেদ টীকাকার রামসিংহ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"শরীরাবয়ব ব্যাপার ইঙ্গিতম্। রূপাদেরন্যথাত্বমাকারঃ।" —ঐ. পৃ. ৩৩৪ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

১। 'চিত্র' এবং 'পুস্ত' এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সহচরিতভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'চিত্রকর্ম' বলিতে ইংরাজীতে 'painting' বুঝায়; আর 'পুস্তকর্ম' plastering-কে বুঝায়। অমরকোষে 'পুস্ত' শব্দের অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে যথা—

"পুস্তং লেপ্যাদিকর্মণি"—অমর° ২.১০.২৯। টীকাকার ক্ষীরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"পুস্ত্যতেঽভিমর্দ্যতে মৃদত্র পুস্তম্, পুস্ত আদরে বা।" ভানুজিদীক্ষিত তাঁহার 'ব্যাখ্যাসুধা' টীকায় বলিয়াছেন—"পুস্ত্যতে। 'পুস্ত আদরাদৌ (চু° প° সে°) ণিচ্। 'এরচ্' (পা° ৩.৩.৫৬)।। 'মৃদা বা দারুণা বাথ বস্ত্রেণাপ্যথ চর্মণা। লোহরত্নৈঃ কৃতং বাপি পুস্তমিত্যভিধীয়তে।।' 'হর্ষচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণভট্ট তাঁহার কৈশোরসহচরগণের বর্ণনা

হইবে। কেবল রসাদি অনুমেয় হইলে এই গম্যগমকভাব অসংলক্ষ্যক্রম হইয়া থাকে—এই হেতু অন্য [আচার্য্য-] গণের সেইস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব-স্বীকার [গম্য ও গমকের মধ্যে] সহভাবের ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ধ্বনিব্যপদেশের নিবন্ধন [বা নিমিত্ত-] ও তাহাই। কিন্তু তাহা [অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব বা ধ্বনিব্যপদেশ] সেইস্থলে ঔপচারিকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, মুখ্যরূপে নহে। কেননা, বক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারে তাহা বাধিত হয়। এবং এই উপচারের প্রয়োজন সহৃদয়-চমৎকার-কারিত্ব। যেহেতু, তাহা [অর্থাৎ সচেতন-চমৎকার-কারিত্ব] চিত্রপুস্তকাদিস্থলে যাহা মুখ্য ব্যঞ্জনাবিষয় [বলিয়া স্বীকৃত], পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিবৃতি

বাক্যের বাচ্য ও অনুমেয়রূপ দ্বিবিধ অর্থ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনুমেয় অর্থ বস্তু, অলংকার ও রসাদিরূপে ত্রিবিধ—ইহাও বলা হইয়াছে। এই বাচ্য ও অনুমেয় উভয়বিধ অর্থই যে সাধ্য-সাধনভাবমূলক, তাহাও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার বস্তু, অলংকার ও রসাদিরূপ ত্রিবিধ অনুমেয়ার্থ কি জন্য ব্যক্তিবাদিগণ কর্তৃক ব্যঙ্গ্য বা ব্যঞ্জনাব্যাপারগোচর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা বিশ্লেষণ করতঃ তাঁহাদের মতের অসারতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বস্তু, অলংকার এবং রসাদি এই ত্রিবিধ ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে প্রথম দুইটি ভেদ—অর্থাৎ বস্তু ও অলংকার, অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্য বা সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য বা সক্রমব্যঙ্গ্যরূপে ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেননা, ব্যঞ্জকরূপে অভিমত বাচ্যাদি অর্থ এবং বস্তু ও অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ, এই উভয়ের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য (sequence)

প্রসঙ্গে 'চিত্রকৃৎ বীরবর্মা' এবং 'পুস্তকৃৎ কুমারদত্তঃ'—এই দুইজন বয়স্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমণ্ডপের অলংকরণ প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে চিত্রকর্ম এবং পুস্তকর্মের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্র°—

"ভিত্তিকর্মবিধিং কৃত্বা ভিত্তিলেপং প্রদাপয়েৎ ॥
সুধাকর্ম বহিস্তস্য বিধাতব্যং প্রযত্নতঃ।
ভিত্তিষ্বথ বিলিপ্তাসু পরিমৃষ্টাসু সর্বতঃ ॥
সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রযোজয়েৎ।
চিত্রকর্মণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীজনাস্তথা ॥
লতাবন্ধাশ্চ কর্তব্যাশ্চরিতং চাত্মভোগজম্।
এবং বিকৃষ্টং কর্তব্যং নাট্যবেশ্ম প্রযোক্তৃভিঃ ॥"

—নাট্যশাস্ত্র ২.৮২-৮৫ (GOS, Vol. I)

সুস্পষ্টরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু রসাদিরূপ তৃতীয় প্রকার ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহার ব্যঞ্জক বিভাবাদিরূপ অর্থ—এই উভয়ের প্রতীতির মধ্যে কোনও ক্রমই সহৃদয়ের নিকট ভাসমান হয় না। মনে হয় যেন এই দুইটি প্রতীতিই সহভাবী বা যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে—সেইজন্য রসাদিরূপ অর্থ ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক 'অক্রম' ব্যঙ্গ্য বা 'অসংলক্ষ্যক্রম' ব্যঙ্গ্যরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। মহিমভট্ট এক্ষণে প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, ধ্বনির এই উভয়বিধ ভেদের ক্ষেত্রে—তাহা সক্রম বা অক্রম যাহাই হউক না কেন—'ব্যঞ্জনা' ব্যাপার মুখ্যভাবে কোনও মতেই স্বীকার করা চলে না।

'ব্যঞ্জনা' বা 'ধ্বনি' বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সেই ক্ষেত্রেই স্বীকার করিতে পারা যায়, যে-ক্ষেত্রে ব্যঞ্জকরূপে অভিমত অর্থ এবং ব্যঙ্গ্যরূপে অভিমত অর্থ—এতদুভয়ের প্রতীতি যুগপৎ সংঘটিত হয়। ব্যঞ্জকের লক্ষণ হইতেছে—"স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব পরাবভাসকো ব্যঞ্জক:।"—অর্থাৎ যাহা আপনাকে প্রকাশিত করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থান্তরকেও অবভাসিত করিয়া তুলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জক। উদাহরণস্বরূপ ঘটপ্রভৃতির সহিত দীপালোকের সম্বন্ধের উল্লেখ করা চলে। দীপশিখা যেমন আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকাররূপ আবরণ দূর করিয়া ঘটাদি পদার্থকেও উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। সুতরাং দীপালোকপ্রতীতি এবং ঘটাদি অর্থান্তরের প্রতীতি—এই উভয় প্রতীতিই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে বলিয়া দীপালোকটি ব্যঞ্জক এবং ঘটাদি অর্থ ব্যঙ্গ্যরূপে এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটিও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাই মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি—সাধ্য-সাধনভাবস্থলে, তাহা বাচ্যার্থবিষয়কই হউক অথবা অনুমেয়ার্থবিষয়কই হউক, সাধনপ্রতীতি এবং সাধ্যপ্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য সুস্পষ্টভাবেই বর্ত্তমান থাকে। কেননা সাধনপ্রতীতি পূর্বে না হইলে কখনও সাধ্য-প্রতীতির উদয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, বস্তু বা অলংকাররূপ 'সাধ্য' (ব্যক্তি-বাদিগণের মতে 'ব্যঙ্গ্য') যেস্থলে অভিপ্রেত, সেইস্থলে সাধ্য এবং সাধনের প্রতীতির মধ্যে ক্রম প্রত্যেক প্রতিপত্তার নিকটই স্পষ্টরূপে ভাসমান, সুতরাং তাহাকে অপহ্নব করা চলে না। এইরূপস্থলে সাধনকে ব্যঞ্জক এবং সাধ্যকে ব্যঙ্গ্য কিরূপে বলিতে পারা যায়? কেননা, ঘটপ্রদীপ-দৃষ্টান্তবলে পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি এবং ব্যঞ্জক-প্রতীতির মধ্যে যৌগপদ্য বা সহভাবই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের ভিত্তিস্বরূপ। ব্যক্তিবাদিগণও বস্তু এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যস্থলে ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জকের মধ্যে ক্রমপ্রতীতি যে অস্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের 'সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য' বা 'অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্য' প্রভৃতি আখ্যার দ্বারাই নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং বস্তু এবং অলংকাররূপ প্রতীয়মান অর্থস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের এবং তন্মূলক ধ্বনি-ব্যপদেশের কোনওরূপেই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারে না—ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য।

কিন্তু ব্যক্তিবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন: বিভাবাদিরূপ ব্যঞ্জক এবং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ—এই উভয়ের প্রতীতির মধ্যে ত' ক্রম উপলব্ধ হয় না। সেইজন্যই

রসাদি অর্থকে অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য বা অক্রম ব্যঙ্গ্যরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব রসাদিস্থলে ব্যঞ্জকপ্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে সহভাব বা যৌগপদ্য অনুভূত হওয়ায়—সেইস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং তন্মূলক ধ্বনিব্যপদেশের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধা কোথায় ?

ব্যক্তিবাদিগণের এই উত্তরও সর্বথা সন্তোষজনক নহে। কেননা, বিভাবাদি-প্রতীতি এবং রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি—এই দুইএর মধ্যে ক্রম যে আছে, তাহা তাঁহারও স্বীকার করেন। কিন্তু এই পৌর্বাপর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও তাহা এতই স্বল্প যে সহৃদয়ের নিকট রসাদিপ্রতীতিকালে এই ক্রমটি ভাসমান হয় না; এবং সেইকারণেই রসাদি অর্থ ব্যক্তিবাদিগণকর্তৃক 'অক্রম' বা 'অসংলক্ষ্যক্রম' ব্যঙ্গ্য রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই দুই প্রতীতির মধ্যে বাস্তব সহভাব বা যৌগপদ্য নাই। সহভাব-প্রতীতি শুধু ভ্রান্তিমাত্র।[১] অতএব রসাদি অর্থের ক্ষেত্রেও বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব ধ্বনিবাদিগণের মতেও মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। অর্থাৎ এইস্থলে ঔপচারিক বা আরোপমূলক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা ধ্বনিবাদিগণকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপচার বা লক্ষণার ক্ষেত্রে কোনও একটি প্রয়োজন থাকা আবশ্যক; বিনা প্রয়োজনে উপচার বা লক্ষণা আশ্রয় করা অযৌক্তিক। প্রশ্ন হইতে পারেঃ বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতি—এই উভয়ের মধ্যে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব প্রমাণবাধিত হওয়ায় যে গৌণ বা ঔপচারিক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকার করা হইতেছে, তাহার

১। "রস-ভাব-তদাভাস-তৎপ্রশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ॥"—ধ্বন্যালোক ২ ৩

—এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলিয়াছেনঃ "রসাদিরর্থো হি সহেব বাচ্যেনাবভাসতে। স চাঙ্গিত্বেনাবভাসমানো ধ্বনেরাত্মা।"—'সহেব'—এইস্থলে 'ইব' শব্দের দ্বারা সহভাবপ্রতীতি যে অবাস্তব তাহা সুস্পষ্টভাবে অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেনঃ "সহেবেতি। ইবশব্দেন অসংলক্ষ্যতা বিদ্যমানত্বেঽপি ক্রমস্য ব্যাখ্যাতা। বাচ্যেনেতি বিভাবানুভাবাদিনা॥"—লোচন। মম্মটাচার্য্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"ন খলু বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসঃ, অপি তু রসস্তৈরিত্যস্তি ক্রমঃ। স তু লাঘবান্ন লক্ষ্যতে॥"—কাব্যপ্রকাশঃ ৪র্থ উল্লাস। টীকাকারগণ এইস্থলে 'শতপত্র-পত্রসূচীভেদ' বা 'উৎপলশতপত্রব্যতিভেদ'—এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। শতদল পদ্মের পাপড়িগুলি যদি একের উপর এক সাজাইয়া উহাদের একটি সূচীর দ্বারা বিদ্ধ করা যায়, তবে মনে হয় যেন একই সঙ্গে সবগুলি পাপড়ি যুগপদ্ বিদ্ধ হইল। কিন্তু বস্তুতঃ পৌর্বাপর্য্য আছে। কিন্তু সেই কালব্যবধান এতই সূক্ষ্ম যে তাহা গণনাই করা হয় না। বিভাবাদি-প্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ক্রমও সেইরূপ সূক্ষ্ম এবং অসৎকল্প এবং সেইজন্যই রসাদি অর্থ ধ্বনিবাদিগণকর্তৃক 'অসংলক্ষ্যক্রম' বা 'অক্রম' ব্যঙ্গ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়া হইয়া থাকে।

প্রয়োজন কি? কেন রসাদি অর্থকে ব্যঙ্গ্য এবং বিভাবাদি অর্থ ব্যঞ্জকরূপে অভিহিত হইয়া থাকে? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন—"সচেতন-চমৎকার-কারিত্ব" এই উপচারের প্রয়োজন। অর্থাৎ মুখ্য ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্থলে যেমন সহৃদয়ের চমৎকারপ্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভাবাদি প্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ক্রম-নিবন্ধন মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্ভব না হইলেও ক্রমের সূক্ষ্মত্ববশতঃ সহভাবভ্রান্তি হয় এবং তাহার ফলে সহৃদয়ের চিত্তে এক অননুভূতপূর্ব চমৎকার-প্রতীতি জন্মে, যাহা মুখ্য ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের ক্ষেত্রে চমৎকারপ্রতীতির তুল্য। অতএব এই সচেতন-চমৎকার-কারিত্ব-রূপ ধর্ম বুঝাইবার জন্যই রসাদিস্থলে ঔপচারিক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব আশ্রিত হইয়া থাকে, ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য। আর মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবস্থলে যে চমৎকারপ্রতীতি জন্মে, তাহা চিত্রপুস্তাদি স্থলে সহৃদয়গণের অনুভবসিদ্ধ, অতএব অবপহ্নবনীয়। রুয্যক চিত্রপুস্তাদি উদাহরণের তাৎপর্য্য-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গাঢ় অন্ধকারাবৃত প্রদেশে যদি কোনও আলেখ্য বা লেখ্য (লেপ্য?) বস্তু অবস্থিত থাকে, এবং সেইস্থলে অকস্মাৎ যদি প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, তাহা হইলে যেমন দীপালোকের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলেখ্য (চিত্র) বা লেপ্য (পুস্ত) বস্তুটিও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে সহৃদয় দর্শকের চিত্তে যেমন অলৌকিক আনন্দ বা চমৎকার অনুভূত হয়, তদ্রূপ বিভাবাদিরূপ বাচ্যার্থপ্রতীতির প্রায় সমকালেই যে রসাদিপ্রতীতি সংঘটিত হয়, তাহাও অনুরূপভাবেই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে চমৎকারাতিশয়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।[১] এবং চমৎকার-কারিত্ব নিবন্ধন রসাদিস্থলে গৌণ হইলেও ঔপচারিক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে।

১। রুয্যকের এই ব্যাখ্যানুসারে প্রদীপাদি পদার্থ ব্যঞ্জক এবং চিত্রপুস্তাদি ব্যঙ্গ্য। অতএব ইহা পূর্বোক্ত ঘট-প্রদীপ দৃষ্টান্তেরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু মনে হয় চিত্রপুস্তাদি ব্যঙ্গ্যস্থলে বর্ণ, রেখাঙ্কন, লেপন প্রভৃতিই প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হওয়া সমীচীন। এই প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য—

"উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥"—(কুমার' ১.৩২)

মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"নবযৌবনেন প্রথমযৌবনেন বিভক্তম্। অভিব্যঞ্জিতম্।…তূলিকয়া কূর্চিকয়া। শলাকয়েত্যর্থঃ।…চিত্রারবিন্দয়োস্তূলিকা-তরণিকিরণসম্বন্ধ ইব স্বতঃ-সিদ্ধস্যৈবাঙ্গসৌষ্ঠবস্য যৌবনপ্রাদুর্ভাবোঽভিব্যঞ্জকো বভূবেত্যর্থঃ॥"

মল্লিনাথের উক্তি হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইতেছে যে সূর্য্যকিরণসম্বন্ধ যেমন অরবিন্দের অভিব্যঞ্জক, সেইরূপ তূলিকাকৃতবর্ণাদিবিন্যাসও চিত্রের অভিব্যঞ্জক হেতু। যে চিত্র অনভিব্যক্ত ছিল বর্ণিকাদিবিন্যাসের ফলে তাহাই যেন অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। তু°—

§ ४१ ।। वाच्यो ह्यर्थो न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एव विधिनिषेधादिः काक्वभिधेयतामनुमेयतां वावतीर्ण इति स्वभाव एवायमर्थानाम् । तथा हि—

"मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः ।
सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू
सन्धिं करोन्तु भवतां नृपतिः पणेन ।।"

इत्यतो—

"लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।
आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ।।"

इत्यतश्च यथा विधिनिषेधयोश्चारुतावगतिर्न तथा शब्दाभिधेययोरिति । यथा च प्रतिषेधद्वयानुमितस्य प्रकृतस्यैवार्थस्य विधेश्चारुतावगतिर्न तथा शब्दवाच्यस्य । द्विविधश्च प्रतिषेध उक्तः सुप्तिङन्तविषयत्वात् । तद्यथा

"যদ্ যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা ।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্ ।।" (অভিজ্ঞান° ৬।১৪)

যৌবনাবির্ভাবও অনুরূপভাবে দেহের সৌভাগ্যের অভিব্যক্তির প্রতি কারণ। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"অলংকারাস্তু বিজ্ঞেয়া ভাবরসাশ্রয়াঃ ।
যৌবনেঽভ্যধিকাঃ স্ত্রীণাং বিকারা বক্ত্রগাত্রজাঃ ।।"—(নাট্য° ২২. ৪)।

ইহার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

"...তে হি যৌবনে দৃশ্যন্তে বাল্যে ত্বনুদ্ভিন্না বার্ধকে তিরোভূতাঃ ।

যদাহ—

'ধাবন্ত এতে তরুণীজনস্য ভাবাঃ সমং কুট্টমিতাদয়োঽপি ।
রাত্রাবদৃশ্যানিব তান্ ঘটাদীন্ কামপ্রদীপঃ প্রকটীকরোতি ।। ইতি' ।"

—অভিনবভারতী : ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪ (GOS. Edn.)

এইখানে উল্লেখযোগ্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত শ্লোকটিতেও 'ঘট-প্রদীপ দৃষ্টান্ত' ('ঘটাদীন্ কামপ্রদীপঃ ...') স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ব্যক্তিবাদিগণের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের তাহাই মূর্ধাভিষিক্ত উদাহরণ।

"अथाङ्गराजादवतार्य चक्षुर्याहीति जन्यामवदत् कुमारी ।
नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग् द्रष्टुं न सा भिन्नरुचिर्हि लोकः ॥"

इति । सम्भाव्यनिषेधनिवर्तनं हि प्रतिषेधद्वयस्य विषय इति । तथा चाह ध्वनिकारः—'सारूपो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरां शोभामावहति । प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्धपरिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न वाच्यत्वेन'-इति ।

অনুবাদ

বাচ্য অর্থ সেইরূপ চমৎকার উদ্রেক করিতে পারে না, যেরূপভাবে সেই (একই) বিধি-নিষেধাদি (অর্থ) কাকু দ্বারা অভিধেয় অথবা অনুময়রূপে প্রকাশিত (হইলে চমৎকার আধান করে)—ইহাই অর্থের স্বভাব। যেমন—

"মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ—"

এই শ্লোকটি হইতে—

কিংবা—

"লাক্ষাগৃহানলবিষান্ন—"

—এই শ্লোকটি হইতে প্রতীত বিধি এবং নিষেধরূপ অর্থের যেরূপ চারুতা (বা চমৎকারে)-র অনুভূতি (হইয়া থাকে), সেইরূপ (চারুতাবগতি) শব্দাভিধেয় (বিধিনিষেধের) দ্বারা হইতে পারে না। কিংবা দুইটি প্রতিষেধের দ্বারা অনুমিত প্রস্তুত বিধিরূপ অর্থেরই যেরূপ চারুতাপ্রতীতি (হইয়া থাকে) স্ব-শব্দবাচ্য বিধিরূপ অর্থের ততখানি (চারুতাপ্রতীতি) হয় না। প্রতিষেধও (আবার) সুবন্ত এবং তিঙন্ত-বিষয়ক ভেদে দ্বিপ্রকার কথিত হইয়া থাকে। যেমন—

"অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য—"

এই শ্লোকটিতে। সম্ভাব্যনিষেধের নিবর্তন-ই প্রতিষেধদ্বয়ের বিষয় (হইয়া থাকে)। আর ধ্বনিকারও বলিয়াছেন—"সারভূত অর্থ স্বশব্দের দ্বারা অনভিধেয়রূপে যদি প্রকাশিত হয় তবে তাহা সাতিশয় শোভা ধারণ করে। আর বিদগ্ধগোষ্ঠীতে এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে, অভিমততর বস্তু ব্যঙ্গ্যরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, বাচ্যরূপে নহে॥"

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার রসাদি অর্থের ব্যঙ্গ্যত্বকথন যে ঔপচারিক, তাহা বলিয়াছেন এবং এই উপচারের প্রয়োজন যে "সচেতন-চমৎকার-কারিত্ব" তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে তিনি বলিতেছেন যে, একই বিধি-নিষেধাদি অর্থ স্বশব্দের দ্বারা (অর্থাৎ শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা) সাক্ষাৎ ভাবে অভিহিত হইলে সহৃদয়ের চিত্তে যতখানি চারুত্বপ্রতীতি হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর চারুত্বপ্রতীতি হয় যদি তাহা কাকুর সাহায্যে অভিহিত হয় কিংবা বাচ্যার্থ হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাচ্যদশায় অর্থের চমৎকারিত্ব অপেক্ষা কাকুভিধেয় বা অনুমেয়ত্বদশায় তাহার চমৎকারিত্ব বহুগুণে বর্ধিত হইয়া থাকে—ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মহিমভট্ট ভট্টনারায়ণ প্রণীত 'বেণী-সংহার' হইতে দুইটি শ্লোক কাকুর উদাহরণস্বরূপ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন।

'কাকু' শব্দটির অর্থ ধ্বনির বিকার। কোনও বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য বক্তা তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলিকে যদি একটি বিশিষ্ট ধ্বনি বা স্বর (voice) আশ্রয় করিয়া পাঠ করেন, তবে তাহা কাকুরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য অভিনবগুপ্ত 'কাকু' শব্দটির তাৎপর্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"'কক লৌল্যে' ইত্যস্য ধাতোঃ কাকুশব্দঃ। তত্র হি সাকাঙ্ক্ষনিরাকাঙ্ক্ষাদিক্রমেণ পঠ্যমানোঽসৌ শব্দঃ প্রকৃতার্থাতিরিক্তমপি বাঞ্ছতীতি লৌল্যমস্যাভিধীয়তে। যদি বা ঈষদর্থে কু-শব্দস্তস্য কাদেশঃ। তেন হৃদয়স্থবস্তুপ্রতীতেরীষদ্ভূমিঃ কাকুঃ। তয়া যাঽর্থান্তরগতিঃ স কাব্যবিশেষ ইমং গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রকারমাশ্রিতঃ ॥..."[১]

'মথ্নামি-কৌরবশতম্—' (বেণী° ১. ১৫) শ্লোকটিতে ভীমসেন পঞ্চগ্রামের পরিবর্তে কৌরবগণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবিত সন্ধি যে নিতান্তই অনুচিত ও অসহনীয় —তাহাই কাকুর সাহায্যে সহদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন। শ্লোকটি সাকাঙ্ক্ষকাকুর উদাহরণ। দীপ্ত তার গদ্গদধ্বনিতে শ্লোকটি উচ্চারিত হওয়ায় প্রতিপাদে পঠিত নিষেধার্থক 'ন' শব্দটি[২] তাহার বিপরীত বিধিরূপ অর্থ দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছে এবং কাকুর

১। ধ্বন্যালোক ৩ ৩৮ : লোচন, পৃ ৪৭৭-৭৮।

২। দ্র° টীকাকার জগদ্ধর শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"নকারঃ সর্বত্র শিরশ্চালনে।" বাচ্য নিষেধরূপ অর্থ (ন-কারের দ্বারা বাচ্য) এবং তাহা হইতে কাকুর দ্বারা প্রতীয়মান বিধিরূপ অর্থ সহভাবে প্রতীত হওয়ায় মুখ্যার্থবাধাদির অবকাশ না থাকায় এইস্থলে বিপরীতলক্ষণাও স্বীকার করা চলে না। 'কাব্যপ্রকাশ'-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"কাক্বাক্ষিপ্তং যথা—

'মথ্নামি কৌরবশতং—'

অত্র মথ্নাম্যেবেত্যাদি ব্যঙ্গ্যং বাচ্যনিষেধসহভাবেন স্থিতম্।"—কাব্যপ্রকাশ : পঞ্চমোল্লাস। মাণিক্যচন্দ্র সূরি তাঁহার 'সংকেত'-ব্যাখ্যায় এই পংক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বাচ্যশ্চাসৌ নিষেধশ্চ তৎসহভাবেন। অয়ং ভাবঃ—পূর্বং নিষেধস্য প্রতীতিঃ ততোঽপ্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যস্য ইতি নাস্তি। কিন্তু দ্বয়স্যাপি সমং প্রতীতিঃ। ন চাত্র

দ্বারা বিধিরূপ অর্থটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাচ্য বিধি হইতে উহার চারুত্ব বহুগুণে প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহা অনুভবসাক্ষিক।

"লাক্ষাগৃহানলবিষান্ন—" শ্লোকটিও বেণীসংহারের অন্তর্গত (বেণী ১.৮)। শ্লোকটিতে ভীমসেন কর্তৃক সূত্রধারের—

"নির্বাণবৈরদহনাঃ প্রশমাদরীণাং
নন্দন্তু পাণ্ডুতনয়াঃ সহ মাধবেন।
রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ
স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতাঃ সভৃত্যাঃ ॥"— (বেণী ১.৭)

শ্লোকটির প্রতি অধিক্ষেপপূর্বক কটাক্ষ করা হইয়াছে। এইস্থলে চতুর্থপাদাভিধেয় ("—স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্তরাষ্ট্রাঃ") বিধিরূপ অর্থ পর্যবসানে নিষেধরূপ অর্থের ("স্বস্থা ন ভবন্তি—") প্রতীতির প্রতি হেতু। এবং ইহা সম্ভব হইতেছে কাকুর দ্বারা ভীমসেন কর্তৃক শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে বলিয়া। ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্যোতের (৩.৩৮) বৃত্তি-গ্রন্থেও শ্লোকটির চতুর্থচরণ কাকাক্ষিপ্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত 'লোচন' ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"স্বস্থা ইতি, ভবন্তি ইতি, ময়ি জীবতি ইতি, ধার্তরাষ্ট্রা ইতি চ সাকাঙ্ক্ষদীপ্ত-গদ্গদ-তার প্রশমনোদ্দীপনচিত্রিতা কাকুরসম্ভাব্যোঽয়মর্থোঽত্যর্থমনুচিতশ্চেত্যমুং ব্যঙ্গ্যমর্থং স্পৃশন্তী তেনৈবোপকৃতা সতী ক্রোধানুভাবরূপতাং ব্যঙ্গ্যোপস্কৃতস্য বাচ্যস্যৈবাধত্তে ॥"[১]

বিপরীতলক্ষণা। যত উচ্চারণকাল এব ন কোপাদিতি দীপ্ত-তার-গদ্গদ-সাকাঙ্ক্ষকাকু-বলান্নিষেধস্য নিষেধ্যমানতয়ৈব যুধিষ্ঠিরেষ্টসন্ধেরক্ষমণরূপত্বাভিপ্রায়েণ প্রতীতিরিতি মুখ্যার্থবাধাসম্ভবাৎ।..."— ঐ, পৃ. ১৫৯ (Ed. R. Shama Shastry : *University of Mysore*, 1922). রাজশেখরকৃত 'কাব্যমীমাংসায়' "মথ্নামি কৌরবশতং—" শ্লোকটি 'অভ্যনুজ্ঞোপহাসকাকু'-র উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : কাব্যমীমাংসা, ৭ম অধ্যায় (GOS. Edn.)।

১। পাঠস্থলে কাকুর বহুলপ্রয়োগ এবং ইহার গুরুত্ববিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, অভিনবগুপ্তাচার্যকৃত 'অভিনবভারতী' ব্যাখ্যায় এবং রাজশেখর-প্রণীত 'কাব্যমীমাংসা'-য় বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্য :—

"সখ্যা বা নায়িকায়া বা সখীনায়িকয়োরথ।
সখীনাং ভূয়সীনাং বা বাক্যে কাকুরিহ স্থিতা ॥
পদবাক্যবিদাং মার্গো যোঽন্যথৈব ব্যবস্থিতঃ।
স স্বঙ্গাভিনয়স্তোত্যঃ (?) তং কাকুঃ কুরুতেঽন্যথা ॥

সাক্ষাৎ বাচ্য অর্থ হইতে কাকুভিধেয় বা কাক্বাক্ষিপ্ত অর্থের চারুত্বাতিশয় এইভাবে প্রদর্শন করিয়া বাচ্যদশাপন্ন অর্থ অপেক্ষা অনুমিত অর্থের চারুত্ব যে সমধিক তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাচ্য নিষেধদ্বয় হইতে প্রতিপন্ন প্রকৃত বিধিরূপ অর্থের চমৎকারাতিশয় প্রতিপাদন প্রসঙ্গে মহিমভট্ট রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গ হইতে "অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষুঃ—" (রঘু° ৬.৩০) শ্লোকটি উদ্ধার করিতেছেন। প্রকৃত বিধিরূপ অর্থকে সাক্ষাৎভাবে না প্রকাশ করিয়া কবিগণ প্রায়ই দুইটি নিষেধবাচক 'ন'-কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথম 'ন'-কারের দ্বারা যে নিষেধ অভিহিত হয়, দ্বিতীয় 'ন'-কার তাহারই নিবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং ফলে প্রকৃত বিধিরূপ অর্থটি আরও দৃঢ়ভাবে সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইভাবে প্রতিষেধদ্বয়ের সাহায্যে যেখানে প্রকৃত বিধির প্রতীতি হয়, সেখানে বিধিরূপ অর্থটি বাচ্যরূপে অভিহিত হয় না। কিন্তু প্রতিষেধদ্বয় হইতে অর্থের অনুমাপকত্বশক্তির সাহায্যে তাহা বোধিত হয়, অতএব তাহা বস্তুতঃ অনুমিত। আচার্য্য বামন তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার-সূত্র-বৃত্তি'-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"সম্ভাব্যনিষেধনিবর্ত্তনে দ্বৌ প্রতিষেধৌ।"[১]

এই জাতীয় প্রতিষেধদ্বয়ানুমিত প্রকৃত বিধিরূপ অর্থ যে সমধিক চমৎকারকারী এবং দৃঢ়তাসূচক, তাহা প্রত্যেক সহৃদয়েরই অনুভববেদ্য। প্রতিষেধও আবার সুবন্তবিষয়ক এবং তিঙন্তবিষয়ক ভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে। অর্থাৎ নামপদবাচ্য সত্ত্বরূপ পদার্থের অথবা আখ্যাত-পদবাচ্য ভাব বা ক্রিয়ারূপ পদার্থের প্রতিষেধ হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ রঘুবংশের—

"অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষুঃ—" শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধে 'নাসৌ ন কাম্যঃ' এই অংশে সুবন্তবিষয়ক এবং 'ন চ বেদ সম্যগ্ দ্রষ্টুং ন সা' এই অংশে তিঙন্তবিষয়ক প্রতিষেধের নিবর্ত্তন এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত বিধিরূপ

অয়ং কাকুকৃতো লোকে ব্যবহারো ন কেবলম্।
শাস্ত্রেষপ্যস্য সাম্রাজ্যং কাব্যস্যাপ্যেষ জীবিতম্॥
কামং বিবৃণুতে কাকুরর্থান্তরমতন্দ্রিতা।
স্ফুটীকরোতি তু সতাং ভাবাভিনয়চাতুরীম্॥
....
প্রসন্নে মন্দ্রয়েদ্ বাচং তারয়েত্তদ্বিরোধিনি।
মন্দ্রতারৌ চ রচয়েন্নির্বাহিণি যথোত্তরম্॥"

—কাব্যমীমাংসা : ৭ম অধ্যায়, পৃ. ৩২-৩৩ (GOS. Edn. 1924)

১। দ্র° কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তিঃ ৫.১.৯। তু° "দ্বৌ নঞৌ প্রকৃতমর্থং সাতিশয়ং বোধয়তঃ।" কাশিকাকারও 'নামন্যতনবৎ ক্রিয়াপ্রবন্ধসামীপ্যয়োঃ' (পা° ৩.৩.১৩৫) সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"দ্বৌ প্রতিষেধৌ যথাপ্রাপ্তস্যাভ্যনুজ্ঞাপনায়"। মহিমভট্টের "সম্ভাব্যনিষেধ-নিবর্ত্তনং হি প্রতিষেধদ্বয়স্য বিষয় ইতি"—উক্তিটি স্পষ্টতই বামনের উদ্ধৃত সূত্রটিরই প্রতিধ্বনি।

অর্থের দৃঢ়তা (যথাক্রমে 'অসৌ কাম্য এব' এবং 'সা সম্যগ্ দ্রষ্টুং বেদ এব') সূচিত বা অনুমিত হইয়া চমৎকারাতিশয়ের উদ্রেক করিতেছে।[১]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাচ্য বিধি অথবা নিষেধরূপ অর্থ অপেক্ষা কাকুভিধেয় অথবা বাচ্যার্থানুমিত (ব্যক্তিবাদিগণের মতে 'ব্যঙ্গ্য') বিধি অথবা নিষেধ সাতিশয় চমৎকারী। কবিগণ মুখ্যতাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থটিকে, যাহা কাব্যের সারস্বরূপ, যে সাক্ষাৎ-শব্দাভিধেয়-রূপে প্রকাশ না করিয়া ব্যঙ্গ্যরূপে (মহিমভট্টের মতে 'অনুমেয়রূপে') প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং ইহার দ্বারা বিবক্ষিত অর্থটি যে অধিকতর শোভামণ্ডিত হইয়া উঠে, এবিষয়ে আপন সিদ্ধান্তের সমর্থকরূপে মহিমভট্ট ধ্বনিকারের উক্তি উদ্ধার করিতেছেন। "সাররূপো হ্যর্থঃ···ন বাচ্যত্বেন"—উদ্ধৃতিটি ধ্বন্যালোকের ৪র্থ উদ্দ্যোতের ৫ম কারিকার বৃত্তির অন্তর্গত। কিন্তু ধ্বন্যালোকের মুদ্রিত সংস্করণে কিছু কিছু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—

"[অত্যন্তসারভূতত্বাচ্চায়মার্থো ব্যঙ্গ্যত্বেনৈব দর্শিতো ন তু বাচ্যত্বেন।] সারভূতো

১। দ্র° "ন চায়মঙ্গরাজনিষেধো দৃশ্যদোষান্নাপি দ্রষ্টৃদোষাদিত্যাহ—নেত্যাদিনা॥ অসাবঙ্গরাজঃ কাম্যঃ কমনীয়ো নেতি ন। কিংতু কাম্য এবেত্যর্থঃ। সা কুমারী চ সম্যগ্ দ্রষ্টুং বিবেক্তুং ন বেদেতি ন। বেদেত্যর্থঃ।···"—মল্লিনাথঃ সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। "স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্" (কিরাত° ২.২৭) শ্লোকটির ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ প্রতিষেধদ্বয়ের পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অর্থগৌরবম্ অর্থভূয়স্ত্বং বা ন চ ন স্বীকৃতম্। স্বীকৃতমেবেত্যর্থঃ। বৈশদ্যপ্রসক্তার্থ-গৌরবাভাবনিবর্তনার্থং নঞ্‌দ্বয়ম্। 'সম্ভাব্য-নিষেধনিবর্ত্তনে দ্বৌ প্রতিষেধৌ' ইতি বামনঃ।" শিশুপালবধে (১.৫৫) "প্রকম্পয়ামাস ন মানসং ন সঃ" প্রভৃতি প্রয়োগও দ্রষ্টব্য। অধিকপদত্বও যে কচিৎ গুণ হইয়া থাকে ('গুণঃ ক্বাপ্যধিকং পদম্—') ইহা বুঝাইবার জন্য সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ—

'আচরতি দুর্জনো যৎ সহসা মনসোঽপ্যগোচরানর্থান্।
তন্ন ন জানে জানে স্পৃশতি মনঃ কিন্তু নৈব নিষ্ঠুরতাম্॥'

শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"অত্র 'ন ন জানে' ইত্যনেনাযোগব্যবচ্ছেদঃ। দ্বিতীয়েন 'জানে' ইত্যনেনাহমেব জানে ইত্যন্যযোগব্যবচ্ছেদাদ্ বিচ্ছিত্তিবিশেষঃ।···" —সাহিত্যদর্পণ, ৭ম পরিচ্ছেদ। সাহিত্যদর্পণকার কাব্যপ্রকাশকারের উক্তিই হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন, কেবল উদাহরণটির পদপরিবৃত্তি সাধন করিয়া। দ্র° "অধিকপদং ক্বচিদ্ গুণঃ। যথা—

যদ্বঞ্চনাহিতমতির্বহু চাটুগর্ভং কার্য্যোন্মুখঃ খলজনঃ কৃতকং ব্রবীতি।
তৎ সাধবো ন ন বিদন্তি বিদন্তি কিন্তু কর্তুং বৃথা প্রণয়মস্য ন পারয়ন্তি॥

অত্র বিদন্তীতি দ্বিতীয়ন্ত্বমযোগব্যবচ্ছেদপরম্ ···"—কাব্যপ্রকাশ, ৭ম উল্লাস।

হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাহবতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাচ্ছব্দবাচ্যত্বেন।..."[১]

রুয্যক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: অর্থ মূলতঃ দ্বিপ্রকার—অভিধেয় এবং অনভিধেয়-ভেদে। তন্মধ্যে অনভিধেয় বিধি নিষেধাদি অর্থ লোকে অতি প্রসিদ্ধ। অনভিধেয় অর্থ আবার কাকভিধেয় (বা কাকাক্ষিপ্ত) এবং অনুমেয়রূপে দ্বিবিধ। ইহাদের প্রত্যেকটিই আবার বিধি নিষেধ প্রভৃতিরূপে বহুধাভিন্ন। মহিমভট্ট বর্তমান অনুচ্ছেদটিতে কাকভিধেয় বিধি এবং নিষেধরূপ অর্থের উদাহরণ সাহায্যে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনুমেয় বিধি এবং নিষেধরূপ অর্থের আলোচনা প্রসঙ্গে 'অত্তা এথ—' 'ভম ধম্মিঅ—' প্রভৃতি গাথা পরে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইবে। অনভিধেয় বিধিরূপ অর্থটি যে কোনও কোনও স্থলে নামার্থনিষ্ঠ অথবা আখ্যাতার্থনিষ্ঠ প্রতিষেধদ্বয়ের দ্বারা বোধিত হইতে পারে এবং তাহা যে স্বশব্দবাচ্য বিধিরূপ অর্থ হইতে অধিকতর চমৎকারকারী তাহা বুঝাইবার জন্য মহিমভট্ট "অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য—" শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন।

§ ৪২ ।। আদ্যয়োস্তু ক্রমস্য সুলক্ষত্বাদ্ ভ্রান্তিরপি নাস্তীতি নির্নিবন্ধন এব তত্র ব্যঙ্গ্যব্যপদেশাগ্রহঃ। অতএব শ্রূয়মাণানাং শব্দানাং ধ্বনিব্যপদেশ্যানামন্তঃসন্নিবেশিনশ্চ স্ফোটাভিমতস্যার্থস্য ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবো ন সম্ভবতীতি ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ যঃ শব্দার্থাত্মনি কাব্যে ধ্বনিব্যপদেশঃ সোঽপ্যয়নুপপন্নঃ, তত্রাপি কার্যকারণমূলস্য গম্যগমকভাবস্যোপগমাত্।

অনুবাদ

প্রথম দুইটি (স্থলে) (তথাকথিত ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক—এই উভয়ের মধ্যে) ক্রম (বা পৌর্বাপর্য্য) স্পষ্টতই লক্ষিত হওয়ায় (উভয়ের মধ্যে সহভাবের) ভ্রান্তিও নাই—অতএব সেইস্থলে ব্যঙ্গ্যব্যপদেশ বিষয়ে (ব্যক্তিবাদিগণের) অভিনিবেশ নির্নিবন্ধন। অতএব শ্রূয়মাণ শব্দসমূহ—যাহা 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং অন্তঃসন্নিবিষ্ট স্ফোটরূপে অভিমত অর্থ—[এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর] ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব সম্ভব হইতে পারে না। ফলে, ব্যঞ্জকত্বসাম্যবশতঃ শব্দার্থাত্মক কাব্যে যে ধ্বনিব্যপদেশ তাহাও অনুপপন্ন (হইয়া পড়ে)—কেননা, সেইস্থলেও কার্যকারণমূলক গম্য-গমকভাব (-ই) স্বীকৃত হইয়া থাকে॥

১। দ্র° ধ্বন্যালোক, পৃ. ৫৩৩ (কাশী সংস্করণ)।

বিবৃতি

ধ্বনিবাদিগণসম্মত বস্তু, অলংকার এবং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে তৃতীয় রসাদিরূপ অর্থের ব্যঙ্গ্যত্ব যে ঔপচারিক এবং সচেতনচমৎকারকারিত্বই যে এই উপচারের প্রয়োজন, তাহা মহিমভট্ট যুক্তির সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে বস্তু এবং অলংকাররূপ প্রথম দুইটি ব্যঙ্গ্য অর্থের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমূলক ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব, যাহা রসাদিরূপ অর্থের ক্ষেত্রে উপপাদন করা হইয়াছিল, তাহাও যে নিতান্তই অসম্ভব তাহা মহিমভট্ট আলোচনা করিয়া দেখাইতেছেন।

ধ্বনিবাদিগণেব মতে রসাদিরূপ অর্থ 'অসংলক্ষ্যক্রম' বা 'অক্রম' ব্যঙ্গ্য। কেননা, ব্যঙ্গ্যরূপে অভিমত রসাদিরূপ অর্থ এবং বাচ্য বিভাবাদিরূপ ব্যঞ্জক—এতদুভয়ের মধ্যে ক্রম থাকিলেও, তাহা এতই সূক্ষ্ম যে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রতীতি যেন সহভাবিনী এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। সুতরাং সেইস্থলে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব মুখ্য না হইলেও ঔপচারিকরূপে স্বীকার করিবার পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। কিন্তু ত্রিবিধ ব্যঙ্গ্যের অপর যে দুইটি ভেদ—শুদ্ধ বস্তু এবং অলংকার (অলংকৃত বস্তু)—এই দুই ক্ষেত্রে ধ্বনিবাদিগণের মতেই ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক—এই উভয়ের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিপত্তার নিকট ভাসমান হইয়া থাকে। কেননা, ধ্বনিকার স্বয়ং বস্তু এবং অলংকার—এই দুইটি ব্যঙ্গ্যভেদকে অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্য বা সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন।[১] অতএব যেখানে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের মধ্যে ক্রমপ্রতীতি স্পষ্টতই ভাসমান সেখানে সহভাবভ্রান্তি কল্পনার পক্ষে কোনও যুক্তিই থাকিতে পারে না ; এবং সহভাবই যখন ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের ভিত্তিস্বরূপ তখন কিরূপে রসাদিরূপ অর্থের ন্যায় বস্তু বা অলংকাররূপ অর্থকে ব্যঙ্গ্যরূপে নির্দ্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে ? সুতরাং ধ্বনিবাদিগণের স্বকীয় সিদ্ধান্ত অনুসারেই বস্তু বা অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতির ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকারের সপক্ষে কোনও হেতু বা যুক্তিই নাই—ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য।

এতদ্ভিন্ন কাব্যবিচারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদ বৈয়াকরণ স্ফোটবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা আচার্য আনন্দবর্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অনুসারী পরবর্ত্তী সকল আচার্য্যই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন ধ্বনিলক্ষণ-কারিকায় বলিয়াছেন—

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥"[২]

১। তু° ধ্বন্যালোক ২.২—"অসংলক্ষ্যক্রমোদ্দ্যোতঃ ক্রমেণ দ্যোতিতঃ পরঃ—" ইত্যাদি এবং ঐ. ২.২০—"ক্রমেণ প্রতিভাত্যাত্মা যোঽস্যানুস্বানসন্নিভঃ—" ইত্যাদি কারিকা ও তত্রস্থ বৃত্তি এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

২। ধ্বন্যালোক ১.১৩। ইহার বৃত্তিতে বলা হইয়াছে—" 'সূরিভিঃ কথিতঃ' ইতি বিদ্বদুপজ্ঞেয়মুক্তিঃ। ন তু যথাকথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি প্রতিপাদ্যতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসো

বৈয়াকরণগণের মতে যে-সকল বর্ণাত্মক শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে সেগুলি নিরর্থক হইলেও তাহাদের দ্বারা আমাদের অন্তঃস্থিত স্ফোটরূপ নিত্যশব্দ,[১] যাহা নিরবয়ব

বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ সূরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ বাচ্য-বাচক-সম্মিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ।..."—ঐ, পৃ. ১৩২-৩৫ (কাশী সংস্করণ)। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আচার্য্য মম্মটও কাব্যপ্রকাশে ধ্বনিকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।"—"ইদমিতি কাব্যম্। বুধৈঃ বৈয়াকরণৈঃ প্রধানভূতস্ফোটরূপব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকস্য শব্দস্য ধ্বনিরিতি ব্যবহারঃ কৃতঃ। ততস্তন্মতানুসারিভিরন্যৈরপি ন্যগ্‌ভাবিতবাচ্যব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জনক্ষমস্য শব্দার্থযুগলস্য।"

—কাব্যপ্রকাশ ১.৪ কারিকা ও বৃত্তি।

ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্দ্যোতে বৃত্তিকারের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

"পরিনিশ্চিতনিরপভ্রংশশব্দব্রহ্মণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽয়ং ধ্বনিব্যবহার ইতি তৈঃ সহ কিং বিরোধাবিরোধৌ চিন্ত্যেতে।"—ঐ, পৃ. ৪৪৩।

১। 'স্ফোট' এই সংজ্ঞাটি 'অন্বর্থসংজ্ঞা' বা সার্থক। "স্ফুটতি অর্থোঽস্মাৎ"—এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা স্ফোটের অর্থবাচকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যঞ্জক শ্রূয়মাণ ধ্বনিসমূহ অবাচক, কেননা এইগুলি অনিত্য, উচ্চরিতপ্রধ্বস্ত, ক্রমবান্। ফলে ইহাদের একত্র সমবায় সম্ভব না হওয়ায় 'সমুদায়াত্মক একটি শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হইতেছে'—এইরূপ অনপহ্নবনীয় লৌকিক প্রতীতি ইহাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে না। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট প্রভৃতি ভেদে যদিও অষ্টবিধ স্ফোট স্বীকার করেন, তথাপি শেষ পর্যন্ত বাক্যস্ফোটের পারমার্থিকত্বই তাঁহাদের অভিপ্রেত। দ্র° "বাক্যস্ফোটোঽতিনিষ্কর্ষে তিষ্ঠতীতি মতস্থিতিঃ।"—যদ্যপি বর্ণস্ফোটঃ পদস্ফোটো বাক্যস্ফোটোঽখণ্ডপদবাক্যস্ফোটৌ বর্ণপদবাক্যভেদেন ত্রয়ো জাতিস্ফোটা ইত্যষ্টৌ পক্ষাঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধা ইতি বাক্যগ্রহণমনর্থকং ত্বনর্থকং চ তথাপি বাক্যস্ফোটাতিরিক্তানামন্যেষামপ্যবাস্তবত্ববোধনায় তদুপাদানম্। অত এবাহ। অতিনিষ্কর্ষ ইতি। মতস্থিতির্বৈয়াকরণানাম্। স্ফুটতি প্রকাশতেঽর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবৎ।..."—কোণ্ডভট্টকৃত বৈয়াকরণভূষণঃ কারিকা ৫৯ ও বৃত্তি (*Bombay Sanskrit Series* Edn.)। তু° "পরমার্থতস্তু পদস্ফোটো বাক্যাবয়ভূতো নাস্ত্যেব। নিরবয়বমেব বাক্যং নিরবয়বস্যৈব বাক্যার্থস্য বোধকম্।..."—ন্যায়মঞ্জরী : ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১। অপিচ—"...বর্ণ পদপূর্বকো ব্যবহারো ন ভবতীতি বাক্যেন লোকে ব্যবহারাত্তস্য চাবয়বাবয়বিব্যবস্থানুপপত্তেনির্ভাগমেব তদ্ বাচকং নির্ভাগশ্চ তস্য বাচ্যোঽর্থ ইতি। অবান্তরবাক্যমপি প্রয়োগযোগ্যং ব্যবহারকারণমিতি তন্ন নিহ্নূয়তে। অবিদ্যাবস্থেয়ং বর্ত্ততে। তত্রেয়ং ব্যবহারবর্ত্তনী যথা দৃশ্যমানৈবাস্তু। বিদ্যায়াং সর্বমেবেদমসারমিতি পদেন বর্ণেন বা ব্যবহারাভাবাৎ তস্য কেবলস্যাপ্রয়োগাৎ তৎস্বরূপমসত্যামপি দশায়াং ন বাস্তবমিষ্যতে।"—ঐ, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৪।

এবং পূর্বাপরভাববিরহিত, তাহার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে; এবং সেই স্ফোটরূপ নিত্য-শব্দটি হইতেই অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি জন্মে, সুতরাং সেইরূপ শব্দই প্রকৃতপক্ষে বাচক; অপরপক্ষে শ্রূয়মাণ বর্ণসমূহ অবাচক। অতএব বৈয়াকরণ দর্শন অনুসারে অবাচক শ্রূয়মাণ শব্দের দ্বারা বাচক নিত্য স্ফোটরূপ শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে বলিয়া শ্রূয়মাণ শব্দগুলিকে 'ব্যঞ্জক' এবং সেইরূপ নিত্যশব্দটিকে 'ব্যঙ্গ্য' বলিয়া নির্দেশ করা হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ শ্রূয়মাণ শব্দগুলিকে 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞার দ্বারাও নির্দেশ করিয়া থাকেন। মহাভাষ্যকার পস্পশা আহ্নিকে বলিয়াছেন—"অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে।..."

অতএব ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞা স্পষ্টতই ব্যক্তিবাদিগণ কর্তৃক বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ হইতেই আহৃত। কেবলমাত্র কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে তাহাদের অভিনব প্রয়োগ সাধিত হইয়াছে—এইটুকুই যা বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু মীমাংসক, নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ বৈয়াকরণ আচার্যগণের এই স্ফোটবাদ নানাপ্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা নিত্য অখণ্ড অন্তঃসংকল্পস্বভাব স্ফোটাত্মক শব্দের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করেন না, কিংবা সেই স্ফোটাত্মক শব্দের সহিত ক্রমবিশিষ্ট শ্রূয়মাণ বর্ণসমুদায়ের ব্যঙ্গ্য-বঞ্জকভাব সম্পর্কও তাঁহাদের মতে সিদ্ধ নহে। চিরন্তন আলংকারিক ভামহাচার্য্য তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার'-নিবন্ধে স্ফোটবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"নয়কারাদিবর্ণানাং সমুদায়োঽভিধেয়বান্।
অর্থপ্রতীতয়ে গীতঃ শব্দ ইত্যভিধীয়তে ॥
প্রত্যেকমসমর্থানাং সমুদায়োঽর্থবান্ কথম্।
বর্ণানাং ক্রমবৃত্তিত্বাৎ ন্যায্যা নাপি‚চ সংহতিঃ ॥
ন চাপি সমুদায়িভ্যঃ সমুদায়োঽতিরিচ্যতে।
দারুভিত্তিভুবোঽতীত্য কিমন্যৎ সদ্ম কল্প্যতে ॥
তস্মাৎ কূটস্থ ইত্যেষা শাব্দী বঃ কল্পনা বৃথা।
প্রত্যক্ষমনুমানং বা যত্র তৎ পরমার্থতঃ ॥
শপথৈরপি চাদেয়ং বচো ন স্ফোটবাদিনাম্।
নভঃকুসুমমস্তীতি শ্রদ্দধ্যাৎ কঃ সচেতনঃ ॥
ইয়ন্ত ঈদৃশা বর্ণা ঈদৃগর্থাভিধায়িনঃ।
ব্যবহারায় লোকস্য প্রাগিত্থং সময়ঃ কৃতঃ ॥
স কূটস্থোঽনপায়ী চ নাদাজ্জশ্চ কথ্যতে।
মন্দাঃ সাংকেতিকানর্থান্ মন্যন্তে পারমার্থিকান্ ॥
বিনশ্বরোঽস্তু নিত্যো বা সম্বন্ধোঽর্থেন বা সতা।
নমোঽস্তু‚তেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যঃ প্রমাণং যেঽস্য নিশ্চিতৌ ॥"[১]

১। কাব্যালংকার, ৬.৮-১৫। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট স্ফোটবাদিগণের যুক্তি

ইহা ছাড়া নিত্য, অক্রম, অখণ্ড অন্তঃসন্নিবিষ্ট বাগ্‌রূপ বুদ্ধি বা চৈতন্যস্বরূপ স্ফোটতত্ত্বের সহিত শ্রূয়মাণ স্থান-করণ-নিষ্পন্ন ধ্বনিসমূহের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবও, যাহা ভর্তৃহরিপ্রমুখ বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাও মহিমভট্টের মতে অযৌক্তিক।[১] কেননা, শ্রূয়মাণ ধ্বনির দ্বারা স্ফোটরূপ তত্ত্বের প্রতীতি হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, উভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব কল্পনা করা আদৌ সমীচীন নহে। শ্রূয়মাণ ধ্বনি স্ফোটের প্রতি কারণ—এবং উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং স্ফোটস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া কার্য্য-কারণভাবমূলক গম্য-গমকভাবরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকারই যুক্তিযুক্ত। অতএব ধ্বনিবাদিগণ যে কাব্যে শ্রূয়মাণ ধ্বনির সহিত প্রথমপ্রতীয়মান বাচ্য-বাচকযুগলের, বস্তু-অলংকারাদি ব্যঙ্গ্য অর্থের সহিত নিত্য অন্তঃসন্নিবিষ্ট বাগ্‌রূপ বুদ্ধিস্বভাব স্ফোটতত্ত্বের এবং ধ্বনি ও স্ফোটের পরস্পর অভিব্যঙ্গ্য-অভিব্যঞ্জকভাবরূপ সম্বন্ধের[২] সহিত বাচ্য-বাচকসম্মিশ্র কাব্য ও পর্য্যন্তে

নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভে সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া অতঃপর তাহার দূষণ প্রদর্শনপূর্বক নিরাকরণ করিয়াছেন। তু° "তস্মাৎ সর্বপ্রকারমবাচকা বর্ণাঃ। অস্তি চেয়ং শব্দাদুচ্চারিতাত্তদর্থাবগতির্ন চেয়মকরণিকৈব ভবিতুমর্হতি। তদ্ অস্যাঃ করণং স্ফোট ইতি। কার্য্যানুমানমিদমস্তু পরিশেষানুমানং বা অর্থাপত্তির্বা সর্বথাঽর্থপ্রতীতিলক্ষণকার্য্যবশাৎ কল্প্যমানং তৎকরণং স্ফোট ইত্যুচ্যতে। স চ নিরবয়বো নিত্য একো নিষ্ক্রমক ইতি ন বর্ণপক্ষক্ষপণদক্ষদূষণপাত্রতাং প্রতিপদ্যতে, অতশ্চ স্ফোটোঽর্থপ্রতিপাদকঃ, তত্র শব্দাদিতি প্রাতিপদিকার্থোঽপ্যুপপন্নঃ।..."—ন্যায়মঞ্জরী : ১ম ভাগ, পৃ. ৩৩৮ (চৌখাম্বা সংস্করণ)। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ যে বৈখরী, মধ্যমা এবং পশ্যন্তী-ভেদে বাক্‌তত্ত্বের ত্রৈবিধ্য এবং জ্ঞানমাত্রেরই বাক্-রূপতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহাও জয়ন্তভট্ট নিরাকরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"যৎপুনরবাদি বাচস্ত্রৈবিধ্যং তদপি নানুমন্যন্তে। একৈব বৈখরী বাগ্ বাগ্ ইতি প্রসিদ্ধা হি।

অন্তঃসংকল্পো বর্ণ্যতে মধ্যমা' বাক্
যেয়ং বুদ্ধ্যাত্মা নৈব বাচঃ প্রভেদঃ।
বুদ্ধির্বাচ্যং বাচকং চোল্লিখন্তী
রূপং নাত্মীয়ং বোধভাবং জহাতি ॥
পশ্যন্তীতি তু নির্বিকল্পকমতের্নামান্তরং কল্পিতং
বিজ্ঞানস্য হি ন প্রকাশবপুষো বাগ্‌রূপতা শাশ্বতী।
জাতেঽস্মিন্ বিষয়াবভাসিনি ততঃ স্যাদ্ বাঙ্বমর্শো গিরো
ন স্যাদ্ বাপি ন জাতু বাগ্ বিরহিতো বোধো জড়ত্বং স্পৃশেৎ ॥"

—ঐ. ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৫।

১। ধ্বন্যালোক, পৃ. ৪২০, ৪২৪।

২। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিবাদিগণ যেমন শব্দার্থরূপী কাব্য এবং

প্রতীয়মান বস্তুলংকারাদি ব্যঙ্গ্য অর্থের পরস্পর সম্বন্ধের সাদৃশ্য খ্যাপন করতঃ কাব্যক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং তন্মূলক শব্দার্থাত্মক কাব্যের ধ্বনিব্যপদেশ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরোধী। কেননা, স্ফোটতত্ত্ব ও ধ্বনির মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সিদ্ধ না হওয়ায় তদ্দৃষ্টান্তে শব্দার্থাত্মক কাব্য এবং প্রতীয়মান বস্তুলংকারাদিরূপ অর্থের মধ্যেও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ খ্যাপনের পক্ষে কোনও উপপত্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হইতে পারে না। বরং যেমন ধ্বনি এবং স্ফোটের মধ্যে কার্য্য-কারণভাবমূলক গম্য-গমকভাব সম্বন্ধই যুক্তিসংগত, অনুরূপভাবে তদ্দৃষ্টান্তে শব্দার্থাত্মক কাব্য এবং প্রতীয়মান বস্তুলংকারিদিরূপ অর্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাবমূলক গম্য গমকভাব সম্বন্ধ স্বীকারই সমীচীন; এবং ইহা সর্ববাদিসম্মত যে গম্য-গমকভাব অবিনাভাবেরই নামান্তরমাত্র এবং তাহাই অনুমানের ভিত্তিস্বরূপ। অতএব প্রতীয়মান বস্তুসংকারাদিরূপ অর্থকে ব্যঙ্গ্যরূপে নির্দেশ না করিয়া অনুমেয়রূপে নির্দেশ করাই সর্বথা যুক্তিযুক্ত।

বস্তুলংকাররসাদিরূপ প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব বুঝাইবার জন্য 'ঘট-প্রদীপ দৃষ্টান্ত' (দ্র° "আলোকার্থী যথা দাপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ…"—ধ্বন্যালোক ১. ৯) উল্লেখ করিয়া থাকেন, বৈয়াকরণ দার্শনিকগণও নিত্য অখণ্ড অক্রম বোধস্বভাব স্ফোটাত্মক শব্দ এবং শ্রূয়মাণ উচ্চরিতপ্রধ্বস্ত ক্রমবান্ সাবয়ব ধ্বনিসমূহের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের স্বরূপ ঘটপ্রদীপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই প্রকটিত করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের 'আগম-সমুচ্চয়' নামক প্রথম কাণ্ডের বহু কারিকায় এবং তত্রত্য হরিবৃষভকৃত বৃত্তিতে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার এই ঘট-প্রদীপ দৃষ্টান্তটির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্র° বাক্যপদীয়-কারিকা ১.৯৪ ইত্যাদি। অপিচ— "অন্যে তু…একমেব শব্দতত্ত্বম্ নিত্যমলব্ধপরিণামং স্বনিমিত্তেভ্যঃ প্রাপ্তবিকারৈর্ধ্বনিভিরনাশ্রিতং ধ্বনিষু **প্রদীপাদি-প্রকাশন্যায়েন** অসতি বস্তুসংপ্রমোহে প্রাপ্তব্যঞ্জকধ্বনিবিক্রিয়ানুরাগমুপলব্ধরূপমিবাভিব্যজ্যতে ইত্যাহুঃ"—ঐ. বৃত্তি, পৃ. ১৭১; "ইহানিত্যানাং ঘটাদীনাং প্রদীপাদিভিরভিব্যক্তির্দৃষ্টা, শব্দশ্চায়ং ধ্বনিভিরভিব্যজ্যত ইত্যভ্যুপগম্যতে, তস্মাদনিত্যঃ…"—ঐ. পৃ. ১৭২; "সমান-দেশস্থা হি ঘটাদয়ঃ প্রদীপাদিভির্ব্যজ্যন্তে।……"—ঐ. পৃ. ১৭৩; "ঘটাদীনাং হি মণিপ্রদীপৌষধিগ্রহনক্ষত্রৈঃ সর্বৈঃ সর্বেষামভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে…"—ঐ. পৃ. ১৭৫; "ন হ্যভিব্যঞ্জকানাং বৃদ্ধিহ্রাসয়োরভিব্যঙ্গ্যানামর্থানাং বৃদ্ধি-হ্রাসাবুপলভ্যেতে। তদ্যথা-প্রদীপস্য বৃদ্ধিহ্রাসৌ ন ঘটাদীনাম্। ন খল্বপি প্রদীপস্য সংখ্যাভেদে সংখ্যান্তরযুক্তানাং ঘটাদীনাং প্রদীপসংখ্যাভেদনিমিত্তঃ সংখ্যান্তরযোগো দৃশ্যতে।…"—ঐ. বৃত্তি, পৃ. ১৭৭ (*Vākyapadīya* : *Brahmakāṇḍa*—Edited with comm. by Pt. Raghunath Sharma/Sarasvatī Bhavana Granthamālā)। ব্যক্তিবিবেকার পরে ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্ত এবং তাহার সহিত ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

§ ४३ ।। ननु विभावादिवाक्यार्थसमकालमेव रत्यादीनां भावानां प्रतीतिरुपजायमाना सर्वैरेवावधार्यते । न तु तत्रान्तरा सम्बन्धस्मरणादिविघ्नव्यवधानसंवित्तिः काचित् । रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति मुख्यवृत्त्यैव व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभावाभ्युपगमः । तत्र प्रदीपघटादिवदुपपन्नो गम्यगमकभावः । यत् स एवाह–'व्यञ्जकत्वमार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेवासावन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवद् । यथा—

"लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।"

इत्यादौ'–इति । पुनः स एवाह—'नहि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिर्दूरीभवति । वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनात् । तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयोः । यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वद्व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यावभास'–इति ।

অনুবাদ

[আচ্ছা,] বিভাবাদিরূপ বাক্যার্থের সমকালেই রতিপ্রভৃতি ভাবসমূহের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে—ইহা সকলেই (নিশ্চিতরূপে) অবধারণ করিয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে (উভয়ের) অন্তরালে সম্বন্ধস্মরণাদিরূপ বিঘ্নের দ্বারা ব্যবধানের কোনও জ্ঞান [দেখা যায় না]।

রত্যাদিপ্রতীতিই [বস্তুতঃ] রসাদিপ্রতীতি—অতএব মুখ্যভাবেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকার [সম্ভব]। সেইস্থলে প্রদীপ ও ঘট প্রভৃতির ন্যায় গম্য-গমকভাব যুক্তিযুক্ত। যেহেতু তিনি [অর্থাৎ আনন্দবর্ধনাচার্য নিজে]ই বলিয়াছেন—"ব্যঞ্জকত্বমার্গে যখন [কোনও] অর্থ অন্য [কোনও] অর্থকে দ্যোতিত করে তখন (তাহা) আপন স্বরূপকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের প্রকাশকরূপে প্রতীত হইয়া থাকে প্রদীপের ন্যায়। যেমন—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'—প্রভৃতি স্থলে।"

তিনি আবার বলিয়াছেন—"ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইলে বাচ্য [অর্থের] বোধ দূরীভূত হয় না। কেননা, বাচ্য অর্থের সহিত অবিনাভূতভাবে তাহার (অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য অর্থের) প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব তাহাদের মধ্যে ঘট-প্রদীপন্যায় [যুক্তিসঙ্গত]। যেমন প্রদীপদ্বারা ঘটের প্রতীতি উৎপন্ন হইলে (ও) প্রদীপপ্রকাশ নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি [উৎপন্ন হইলেও] বাচ্য অর্থের অবভাস (বা বোধও নিবৃত্ত হয় না)।"

বিবৃতি

আনন্দবর্ধন প্রমুখ ব্যক্তিবাদিগণ বস্তু, অলংকার এবং রসাদিরূপে ত্রিবিধ ব্যাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মান অর্থের সদ্ভাব এবং বাচ্যার্থের সহিত তাহাদের পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন—ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে প্রথম দুইটি ভেদ (অর্থাৎ বস্তু ও অলংকার) 'সক্রম', 'সংলক্ষ্যক্রম' অথবা 'অনুস্বানোপম' কিংবা 'অনুরণনপ্রখ্য' ব্যঙ্গ্যরূপেও অভিহিত হইয়া থাকে, যেহেতু ইহাদের ক্ষেত্রে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৃতীয় রসাদিরূপ অর্থ 'অক্রম' বা 'অসংলক্ষ্যক্রম' ব্যঙ্গ্যরূপে ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ এবং প্রতীয়মান রসাদিরূপ অর্থের বোধের মধ্যে পৌর্বাপর্য বা ক্রম লক্ষিত হয় না। ব্যক্তি-বিবেককার রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতিস্থলে ক্রমপ্রতীতির বাস্তবতা প্রতিপাদন করতঃ বিভাবাদি অর্থ এবং রসাদিরূপ অর্থের সহভাবপ্রতীতি যে অবাস্তব এবং ভ্রান্তিমূলক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং যদিও সেই কারণে রসাদিরূপ অর্থ ব্যঙ্গ্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, তথাপি রসাদিপ্রতীতিস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব কল্পনা যে ঔপচারিক বা গৌণ এবং এই উপচার যে 'সচেতন চমৎকারকারিত্ব'-রূপ প্রয়োজননিবন্ধন—তাহাও মহিমভট্ট যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি।

কিন্তু ব্যক্তিবিবেককারের এই যুক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, রসাদিরূপ অর্থের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য ব্যঞ্জকভাবের গৌণত্ব বা ঔপচারিকত্ব স্বীকার সমীচীন নয়। কেননা, রসাদি এবং বিভাবাদিরূপ অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব মুখ্যবৃত্তিতেই সম্ভব। অতএব যেখানে মুখ্যবৃত্তির দ্বারা ব্যঞ্জকের সমর্থন করিতে পারা যায় সেইস্থলে গুণবৃত্তি বা লক্ষণা বা উপচার সমাশ্রয় করা অন্যায়।[১] রত্যাদিরূপ অর্থ এবং রসাদিরূপ অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবে মুখ্যবৃত্তিতেই উপপন্ন এই কারণে যে, রত্যাদিপ্রতীতিই বস্তুতঃ রসাদিপ্রতীতি—অতএব উভযের মধ্যে পৌর্বাপর্য্য বা ক্রম আদৌ না থাকায় ঘট-প্রদীপন্যায়ে মুখ্যবৃত্তিতেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের উপপত্তির জন্য উপচার বা গৌণীবৃত্তি আশ্রয় করার কোনও আবশ্যকতাই নাই। উভয়ের মধ্যে সহভাব যদি অবাস্তব বা ভ্রান্তিমূলক হইত, তবে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব অনুপপন্ন হওয়ায় প্রয়োজনমূলক ঔপচারিক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবসমাশ্রয়ণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা সঙ্গত হইতে পারিত। অতএব ঘট-প্রদীপস্থলে গম্য-গমনভাব যেমন ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেরই নামান্তরমাত্র, অনুরূপভাবে রত্যাদি-প্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতি—এই উভয়ের মধ্যেও গম্য-গমকভাব প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। রত্যাদিপ্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতির মধ্যে মুখ্যবৃত্তিতে

১। তু° "গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসম্প্রত্যয়ঃ" বা "মুখ্য-গৌণয়োর্মুখ্যে সম্প্রত্যয়ঃ।" দ্র° Colonel G. A. Jacob : *A Handful of Popular Maxims*, Pt. III, pp. 43-44.

ঘট-প্রদীপন্যায়ে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব যে বাস্তব—এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মহিমভট্ট ব্যক্তিবাদিগণের পক্ষ হইতে আনন্দবর্ধনাচার্য্যের 'ধ্বন্যালোক' নিবন্ধ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন।

ধ্বন্যালোকের ৩.৩৩ কারিকার বৃত্তিতে বাচকত্ব বা অভিধা এবং গুণবৃত্তি বা লক্ষণা—এতদুভয়ের সহিত ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপভেদ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে আচার্য্য আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—"[ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকত্বাদত্যন্তং বিভিন্নমেব। এতচ্চ প্রতিপাদিতম্। অয়ং চাপরো রূপভেদো যদ্ গুণবৃত্তৌ যদার্থোঽর্থান্তরমুপলক্ষয়তি। তদোপলক্ষণীয়ার্থাত্মনা পরিণত এবাসৌ সম্পদ্যতে। যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'-ইত্যাদৌ।] ব্যঞ্জকত্বমার্গে তু যদার্থোঽর্থান্তরং দ্যোতয়তি তদা স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেবাসাবন্যস্য প্রকাশকঃ প্রতীয়তে প্রদীপবৎ। যথা—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'—ইত্যাদৌ।......"[১]

অতএব ঘট-প্রদীপরূপ প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের দৃষ্টান্তস্থলে যেমন ব্যঞ্জক প্রদীপালোক এবং ব্যঙ্গ্য ঘটাদি পদার্থ—উভয়ের প্রতীতি একই সঙ্গে ঘটিয়া থাকে, ব্যঞ্জক প্রদীপালোক যেমন আপনাকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাদি ব্যঙ্গ্য পদার্থান্তরকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে, সাহিত্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবস্থলেও অনুরূপভাবে ব্যঞ্জক পদার্থের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যাভিমত রসাদি অর্থের প্রকাশ বা প্রতীতি সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন 'লীলাকমলপত্রাণি—' ইত্যাদি কুমারসম্ভব-শ্লোকে পার্বতীকর্তৃক লীলাকমলপত্রগণনরূপ অনুভাব, যাহা বাচ্যরূপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার দ্বারা মহাদেববিষয়ক পার্বতীনিষ্ঠ রতিভাব অভিব্যঞ্জিত হইতেছে। এবং বাচ্য লীলাকমলপত্রগণনরূপ অনুভাব—যাহা ব্যঞ্জক, তাহার প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রতিরূপস্থায়িভাবের (বা লজ্জাখ্য ব্যভিচারিভাবের) প্রতীতি জন্মাইতেছে। অতএব আচার্য্য আনন্দবর্ধনের এই সুস্পষ্ট উক্তি হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বিভাদিরূপ ব্যঞ্জক এবং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য—এই দুইএর প্রতীতি যুগপৎই ঘটিয়া থাকে। অতএব উভয়ের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য না থাকায় ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব মুখ্যবৃত্তিতেই উপপন্ন হইতে পারে—তাহার সমর্থনের জন্য প্রয়োজনমূলক উপচার বা গুণবৃত্তি আশ্রয় করিবার কোনও হেতুই নাই।

মহিমভট্ট প্রসঙ্গতঃ আনন্দবর্ধনের আর একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া পূর্বপক্ষী ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টতই আনন্দবর্ধনাচার্য্য বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব খ্যাপন করিয়াছেন এবং তাহার অনুকূলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের মুখ্য উদাহরণ ঘট প্রদীপদৃষ্টান্তটির সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি যে পদার্থ-বাক্যার্থন্যায়ে সম্ভব নহে, প্রত্যুত ঘট-প্রদীপন্যায়েই সম্ভব ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আচার্য্য আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্দ্যোতে বৃত্তি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

১। ধ্বন্যালোক, পৃ ৪২৪ (চৌখাম্বা সংস্করণ)

"[ন চ পদার্থ-বাক্যার্থন্যায়ো বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ। যতঃ পদার্থপ্রতীতিরসত্যৈবেতি কৈশ্চিদ্ বিদ্বদ্ভিরাস্থিতম্। যৈরপ্যসত্যত্বমস্যা নাভ্যুপেয়তে তৈর্বাক্যার্থপদার্থয়োর্ঘট-তদুপাদানকারণন্যায়োঽভ্যুপগন্তব্যঃ। যথাহি ঘটে নিষ্পন্নে তদুপাদানকারণানাং ন পৃথগুপলম্ভস্তথৈব বাচ্যে তদর্থে বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং তদা বিভক্ত-তয়োপলম্ভে বাক্যার্থবুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ। ন ত্বেষ বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োর্ন্যায়ঃ।] ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ। তস্মাদ্ ঘট-প্রদীপন্যায়স্তয়োঃ। যথৈব হি প্রদীপদ্বারেণ ঘট-প্রতীতাবুৎপন্নায়াং ন প্রদীপপ্রকাশো নিবর্ত্ততে তদ্বদ্ ব্যঙ্গ্য-প্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ। [যত্তু প্রথমোদ্দ্যোতে 'যথা পদার্থদ্বারেণ' ইত্যাদ্যুক্তং তদুপায়ত্বমাত্রাৎ সাম্যবিবক্ষয়া।।]"[১]

ঘট-প্রতীতি উৎপন্ন হইলে যেমন প্রদীপ-প্রকাশ নিবৃত্ত হয় না—ঘট এবং দীপালোক এতদুভয়ই যুগপৎ দ্রষ্টার নিকট ভাসমান হয়, সেইরূপ রসাদি অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন হইলেও বিভাবাদিরূপ বাচ্য অর্থের অবভাস সেই সময় অক্ষুণ্ণই থাকে—এইভাবে উভয়ের সহভাব বা যৌগপদ্য সিদ্ধ হওয়ায় ঘট প্রদীপদৃষ্টান্তবলে পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবও সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আচার্য্য আনন্দবর্ধনের মতে রসাদি অর্থ এবং বিভাবাদি বাচ্য অর্থ—এতদুভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব মুখ্যবৃত্তিতেই উপপন্ন, এবং তাহার উপপাদনের জন্য উপচার, গুণবৃত্তি বা লক্ষণা আশ্রয় করিবার কোনও প্রয়োজনই নাই।

এইস্থলে টীকাকার রুয্যক মহিমভট্টকর্তৃক উদ্ধৃত ধ্বনিকারের উক্তির অন্তর্গত "বাচ্যাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ"—এই পংক্তিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এখানে 'অবিনাভাব' শব্দটি ইহার পারিভাষিক 'ব্যাপ্তি' (বা Universal Concomitance)-রূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য ধ্বনিকার কর্তৃক প্রযুক্ত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে ব্যাপ্তিরূপ অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকায়, বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি অনুমিতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত, কেননা অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি অনুমানেরই অঙ্গ।[২] কিন্তু ধ্বনিকার ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকে অনুমানাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং এখানে 'অবিনাভাব' শব্দটি যে ব্যাপ্তিরূপ অর্থ বুঝাইতে আনন্দবর্ধন কর্তৃক প্রযুক্ত হয় নাই—ইহা স্পষ্ট। 'অবিনাভাব'—সম্বন্ধ বলিতে ধ্বনিকার সামান্যতঃ নিমিত্তত্বরূপ সম্বন্ধ বুঝাইতে চাহিয়াছেন—যাহা অনুমানের ক্ষেত্রেও সম্ভব।

"মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রাহে।
অভিধেয়াবিনাভূতপ্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে।।..."

১। ধ্বন্যালোক বৃত্তি ৩.৩৩ কারিকা, পৃ ৪১৯-৪২১।

২। দ্র° "কার্য্যকারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মেৎ দর্শনান্ন ন দর্শনাৎ।।"—ধর্মকীর্ত্তি : প্রমাণবার্ত্তিক, ১.৩১

—কুমারিলভট্ট লক্ষণানিরূপণ প্রসঙ্গে যে 'অবিনাভূত'-শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও অবিনাভাব-শব্দের পারিভাষিক ব্যাপ্তিরূপ অর্থ অভিপ্রেত হয় নাই। কেননা, তাহা হইলে লক্ষণা-ব্যাপার অনুমানেরই নামান্তর হইয়া পড়িত। মম্মটাচার্য্যও তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশ'• নিবন্ধের দ্বিতীয় উল্লাসে লক্ষণানিরূপণ-প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত তন্ত্রবার্ত্তিক-কারিকাটি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"উক্তঞ্চান্যত্র—

'অভিধেয়াবিনাভূতপ্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে।
লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা॥'

—(ত° বা° : পূর্বমীমাংসা সূত্র ৩.৪.১২)

অবিনাভাবোঽত্র সম্বন্ধমাত্রং ন তু নান্তরীয়কত্বম্। তত্ত্বে হি 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' ইত্যাদৌ ন লক্ষণা স্যাৎ। অবিনাভাবে ত্বাক্ষেপেণৈব সিদ্ধের্লক্ষণায়া নোপযোগ ইত্যুক্তম্।..."

কিন্তু •মহিমভট্টপ্রমুখ অনুমিতিবাদিগণ, যাঁহারা ব্যঞ্জনাব্যাপার খণ্ডনের জন্য বদ্ধ-পরিকর, তাঁহারা সম্বন্ধসামান্য অর্থে ধ্বনিকার কর্তৃক প্রযুক্ত 'অবিনাভাব' শব্দটি উহার পারিভাষিক ব্যাপ্তিরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া ধ্বনিকারাভিমত ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকে অনুমিত্যাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহা 'শব্দচ্ছল' বা 'বাক্‌ছল' মাত্র, সৎতর্ক নহে।[১]

১। দ্র° "পূর্বোক্ত 'জল্প' ও বিতণ্ডা-য় প্রতিবাদী কোন সময়ে সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইলে পরাজয়-ভয়ে নীরব না হইয়া বহুপ্রকার অসদুত্তর করিতে পারেন এবং চিরকালই অনেকে তাহা করিতেছেন। তন্মধ্যে অসদুত্তর-বিশেষের নাম—ছল। মহর্ষি গৌতম পরে যথাক্রমে উহার লক্ষণ-সূত্র ও বিভাগসূত্র বলিয়াছেন—

বচন-বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্॥

তৎ ত্রিবিধম্—বাক্‌-ছলং সামান্য-চ্ছল-মুপচার-চ্ছলঞ্চ॥—ন্যায়সূত্র ১.২.১০-১১। অর্থাৎ বাদীর অভিমত শব্দার্থ বা ব্যাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর বচন বিঘাতক যে অসদুত্তর, তাহার নাম ছল। সেই 'ছল' ত্রিবিধ। গৌতম পরে যথাক্রমে ত্রিবিধ ছলের লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন—

অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তর-কল্পনা বাক্‌-ছলম্।—ন্যায়সূত্র ১.২.১২ ইত্যাদি।

অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ অনেক অর্থের বোধক কোন সামান্য শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার অর্থ-বিষয়ে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা (১) বাক্‌ছল। যেমন নূতন কম্বলবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিলেন—"নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলবত্ত্বাৎ।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল হইতে আগত। যেহেতু ইহাতে নব-কম্বলবত্ত্ব আছে। পরে প্রতিবাদী বলিলেন—"একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নব কম্বলাঃ?"—

রুয্যক এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গীর যৌক্তিকতা সমর্থনকল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সেই স্থলেই সম্ভব যে স্থলে ব্যঞ্জকপ্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে কোনও বাস্তব ক্রম বর্ত্তমান থাকে না, উভয়বিধ প্রতীতিই যেখানে যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। মহিমভট্টপ্রমুখ অনুমিতি-বাদিগণ বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে যে বাস্তব ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য বর্ত্তমান তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে ধ্বনিকারের বিভিন্ন উক্তিও প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। ধ্বনিকারও বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে যে পৌর্বাপর্য্য বর্ত্তমান আছে, তাহা অপহ্নব করেন না। সেইজন্যই তিনি রসাদিরূপ অর্থকে "অসংলক্ষ্যক্রম" ব্যঙ্গ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ইহা স্বাভাবিকও বটে। কেননা, বিভাবাদিপ্রতীতি নিমিত্ত বা কারণ এবং রসাদি-প্রতীতি 'নিমিত্তী' বা কার্য্য। কারণপ্রতীতিকালে যে কার্য্যপ্রতীতি সম্ভব নয়, ইহা ব্যক্তিবাদিগণও অবশ্যই স্বীকাব করিবেন—কেননা, 'নিমিত্ত' নিয়তই 'নিমিত্তিমুখপ্রেক্ষী'। এবং বিভাবাদি ও রসাদিপ্রতীতির মধ্যে এই উভয়বাদিসিদ্ধ নিমিত্ত-নিমিত্তিভাব এবং তন্মূলক পৌর্বাপর্য্য বা অসহভাবকেই অনুমিতিবাদিগণ ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্ররূপে এবং স্বাভিমত গম্য গমকভাব স্থাপনের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকুল যুক্তিরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ধ্বনিবাদিগণ অনুমিতিবাদিগণের এই সকল যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করেন না বটে। কিন্তু তাঁহারা বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের অসম্ভাব্যতাও মানিয়া লইতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে বিভাবাদি প্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে বাস্তব সহভাব এবং তন্মূলক মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব অন্যভাবে উপপাদন করা সম্ভব। তাঁহারা একথা বলিতে চান না যে, বিভাবাদি-প্রতীতিকালেই রসাদিপ্রতীতি ঘটিয়া থাকে—কেননা উভয়ের মধ্যে নিমিত্ত-নিমিত্তিভাব বিদ্যমান থাকায় ক্রম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রসাদিপ্রতীতি কালে তাহার নিমিত্তভূত বিভাবাদি-প্রতীতিও যে ভাসমান থাকে, তাহা যে কোনওরূপে নিবৃত্ত হয় না, এবং ফলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহভাব যে অনুভবসিদ্ধ অতএব অনপহ্নবনীয়, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য। এইভাবে রসাদিপ্রতীতিকালে বিভাবাদিপ্রতীতি সংঘটিত হওয়ায় উভয়ের

অর্থাৎ ইহার একখানামাত্র কম্বল আছে, নয়খানা কম্বল কোথায়?—বস্তুতঃ উক্ত স্থলে বাদী নূতনার্থ "নব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই 'নবকম্বলবত্ত্বাৎ'—এই হেতু বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা বুঝিয়াই হউক, অথবা না বুঝিয়াই হউক, উক্ত হেতুবাক্যে 'নবন্' শব্দ গ্রহণ করিয়া "নবকম্বল" এই সমাসরূপ শব্দের অর্থান্তর কল্পনা অর্থাৎ বক্তার অনভিপ্রেত নবসংখ্যক কম্বলরূপ অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুতে অসিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করায় উহা—বাকছল। কিন্তু উক্তস্থলে বাদীর কথিত নূতনকম্বলবত্ত্ব-রূপ হেতু অসিদ্ধ না হওয়ায় উক্তরূপ "ছল" অসদুত্তর।..."—ম. ম. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ: ন্যায়পরিচয় (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩৩২-৩৪।

মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব মুখ্যবৃত্তিতেই সম্ভব, তাহার উপপাদনের জন্য উপচার আশ্রয় করিবার কোনও আবশ্যকতাই নাই,—ইহাই ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তের নিষ্কর্ষ। তবে যে বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে বাস্তব পৌর্বাপর্য্য স্বীকার করতঃ রসাদি অর্থকে ধ্বনিকার "অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য" রূপে ব্যপদিষ্ট করিয়াছেন, তাহা ব্যঞ্জকরূপে অভিমত বিভাবাদিপ্রতীতিকে রসাদিপ্রতীতির উপক্রমরূপে স্বীকার করিয়া। কিন্তু বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থাৎ রসাদিপ্রতীতিকে কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া ধরিয়া লইলে তৎসমকালে বিভাবাদিপ্রতীতিও অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া, উভয়ের মধ্যে ক্রম সর্বথা অবিদ্যমান হওয়ায় মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকারে কিছুমাত্র অনুপপত্তি থাকিতেই পারে না—এইভাবে ধ্বনিকারের উক্তি ব্যাখ্যা করিলে আপাতপ্রতীয়মান স্ববচনবিরোধদোষ সহজেই পরিহার করিতে পারা যায়। ব্যঞ্জকপ্রতীতিকালে নিয়মতই ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিও ঘটিয়া থাকে—ইহা ধ্বনিবাদিগণের প্রকৃত আশয় নহে। কিন্তু ব্যঙ্গ্য রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতিকালে নিয়তই ব্যঞ্জক বিভাবাদিরূপ অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ—সেইজন্য এতদুভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং রসাদিরূপ অর্থের 'অক্রমব্যঙ্গ্যত্ব' ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। সেই কারণেই আনন্দবর্ধনাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ" ইত্যাদি। কিন্তু ইহার বিপরীতভাবে বলেন নাই—"ন হি বাচ্যে প্রতীয়মানে ব্যঙ্গ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি"। কেননা, বাচ্যপ্রতীতিটি নিমিত্ত হওয়ায় তৎসমকালে নিমিত্তি-রসাদি-প্রতীতি সর্বথা অসম্ভব।

যদিও গম্য-গমকভাব, যাহা অনুমিতির ভিত্তিস্বরূপ এবং ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব বা প্রত্যায্য-প্রত্যায়কভাব,—উভয়ই নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি গম্য-গমকভাবের স্থলে গম্য (বা সাধ্য) গমক (বা সাধন-)-এর দ্বারা উপরক্ত বা উপহিতরূপে প্রতীত হয় না, তটস্থরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। আর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্থলে প্রত্যায্য অর্থটি প্রত্যায়ক অর্থের দ্বারা উপরঞ্জিতরূপে আমাদেব প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি কালে তাহা ব্যঞ্জকবিভাবাদিরূপ অর্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াই সহৃদয়চিত্তে ভাসমান হইয়া উঠে। সেইজন্য আচার্য্য আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—"ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ।"

ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব, যেগুলি বাসনারূপে সহৃদয়চিত্তে বিদ্যমান থাকে, সেইগুলিই বিভাবাদিরূপ অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া উঠে; সেইস্থলে গম্যগমক-ভাবস্থলে যেরূপ ব্যাপ্তি-স্মৃতি, পক্ষধর্মতা-জ্ঞান প্রভৃতি নিমিত্তের দ্বারা গম্যপ্রতীতি এবং গমক-প্রতীতির মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়, সেইরূপ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধস্মরণাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া ব্যঙ্গ্য-প্রতীতি এবং ব্যঞ্জকপ্রতীতির মধ্যে কোনও ব্যবধান রচনা করে না। অতএব ঘট-প্রদীপদৃষ্টান্তে রসাদিপ্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতির মধ্যে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকার করাই সমীচীন, এ বিষয়ে কোন বিসংবাদ থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে: রসভাবাদি অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্থলে বিভাবাদিরূপ অর্থ এবং

রসাদিরূপ অর্থের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং ব্যঞ্জনাব্যাপার উক্ত যুক্তিতে মুখ্য বৃত্তিতেই সম্ভব ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, যেখানে বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থ ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে, সেইস্থলে বাচ্যার্থের সহিত উহাদের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারিবে? কেননা, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্য বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে সহভাবিত্ব নাই। ইহার উত্তরে ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তের সমর্থনে টীকাকার রুয্যক বলিয়াছেন: চিরন্তন আচার্য্যগণ শব্দের অভিধা এবং লক্ষণা—এই দ্বিবিধ ব্যাপার স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুইটি ব্যাপারের কোনটিই তৃতীয় কক্ষাবিনিবিষ্ট রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ নয় বলিয়া ধ্বনিবাদিগণ রসাদিরূপ অর্থের বোধের উপপত্তির নিমিত্ত শব্দের অভিধা-লক্ষণাতিরিক্ত ব্যঞ্জনারূপ তৃতীয় ব্যাপার নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অতএব বস্তু এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিও রসাদি অর্থের ন্যায়ই তৃতীয়কক্ষাবিনিবিষ্ট হওয়ায় শব্দের অভিধা বা লক্ষণা এই ব্যাপারদ্বয়ের কোনটির দ্বারাই তাহার উদ্রেক সম্ভব নয় বলিয়া অবশ্যই তৃতীয় ব্যাপারান্তর স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে রসাদিরূপ তৃতীয় কক্ষাবিনিবেশী অর্থের বোধের জন্য কল্পিত ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারাই যদি অনুরূপভাবে তৃতীয়কক্ষাবিনিবিষ্ট বস্তু ও অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতি উপপাদন করিতে পারা যায়, তবে তাহার জন্য অতিরিক্ত কোনও ব্যাপার স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং তাহার ফলে কল্পনালাঘব ঘটে বলিয়া বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতিও ব্যঞ্জনাব্যাপারের সাহায্যেই সম্ভব হইয়া থাকে—ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহার পরেও একটি জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। তাহা হইতেছে এই যে, রসাদিরূপ অর্থ এবং বিভাবাদি অর্থের সহপ্রতীতি থাকায় তাহাদের মধ্যে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব না হয় সম্ভব বলিয়া স্বীকার লওয়া গেল। কিন্তু বস্তু এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যস্থলে বাচ্যার্থের সহিত উহাদের সহপ্রতীতি কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে রুয্যক বলিয়াছেন: রসাদিস্থলে বিভাবাদি-রূপ অর্থের সহিত ব্যঙ্গ্য অর্থের সহপ্রতীতির পক্ষে যে যুক্তির উপন্যাস করা হইয়াছে, সেই একই যুক্তির দ্বারা বাচ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য বস্তু ও অলংকাররূপ অর্থের সহপ্রতীতি সমর্থন করিতে পারা যায়। কেননা, রসাদির ন্যায় ব্যঙ্গ্য বস্তু ও অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতিকালে বাচ্য ব্যঞ্জক অর্থের প্রতীতির নিবৃত্তি ঘটে না বলিয়া উহাদের সহভাবিত্বস্বীকারে কিছুমাত্র বাধাই থাকিতে পারে না। অতএব বস্তু ও অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির ক্ষেত্রেও বাচ্যার্থের সহিত উহাদের মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবই যুক্তিসংগত। এখানেও বাচ্যপ্রতীতিকালে ব্যঙ্গ্য বস্তু বা অলংকারের প্রতীতি ঘটে না বটে, কিন্তু ব্যঙ্গ্য বস্তু বা অলংকাররূপ অর্থের প্রতীতি সময়ে ব্যঞ্জক বাচ্য অর্থের প্রতীতি অবশ্যই ঘটে।

কিন্তু ইহার পরও একটি প্রশ্ন সমাধানের অপেক্ষা রাখে। তাহা হইতেছে এই যে, ব্যঙ্গ্য বাচ্য অর্থের বিরোধী অথবা অবিরোধী হইতে পারে। যেখানে বিধি অথবা নিষেধ রূপ বাচ্যার্থ হইতে যথাক্রমে বিধিরূপ বা নিষেধরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি ঘটে, সেখানে উভয়বিধ অর্থই সজাতীয় হওয়ায় পরস্পর কোনও বিরোধের সম্ভাবনা না থাকায়

ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালে বাচ্য অর্থের প্রতীতি ঘটিবার পক্ষে কোনও প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু যেখানে বাচ্য বিধি অথবা নিষেধ হইতে যথাক্রমে ব্যঙ্গ্য নিষেধ অথবা বিধিরূপ অর্থের প্রতীতি ঘটে, সেস্থলে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরোধ বর্ত্তমান থাকায় ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালে কিরূপে বাচ্যপ্রতীতি সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে রুয্যক বলিয়াছেন: বাচ্যবিধি অথবা নিষেধরূপ অর্থটি ব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রকাশক এবং ব্যঙ্গ্য নিষেধ বা বিধিরূপ অর্থটি প্রকাশ্য। বিরোধিব্যঙ্গ্যস্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থটিই সত্য বা বাস্তবরূপে বিবক্ষিত, আর বাচ্য অর্থটি অসত্য, অতএব সহৃদয় সামাজিকগণের নিকট বাস্তবরূপে বিবক্ষিত হইতে পারে না। তৎসত্ত্বেও উহার উপযোগিতা আছে—কেননা সত্য এবং বাস্তব-ভূত ব্যঙ্গ্য অর্থটিকে গোপন বা আচ্ছাদন করিবার জন্যই তাহা কবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জক বাচ্য অর্থটি অসত্য হইলেও তাহা ব্যঙ্গ্য ও বাস্তব অর্থের আচ্ছাদক এবং সারভূত বাস্তব অর্থটি গোপ্য বা আচ্ছাদ্যরূপেই বিবক্ষিত। কেননা, সহৃদয় সামাজিকগণের নিকটই সেই সারভূত গোপ্য অর্থটি প্রকাশিত হইয়া থাকে, সকল প্রতিপত্তার নিকট নহে, এবং ব্যঙ্গ্য অর্থের গোপ্যমানত্বই তাহার রমণীয়তার মুখ্য নিদান। এইরূপ স্থলে বিরোধিব্যঙ্গ্যপ্রতীতিস্থলেও বাচ্যার্থটি তাহার আচ্ছাদকরূপে তৎসমকালেই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে—'জাতীপলাণ্ডুন্যায়ে'। সুতরাং এইজাতীয় ক্ষেত্রেও লৌকিক ঘটপ্রদীপ-দৃষ্টান্তানুসারে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকার করাই সমীচীন।

§ ৪৪ ।। उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोरर्थयोर्यथा क्रमेणैव प्रतीतिर्न समकालं यथा चानयोर्गम्यगमकभावः तथा तेनैव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूपं निरूपयितुकामेनाप्युक्तं, तदेवास्माभिः समाधित्सुभिरिह लिख्यते परम् ।

तद्यथा—'न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः । अत एव विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात् क्रमोऽवश्यम्भावी । स तु लाघवान्न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादय इत्युक्तम्'-इति ।

पुनश्च 'तस्मादभिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्तिभावाद् नियमभावी क्रमः । स तूक्तयुक्तेः क्वचिल्लक्ष्यते क्वचित्तु न लक्ष्यत' इति ।

तदेवं वाच्यप्रतीयमानयोर्वक्ष्यमाणक्रमेण लिङ्गलिङ्गिभावस्य समर्थनात् सर्वस्यैव ध्वनेरनुमानान्तर्भावः समन्वितो भवति तस्य च तदपेक्षया महाविषयत्वात् । महाविषयत्वं चास्य ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये पर्यायोक्तादौ गुणीभूतव्यङ्ग्यादौ च सर्वत्र सम्भवात् । तच्च वचनव्यापारपूर्वकत्वात् परार्थमित्यवगन्तव्यम् । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थमनुमानमिति केवलमुक्तनयानभिज्ञतया तन्न लक्षयत्यविचक्षणो लोकः ।

অনুবাদ

[ইহার উত্তরে] বলা হইয়াছে: বাচ্য এবং প্রতীয়মানরূপ অর্থদ্বয়ের যে ক্রমিকভাবে প্রতীতি (ঘটিয়া থাকে) এবং ইহাদের মধ্যে যে গম্য-গমকভাব [বর্ত্তমান] তাহা সেই ব্যক্তিবাদিকর্ত্তৃকই উক্ত অর্থদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণার্থ উক্ত হইয়াছে। [বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের অক্রমপ্রতীতিত্ব] পরিহারেচ্ছায় আমরা এইস্থলে তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

যেমন—"বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারভাবই রস এইরূপ কাহারও বোধ হয় না। অতএব রসাদি (অর্থের) প্রতীতি বিভাবাদিপ্রতীতির অবিনা-ভাবিনী—এইহেতু এতদুভয়ের প্রতীতি পরস্পর কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থিত বলিয়া (উভয়ের মধ্যে) ক্রম (বা পৌর্বাপর্য্য) অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা (অর্থাৎ সেই ক্রম) লাঘববশতঃ লক্ষিত হয় না বলিয়া রসাদি অলক্ষ্যক্রম হইয়াই ব্যঙ্গ্য (হইয়া থাকে)—এইরূপ বলা হইয়াছে॥"

পুনশ্চ: "অতএব অভিধান (বা শব্দ) এবং অভিধেয় (বা অর্থ)—এতদুভয়ের প্রতীতির ন্যায় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য প্রতীতির মধ্যে নিমিত্ত-নিমিত্তিভাববশতঃ ক্রম নিয়মতই হইবে। কিন্তু তাহা উক্ত যুক্তি অনুসারে কোথায়ও লক্ষিত হয়, কোথায়ও বা হয় না।"

অতএব এইরূপে বাচ্য ও প্রতীয়মান (অর্থদ্বয়ের) মধ্যে লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব (বা সাধ্য-সাধনভাব)-এর সমর্থনের দ্বারা, যাহা পরে বলা হইবে, সর্বপ্রকার ধ্বনিরই অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভাব সংগত হয়, যেহেতু তাহা (অর্থাৎ অনুমিতি) তাহার (অর্থাৎ ধ্বনির) অপেক্ষায় মহাবিষয় (বা ব্যাপক)। আর ইহার (অর্থাৎ অনুমানের) মহাবিষয়ত্বও (সিদ্ধ, যেহেতু) ধ্বনিব্যতিরিক্ত পর্য্যায়োক্তাদি (অলংকার) এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যাদি বিষয়ে সর্বত্রই ইহার সম্ভব আছে। তাহা (অর্থাৎ সেই অনুমান)ও আবার বচনব্যাপারপূর্বক বলিয়া 'পরার্থ' (অর্থাৎ 'পরার্থানুমান') বলিয়া বুঝিতে হইবে। (যেহেতু বলা হইয়াছে—) "ত্রিবিধ রূপবিশিষ্ট লিঙ্গের আখ্যান পরার্থ অনুমান।" কেবলমাত্র অবিচক্ষণ লোক উক্তনয়ে অনভিজ্ঞতাহেতু তাহা লক্ষ্য করে না।

বিবৃতি

ব্যক্তিবাদিগণ রত্যাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে সমকালত্বনিবন্ধন মুখ্য-বৃত্তিতেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব স্বীকার করিয়া থাকেন—ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু মহিমভট্টপ্রমুখ ব্যক্তিবাদের বিরোধী আচার্য্যগণ মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে

করেন, কেননা রত্যাদিপ্রতীতি এবং রসাদিপ্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য অপহ্নব করা আদৌ সম্ভব নহে। এবং ক্রম বিদ্যমান থাকিলে ঘটপ্রদীপ দৃষ্টান্তানুসারে মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? মহিমভট্ট এইস্থলে আপন সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য ধ্বনিকারের উক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন। ধ্বনিকার যদিও রসাদিরূপে অর্থের অক্রমব্যঙ্গ্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন বটে, তথাপি ধ্বন্যালোক গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে তিনি রত্যাদিরূপ অর্থ এবং রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য বাস্তবরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাও স্বকণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। মহিমভট্ট ধ্বনিকারের সেইজাতীয় কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করিয়া স্বকীয় মতবাদের সারবত্তা এবং রসাদিপ্রতীতির অক্রমব্যঙ্গ্যত্ব পরিহার করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছেন।

ধ্বন্যালোক-গ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতস্থ ৩৩ সংখ্যক কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বিস্তৃতভাবে রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্যের সহিত বিভাবাদিরূপ বাচ্য অর্থের সম্পর্ক, ব্যঞ্জনা ব্যাপারের স্বরূপ এবং অভিধা লক্ষণা প্রভৃতি ব্যাপারান্তর হইতে উহার বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অতি গম্ভীর আলোচনা করিয়াছেন। রসাদি অর্থের সহিত বাচ্য অর্থের গুণগুণিভাব বা ধর্মধর্মিভাবরূপ সিদ্ধান্তটির, যাহা কোনও কোনও পূর্বপক্ষী স্বীকার করিয়া থাকেন, নিরাকরণ প্রসঙ্গে ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

"[স্যান্মতম্; রত্নানামিব জাত্যত্বং প্রতিপত্তৃবিশেষতঃ সংবেদ্যং বাচ্যানাং রসাদিরূপত্বমিতি। নৈবম্; যতো যথা জাত্যত্বেন প্রতিভাসমানে রত্নে রত্নস্বরূপানতিরিক্তত্বমেব তস্য লক্ষ্যতে তথা রসাদীনামপি বিভাবানুভাবাদিরূপবাচ্যাব্যতিরিক্তত্বমেব লক্ষ্যেত। ন চৈবম্;] নহি বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসা ইতি কস্যাচিদবগমঃ। অতএব চ বিভাবাদি-প্রতীত্যবিনাভাবিনী রসাদীনাং প্রতীতিরিতি তৎপ্রতীত্যোঃ কার্য্য-কারণভাবেন ব্যবস্থানাৎ ক্রমোঽবশ্যম্ভাবী। স তু লাঘবান্ন প্রকাশ্যতে 'ইত্যলক্ষ্যক্রমা এব সন্তো ব্যঙ্গ্যা রসাদয়ঃ' ইত্যুক্তম্।"[১]

উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশটিতে ধ্বনিকার দ্ব্যর্থহীনভাষায় বিভাবাদিরূপ বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং রসাদিরূপ অর্থপ্রতীতির মধ্যে কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ এবং তদ্‌বশতঃ ক্রমভাব বা পৌর্বাপর্য্যের

১। 'লোচনটীকা'-য় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অতএব চেতি। যতো ন বাচ্যধর্মত্বেন রসাদীনাং প্রতীতিঃ, যতশ্চ তৎপ্রতীতৌ বাচ্যপ্রতীতিঃ সর্বথানুপযোগিনী। তত এব হেতোঃ ক্রমেণাবশ্যং ভাব্যং, সহভূতয়োরুপকারাযোগাৎ। স তু সহৃদয়ভাবনাভ্যাসান্ন লক্ষ্যতে, অন্যথা তু লক্ষ্যেতাপীত্যুক্তং প্রাক্। যদ্যপি প্রতীতি-বিশেষাত্মৈব রস ইত্যুক্তিঃ, প্রাক্ তথাপি ব্যপদেশিবত্বাদ্ রসাদীনাং প্রতীতিরিত্যেবমত্র" —লোচন, পৃ. ৪০৪। তুলনীয়ঃ "উক্তস্বরূপো ভাবাদিরসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ। অত্র ব্যঙ্গ্য-প্রতীতের্বিভাবাদিপ্রতীতিকারণত্বাৎ ক্রমোঽবশ্যমস্তি, কিংতূৎপলপত্রশতব্যতিভেদবল্লাঘবান্ন সংলক্ষ্যতে।..."—সাহিত্যদর্পণ, ৪ ৫ কারিকাস্থ বৃত্তি।

অনপহ্নবনীয়ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। কেবলমাত্র এই ক্রম বা পৌর্বাপর্য্যটি এতই সূক্ষ্ম যে তাহার অস্তিত্ব সহৃদয়ের নিকট প্রকাশিত হয় না—এই কারণে রসাদিরূপ অর্থকে 'অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য' রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্রম সর্বথা অবিদ্যমান—এইরূপ অভিমত ধ্বনিকার কোথাও প্রকাশ করেন নাই।

শব্দশক্তিমূল এবং অর্থশক্তিমূল ব্যঙ্গ্যার্থের বিবিধ প্রকারের ক্ষেত্রে বাচ্যপ্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে নিমিত্ত-নিমিত্তিভাববশতঃ ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ধ্বনিকার স্বকীয় সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিতে নিবদ্ধ করিয়াছেন—

"তস্মাদভিধানাভিধেয়প্রতীত্যোরিব বাচ্য-ব্যঙ্গ্যপ্রতীত্যোর্নিমিত্তনিমিত্তিভাবাৎ নিয়মভাবী ক্রমঃ। স তূক্তযুক্ত্যা কচিল্লক্ষ্যতে কচিন্ন লক্ষ্যতে।"

অভিধান বা শব্দ হইতে যখন অভিধেয় বা বাচ্য অর্থের প্রতীতি জন্মে সেখানে অভিধানপ্রতীতিটি নিমিত্ত এবং অভিধেয়প্রতীতিটি নিমিত্তী বা কার্য্য—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অভিধান-প্রতীতি যে অভিধেয়-প্রতীতির পূর্বভাবিনী ইহাও সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু অভিধান এবং অভিধেয়ের মধ্যে সংকেত বা সময়রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান যাহাদের আছে, তাহাদের নিকট অভ্যাসবশতঃ উভয়প্রতীতির মধ্যে অবশ্যম্ভাবী ক্রমও যেমন লক্ষিত হয় না, অনুরূপভাবে যে সকল সামাজিকের চিত্তে সহৃদয়ভাব কাষ্ঠাপ্রাপ্ত বা চরম প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট নিমিত্তরূপ বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং নিমিত্তিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির মধ্যে পৌর্বাপর্য্য অনপহ্নবনীয় হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ লক্ষিত হয় না।[১]

ধ্বন্যালোকের এই সকল উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ধ্বনিকার বাচ্যার্থপ্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতি (তাহা রসাদিরূপই হউক বা অন্যরূপই হউক)-এই উভয়ের মধ্যে সর্বত্রই নিমিত্তনিমিত্তিভাবনিবন্ধন ক্রম স্বীকার করিয়াছেন। কেবল সেই ক্রমটি কোথাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, আবার রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্যের ক্ষেত্রে কোনও কোনও স্থলে সূক্ষ্মত্ব বা লাঘববশতঃ লক্ষিত হয় না—এইটুকুই যা পার্থক্য। সেইজন্যই রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ ধ্বনিকার কর্তৃক অসংলক্ষ্যক্রম বা অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যরূপে অভিহিত হইয়াছে। সর্বথা 'অ-ক্রম'-রূপে ঘোষিত হয় নাই।

১। উদ্ধৃত ধ্বন্যালোক-গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তও বলিয়াছেন—

"তস্মাদিতি। অভিধানস্য শব্দরূপস্য পূর্বং প্রতীতিস্ততোঽভিধেয়স্য।"

যদাহ তত্রভবান্—

'বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শব্দৈর্নার্থঃ প্রকাশ্যতে" ইত্যাদি।

'অতোঽনির্জ্ঞাতরূপত্বাৎ কিমাহেত্যাভিধীয়তে' ইত্যত্রাপি চাবিনাভাববৎ স তত্ত্বাভ্যস্তত্বাৎ ক্রমো ন লক্ষ্যেতাপি।" —লোচন, পৃ. ৪১২-১৩। লোচনকারকর্তৃক উদ্ধৃত কারিকার্দ্ধদ্বয় ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ের কারিকার অংশ (১ ৫৬-৫৭)।

অতএব বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য (ধ্বনিবাদিসম্মত) প্রতীতির মধ্যে ক্রম বর্ত্তমান থাকায় এবং বাচ্যপ্রতীতি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির প্রতি নিমিত্তরূপে ধ্বনিবাদিগণ তথা ধ্বনিবিরোধি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকর্তৃক তুল্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায় বাচ্যপ্রতীতিটি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির প্রতি সাধন বা হেতুরূপে পরিগণিত হওয়াই সমীচীন এবং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে নিমিত্ত-নিমিত্তিভাব সাধ্য-সাধনভাব, যাহা অনুমিতির ভিত্তিস্বরূপ, ভিন্ন অন্য কিছু নহে—ইহাই ব্যক্তিবিবেককার মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য। বাচ্য এবং প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থদ্বয়ের মধ্যে এই সাধ্য-সাধনভাব বা লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব বিস্তৃতভাবে মহিমভট্ট কর্তৃক পরে আলোচিত হইবে। ফলে ধ্বনিকার কর্তৃক প্রতিপাদিত ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সাধ্য-সাধনভাব বা লিঙ্গ-লিঙ্গিভাবরূপেই পরিণত হওয়ায় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সর্ববিধ প্রভেদই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, অনুমান ধ্বনি অপেক্ষা মহাবিষয় অর্থাৎ অনুমিতির পরিধি হইতে ব্যাপকতর। যেহেতু পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কার স্থলে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য প্রভৃতি স্থলে যদিও ধ্বনির সম্ভাব নাই, তথাপি ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব বর্ত্তমান আছে, ইহা ধ্বনিবাদিগণও স্বীকার করিবেন; এবং যেহেতু ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সাধ্য-সাধনভাব বা লিঙ্গ-লিঙ্গিভাবেরই নামান্তরমাত্র এবং যেহেতু লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব অনুমিতিরই অঙ্গ, সেইহেতু পর্য্যায়োক্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্য প্রভৃতি স্থলে ধ্বনি না থাকিলেও অনুমিতি বর্ত্তমান থাকায় অনুমিতির ধ্বনি অপেক্ষা মহাবিষয়ত্ব নির্বিবাদ-সিদ্ধ।

দার্শনিকগণের মতে অনুমান দ্বিপ্রকার—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। স্বার্থানুমিতি শুধু আত্মপ্রতিপত্তির জন্য, আর পরার্থানুমান পর-প্রত্যায়নের জন্য।[১]

স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে ত্রিরূপলিঙ্গ হইতে পরোক্ষ অনুমেয় অর্থবিষয়ক জ্ঞান অনুমাতার চিত্তে উদিত হয়। সুতরাং স্বার্থানুমান জ্ঞানাত্মক। কিন্তু পরচিত্তে অনুমেয়ার্থবিষয়ক জ্ঞানের উদ্রেক সাধন করিতে হইলে ত্রিরূপলিঙ্গ প্রতিপাদক বাক্যের প্রয়োগ অপরিহার্য্য—সুতরাং ইহা স্বার্থানুমানের ন্যায় জ্ঞানাত্মক নহে, ইহা শব্দাত্মক।[২] সেইজন্য আচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি পরার্থানুমানের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ত্রিরূপলিঙ্গাখ্যানং পরার্থমনুমানম্। কারণে কার্য্যোপচারাৎ।।"

১। দ্র° "অনুমানং দ্বিধা। স্বার্থং পরার্থং চ। তত্র স্বার্থং ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্।" —ধর্মকীর্ত্তি: ন্যায়বিন্দু, ২.১-৩। ইহার টীকায় আচার্য্য ধর্মোত্তর বলিয়াছেন—"স্বস্মায়িদং স্বার্থম্। যেন স্বয়ং প্রতিপদ্যতে তৎস্বার্থম্। পরস্মায়িদং পরার্থম্। যেন পরং প্রতিপাদয়তি তৎ পরার্থম্। ...ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদুৎপন্নমনুমেয়ালম্বনং জ্ঞানং তৎস্বার্থানুমানমিতি।।" —ধর্মোত্তরকৃত 'ন্যায়বিন্দু-টীকা': ঐ, ২.১-৩ (পৃ. ৮৮-৯০)।

২। দ্র° "পরার্থানুমানং শব্দাত্মকং, স্বার্থানুমানং তু জ্ঞানাত্মকম্।" —ধর্মোত্তর: ন্যায়বিন্দু-টীকা, ২.১।

এইস্থলে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে স্বার্থানুমান ধর্মকীর্তির মতে জ্ঞানাত্মক, অপরপক্ষে পরার্থানুমান ত্রিরূপলিঙ্গের বচন বা আখ্যানাত্মক। যদিও লিঙ্গের ত্রৈরূপ্যবোধক বচন বা আখ্যান বা বাক্য পরোক্ষার্থবিষয়ক জ্ঞানাত্মক অনুমানের কারণ, তথাপি কারণে কার্যোপচারবশতঃ অনুমানের কারণীভূত আখ্যান বা বচনকে[১] অনুমান পদের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। দেখা

১। ধর্মোত্তর পরার্থানুমান-লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"**ত্রিরূপলিঙ্গাখ্যান**মিতি। ত্রীণি রূপাণি—অন্বয়-ব্যতিরেক-পক্ষধর্মত্বসংজ্ঞকানি যস্য তৎ ত্রিরূপমিতি। ত্রিরূপং চ তল্লিঙ্গং চ তস্যাখ্যানম্। আখ্যায়তে প্রকাশ্যতেঽনেনেতি—ত্রিরূপং লিঙ্গমিতি আখ্যানম্। কিং পুনস্তৎ? **বচনম্**। বচনেন হি ত্রিরূপং লিঙ্গমাখ্যায়তে।…"—ন্যায়বিন্দু-টীকা। অতএব মহিমভট্টের "তচ্চ বচনব্যাপারপূর্বকত্বাৎ পরার্থমিত্যবগন্তব্যম্"—পরার্থানুমানের এই ব্যাখ্যা আচার্য্য ধর্মোত্তরের প্রদীপটীকাস্থ 'আখ্যান'-শব্দের ব্যাখ্যাকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। 'বচন' বা শব্দ যে সর্বদাই 'পরার্থ' তাহা দুর্বেকমিশ্র তাঁহার 'ধর্মোত্তর-প্রদীপ' টীকায় সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন—"…যদ্যপি অভিধানরূপমপ্যনুমানং ন নিয়তং পুংসি তথাঽপি তৎপরার্থমেব। তথাহি যদ্ যদুদ্দিশ্য প্রবর্ত্ততে তৎ তদর্থমুচ্যতে। পরমুদ্দিশ্য প্রবর্ত্ততে চ শব্দো নাত্মানম্। অতো নানবস্থিতপারার্থ্যঃ শব্দঃ। প্রযোক্তৃসমীহাবিষয়স্যার্থস্য পর এব প্রযোজকো যস্মাদিতি।…"—ঐ. পৃ. ৮৯।

লিঙ্গের 'ত্রৈরূপ্য' বুঝাইবার জন্য আচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন—"ত্রৈরূপ্যং পুনর্লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বমেব, সপক্ষ এব সত্ত্বম্, অসপক্ষে চাসত্ত্বমেব নিশ্চিতম্।"—ন্যায়বিন্দু, ২.৫। প্রশস্তপাদাচার্য্য তাঁহার বৈশেষিকভাষ্যে লিঙ্গের এই ত্রিরূপত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"লিঙ্গং পুনঃ যদ্—

অনুমেয়েন সম্বদ্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে।
তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্॥
বিপরীতমতো যৎ স্যাদেকেন দ্বিতয়েন বা।
বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ॥

যদনুমেয়েনার্থেন দেশবিশেষে কালবিশেষে বা সহচরিতম্, অনুমেয়ধর্মান্বিতে চান্যত্র সর্বস্মিন্নেকদেশে বা প্রসিদ্ধমনুমেয়বিপরীতে চ সর্বস্মিন্ প্রমাণতোঽসদেব তদপ্রসিদ্ধার্থস্যানুমাপকং লিঙ্গং ভবতীতি॥"—প্রশস্তপাদ-ভাষ্য (ন্যায়কন্দলী-সমন্বিত), পৃ. ২০০-২০১ (*Viz.S.S.* Edn., Benares)। চিৎসুখাচার্য্য তাঁহার 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' নিবন্ধে অনুমিতিলক্ষণখণ্ডন প্রসঙ্গে 'অনুমেয়েন সম্বদ্ধম্—' কারিকাটি এবং "অনুমানং ত্রিরূপাৎ লিঙ্গতোঽর্থদৃক্"—বৈভাষিকসম্মত এই লক্ষণটিও উদ্ধার করিয়াছেন। টীকাকার পরমহংস প্রত্যগ্‌রূপাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : "…ত্রিরূপাৎ পক্ষধর্মতাদিরূপত্রয়বতঃ। সমাসস্তু বহুব্রীহিঃ। যদ্ অর্থদৃগর্থদর্শনং তদনুমানমিতি বৈভাষিকাণাং সূত্রকৃতো দিঙ্‌নাগস্য সূত্রম্।…"—নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ২৬৯ (২য় সংস্করণ, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩১)।

যাইতেছে মহিমভট্ট বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি-প্রণীত উপরি উদ্ধৃত পরার্থানুমানের লক্ষণ হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন।

কাব্যে বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ হইতে যেখানে রসাদিরূপ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি জন্মে সেইস্থলে মহিমভট্টের মতে উভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ অনুপপন্ন হওয়ায় সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধনিবন্ধন বাচ্য বিভাবাদিরূপ লিঙ্গ (বা সাধন বা হেতু) হইতে রসাদিরূপ লিঙ্গী (বা সাধ্য বা অনুমেয়) অর্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে—ইহা অনুমান ভিন্ন আর কিছু নহে। এবং যেহেতু কাব্যবর্ণিত বিভাবাদিরূপ অর্থ সর্বদাই শব্দাভিধেয় সেইহেতু লিঙ্গবোধক বচনাত্মক বাক্য হইতে রসাদিরূপ লিঙ্গীর জ্ঞান হয়; বলিয়া—ইহা পরার্থ অনুমানেরই উদাহরণ। এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু অবিচক্ষণ লোক, যাঁহারা তর্কনয় বা অনুমিতির স্বরূপ ও পদ্ধতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাই কেবল বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি স্থলে অনুমিতি স্বীকার না করিয়া ব্যঞ্জনাব্যাপার কল্পনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কাব্যে রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি পরার্থানুমান হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে—মহিমভট্টের ইহাই সিদ্ধান্ত।

§ ৪৫ ॥ अथ यदि सर्व एव वाक्यार्थः साध्यसाधनभावगर्भ इत्युच्यते, तद्यथा साध्यसाधनयोस्तत्र नियमेनोपादानं तथा दृष्टान्तस्यापि स्यात्, तस्यापि व्याप्तिसाधनप्रमाणविषयतयावश्यापेक्षणीयत्वात्। न। प्रसिद्धसामर्थ्यस्य साधनस्योपादानादेव तदपेक्षायाः प्रतिक्षेपात्। तदुक्तम्—

"तद्भाव-हेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिनः।
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव च केवलः॥" इति।

অনুবাদ

আর যদি এইরূপ বলা হয় যে সকল বাক্যার্থই সাধ্য-সাধানভাবগর্ভ; তাহা হইলে যেমন সেইস্থলে সাধ্য ও সাধনের নিয়মতঃ উপাদান হইয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টান্তেরও হওয়া উচিত, কেননা যেহেতু উহা (অর্থাৎ দৃষ্টান্ত) ব্যাপ্তি-সাধন প্রমাণের বিষয় সেইহেতু উহা অবশ্যই অপেক্ষণীয়।

(ইহার উত্তরে বলা চলে:) না। কেননা, প্রসিদ্ধ-সামর্থ্য সাধনের দ্বারাই তাহার (অর্থাৎ দৃষ্টান্তের) অপেক্ষা নিরাকৃত হইয়া থাকে। সেইজন্যই বলা হইয়াছে—

"তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তিরূপ সম্বন্ধ যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের [জন্য] দৃষ্টান্ত (বা উদাহরণ) বাক্যে তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি খ্যাপন করা হইয়া থাকে। যাঁহারা তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহাদের (জন্য) কেবলমাত্র হেতু [-বোধক বাক্য]-ই বলা উচিত॥"[১]

১। এই কারিকাটি কুন্তকপ্রণীত 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে

বিবৃতি

মহিমভট্ট তাঁহার স্বকীয় সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থের অনুমেয়ত্বের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীয় একটি আপত্তি উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিতেছেন। ইতিপূর্বে বাক্যার্থমাত্রই যে সাধ্য-সাধনভাব-গর্ভ—তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ হইতে রসাদিরূপ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি যে পরার্থানুমান মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে ইহাও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী একটি সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। তাহা এইরূপ: সাধ্য-সাধনভাবমূলক অনুমানের কয়েকটি অঙ্গ অত্যাবশ্যক। কাব্যক্ষেত্রে অনুমান পরার্থানুমান—কেননা, তাহা বচনব্যাপারপূর্বক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বচনের মধ্যে যেরূপ সাধ্যনির্দেশ থাকিতে হইবে সেইরূপ সিদ্ধির অনুকূল সাধন বা হেতুর নির্দেশও অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু হেতু বা সাধনের সহিত সাধ্য বা অনুমেয়ের যে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি বর্তমান আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত বা উদাহরণের উল্লেখও নিয়ত আবশ্যক। কেননা, সাধনের ন্যায় ব্যাপ্তিসাধনপ্রমাণবিষয়ীভূত উদাহরণও অনুমিতির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং লৌকিক অনুমানের ক্ষেত্রে যেমন হেতু এবং দৃষ্টান্ত উভয়েরই উল্লেখ থাকে, সেইরূপ কাব্যক্ষেত্রে পরার্থানুমানের স্থলেও হেতু এবং দৃষ্টান্ত—উভয়বিধ পদার্থেরই তুল্যভাবে উল্লেখ থাকা আবশ্যক। যদি তাহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমানত্বই ব্যাহত হইবে। অথচ কাব্যানুমিতির স্থলে সাধ্য এবং সাধনের নির্দেশের ন্যায় দৃষ্টান্তেরও নিয়মিতভাবে নির্দেশ প্রায়শই লক্ষিত হয় না। এইরূপ স্থলে কেবলমাত্র সাধন হইতে কিরূপে সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব হইবে? ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলিতেছেন: ব্যাপ্য হেতুর দ্বারা ব্যাপক সাধ্যের অনুমিতি ঘটিয়া থাকে। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবরূপ নিয়ত সম্বন্ধ অপেক্ষিত—ইহাতে কোনও বৈমত্য থাকিতেই পারে না। অতএব যেহেতু ব্যাপ্য—অর্থাৎ যাহার সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ

উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। "প্রকাশস্বাভাব্যং বিদধতি ন ভাবাস্তমসি যৎ—" শ্লোকটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কুন্তক বলিতেছেন—

"অত্র হি শুষ্কতর্কবাক্যবাসনাধিবাসিতচেতসা প্রতিভাপ্রতিভাতমাত্রমেব বস্তু ব্যসনিতয়া কেবলমুপনিবদ্ধম্। ন পুনর্বাচকবক্রতাবিচ্ছিত্তিলবোঽপি লক্ষ্যতে। যস্মাৎ তর্কবাক্যশয্যৈব শরীরমস্য শ্লোকস্য। তথা চ—তমোব্যতিরিক্তাঃ পদার্থা ধর্মিণঃ, প্রকাশস্বভাবা ন ভবন্তীতি সাধ্যম্, তমস্তথাভূতত্বাৎ ইতি হেতুঃ। দৃষ্টান্তস্তু হি কথং ন দর্শিতঃ, তর্কন্যায়স্যৈব চেতসি প্রতিভাসমানত্বাৎ। তথোচ্যতে—

তদ্ভাবহেতুভাবৌ হি দৃষ্টান্তে তদবেদিনঃ।
খ্যাপ্যেতে বিদুষাং বাচ্যো হেতুরেব হি কেবলঃ॥ ইতি।"

—বক্রোক্তিজীবিত: ১ম উন্মেষ, পৃ. ৮ (Ed. S. K. De. 3rd Revised Edn. Calcutta 1961).

বিদ্যমান, তাহাই সাধ্যের অনুমিতির প্রতি সমর্থ। ঐরূপ সাধ্যানুমিতির উদ্রেক সাধনে সমর্থ হেতুর নির্দেশের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। অনুমিতিস্থলে দৃষ্টান্ত বা উদাহরণবাক্যের উপাদান শুধু সাধ্য ও সাধনের মধ্যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অবধারণের প্রতি উপায়-মাত্র—অর্থাৎ দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র 'ব্যাপ্তিসাধনপ্রমাণবিষয়'। কিন্তু যে প্রমাতার নিকট ব্যাপ্য হেতুর নির্দেশমাত্রেই ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে, তাঁহার নিকট ব্যাপ্তিসাধনপ্রমাণবিষয়ীভূত দৃষ্টান্তের পৃথগুপাদান অনাবশ্যক। শুধু সেইসকল প্রমাতার নিকটই দৃষ্টান্তের উপাদান নিয়ত অপেক্ষিত যাঁহারা শুদ্ধমাত্র হেতুর উপাদান হইতে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধস্মরণে অসমর্থ। অতএব 'বিদ্বান্' প্রমাতার নিকট হেতুনির্দেশই সাধ্যানুমানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, অপরপক্ষে যাঁহারা 'অবিদ্বান্' তাঁহাদের পক্ষেই অনুমিতিস্থলে দৃষ্টান্তের স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ নিয়ত অপেক্ষিত—কেননা, দৃষ্টান্তের উপাদান ব্যতিরেকে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ অবধারণে তাঁহারা অসমর্থ। সুতরাং কোনও স্থলে দৃষ্টান্তের উল্লেখ না থাকিলেই অনুমিতিত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। অতএব কাব্যের গোচরীভূত রসাদিবিষয়ক অনুমিতিস্থলে বাচ্য বিভাবাদি-রূপ সাধ্যের নির্দেশই যথেষ্ট, দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক। কেননা, কাব্যের ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রমাতা তাঁহারা প্রত্যেকেই 'কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞ' সহৃদয়, সাধারণ 'শব্দার্থশাসনজ্ঞানসম্পন্ন' পাঠক মাত্র নহেন।[১] তাহা ছাড়া, কাব্যানুমান তর্কানুমান হইতে বিলক্ষণ—কেননা, কাব্য

১। পরার্থানুমানাত্মক ন্যায় বা Syllogism-এর অবয়ব সংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে বহুবিধ বিপ্রতিপত্তি বর্ত্তমান। নৈয়ায়িকগণের মতে এই ন্যায় 'পঞ্চাবয়ব'-রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে—যথা, (১) প্রতিজ্ঞা ; (২) হেতু ; (৩) উদাহরণ ; (৪) উপনয় এবং (৫) নিগমন। দ্র° "প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ"—ন্যায়সূত্র ১.১.৩২। তন্মধ্যে উদাহরণ-বাক্যের উপযোগিতা হেতুর সহিত সাধ্য-ধর্মের ব্যাপ্তি প্রতিপাদন। তু° "বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্য ধর্মের প্রকাশ করিলেই সেই সাধ্য ধর্মের সাধন কি? এইরূপ প্রশ্নানুসারেই হেতু বাক্যের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ বাক্য অথবা উপনয় বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থে সাধ্য ধর্মের সাধনস্বরূপ হেতুত্ব বুঝা যায় না। সুতরাং তাহা বুঝাইবার জন্য 'প্রতিজ্ঞা' বাক্যের পরেই পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত 'হেতু' বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পরে সেই হেতু পদার্থ যে, বাদীর পূর্বকল্পিত সেই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ইহা বুঝাইবার জন্য 'উদাহরণ' বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কারণ, সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বোধ ব্যতীত সেই হেতুর দ্বারা সাধ্য ধর্মের অনুমিতি হইতে পারে না। অন্য কোন অবয়বের দ্বারা সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না। অতএব উদাহরণ বাক্য অবশ্য বক্তব্য।..."—ন্যায়-পরিচয়, পৃ. ২৯০-৯১। কিন্তু মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকসম্মত পঞ্চাবয়ব বাক্যের অনুমিতির প্রতি উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তু° "মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয়, অথবা উদাহরণাদি অবয়বত্রয়ই প্রয়োজ্য। পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ অনাবশ্যক। বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'উদাহরণ' ও 'উপনয়'—এই অবয়বদ্বয়বাদী ইহাই প্রসিদ্ধ।

চমৎকারসার। অতএব যদিও ন্যায় বা পরার্থানুমানই কাব্যের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থাতিরিক্ত অর্থান্তরের জ্ঞানের প্রতি নিমিত্ত, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত চমৎকারেই সহৃদয়ের প্রতীতি বিশ্রান্ত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে তর্কানুমান হেতু দৃষ্টান্তাদি অবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তর্কের কর্কশতা আবহন করিয়া থাকে। কিন্তু কাব্যে তাহার বৈপরীত্যই লক্ষিত হইয়া থাকে; এবং সহৃদয় সামাজিকই কেবলমাত্র কাব্যার্থবোধের যথার্থ অধিকারী। সেইজন্য ব্যাপ্তি পক্ষধর্মতা প্রভৃতি অনুমানের অঙ্গসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রদর্শনের তাদৃশ আবশ্যকতা কাব্যক্ষেত্রে অনুভূত হয় না। টীকাকার রুয্যক এইভাবে তর্কানুমান ও কাব্যানুমানের পরস্পর বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু পরে বৌদ্ধাচার্য্য রত্নাকরশান্তি "অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন" নামক গ্রন্থে জৈন সম্প্রদায়ের ন্যায় "অন্তর্ব্যাপ্তি" সমর্থন করিয়া উদাহরণ বাক্যেরও অনাবশ্যকতা সমর্থন করেন।..."—ঐ. পৃ. ২৯০ (পাদটীকা)। ৺ ম. ম. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত 'ন্যায়দর্শন' (২য় সংস্করণ): ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-২৯৫ ন্যায়ের অবয়ব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদেব বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। "অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন" নামক গ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে—"...তস্মাদ্ ব্যসনমাত্রং বহির্ব্যাপ্তিগ্রহণে বিশেষেণ সত্ত্বে হেতৌ কেবলং জড়ধিয়ামব নিয়মেন দৃষ্টান্তসাপেক্ষঃ সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোষায় জায়তে। তেষামেবানুগ্রহার্থমাচার্য্যো দৃষ্টান্তমুপাদত্তে। যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘট ইতি। পটুমতয়স্তু নৈবং দৃষ্টান্তমপেক্ষন্তে।..."—Mm. H. P. Shastri: *Six Buddhist Nyâya Tracts*, p. 112 (*As. Soc. of Bengal*). 'ন্যায়প্রবেশ'-গ্রন্থের—"তত্র পক্ষাদিবচনানি **সাধনম্**। পক্ষহেতুদৃষ্টান্তবচনৈর্হি প্রাশ্নিকানামপ্রতীতোঽর্থঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি"—এই উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার পার্শ্বদেব বলিয়াছেন—"...নন্বেবং সতি 'বিদুষাং বাচ্যো হেতুরেব হি কেবলঃ'—ইতি হেতোঃ কেবলস্য সাধনত্বং যদুচ্যতে তদ্বিরুধ্যতে। নৈবম্। অব্যুৎপন্নবিনেয়গণমধিকৃত্য সমস্তানাং সাধনত্বম্। ব্যুৎপন্নমতীংশ্চোদ্দিশ্য কেবলস্যাপি হেতোঃ সাধনত্বম্ ইতি জ্ঞেয়ম্। ব্যুৎপন্নমতয়ো হি হেতুমাত্রাদেব সাধ্যং প্রতিপদ্যন্তে। যথা—স্বার্থানুমানে হেতুমাত্রাদেব সাধ্যপ্রতীতিস্তথা পরার্থানুমানেঽপি হেতুমাত্রেণেতি ভাবঃ।..."—পার্শ্বদেবকৃত 'ন্যায়প্রবেশতি-বৃত্তিপঞ্জিকা', পৃ. ৪৩ (*Nyāya-praveśa*, Part I [Sanskrit Text with Commentaries]: Ed. by A. B. Dhruva, GOS. 1930).

তু° "তত্র পঞ্চতয়ং কেচিদ্, দ্বয়মন্যে, বয়ং ত্রয়ম্।
উদাহরণপর্য্যন্তং যদ্বোদাহরণাদিকম্॥"—

অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিনী, পৃ. ১৭৩ দ্রষ্টব্য। ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "*The Buddhist Philosophy of Universal Flux*"-নিবন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে (*Members of a Syllogism*) পরার্থানুমানের অবয়বসংখ্যা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্তর্ব্যাপ্তির স্বরূপ এবং বৌদ্ধাভিমত উদাহরণ-বাক্যের উপযোগিতার অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:—

§ ४६ ।। ननु कुतोऽयं रत्यादीनां सुखाद्यवस्थाविशेषाणां काव्यादौ सचेतनचमत्कारकारी सुखास्वादसम्भवः यो रसादीनामनुमेयानां व्यङ्ग्यत्वोपचारस्य प्रयोजनांशतया कल्प्यते । न हि लोके लिङ्गतः शोकादिष्वनुमीयमानेष्वनुमातुः सुखास्वादलवोऽपि लक्ष्यते । प्रत्युत साधूनामुदासीनानामपि वा भयशोकदौर्मनस्यादिदुःखमसममुपजायमानमवधार्यते । न च लोकतः काव्यादौ कश्चिदतिशयः, येनासौ तत्रैवोपगम्येत, न लोके । त एव हि लौकिका विभावादयो हेतुकार्यसहकारिरूपा गमकाः । त एव च रत्यादयोऽवस्थाविशेषरूपा भावा गम्याः । तत् कोऽतिशयः काव्यादौ, यत् तत्रैव रसास्वादो न लोक इति प्रयोजनांशासम्भवाद् रत्यादिषु व्यङ्ग्यत्वोपचारोऽनुपपन्न एव ।

অনুবাদ

প্রশ্ন হইতে পারেঃ কাব্যপ্রভৃতিস্থলে সুখাদ্যবস্থাবিশেষ রতিপ্রভৃতির সচেতনচমৎকারী সুখাস্বাদের সম্ভাবনা কোথায়, যাহা অনুমেয় রসাদির ব্যঙ্গ্যত্বোপচারের প্রতি প্রয়োজনাংশরূপে কল্পিত হইতেছে ? লোকে লিঙ্গ হইতে শোকাদির অনুমান হইলে অনুমাতার সুখাস্বাদলেশও লক্ষিত হয় না। প্রত্যুত সাধু অথবা উদাসীন পুরুষগণের ভয়-শোক-দৌর্মনস্য প্রভৃতি অসম দুঃখ উপজাত হয়—ইহাই দেখা যায়। লোক হইতে—কাব্যাদিস্থলে (এমন) কোনও অতিশয় (বা বৈশিষ্ট্য)

"The Buddhist therefore reduces the Syllogism to two members, the universal proposition with the example tagged on and the minor premise. The *Jaina* logician by advocating internal concomitance of the probans and the probandum without reference to an example expunges the example from the universal proposition and thus brings it into line with Aristotelian syllogism. From the doctrine of ten-membered syllogism reduced to five in the *Nyāya-sūtra* and then further reduced to two in Buddhist logic, we can trace the history of syllogism. In the *Naiyāyika's* there has been a bold attempt to shake off the psychological incubus, but still the psychological influence did not cease to be at work. In the Buddhist syllogism as propounded by Dignāga and Dharmakīrti the psychological factors were carefully eliminated and the syllogism received a perfectly logical shape. But the suvival of the example was a relic of the ancient sway of psychology and this was destined to be unceremoniously brushed aside by the onslaughts of *Jaina* logicians, who propounded the doctrine of internal concomitance..."
—ঐ, পৃ. ৩৬৪।

নাই, যাহাতে উহা (অর্থাৎ সুখাস্বাদ) সেই ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ কাব্যাদিস্থলেই) কেবলমাত্র স্বীকার করা যায়, লোকে নহে। সেই একই (হেতু কার্য্য ও সহকারিরূপ লৌকিক বিভাবাদি [পদার্থ] গমক। আবার সেই একই রতি প্রভৃতি অবস্থাবিশেষরূপ ভাব গম্য। অতএব কাব্যাদিস্থলে কি (এমন) অতিশয় (আছে), যাহাতে সেইস্থলেই রসাস্বাদ [সম্ভব], লোকে নহে ?—সুতরাং প্রয়োজনাংশের অসম্ভবনিবন্ধন রতি প্রভৃতিতে ব্যঙ্গ্যত্বের উপচার সর্বথা অনুপপন্ন ॥

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককারের মতে রসাদি অর্থ মুখ্যতঃ বাচ্য বিভাবাদি পদার্থের দ্বারা অনুমিত হইলেও ঔপচারিকরূপে বা গৌণভাবে ব্যঙ্গ্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে—এবং এই উপচার বা গুণবৃত্তি আশ্রয় করিবার পক্ষে "সচেতন চমৎকারকারিত্ব"-রূপ ধর্ম, যাহা চিত্রপুস্তাদি মুখ্য ব্যঙ্গ্যস্থলে অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই নিমিত্ত বা প্রয়োজনরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে—ইহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দ্র° "...কেবলং রসাদিষ্বমুমেয়েষ্বয়মসংলক্ষ্যক্রমো গম্যগমকভাব ইতি সহভাবভ্রান্তিমাত্রকৃতস্তত্রান্যোযাং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবাভ্যুপগমঃ, তন্নিবন্ধনশ্চ ধ্বনিব্যপদেশঃ। স তু তত্রোপচারিক এব প্রযুক্তো ন মুখ্যঃ, তস্য বক্ষ্যমাণনয়েন বাধিতত্বাৎ। উপচারস্য চ প্রয়োজনং সচেতনচমৎকারকারিত্বং নাম। তদ্ধি মুখ্যে চিত্রপুস্তকাদৌ ব্যক্তিবিষয়ে পরিদৃষ্টমেব।"

এক্ষণে ব্যক্তিবিবেককার রসাদির ব্যঙ্গ্যত্বোপচারের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। রসাদি পদার্থ—যাহা মুখ্যতঃ অনুমানগম্য, তাহাকে ঔপচারিকভাবে ব্যঙ্গ্যরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে তখনই, যখন রসাদিস্থলে "সচেতনচমৎকারকারিত্ব" রূপ ধর্ম, যাহা উপচারের প্রয়োজনরূপে ব্যক্তিবিবেককার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহার অনুভব অনপহ্নবনীয় এবং নির্বিবাদসিদ্ধ হয়। কিন্তু রসাদিপ্রতীতি স্থলে "সচেতনচমৎকারকারিত্ব"-রূপ প্রয়োজনাংশের অনুভব সর্বলোকসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও সুদৃঢ় যুক্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কোনও হেতু নাই। কেননা, লৌকিক অনুভবের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রমদাদিকারণ হইতে যেখানে দর্শকের চিত্তে সুখাবস্থাবিশেষরূপ রতি প্রভৃতির অনুমান হয়, যেখানে অনুমাতার কোনও সুখাস্বাদলেশ অনুভূত হয় না। কেবলমাত্র কারণ কার্য্য সহকারি প্রভৃতি হইতে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিবিশেষের অনুমিতি মাত্র জন্মিয়া থাকে; তাহার সহিত কোনও চমৎকারকারী সুখাস্বাদের অনুভূতি সংশ্লিষ্ট থাকে না। যদি লৌকিক রত্যাদ্যনুমিতির ক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে কাব্যজনিত রত্যাদ্যনুমিতি—যাহা 'রসাস্বাদ' এই বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে—তাহার ক্ষেত্রেও তুল্যযুক্তিতে "চমৎকারকারী সুখাস্বাদানুভব" সমর্থন করা চলে না। কেননা, লৌকিক রত্যাদ্যনুমিতি এবং কাব্যগোচর রত্যাদ্যনুমিতির মধ্যে

প্রকারগত কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। লোকে কার্য্য কারণ এবং সহকারী প্রভৃতি পদার্থ গমক বা সাধন বা হেতু; এবং সেই সকল হইতে চিত্তাবস্থা বিশেষরূপ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব গম্য বা সাধ্য বা অনুমেয়। কাব্যক্ষেত্রেও বিভাব অনুভাব এবং সঞ্চারিভাব গমক এবং তাহা হইতে দুষ্যন্তাদিগত চিত্তাবস্থাবিশেষরূপ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব গম্য। লোকে যাহা কার্য্য কারণ এবং সহকারিরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে কাব্যে সেই সকল উপাদানকেই বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাব রূপ পারিভাষিক সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে—এইটুকুমাত্রই যা বিশেষ।[১] নতুবা লৌকিক রত্যাদ্যনুমিতি এবং কাব্যগোচর রত্যাদ্যনুমিতির মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্যই নাই। সুতরাং লৌকিক রত্যাদ্যনুমিতির স্থলে যদি 'সুখাস্বাদ' অনুভবসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কাব্যগোচর রত্যাদ্যনুমিতির ক্ষেত্রেই বা সেই সুখাস্বাদানুভূতি কিজন্য কল্পনা করা হইবে? আর যদি কাব্যানুমিতির স্থলে সুখাস্বাদানুভব না-ই থাকে, তাহা হইলে "সচেতন-চমৎকারকারিত্ব" রূপ ধর্ম প্রয়োজনরূপে সিদ্ধ না হওয়ায় গম্য রত্যাদির ব্যঙ্গ্যত্বোপচারও নির্নিবন্ধন অতএব অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইভাবে যুক্তির দ্বারা রসাদির ঔপচারিক ব্যঙ্গ্যত্ব কোনও প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না—ইহাই প্রতিবাদিগণের বক্তব্য।

১। তু° "কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ ॥
বিভাবা অনুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ ॥"

—কাব্যপ্রকাশ, ৪ ২৭-২৮

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মহিমভট্ট বিভাবাদি হইতে রত্যাদির অনুমানকেই রস বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন—এই সিদ্ধান্ত ভট্টশঙ্কুকের 'রসানুমিতি'-বাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"—ভরতমুনি প্রণীত রসসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত ভট্টশঙ্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্তবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্ হেতুভির্বিভাবাখ্যৈঃ কার্য্যৈশ্চানুভাবাত্মভিঃ সহচারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ প্রযত্নার্জিততয়া কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈরনুকর্ত্তৃস্থত্বেন লিঙ্গবলতঃ প্রতীয়মানঃ স্থায়ী ভাবো মুখ্যরামাদিগতস্থায্যনুকরণরূপঃ। অনুকরণরূপত্বাদেব চ নামান্তরেণ ব্যপদিষ্টো রসঃ।

"বিভাবা হি কাব্যবলানুসন্ধেয়াঃ। অনুভাবাঃ শিক্ষাতঃ। ব্যভিচারিণঃ কৃত্রিমনিজানুভাবার্জনবলাৎ। স্থায়ী তু কাব্যবলাদপি নানুসন্ধেয়ঃ।..."—নাট্যশাস্ত্র: ৬ষ্ঠ অধ্যায়: অভিনবভারতী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৭৩ (GOS. Edn. 1956)

§ ४७ ।। उच्यते । यत्र विभावादिमुखेन भावानामवगमस्तत्रैव सहृदयैकसंवेद्यो रसास्वादोदय इति वस्तुस्वभाव एवायं न पर्यनुयोगपदवीमवतरति प्रामाणिकानाम् । यदाह भरतः—
"विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" इति । यथोक्तं—
"भावसंयोजनाव्यङ्ग्य-परसंवित्तिगोचरः ।
आस्वादनात्मानुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते ।।"

অনুবাদ

(ইহার উত্তরে) বলা হইতেছেঃ যেখানে বিভাবাদিমুখে (রতি প্রভৃতি) ভাবসমূহের প্রতীতি হয় কেবলমাত্র সেইখানেই সহৃদয়মাত্রসংবেদ্য রসাস্বাদের উদয় হইয়া থাকে ইহাই বস্তুস্বভাব; অতএব ইহা প্রামাণিকগণের নিকট পর্য্যনুযোগের বিষয়রূপে অবতীর্ণ হইতে পারে না। যেমন (আচার্য্য) ভরত বলিয়াছেন—"বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগবশতঃ রসনিষ্পত্তি (ঘটিয়া থাকে)।" (পুনশ্চ) যেরূপ বলা হইয়াছে—

"ভাবসমূহের সংযোজনাবশতঃ অভিব্যক্ত লোকোত্তর প্রতীতির গোচর আস্বাদনাত্মক অনুভব (-স্বরূপ) রস (-ই) কাব্যের (মুখ্য তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত) অর্থ (-রূপে) অভিহিত হইয়া থাকে॥"

বিবৃতি

মহিমভট্ট পূর্বোক্ত বিরুদ্ধবাদিগণের সমালোচনার সমাধান করিতে·গিয়া বলিতেছেন: লৌকিক স্থায়ী রত্যাদিভাবের কার্য্যকারণাদির উপর ভিত্তি করিয়া যেখানে অনুমানাত্মক প্রতীতি হয়, সেইখানে সেই প্রতীতিকে 'রস' বা 'রসাস্বাদ' বলিয়া স্বীকার করা হয় না। রসাস্বাদ কেবলমাত্র কাব্য বা কবিকর্মেই সম্ভব, লোকে নহে। কাব্যে বর্ণিত বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি উপাদান লোকসিদ্ধ কারণ, কার্য্য এবং সহকারিভাবের সহিত কোনওরূপেই অভিন্ন নহে। কাব্যবর্ণিত বিভাবপ্রভৃতি অর্থ অলৌকিক, "কবিশক্ত্যর্পিত"। এবং এই "অ-লৌকিক" বিভাবাদিরূপ অর্থের "সংযোগ" হইতেই "রসনিষ্পত্তি" বা 'রসপ্রতীতি' বা 'রসাস্বাদ' সম্ভব হয়; লোকসিদ্ধ কারণ, কার্য্য, সহকারিসমূহের সংযোগ হইতে অনুমিত পরকীয় রত্যাদি চিত্তাবস্থার অনুমানাত্মক প্রতীতি হইতে ইহা সর্বথা বিলক্ষণ। এই কারণেই কাব্যে বিভাবাদিমুখে রত্যাদি চিত্তাবস্থার প্রতীতি হইতে অলৌকিক চমৎকারকারী রসের আস্বাদন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু লৌকিক কারণ কার্য্য সহকারিপ্রভৃতি উপাদানবলে সঞ্জাত রত্যাদিপ্রতীতির ক্ষেত্রে সেই লোকোত্তর আনন্দানুভবাত্মক সংবিৎ উপলব্ধ হয় না। ইহা বস্তুস্বভাব—যুক্তিতর্কের দ্বারা ইহার অন্যথাসাধন বা অপলাপ করা আদৌ

সম্ভবপর নহে।[১] আচার্য্য ভরতও সেই কারণেই "কারণ-কার্য্য-সহকারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" —এইরূপ লক্ষণ না করিয়া রসসূত্রে "বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" এইভাবে বিভাব প্রভৃতির সমাবেশসাধন করিয়াছেন। কেননা, লৌকিক কারণ প্রভৃতি হইতে লোকোত্তর কবি-প্রৌঢ়োক্তি-সম্পাদ্যশরীর বিভাবাদি পদার্থ সর্বথা স্বতন্ত্র। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মহিমভট্ট পূর্বাচার্য্যগণের একটি কারিকা উদ্ধার করিতেছেন।

"ভাবসংযোজনা—" কারিকাটির রচয়িতা কে তাহা বর্ত্তমানে দুর্জ্ঞেয়। তবে মনে হয়, ইহা আচার্য্য ভট্টনায়কের অধুনালুপ্ত মূল্যবান্ নিবন্ধ 'হৃদয়দর্পণ' হইতে গৃহীত। এই কারিকাটিতে স্পষ্টতই রসকে 'পরসংবিত্তি'র গোচর বা বিষয় বলা হইয়াছে, এবং ইহা আস্বাদনাত্মক অনুভবস্বভাব। ভাব বা বিভাবাদিসমূহের সংযোজনা বা কবিব্যাপারবলে কাব্য শরীরের মধ্যে একত্র সমাবেশই এই রস বা আস্বাদনাত্মক অনুভবের 'ব্যঞ্জক'। সুতরাং এই কারিকাটিতেও রসপ্রতীতি বিষয়ে লোকবিলক্ষণ বিভাবাদি পদার্থের সংযোজনারূপ ব্যাপারকেই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

১। তু° "……নহি লোকে বিভাবানুভাবাদয়ঃ কেচন ভবন্তি। হেতুকার্য্যাবস্থামাত্রত্বাল্লোকে তেষাম্……"—অভিনবভারতী: ১ম ভাগ, পৃ. ২৯২। মম্মটাচার্য্যও 'কাব্যপ্রকাশে'র চতুর্থ উল্লাসে রসস্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্তের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"কারণান্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ ॥
বিভাবা অনুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ ॥"

টীকাকার শ্রীধর ইহার ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—"…ন চ কারণাদযো বিভাবাদয়শ্চেত্যেকং তত্ত্বম্; ইতরথা হি মুনিঃ 'কারণ-কার্য্য-সহকারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি'-রিত্যেব ব্রূয়াৎ। অতএব চ রসভাবাদীনামনুমেয়ত্বং ন সম্ভাবনীয়ং বিভাবাদীনাং ভিন্নলক্ষণত্বাৎ।…"—কাব্যপ্রকাশবিবেক: ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬ (*Calcutta Sanskrit College Series*. No. VII).

২। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভট্টনায়কের মতের সমালোচনাপ্রসঙ্গে "অভিধা ভাবনা চান্যা…" ইত্যাদি কারিকাযুগলের সঙ্গেই উপরি উদ্ধৃত কারিকাটিও উদ্ধার করিয়াছেন। তবে অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃতিতে কিঞ্চিৎ পাঠভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

"যৎ" কাব্যেন ভাব্যন্তে রসাঃ' ইত্যুচ্যতে তত্র বিভাবাদিজনিতচর্বণাত্মকাস্বাদরূপপ্রত্যয়গোচরতাপাদনমেব যদি ভাবনং তদভ্যুপগম্যত এব।

যত্তূক্তম্— "সংবেদনাখ্য (খ্যয়া ?) ব্যঙ্গ্যপরসংবিত্তিগোচরঃ।
আস্বাদনাত্মাঽনুভবো রসঃ কাব্যার্থ উচ্যতে ॥" ইতি।

তত্র ব্যজ্যমানতয়া ব্যঙ্গ্যো লক্ষ্যতে। অনুভবেন চ তদ্বিষয় ইতি মন্তব্যম ॥"—

অভিনবভারতী: ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৭।

উদ্ধৃত কারিটিতে 'ভাব'-শব্দের দ্বারা বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবসমূহের নির্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদিও মহিমভট্ট তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পেই কারিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন, তথাপি "ভাব-সংযোজনা-ব্যঙ্গ্য···" এইস্থলে 'ব্যঙ্গ্য' পদের দ্বারা যদিও বিভাবাদির দ্বারা রসের 'ব্যঙ্গ্যত্ব'ই ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তরূপে খ্যাপিত হইয়াছে বটে, তথাপি ব্যক্তিবিবেককারের মতে রসের 'ব্যঙ্গ্যত্ব' উপচরিত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। টীকাকার রুয্যক স্পষ্টভাবেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভাবানাং বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিণাং সংযোজনয়া ব্যঙ্গ্যো ব্যক্তিবাদিনা তথাত্বে-নাভিপ্রেতঃ। ইহ দর্শনে তূপচরিতব্যঙ্গ্যভাবঃ···।"[১]

রস 'আস্বাদস্বভাব' এবং ইহা 'লোকোত্তর সংবিত্তি' বা প্রতীতির গোচর বা বিষয় রূপে ভাসমান হইলেও সাকার বিজ্ঞানবাদে যেরূপ জ্ঞানের আকার বা বিষয় জ্ঞান হইতে অভিন্নরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ আস্বাদনস্বভাব রসও আপন গ্রাহক লোকোত্তর বিজ্ঞান বা সংবিদের বিষয় হইলেও উক্ত সংবিত্তির সহিত অভিন্নরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। রসাস্বাদ এবং তদ্বিষয়ক প্রতীতি পরস্পর অভিন্ন। রস 'সংবেদনঘন আস্বাদ'—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদকল্পনা অবাস্তব ও অযৌক্তিক—সেইজন্যই কারিকাটিতে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—"আস্বাদনাত্মানুভাবো রসঃ···।"

'কাব্যার্থ' শব্দের দ্বারা রসই যে কাব্যের বাক্যার্থীভূত বা মুখ্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ তাহাই বুঝান হইয়াছে।[২] 'কাব্য শব্দটির দ্বারা শ্রব্য এবং দৃশ্য উভয়বিধ কাব্যেরই গ্রহণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'কাব্য'-এবং 'নাট্য' উভয়ত্রই রস মুখ্য তাৎপর্য্যগোচর অর্থ।

১। তু° "···রসধ্বনিস্তু স এব যোঽত্র মুখ্যতয়া বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোজনো-দিতস্থায়িপ্রতিপত্তিকস্য প্রতিপত্তুঃ স্থায়্যংশচর্বণাপ্রযুক্ত এবাস্বাদপ্রকর্ষঃ।···"—অভিনবগুপ্ত: লোচনটীকা, ২য় উদ্দ্যোত, পৃ. ১৭৯ (কাশী সংস্করণ।) অপিচ—"তস্মাদনিয়তাবস্থাত্মকং স্থায়িনমুদ্দিশ্য···নাট্যৈকগামিনী রসঃ।"—ঐ, পৃ. ১৮৫।

২। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ৭ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবা ইতি'—এই পংক্তিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'কাব্যার্থ'-শব্দের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—

"কোঃ কবতের্বা কবনীয়ং কাব্যম্। তত্র চ পদার্থ-বাক্যার্থৌ রসেষ্বেব পর্য্যবস্যত ইত্যসাধারণ্যাৎ প্রাধান্যাচ্চ কাব্যস্যার্থা রসাঃ। অর্থ্যন্তে প্রাধান্যে-নেত্যর্থাঃ। নত্বর্থশব্দোঽভিধেয়বাচী। স্বশব্দানভিধেয়ত্বং হি রসাদীনাং ধ্বনি-কারাদিভির্দর্শিতম্। তচ্চ মদীয়াদেব তদ্বিবরণাৎ সহৃদয়ালোকলোচনাদব-ধারণীয়ম্।···"—অভিনবভারতী: ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৩।

অপি চ—"নম্বেবং কথং রসতত্ত্বমাস্তাম্?···উক্তমেব মুনিনা ন ত্বপূর্বং কিঞ্চিৎ। তথা হ্যাহ—'কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি' ইতি (না° শা° পৃ. ৩০৭)। তৎ কাব্যার্থো রসঃ।···"—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮।

§ ४८ ।। न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति हेत्वादीनामेव तत्र सम्भवात् । न च विभावादयो हेत्वादयश्चेत्येक एवार्थ इति मन्तव्यम् । अन्ये हेत्वादयोऽन्य एव विभावादयः । तेषां भिन्नलक्षणत्वात् । तथा हि । ये लोके रत्यादयो रामादिगताः स्थेमभाजोऽवस्थाविशेषाः केचित् त एव काव्यादौ कविप्रभृतिभिर्वर्णनाद्यर्थमात्मन्यनसंहिताः सन्तो भावयन्ति तांस्तान् रसानिति भावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः—

"नानाभिनयसम्बन्धाद्भावयन्ति रसानिमान् ।
यस्मात् तस्मादमी भावा विज्ञेया नाटचयोक्तृभिः ।।"

ये च तेषां हेतवः सीताद्याः केचित् त एव काव्यादिसमर्पिताः सन्तो विभाव्यन्ते भावा एभिरिति विभावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः —

"बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः ।
अनेन यस्मात् तेनायं विभाव इति संज्ञितः ।।"

ये च तेषां केचित् कार्यरूपा मुखप्रसादादयोऽर्थास्त एव काव्याद्युपदर्श्यमानाः सन्तोऽनुभावयन्ति तांस्तान् भावानित्यनुभावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः—

"वागङ्गसत्त्वाभिनयैर्यस्मादर्थोऽनुभाव्यते ।
वागङ्गोपाङ्गसंयुक्तः सोऽनुभाव इति स्मृतः ।।"

ये च तेषामन्तरान्तरानवस्थायिनोऽवस्थाविशेषास्तदवान्तरहेतुजनिता उत्कलिकाकाराः केचिदुत्पद्यन्ते, त एव निजनिजविभावानुभाववर्गमुखेनोपदर्श्यमानाः सन्तो विशेषेणाभिमुख्येन चरन्ति तेषु तेषु भावेष्विति व्यभिचारिण इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः—'विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः' इति ।

অনুবাদ

লোকে বিভাবাদি (পদার্থসমূহ) অথবা ভাবসমূহের সম্ভব হয় না। যেহেতু হেতুপ্রভৃতিরই সেখানে সম্ভব। আর, বিভাবাদি এবং হেত্বাদি (পদার্থসমূহ) অভিন্ন অর্থ এইরূপ মনে করাও উচিত নয়। যেহেতু তাহাদের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—লোকে রামাদিগত রতিপ্রভৃতি যে কতকগুলি স্থেমভাক্ (বা স্থায়িত্বাপন্ন) অবস্থাবিশেষ, সেইগুলিই কাব্যাদিস্থলে কবিপ্রভৃতি কর্তৃক বর্ণনা প্রভৃতির জন্য স্বকীয় হৃদয়ে অনুসন্ধানের অনন্তর সেই সেই রসের ভাবনার উদ্রেক

করিয়া থাকে বলিয়া, 'ভাব' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে।[১] ভরত যেরূপ বলিয়াছেন—

> "নানাবিধ অভিনয় সহিত রসনযোগ্য (চিত্তবৃত্তিবিশেষসমূহকে) যেহেতু এইসকল (সমাজিকগণের) বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা হইয়া থাকে, সেইহেতু নাট্যযোক্তৃগণকর্ত্তৃক ভাবসমূহের বিজ্ঞান কর্ত্তব্য।"

আর তাহাদের যেসকল হেতু—সীতা প্রভৃতি, তাহারাই কাব্যাদির দ্বারা সমর্পিত বা উপস্থাপিত হইলে 'বিভাব'-রূপে কথিত হইয়া থাকে—(যেহেতু) 'ভাবসমূহ ইহাদের দ্বারা বিভাবিত হইয়া থাকে।' ভরত বলিয়াছেন—

> "যেহেতু ইহার দ্বারা বাচিক এবং আঙ্গিক অভিনয়াশ্রিত বহুবিধ অর্থ (অর্থাৎ ভাব) বিভাবিত হইয়া থাকে, সেইহেতু ইহা 'বিভাব' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

আবার তাহাদের (অর্থাৎ 'ভাব' সমূহের) কার্য্যরূপ মুখপ্রসাদাদি যেসকল অর্থ যখন কাব্যাদির সাহায্যে উপদর্শিত হয়, তখন সেই সেই ভাবের অনুভব উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা অনুভাবরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন ভরত বলিয়াছেন—

> "যেহেতু বাচিক, আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা (ভাবরূপ) অর্থ অনুভবের বিষয়ীভূত হয়, সেইহেতু বাক্, অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সমন্বিত তাহা (অর্থাৎ অভিনয়) 'অনুভাব'-রূপে স্মৃত হইয়া থাকে॥"

আর, সেইসকল ভাবসমূহের অন্তরালবর্ত্তী অনবস্থায়ী চিত্তাবস্থাবিশেষ—যেগুলি

১। অভিনবগুপ্ত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র ৭ম অধ্যায়ের (যাহা 'ভাবাধ্যায়' রূপে পরিচিত) উপক্রমেই 'ভাব' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

> "বয়ং তু ব্রূমঃ—ভাবশব্দেন তাবচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ। তথা চ 'একোনপঞ্চাশতা ভাবৈঃ' ইত্যাদৌ তানেবোপসংহরিষ্যতি। তেষাং তু যোগ্যতা-বশাদ্ যথাযোগং স্থায়ি-সংচারি-বিভাবানুভাবরূপতা সম্ভবতি। যে ত্বেতে ঋতু-মাল্যাদয়ো বিভাবা বাহ্যাশ্চ বাষ্পপ্রভৃতয়োঽনুভাবা একান্তজড়স্বভাবাঃ তে ন ভাব-শব্দব্যপদেশ্যাঃ।
>
> ননু রসসংবিৎস্বভাবে নিমজ্জনাদত এব উন্মজ্জনাচ্চ তেঽপি সংবিদাত্মকাঃ। এবং তর্হি বিশ্বমেব ভাবময়ং স্যাদুপচারাৎ বিজ্ঞানবাদাশ্রয়াদ্ বা ইত্যভিনয়ধর্ম্যাদীনাং পৃথক্কতানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ স্থায়ি-ব্যভিচারি-সাত্ত্বিকা এব ভাবাঃ। বিভাবানু-ভাবানাং চ প্রাসঙ্গিকং লক্ষণম্।..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪২-৪৩।

সেইসকল ভাবেরই অবান্তর হেতু হইতে জন্মলাভ করে এবং উৎকলিকারাজির ন্যায় উৎপন্ন হয়, তাহারাই যখন আপন আপন বিভাব এবং অনুভাববর্গের মধ্য দিয়া উপদর্শিত হয় তখন তাহারাই 'ব্যভিচারি'-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে, কেননা তাহারা সেই সেই ভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখ বা অনুকূল হইয়া বিরাজ করে। ভরতাচার্য্য যেমন বলিয়াছেন—"বিবিধপ্রকারে আভিমুখ্যপুর:সর বিভিন্ন রসের ক্ষেত্রে বিচরণ করে বলিয়া ইহারা ব্যভিচারী।"

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার এক্ষণে ভরতপ্রভৃতি পূর্বাচার্য্যের মত উদ্ধার করিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন যে, 'রস' কেবলমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর। কেননা, বিভাব অনুভাব সঞ্চারিভাব প্রভৃতি যেগুলি রসের কারণ কার্য্য এবং সহকারী উপাদানরূপে শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, কাব্যের পরিধির মধ্যেই কেবলমাত্র তাহাদের সম্ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে; কাব্যবহির্ভূত পরিদৃশ্যমান লৌকিক বিশ্বে বা ব্যবহারে যেসকল পদার্থ বর্ত্তমান, তাহারা আমাদের চিত্তাবস্থাবিশেষের প্রতি হেতু কার্য্য বা সহকারী রূপে স্বীকৃত হইলেও 'কবিপ্রতিভা-নির্বর্ত্তিত' বা 'কবিশক্ত্যর্পিত' না হওয়ায় তাহাদিগকে বিভাব, অনুভাব বা সঞ্চারিভাব প্রভৃতির সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা চলে না, এবং তাহাদের পরস্পর সহযোগিতার ফলে উদ্রিক্ত চিত্তাবস্থাবিশেষকেও 'রস' সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মহিমভট্ট ভরতাচার্য্যের উক্তির সাহায্যে আপন মত সমর্থন করিতেছেন। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের 'ভাবাধ্যায়ে' স্থায়ী, সঞ্চারী এবং সাত্ত্বিকভেদে একোনপঞ্চাশদ্‌ভেদ 'ভাব' পরিগণন করিয়াছেন এবং তাহাদের সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ লক্ষণও নিরূপণ করিয়াছেন। সেইসকল আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে 'ভাব' বলিতে ভরতাচার্য্য সর্বত্রই কাব্যমাত্রৈকগোচর বিভাব, অনুভাব এবং বাচিক সাত্ত্বিক আঙ্গিক প্রভৃতি অভিনয়ের সাহায্যে উদ্রিক্ত কবি নট এবং সামাজিকের চিত্তাবস্থাবিশেষকেই বুঝাইয়াছেন। কুত্রাপি তিনি রসাদি অনুকার্য্যগত রতি প্রভৃতি চিত্তাবস্থাকে ভাবরূপে স্বীকার করেন নাই। এবং সেইসকল ভাবেরই রসীকরণের উপযোগী হেতু, কার্য্য বা সহকারিস্থানাপন্ন উপাদানগুলিকেই, যেগুলি কবি ও নটের দ্বারা পঠিত এবং দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তিনি যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। দৃশ্য অথবা শ্রব্য কাব্যের সহিত সম্পর্কশূন্য কবিশক্তির দ্বারা নিষ্পাদ্য নহে এমন কোনও উপাদানই ভরতের মতে বিভাব প্রভৃতিরূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য নহে, এবং তাহাদের সমন্বয়ে দর্শকের চিত্তে যে অবস্থাবিশেষের উদ্ভব ঘটে, তাহাও 'রস'রূপে পরিগণিত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

'নানাভিনয়সম্বন্ধাদ্ ভাবয়ন্তি—'কারিকাটি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩৪ সংখ্যক শ্লোক।[১]

অনুরূপভাবে 'বিভাব' শব্দটির দ্বারা চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপ ভাবসমূহের বিজ্ঞানের প্রতি কারণীভূত পদার্থসমূহকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে—কিন্তু সেইসকল কারণ লৌকিক কারণ নহে—'কাব্যাদিসমর্পিত'। বাচিক, আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের সহিত সম্বদ্ধ স্থায়ী এবং ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব কাব্যাদি-সমর্পিত বিভাবাদিরূপ অর্থ হইতে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে 'বিভাব' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে। ভরত 'বিভাব' শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"অথ বিভাব ইতি কস্মাৎ। উচ্যতে—বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ। বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্য্যায়াঃ। বিভাব্যন্তেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়া ইত্যতো বিভাবঃ। যথা বিভাবিতং বিজ্ঞা‌তমিত্যনর্থান্তরম্। অত্র শ্লোকঃ—

১। নাট্যশাস্ত্রের সপ্তমাধ্যায়েও শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। দ্র° নাট্য° ৭.৩। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে 'নানাভিনয়সম্বন্ধাৎ—' ইহার স্থলে 'নানাভিনয়সম্বদ্ধান্—' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"অথেতিকর্ত্তব্যতাং নিরূপয়িতুং সংগ্রহশ্লোকমাহ—**নানাভিনয়েতি**। রসনযোগ্যান্ চিত্তবৃত্তিবিশেষান্ ভাবয়ন্তি গময়ন্তি বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রাপয়ন্তি। ইমান্ সামাজিকান্। ভাবয়তিঃ বুদ্ধ্যর্থত্বাদ্ দ্বিকর্মকঃ। অভিনয়সহিতান্ ইত্যভিনয়া অপি বুদ্ধিগোচরং নীয়ন্তে। ইয়মেব চাসৌ অধিবাসনাত্মা ভাবনা তথা তথা রসান্ রসনযোগ্যান্ নিজেন যোগ্যেন রূপেণ ভাবয়তি যথা নির্বেদোপরক্তা রতি-রৌৎসুক্যোপরক্তেতি তথা রসান্ অলোকিকাস্বাদবিষয়ান্ স্থায়িনোঽধিবাসয়ন্তি (তি)। লৌকিকরতিবাসনানুবিদ্ধো হি শৃঙ্গাররস ইত্যাদি।।"—অভিনবভারতী ৭ম অধ্যায়: ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।

ভরত 'ভাব' শব্দটি করণার্থক 'ভূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র°ঃ "ভাবা ইতি কস্মাৎ? কিং ভবন্তীতি ভাবাঃ, কিং বা ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ। উচ্যতে—বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ ইতি।

"ভূ ইতি করণে ধাতুস্তথা চ ভাবিতং বাসিতং কৃতমিত্যনর্থান্তরম্। লোকেঽপি চ প্রসিদ্ধম্। অহো হ্যনেন গন্ধেন রসেন বা সর্বমেব ভাবিতমিতি।। তচ্চ ব্যাপ্ত্যর্থম্।"—নাট্য° ৭ম অধ্যায়।

ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপক' নিবন্ধের ধনিকপ্রণীত 'অবলোক' বৃত্তিতেও কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেইস্থলে ইহার প্রথমার্দ্ধটি 'ভাবাভিনয়সম্বদ্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্—' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। দ্র° দশরূপকাবলোক, ৪.৩৭।

'বহবোঽর্থা বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনয়াশ্রয়াঃ।
অনেন যস্মাৎ তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥'[১]

'অনুভাব' শব্দটির ব্যুৎপত্তিও ভরতমুনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রদর্শন করিয়াছেন—
"অথানুভাব ইতি কস্মাৎ। উচ্যতে—

অনুভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয় ইতি।

অত্র শ্লোকঃ—

বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থোঽনুভাব্যতে।
শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

বাচিক, আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা যেহেতু স্থায়ী এবং ব্যভিচারিভাবরূপ চিত্তাবস্থা সামাজিকগণের অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ('অনুভাব্যতেঽনেন'), সেইহেতু বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়কেই 'অনুভাব'-সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

আর স্থায়ী রতিপ্রভৃতি ভাব সমূহের মধ্যে মধ্যে যেসকল চিত্তবৃত্তি কখনও বা দৃশ্যমান, কখনও বা অদৃশ্যরূপে নিবদ্ধ হয়, সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গরাশির উত্থানপতনের ন্যায়, সেইগুলিই যখন আপন আপন বিভাব অনুভাবপ্রভৃতির সাহায্যে কাব্যে উপদর্শিত হয়, তখন তাহাদিগকে ব্যভিচারিভাবরূপে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। কেননা, ঐসকল অস্থির ক্ষণদৃষ্টনষ্ট চিত্তাবস্থা সেই সেই স্থায়িভাবের পরিপুষ্টির প্রতি সহায়তাচরণ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ভরতমুনির উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"ব্যভিচারিণ ইদানীং ব্যাখ্যাস্যামঃ। অত্রাহ—ব্যভিচারিণ ইতি কস্মাৎ। উচ্যতে—বি অভি ইত্যেতৌ উপসর্গৌ। চর ইতি গত্যর্থো ধাতুঃ। বিবিধমাভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ। বাগঙ্গসত্ত্বোপেতাঃ প্রয়োগে রসান্নয়ন্তীতি

১। নাট্যশাস্ত্র ৭.৪। অভিনবগুপ্ত উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"'বিভাবেনাহৃত' ইত্যুক্তম্—তত্র যদ্যপি প্রকরণাচ্চিত্তবৃত্ত্যুদ্ভবহেতুবিষয়ো বিভাবশব্দস্যার্থ ইতি জ্ঞাতম্, তথাপি প্রবৃত্তিনিমিত্তং জিজ্ঞাসমানঃ তদেব প্রশ্নয়তি—বিভাব ইতীতি। কস্মাৎ। ঋতুমাল্যাদয়োঽত্র বিভাবশব্দেন কিমিতি ব্যপদিষ্টা ইতি ভাবঃ।

অত্রোত্তরং বিভাব্যন্ত ইত্যাদি। বাগাদয়োঽভিনয়া যেষাং স্থায়িব্যভিচারিণাং তে বাগাদ্যভিনয়সহিতা বিভাব্যন্তে বিশিষ্টতয়া জ্ঞায়ন্তে যৈস্তে বিভাবাঃ। অভিনয়ানামনেকহেতুজত্বম্। তদ্যথা—হর্ষাদিভ্যো হাসঃ। ঘর্মধূমরোগাদিভ্যো বাষ্পঃ। তদ্বাষ্পাৎ কিং প্রতীয়তাম্॥ বিভাবাত্তু ঝটিত্যেব নিশ্চয়ঃ।..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৭।

'বাগঙ্গাভিনয়াঃ' পদটি বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন এবং স্থায়ী ও ব্যভিচারিভাবরূপ অন্যপদার্থের বোধক, অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

ব্যভিচারিণঃ। অত্রাহ—কথং নয়ন্তীতি। উচ্যতে—লোকসিদ্ধান্ত এষঃ। যথা সূর্য্য ইদং দিনং নক্ষত্রং বা নয়তীতি। ন চ তেন বাহুভ্যাং স্কন্ধেন বা নীয়তে। কিং তু লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ। যথেদং সূর্য্যো নক্ষত্রং দিনং বা নয়তীতি এবমেতে ব্যভিচারিণ ইত্যবগন্তব্যাঃ।..."[১]

§ ४९ ।। ये चैते स्थायिव्यभिचारिसात्त्विकभेदादेकोनपञ्चाशद्भावा उक्तास्ते सर्वे व्यभिचारिण एव। केवलमेषां प्रतिनियतरूपापेक्षो व्यपदेश-भेदः। तथा हि स्थायित्वं स्थायिष्वेव प्रतिनियतं, न व्यभिचारिसात्त्विकेषु। व्यभिचारित्वं व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः। सात्त्विकत्वमपि सात्त्विकेष्वेव, नेतरयोरिति। तत्र स्थायिभावानामुभयी गतिः। न व्यभिचारिसात्त্विকानाम्। ते हि नित्यं व्यभिचारिण एव न जातुचित् स्थायिनः प्रकल्पन्ते।

১। দ্র° নাট্যশাস্ত্র, ৭ম অধ্যায়ঃ ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৫-৫৬। এইস্থলে লক্ষণীয় যে মহিমভট্ট ব্যভিচারিভাবগুলিকে 'উৎকলিকাকার'* বা 'তরঙ্গসদৃশ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় নিম্নলিখিত কারিকাটিতেও ব্যভিচারিভাবের স্বরূপনিরূপণপ্রসঙ্গে এই একই উপমা আশ্রয় করিয়াছেন, অধিকতর স্পষ্টভাবে—

"বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাঃ কল্লোলা ইব বারিধৌ॥"—৪.৭

ধনিক ইহার বৃত্তিতে বলিয়াছেন—"যথা বারিধৌ সত্যেব কল্লোলা উদ্ভবন্তি বিলীয়ন্তে চ তদ্বদেব রত্যাদৌ স্থায়িনি সত্যেব আবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাম্ আভিমুখ্যেন চরন্তো বর্ত্তমানা নির্বেদাদয়ো ব্যভিচারিণো ভাবাঃ॥"

'নাট্যদর্পণ'-কার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র 'ব্যভিচারী'—এই সংজ্ঞাটির অর্থ নির্দেশ প্রসঙ্গে ভরতমুনির মতের উল্লেখ করিয়া একটি বিকল্প মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"...রসোন্মুখং স্থায়িনং প্রতি বিশিষ্টেনাভিমুখ্যেন চরন্তি বর্ত্তন্তে ইতি ব্যভিচারিণঃ। আভিমুখ্যং চ পোষকত্বং [চ]॥ যদ্বা ব্যভিচরন্তি স্থায়িনি সত্যপি কেঽপি কদাপি চ ভবন্তীতি ব্যভিচারিণঃ স্ববিভাবব্যভিচারিণঃ ভাবে ভাবাৎ, অভাবেঽভাবাচ্চ। রসায়নমুপযুক্তবতো হি গ্লান্যালস্য-শ্রম-প্রভৃতয়ো ন ভবন্ত্যেব॥"—নাট্যদর্পণ, পৃ. ১৪৪ (GOS. Edn. / Revised Second Edition, 1939).

* 'উৎকলিকা'—শব্দটি 'উৎকণ্ঠা' এবং 'তরঙ্গ' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। দ্র° "উৎকণ্ঠোৎকলিকে সমে"—অমর° ১.৭.২৯। অপিচ—"উৎকলিকা তু হেলায়াং তরঙ্গোৎকণ্ঠয়োরপি" —দ্র. ভানুজিদীক্ষিতকৃত 'ব্যাখ্যাসুধা' টীকা (নির্ণয়সাগর সংস্করণ / ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৮২)। মালতীমাধব (৩.১০) শ্লোকে 'উৎকলিকা'-শব্দটি যুগপৎ উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে: "ক্ষুভিতমুৎকলিকাতরলং মনঃ।"

অনুবাদ

আর স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সাত্ত্বিকভেদে যে উনপঞ্চাশটি ভাব (বা চিত্তাবস্থাবিশেষ) উক্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই 'ব্যভিচারিভাব'। কেবলমাত্র, ইহাদের প্রতিনিয়ত রূপকে অপেক্ষা করিয়া (স্থায়ী ব্যভিচারী এবং সাত্ত্বিক) এইরূপ বিভিন্ন ব্যপদেশ (বা নামকরণ) হইয়া থাকে। যেমন, (রতি প্রভৃতি) স্থায়িভাব সমূহেই 'স্থায়িত্ব' (-রূপ ধর্ম) নিয়ত ব্যবস্থিত—ব্যভিচারী অথবা সাত্ত্বিকভাবসমূহে নহে। 'ব্যভিচারিত্ব' (-রূপ ধর্ম) (নির্বেদাদি) ব্যভিচারিভাব-সমূহেই প্রতিনিয়ত, অপর দুইটিতে (অর্থাৎ স্থায়ী এবং সাত্ত্বিক) নহে। সাত্ত্বিকত্ব (-রূপ ধর্মটি)ও (স্তম্ভ-স্বেদাদি) সাত্ত্বিকভাবসমূহেই প্রতিনিয়ত, অবশিষ্ট দুইটিতে (অর্থাৎ স্থায়ী এবং ব্যভিচারী-তে) নহে। তন্মধ্যে স্থায়িভাব-সমূহের দ্বিবিধ অবস্থা (সম্ভব) হইতে পারে। কিন্তু ব্যভিচারী অথবা সাত্ত্বিক-ভাবসমূহের ক্ষেত্রে নহে। যেহেতু তাহারা নিত্যই 'ব্যভিচারী' (হইয়া থাকে), কখনও স্থায়ী রূপে কল্পিত হইতে পারে না।

বিবৃতি

ভরতচার্য্য রসস্বরূপনিরূপণপ্রসঙ্গে রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাব, নির্বেদাদি তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব এবং স্তম্ভস্বেদাদি আটটি সাত্ত্বিকভাব উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে সাত্ত্বিকভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুভাব-সগোত্র হইলেও—এইগুলি চিত্তসমাধি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাদিগকে চিত্তাবস্থারূপ 'ভাব' বলিয়াও পরিগণনা করা হয়। যদিও নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবসমূহও সত্ত্বপ্রভব, অতএব উহাদিগকেও 'সাত্ত্বিক' এই আখ্যার দ্বারা নির্দেশ করা সম্ভব, তথাপি স্তম্ভ স্বেদাদি আটটি ভাবের অভিনয়ের সাহায্যে প্রদর্শন চিত্তের ঐকান্তিক সমাধিসঞ্জাত সত্ত্বগুণ হইতেই সম্ভব; সেইজন্য সত্ত্বপ্রকর্ষ হইতে ইহাদের উদ্ভব হয় বলিয়া 'সাত্ত্বিক' এই বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা ইহাদিগকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আচার্য্য ভরত সাত্ত্বিকভাবগুলির বর্ণনার উপক্রমে নির্বেদাদি ভাবান্তর হইতে ইহাদের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য—

"ত্রয়স্ত্রিংশদিমে ভাবা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
সাত্ত্বিকাংস্তু পুনর্ভাবান্ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ॥

অত্রাহ—কিমন্যে ভাবাঃ সত্ত্বেন বিনাঽভিনীয়ন্তে যস্মাদুচ্যন্তে এতে সাত্ত্বিকা ইতি।

অত্রোচ্যতে—

ইহ হি সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদুচ্যতে। মনসঃ সমাধৌ সত্ত্বনিষ্পত্তির্ভবতি। তস্য চ যোঽসৌ স্বভাবো রোমাঞ্চাশ্রুবৈবর্ণ্যাদিলক্ষণো যথাভাবোপগতঃ স ন শক্যোঽন্যমনসা কর্ত্তু মিতি। কো দৃষ্টান্তঃ—ইহ হি নাট্যধর্মিপ্রবৃত্তাঃ সুখদুঃখকৃতা ভাবাস্তথা

সত্ত্ববিশুদ্ধাঃ কার্য্যাঃ যথা সরূপা ভবন্তি। তত্র দুঃখং নাম রোদনাত্মকং তৎকথমদুঃখিতেন সুখং চ প্রহর্ষাত্মকমসুখিতেন বাঽভিনেয়ম্। এতদেবাস্য সত্ত্বং যৎ দুঃখিতেন সুখিতেন বাঽশ্রুরোমাঞ্চৌ দর্শয়িতব্যৌ ইতি কৃত্বা সাত্ত্বিকা ভাবা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ।

ত ইমে—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ ॥"[১]

অতএব স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সাত্ত্বিক—এই উনপঞ্চাশটি ভাবের প্রত্যেকটি চিত্তাবস্থাবিশেষরূপ, অতএব সংবিৎস্বভাব। সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ প্রভেদ নাই। তদ্ভিন্ন চিত্তাবস্থামাত্রই যখন চঞ্চলস্বভাব, তখন ইহাদের প্রত্যেকটিকেই ব্যভিচারিভাবরূপে নির্দেশ করাই অধিকতর যুক্তি সংগত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভরতমুনি

১। নাট্যশাস্ত্র ৭ম অধ্যায় : ১ম ভাগ, পৃ ৩৭৫। তুলনীয়—

"পৃথগ্ভাবা ভবন্ত্যেতেঽনুভাবত্বেঽপি সাত্ত্বিকাঃ।
সত্ত্বাদেব সমুৎপত্তেস্তচ্চ তদ্ভাবভাবনম্ ॥"—দশরূপক, ৪ ৪-৫।

বৃত্তিকার ধনিক উদ্ধৃত কারিকাটির ব্যাখ্যায় ভরতচার্য্যের উপরি উদ্ধৃত উক্তিটি প্রায় অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন : "পরগতদুঃখহর্ষাদিভাবনায়ামত্যন্তানুকূলান্তঃকরণত্বং সত্ত্বম্। যদাহ—সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদুৎপদ্যতে। এতদেবাস্য সত্ত্বং যতঃ খিন্নেন প্রহর্ষিতেন চাশ্রুরোমাঞ্চাদয়ো নির্বর্ত্ত্যন্তে। তেন সত্ত্বেন নির্বৃত্তাঃ সাত্ত্বিকাস্ত এব ভাবাস্তত উৎপদ্যমানত্বাৎ অশ্রুপ্রভৃতয়োঽপি ভাবা ভাবসংসূচনাত্মকবিকাররূপত্বাচ্চানুভাবা ইতি দ্বৈরূপ্যমেষাম্-ইতি ॥"—ঐ. অবলোক-বৃত্তি। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে স্তম্ভ প্রভৃতি আটটি সাত্ত্বিকভাবের মধ্যে আবার 'বৈবর্ণ্য' বা 'মুখরাগ'-এরই প্রাধান্য ভরতমুনি কর্ত্তৃক খ্যাপিত হইয়াছে। দ্র° নাট্যশাস্ত্র ৭ ২ কারিকা :

"বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে ॥"

—ইহার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন—

"সত্ত্বং চিত্তৈকাগ্র্যং তজ্জনিতং চ কৃতকং বাষ্পাদিপ্রাপ্ত্যবস্থাত্মকং চেতি যথাযোগং মন্তব্যম্। তদন্তর্ভূতোঽপি বৈবর্ণ্যাত্মা মুখরাগঃ প্রাধান্যাৎ পুনরুক্তঃ। যদ্ বক্ষ্যতি—

"শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তঃ কৃতোঽপ্যভিনয়ঃ শুভঃ।
মুখরাগবিহীনস্তু নৈব শোভান্বিতো ভবেৎ ॥"—(নাট্য° ৮. ১৬৫)

—অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৬। অভিনয়ে মুখরাগের বিশিষ্ট স্থান নাট্যশাস্ত্রের ৮. ১৬১-১৬৯ শ্লোকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি উদ্ধার-যোগ্য—

"শারীরাভিনয়োঽল্পোঽপি মুখরাগসমন্বিতঃ।
দ্বিগুণাং লভতে শোভাং রাত্রাবিব নিশাকরঃ ॥—ঐ. ৮. ১৬৬-১৬৭

উনপঞ্চাশটি ভাবকে স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সাত্ত্বিক—এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার হেতু কি? ইহার উত্তরে ব্যক্তিবিবেককার বলিতেছেন: যদিও উনপঞ্চাশটি ভাব মূলতঃ ব্যভিচারী, তথাপি ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যপদেশ বা নামকরণ করা হইয়া থাকে—ইহাদের প্রতিনিয়ত বা প্রাতিস্বিক কয়েকটি রূপ বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহা হইতেছে এই যে, স্থায়িরূপে পরিগণিত ৮টি ভাবই কেবল স্থায়িত্বরূপ ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত। অর্থাৎ এই আটটি মাত্র ভাবই স্থলবিশেষে বিশেষ বিশেষ কারণবশতঃ 'স্থেমভাক্' বা অপেক্ষাকৃত চিরস্থায়ী হইতে পারে, অপরগুলি নহে। অবশিষ্ট ভাবগুলি সর্বত্রই অচিরস্থায়ী। সেইরূপ 'ব্যভিচারিত্ব'-রূপ ধর্ম ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিকরূপে অভিমত ভাবসমূহেই বর্ত্তমান, স্থায়িভাবসমূহে নহে। 'সাত্ত্বিকত্ব' ধর্মটিও স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাবেই বিদ্যমান—অন্য দুইটি ভাবে নহে। তন্মধ্যে স্থায়িভাবের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। স্থায়িরূপে পরিগণিত যে আটটি ভাব সেগুলি যেমন স্থায়িত্ববিশিষ্ট সেইরূপ ক্ষেত্রবিশেষে রসান্তরের প্রতি ব্যভিচারীও হইতে পারে। সুতরাং রত্যাদি আটটি ভাব স্থায়িত্ব ও ব্যভিচারিত্ব এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্থায়ী ও ব্যভিচারী—এই উভয় শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব-সমূহের ক্ষেত্রে এই দ্বৈরূপ্য সম্ভব নহে। তাহারা নিত্যই ব্যভিচারী, কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।[১] এবং যেহেতু স্থায়ী ভাবই রসত্ব প্রাপ্ত হয়[২] সেইহেতু ব্যভিচারিভাব এবং

১। দ্র° 'এবমেতে স্থায়িনো ভাবা রসসংজ্ঞাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ'—নাট্যশাস্ত্র : ৭ম অধ্যায়, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৫। অপি চ—"যথা হি—গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৌষধিভিশ্চ ষাড়বাদয়ো রসা নির্বর্ত্ত্যন্তে তথা নানাভাবোপগতা অপি **স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তীতি**।" ঐ. ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৮৭-৮৮; "স্থায়িভাবাংশ্চ রসত্বমুপনেষ্যামঃ।"—ঐ. পৃ. ২৯৯। তুলনীয়: "স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ"—কাব্যপ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাস।

২। দ্র° নাট্যশাস্ত্র ৭. ১০৮। অপি চ—"তত্রাষ্টৌ ভাবাঃ স্থায়িনঃ। ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ব্যভিচারিণঃ। অষ্টৌ সাত্ত্বিকা ইতি ভেদাঃ। এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতবঃ একোন-পঞ্চাশদ্ ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। এভ্যশ্চ সামান্যগুণযোগেন রসা নিষ্পদ্যন্তে।" —ঐ. ৭ম অধ্যায়: ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৮। তুলনীয়:—

"একোনপঞ্চাশদমী হি ভাবাঃ
স্থিরাশ্চরাঃ সত্ত্বসমুদ্ভবাশ্চ।
যোজ্যাস্তথা বস্তুষু লক্ষণজ্ঞৈ-
র্যথাস্বরূপামুপযান্তি শোভাম্ ॥
স্থায়িনামেব ভাবানামুপকারায় সর্বদা।
প্রবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ॥" —সাগরনন্দিকৃত 'নাটক-লক্ষণরত্নকোশ', পৃ. ৮৯ (Ed. Myles Dillon/Vol. I, Text/*Oxford University Press*: 1937). অপি চ—"এবং রসাশ্চ ভাবাশ্চ ব্যবস্থা নাটকে স্মৃতাঃ।" —নাট্যশাস্ত্র ৭.১২১।

সাত্ত্বিকভাবগুলি স্ব স্ব বিভাবাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেও রসপদবীতে উন্নীত হইতে পারে না। ইহাই ভরতমুনির সিদ্ধান্ত। সেইজন্য ভরতমুনি ভাবাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে রসের উপযোগী উনপঞ্চাশটি ভাবকে সামান্যতঃ 'ত্র্যবস্থ' বা 'ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

"একোনপঞ্চাশদিমে যথাবদ্
ভাবাস্ত্র্যবস্থা গদিতা ময়েহ ।..."[১]

তন্মধ্যে 'রসাবস্থ' ভাবই 'স্থায়ী' এই সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে অন্যগুলি নহে। দ্র° "রসাবস্থঃ পরং ভাবঃ স্থায়িতাং প্রতিপদ্যতে"—ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপক' ৪.১।

§ ৫০ ।। যত্তু भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्तं तद् व्यभिचारिदशापन्नानामेव तेषामवगन्तव्यं नान्येषां, लक्षणवचनस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । स्थाय्यनुकरणात्मानो हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तल्लक्षणमुखेनैव तेषां स्वरूपावगमसिद्धेः, तेषां बिम्बप्रतिबिम्बन्यायेनावस्थानात्, स्थायिभावेषु च निर्वेदादिष्विव व्यभिचारिणामनुपादानात् । तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेव स्यान्न व्यभिचारित्वं निर्वेदादिवत् । तस्माद् योग्यतामात्रप्रवर्तितोऽयं वर्गत्रयविभागोपदर्शनाय व्यभिचारिष्वपि स्थायिव्यपदेशस्तन्मात्रविप्रलम्भकृतोऽन्येषां स्थायिभावलक्षणभ्रम इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण ।।

১। অভিনবগুপ্তপাদ নাট্যশাস্ত্র ৭.১ কারিকার ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে স্থায়ী ভাবসমূহ কচিৎ ব্যভিচারিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যভিচারিরূপে পরিগণিত ভাবসমূহ কখনই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। তু°—"স্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি। ন তু ব্যভিচারিণাং স্থায়িতা। এবং হি সতি তদাস্বাদে রসান্তরমপি স্যাৎ। যত্রাপি ব্যভিচারিণি ব্যভিচার্য্যন্তরং সংভাব্যতে তদ্ যথা—পুরূরবস উন্মাদেঽপি তর্ক-চিন্তাদি তত্রাপি রতিস্থায়িভাবস্যৈব ব্যভিচার্য্যন্তরযোগঃ। স কেবলমমাত্যস্থানীয়েনোন্মাদেন কৃতোপরাগঃ।..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ ৩৪৫। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যদিও ব্যভিচারিভাবসমূহের স্থায়িত্বপ্রাপ্তি সামান্যতঃ আলংকারিকসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ তথাপি নির্বেদ ব্যভিচারিভাবরূপে স্বীকৃত হইলেও ইহার স্থায়িত্ববিষয়ে আলংকারিক আচার্য্যগণের মধ্যে মতবৈষম্য বর্ত্তমান। দ্র°—"নির্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমনুপাদেয়ত্বেঽপ্যুপাদানং ব্যভিচারিত্বেঽপি স্থায়িতাঽভিধানার্থম্। তেন—
নির্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।"—কাব্যপ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাস।

অনুবাদ

আর ভাবাধ্যায়ে যে স্থায়িভাবসমূহের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যভিচারিদশাপন্ন স্থায়িভাবসমূহেরই লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে,—কেননা (অন্যথা পৃথক্) লক্ষণবচনের বৈয়র্থ্য প্রসক্ত হইবে। রসসমূহ স্থায়িভাবেসমূহের অনুকরণাত্মক বলিয়াই অভিপ্রেত। তাহারাই (অর্থাৎ রসসমূহই কাব্যে) প্রধান—অতএব তাহাদের লক্ষণ (-প্রদর্শন) দ্বারাই উহাদের (অর্থাৎ স্থায়িভাবসমূহের) স্বরূপাবগতি সিদ্ধ হইতে পারে; তাহারা (অর্থাৎ রস ও ভাব পরস্পর) বিম্ব-প্রতিবিম্বন্যায়ে অবস্থিত; এবং স্থায়িভাবসমূহের মধ্যে ব্যভিচারিভাবসমূহের উপাদানও হয় নাই যেমন নির্বেদাদির মধ্যে হইয়াছে। যদি তাহাদের (স্থায়িমধ্যে) উপাদান হইত, তাহা হইলে স্থায়িত্বই (সিদ্ধ হইত), নির্বেদাদির ন্যায় ব্যভিচারিত্ব (সিদ্ধ হইত) না। অতএব ব্যভিচারিভাবসমূহেরও যে (স্থায়িরূপে ব্যপদেশ, তাহা কেবল) স্থায়িত্বপ্রাপ্তিযোগ্যতাবশতঃ প্রবর্ত্তিত এবং (স্থায়ী, ব্যভিচারী এবং সাত্ত্বিকরূপ) বর্গত্রয়বিভাগ প্রদর্শন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই (অর্থাৎ 'স্থায়ী' এইরূপ ব্যপদেশের দ্বারা) বিপ্রলব্ধ হয় বলিয়া অন্যের স্থায়িভাবের লক্ষণ বিষয়ে ভ্রম (হইয়া থাকে)। অতএব অপ্রাসঙ্গিক বস্তু (বা বিষয়) লইয়া বিস্তৃত আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই॥

বিবৃতি

ব্যভিচারিভাবসমূহ কখনও কখনও উপযুক্ত বিভাবাদির দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপ স্থেমভাক্ রতিপ্রভৃতি ভাবই 'রস' রূপে কথিত হয়—ইহা মহিমভট্ট পূর্ব অনুচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে: যদি রতি প্রভৃতি আটটি ভাবই 'স্থায়িত্ব' প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহা হইলে ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে দুইটি পৃথক্ অধ্যায়ে তাহাদের উল্লেখ এবং লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন কিজন্য? ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় যথাক্রমে 'রসাধ্যায়' এবং 'ভাবাধ্যায়' রূপে পরিচিত। রসাধ্যায় শৃঙ্গারাদি-রসের লক্ষণ এবং সেই সেই রসোচিত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার ভাবাধ্যায়েও একোনপঞ্চাশদ্ ভাবের মধ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাবেরও লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে: যদি রতি প্রভৃতি আটটি ভাব 'স্থায়ী' রূপেই ভরতমুনি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে কিজন্য পুনর্বার ভাবাধ্যায়ে তাহাদের লক্ষণ প্রদর্শিত হইল? এই পুনরুক্তির সার্থকতা কি? ইহার সমাধানকল্পে মহিমভট্ট বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে বলিতেছেন যে, একোনপঞ্চাশদ্ ভাব প্রত্যেকটিই 'ব্যভিচারী'। কিন্তু তন্মধ্যে রতি প্রভৃতি আটটি ভাব কখনও কখনও বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া 'স্থায়িত্ব'

(অন্য ভাবের অপেক্ষায়) অর্জন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সকল স্থায়িত্ববিশিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাব যখন সমুচিত বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিসহযোগে আস্বাদগোচর হয়, তখনই তাহাদিগকে 'রস' বলা হইয়া থাকে—ইহাই ভরত মুনির সিদ্ধান্ত। কিন্তু যখন রতি প্রভৃতি আটটি ভাব সমুচিত বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে পারে না, তখন তাহারা নির্বেদাদি অন্যান্য ভাবের ন্যায়ই ব্যভিচারিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, এবং তখন উহাদের রসতাপত্তিও সম্ভব হয় না। 'ভাবাধ্যায়ে' ব্যভিচারী এবং সাত্ত্বিক ভাবসমূহেরই আলোচনা করা হইয়াছে অতএব ভাবাধ্যায়ে রতি প্রভৃতি আটটি ভাবের উল্লেখের দ্বারা ভরতমুনি ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই সকল ভাবও নির্বেদাদির ন্যায় 'ব্যভিচারী'। তবে 'রসাধ্যায়ে' রস-স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে রতি প্রভৃতি ভাবের নির্দেশের দ্বারা উহাদের স্থায়িতাপত্তিযোগ্যতাও সূচিত হইয়াছে।[1] কেবলমাত্র ষষ্ঠ অধ্যায়েই যদি রতি প্রভৃতির উল্লেখ করা হইত, ভাবাধ্যায়ে যদি রতি প্রভৃতির পুনরুল্লেখ না হইত, তবে রতি প্রভৃতি আটটি ভাব সর্বদাই 'স্থায়ী', এইরূপ মনে হইতে পারিত। এইরূপ শঙ্কার নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই নাট্যশাস্ত্রকার ভাবাধ্যায়ে রতি প্রভৃতি ভাবের উল্লেখপূর্বক উহাদের বিস্তৃত লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যথা ভাবাধ্যায়ে উহাদের পৃথক্ লক্ষণনিরূপণ নিষ্ফল হইত। মহিমভট্টের এই যুক্তি যে নিষ্প্রমাণক নয়, তাহা নাট্যশাস্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে ভরতাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীত হয়—

> "যদি কাব্যার্থসংশ্রিতৈর্বিভাবানুভাবব্যঞ্জিতৈরেকোনপঞ্চাশদ্ভাবৈঃ সামান্যগুণযোগেনাভিনিষ্পদ্যন্তে রসাস্তৎ কথং স্থায়িন এব ভাবা রসত্বম্ আপ্লুবন্তি ?…যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ —
>
> যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
> এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ ॥
>
> **লক্ষণং খলু পূর্বমভিহিতমেষাং রসসংজ্ঞকানাম্। ইদানীং ভাবসামান্যলক্ষণম্ অভিধাস্যামঃ।** তত্র স্থায়িভাবান্ বক্ষ্যামঃ॥"[2]

রতি প্রভৃতি আটটি ভাবের 'স্থায়িত্বে'-র হেতু কি, অবশিষ্ট নির্বেদাদি ভাবের স্থায়িত্ব সম্ভব নহে কেন,—এই বিষয়ে 'রসগঙ্গাধর'-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিকবোধে তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। 'নির্বেদে'র স্থায়িত্ব সঞ্চারিত্ব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে সকল ভাবেরই স্থায়িত্ব এবং সঞ্চারিত্ব ভরতমুনির অভিপ্রেত—তু° "…জুগুপ্সাং চ ব্যভিচারিত্বেন শৃঙ্গারে নিষেধন্ মুনির্ভাবানাং সর্বেষামেব স্থায়িত্ব-সঞ্চারিত্ব-চিত্তনাত্তাবত্ত্বানুভাবত্বানি যোগ্যতোপনিপাতিতানি শব্দার্থবলাকৃষ্টান্যনুজানাতি।…"—অভিনবভারতী : ১ম ভাগ, পৃ. ৩৩০।

২। নাট্যশাস্ত্র : ১ম ভাগ, ৩৪৯-৫০।

"...তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্। ন চ চিত্তবৃত্তি-রূপাণামেষামাশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং দুর্লভম্; বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু ব্যভিচারিষ্বতি-প্রসক্তম্ ইতি বাচ্যম্। বাসনারূপাণামমীষাং মুহুর্মুহুরভিব্যক্তেরেব স্থিরপদার্থত্বাৎ। ব্যক্তিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যক্তের্বিদ্যুদুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ।"

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ উদ্ধৃত সন্ধর্ভে প্রায় অবিকল অভিনবগুপ্তাচার্য্যের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তুলনীয়: "এতে চ ব্যভিচারিণো বিদ্যুদুন্মেষনিমেষযুক্ত্যেব স্থায়িসূত্রমধ্যে প্রকটয়ন্তস্তিরোদধতশ্চ তদ্বৈচিত্র্যমাবহন্তি। ন তু স্থিরাঃ। যদ্যপি স্থায্যপি ন স্থিরঃ তথাপি সংস্কাররূপতয়া ধারাবাহিসজাতীয়প্রবাহরূপতয়া চ স্থির এব। ব্যভিচারিণস্তু নৈবং ক্ষণমপি ভবন্তি। সংস্কারমপি স্বকং স্থায়িসংস্কার এব প্রোতয়ন্তি। তথৈব স্মরণাচ্চ।...ন তু ব্যভিচারী ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে। 'চলং হি গুণবৃত্ত'-মিতি হি তত্রভবন্তঃ। অতএব প্রয়োগবৈচিত্র্যম্।..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩০৮। অপি চ—"ব্যভিচারিণ উদয়স্থিত্যপায়ত্রিধর্মকাঃ। যদাহ—'বিবিধমাভিমুখ্যেন চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ' ইতি।..."—অভিনবগুপ্ত: লোচন-টীকা, ২.৩।

যদাহুঃ—

'বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যাশু স স্থায়ী লবণাকরঃ॥
চিরং চিত্তেঽবতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তেঽনুবন্ধিভিঃ।
রসত্বং যে প্রপদ্যন্তে প্রসিদ্ধাঃ স্থায়িনোঽত্র তে॥'

চিরমিতি ব্যভিচারিবারণায়। অনুবন্ধিভির্বিভাবাদ্যৈঃ।

তথা—

'সজাতীয়বিজাতীয়ৈরতিরস্কৃতমূর্ত্তিমান্।
যাবদ্রসং বর্ত্তমানঃ স্থায়িভাব উদাহৃতঃ॥' ইতি।

কেচিত্তু রত্যাদ্যন্যতমত্বং স্থায়িত্বমাহুঃ। তন্ন। রত্যাদীনামেকস্মিন্ প্ররূঢ়েঽন্যস্যাপ্ররূঢ়স্য ব্যভিচারিত্বোপগমাৎ। প্ররূঢ়ত্বাপ্ররূঢ়ত্বে বহ্বল্পবিভাবজত্বে। তদুক্তং রত্নাকরে—

'রত্যাদয়ঃ স্থায়িভাবাঃ স্যুর্ভূয়িষ্ঠবিভাবজাঃ।
স্তোকৈর্বিভাবৈরুৎপন্নাস্ত এব ব্যভিচারিণঃ॥' ইতি।

এবং চ বীররসে প্রধানে ক্রোধঃ, রৌদ্রে চোৎসাহঃ, শৃঙ্গারে হাসঃ ব্যভিচারী ভবতি, নান্তরীয়কশ্চ। যদা তু প্রধানপরিপোষার্থং সোঽপি বহুবিভাবজঃ ক্রিয়তে তদা তু রসালংকার ইত্যাদি বোধ্যম্॥"[১]

কেবলমাত্র 'রতি' প্রভৃতি ভাবই যে কখনও স্থায়ী কখনও বা সঞ্চারী হইতে পারে, তাহা নহে। 'রতি' প্রভৃতি আস্বাদ গোচর হইয়া যখন শৃঙ্গারাদি রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও

১। রসগঙ্গাধর: ১ম আনন, পৃ. ৩৭-৩৮ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৯)।

রসাবস্থাতেও তাহারা কচিৎ 'স্থায়ী' কচিৎ বা 'ব্যভিচারী' রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভাবাধ্যায় সমাপ্তিতে ভরতমুনি বলিয়াছেন—

"বহূনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥"[১]

রসাধ্যায়ে যদিও কেবলমাত্র রসলক্ষণই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে বটে, তথাপি স্থায়ীভাবই 'রস' রূপে আস্বাদগোচর হইয়া থাকে বলিয়া বস্তুতঃ স্থায়িভাবেরও লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, স্থায়িভাব এবং রস—এই উভয়ের মধ্যে

১। অভিনবগুপ্ত তাঁহার ধ্বন্যালোকের ৩.২৪ কারিকায় বৃত্তিগ্রন্থের ব্যাখ্যায় রসের অঙ্গাঙ্গিভাববিচার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"যেষামিতি। ভাবাধ্যায়সমাপ্তাবস্তি শ্লোকঃ—
'বহূনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসস্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥ ইতি।'

তত্রোক্তক্রমেণাধিকারিকেতিবৃত্তব্যাপিকা চিত্তবৃত্তিরবশ্যমেব স্থায়িত্বেন ভাতি, প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্তগামিনী তু ব্যভিচারিতয়েতি রস্যমানতাসময়ে স্থায়িব্যভিচারিভাবস্য ন কশ্চিদ্ বিরোধ ইতি কেচিদ্ ব্যাচচক্ষিরে। তথা চ ভাগুরিরপি—'কিং রসানামপি স্থায়ি-সঞ্চারিতাঽস্তীত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমবোচদ্ 'বাঢ়মস্তী'-তি ॥"—লোচন, পৃ. ৩৮৬। সুতরাং আচার্য্য ভাগুরির মতে যে রসেরও স্থায়িত্ব এবং ব্যভিচারিত্ব সম্ভব—ইহা অভিনবগুপ্তের উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। 'নাট্যশাস্ত্রে'র উদ্ধৃত শ্লোকটির উত্তরার্দ্ধে 'রসঃ স্থায়ী' এই পাঠের পরিবর্ত্তে অভিনবগুপ্ত 'রসস্থায়ী' এইরূপ সমস্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অন্যে তু স্থায়িতয়া পঠিতস্যাপি রসস্য রসান্তরে ব্যভিচারিত্বমস্তি, যথা ক্রোধস্য বীরে ব্যভিচারিতয়া পঠিতস্যাপি স্থায়িত্বমেব রসান্তরে, যথা তত্ত্বজ্ঞানবিভাবকস্য নির্বেদস্য শান্তে। ব্যভিচারিণো বা সত এব ব্যভিচার্য্যন্তরাপেক্ষয়া স্থায়িত্বমেব, যথা বিক্রমোর্বশ্যামুন্মাদস্য চতুর্থেঽঙ্কে ইতীয়ন্তমর্থমববোধয়িতুময়ং শ্লোকঃ। বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ, স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ। শেষাস্তু সঞ্চারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়ি-সঞ্চারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতোক্তেতি। অত এবান্যে 'রসস্থায়ী'-তি ষষ্ঠ্যা সপ্তম্যা দ্বিতীয়য়া বা 'শ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনা'-মিতি সমাসং পঠন্তি ॥"—ঐ. লোচন, পৃ. ৩৮৬-৮৭। সাগরনন্দীও ভাবের ন্যায় রসেরও স্থায়িত্ব ও ব্যভিচারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দ্র° "স্থায়িনামেব ভাবানামুপকারায় সর্বদা। প্রবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ। এবমেব স্থায়িনাং রসানামুপকারায় যে রসাঃ প্রবর্ত্তন্তে উপকরে চ নিবর্ত্তন্তে তে ব্যভিচারিণো মন্তব্যাঃ ॥"—না° ল° র° কোষ, পৃ ৮৯। "এতচ্চ সর্বং যেষাং রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারীভবতি ইতি দর্শনং তন্মতেনোচ্যতে। মতান্তরে তু রসানাং স্থায়িনো ভাবা উপচারাদ্ রসশব্দেনোক্তাস্তেষামঙ্গত্বং নির্বিরোধমেব।"

বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব সম্পর্ক বর্ত্তমান। স্থায়িভাবটি বিম্বস্থানীয় অর্থাৎ অনুকার্য্য এবং রসটি প্রতিবিম্বস্থানীয় অর্থাৎ অনুকরণাত্মক। তু° "অনুকার্য্যস্য বিম্বত্বমনুকরণস্য প্রতিবিম্বত্বম্।"—রুয্যক: ব্য° বি° ব্যা°। সুতরাং প্রতিবিম্বস্থানীয় আটটি রসের স্বরূপনিরূপণের দ্বারাই তাহাদেরই বিম্বভূত রতি প্রভৃতি আটটি ভাবেরও স্বরূপ প্রকারান্তরে নিরূপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর স্থায়ীই যেহেতু পরপ্রতীতির গোচর হইয়া 'রস' এই সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইতে পারে এবং যেহেতু রসাধ্যায়ে রতি প্রভৃতি আটটি ভাবের মধ্যে ভাবাধ্যায়ে পরিগণিত তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইহেতু উহাদের 'রস' ব্যপদেশও সম্ভব নহে।

মহিমভট্ট এই প্রসঙ্গে যে স্থায়িভাব ও রসের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব খ্যাপন করতঃ রসকে স্থায়িভাবেরই অনুকরণাত্মক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—এই মতবাদ কিঞ্চিৎ অভিনব বলিয়া মনে হয়। মনে হয় 'ব্যক্তিবিবেক'-কারের এই মতবাদের মূলে নাট্য-সম্পর্কে ভরতমুনির সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥"—১.১১২
... ...

অপি চ— "সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥
দেবানামসুরাণাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্।
ব্রহ্মর্ষীণাং চ বিজ্ঞেয়ং নাট্যং বৃত্তান্তদর্শকম্॥
যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে॥"—ঐ. ১.১১৭-১১৯

অপি চ— "ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্ত্তনম্।"—ঐ. ১.১০৭[১]

নাট্য যদি অনুকরণাত্মক হয়, তাহা হইলে দুষ্যন্ত প্রভৃতি নায়কের বেশভূষাদি যেমন নট অনুকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ নায়কের মূল চিত্তাবস্থা (রতি প্রভৃতি)-গুলিও যে নট কর্ত্তৃক অনুকৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং অনুকার্য নায়কনিষ্ঠ বিম্বস্থানীয় রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের নটকর্ত্তৃক তদুপযোগী বিভাবাদি প্রকটন দ্বারা যে অনুকরণ তাহাই 'রস'—এইরূপ সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্তই মনে হইতে পারে। কিন্তু নাট্যের এই অনুকরণাত্মকতা—রসের স্থায্যনুকরণাত্মকতা সিদ্ধান্ত অভিনবগুপ্তাচার্য্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় একাধিক স্থলে

১। কিন্তু অভিনবগুপ্ত অতি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে ভরতমুনির উক্তির দ্বারা কুত্রাপি 'রসের স্থায্যনুকরণাত্মকতা' সমর্থিত হয় নাই। দ্র° "ন চ মুনিবচনমেবংবিধমস্তি ক্বচিৎ 'স্থায্যনুকরণং রসঃ' ইতি। নাপি লিঙ্গমত্রার্থে মুনেরুপলভ্যতে। প্রত্যুত ধ্রুবাগানতালবৈচিত্র্য-লাস্যাঙ্গোপজীবন-নিরূপণাদি বিপর্য্যয়ে লিঙ্গমিতি সন্ধ্যঙ্গাধ্যায়ান্তে বিতনিষ্যামঃ। 'সপ্তদ্বীপানু-করণম্' ইত্যাদি ত্বন্যথাপি শক্যগমনিকমিতি॥"—অভিনবভারতী: ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৬।

বিস্তৃত ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, এবং এই মতবাদ যে একান্তই অসম্ভব ও নিঃসার তাহা সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক বোধে 'অভিনবভারতী'-র কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধার করা যাইতেছে—

"নন্বেবং নিয়তানুকারো মা ভূৎ। অনুকারেণ তু কিমপরাদ্ধম্। ন কিঞ্চিদ-সম্ভবাদৃতে। অনুকার ইতি হি সদৃশকরণম্। তৎ কস্য। ন তাবদ্ রামাদেঃ। তস্যানমুকার্য্যত্বাৎ। এতেন প্রমদাদিবিভাবানামনুকরণং পরাকৃতম্। ন চিত্তবৃত্তীনাং শোকক্রোধাদিরূপাণাম্। ন হি নটো রামসদৃশং স্বাত্মনঃ শোকং করোতি। সর্বথৈব তস্য তত্রাভাবাৎ। ভাবে বা'নমুকারত্বাৎ। ন চান্যদ্ বস্ত্বস্তি যচ্ছোকেন সদৃশং স্যাৎ। অনুভাবাংস্তু করোতি। কিন্তু সজাতীয়ানেব। ন তু তৎসদৃশান্। সাধারণ-রূপস্য কঃ কেন সাদৃশ্যার্থঃ। ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনঃ সদৃশত্বস্তু ন বিশেষাত্মনা যৌগপদ্যে-নোপপদ্যতে। কদাচিৎ ক্রমেণ নিয়ত এবানুকৃতঃ স্যাৎ। সামান্যাত্মকত্বে কোঽনু-কারার্থঃ। তস্মাদনিয়তানুকারো নাট্যমিত্যপি ন ভ্রমিতব্যম্। অস্মদুপাধ্যায়কৃতে কাব্যকৌতুকেঽপ্যয়মেবাভিপ্রায়ো মন্তব্যঃ। ন ত্বনিয়তানুকারোঽপি।......তস্মাদনু-ব্যবসায়াত্মকম্ কীর্ত্তনং রূষিতবিকল্পসংবেদনং নাট্যম্। তদ্বেদনবেদ্যত্বাৎ। ন ত্বনুকরণ-রূপম্।......"[১]

নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরতের রসসূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদের আলোচনায় 'রসের স্থায্যনুকরণাত্মকতা' সিদ্ধান্তটির অবতারণা করা হইয়াছে দেখা যায়। নট মুখ্য রামাদিগত রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুকরণ করিয়া থাকে এবং নটে সামাজিকগণ কর্ত্তৃক লিঙ্গবলে সেই অনুকরণাত্মক স্থায়ী ভাবই প্রতীত হইয়া 'রস' রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। অভিনবগুপ্ত শ্রীশঙ্কুকের এই সিদ্ধান্তটির উপন্যাস করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"এতন্নেতি শ্রীশঙ্কুকঃ।......তস্মাদ্ধেতুভির্বিভাবাখ্যৈঃ কার্যৈশ্চানুভাবাত্মভিঃ সহকারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ প্রযত্নার্জিতয়া কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈরনু-কর্ত্তৃস্থত্বেন লিঙ্গবলতঃ প্রতীয়মানঃ স্থায়ী ভাবো মুখ্যরামাদিগতস্থায্যনুকরণরূপঃ। অনুকরণরূপত্বাদেব চ নামান্তরেণ ব্যপদিষ্টো রসঃ।"[২]

১। অভিনবভারতী, ১ম অধ্যায় / ১ম ভাগ, পৃ ৩৭। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের ২.৪ কারিকার ব্যাখ্যায় রস বিষয়ে সে বিভিন্ন মতবাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মতটিও দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার সহিত মহিমভট্ট-প্রতিপাদিত 'রসের স্থায্যনুকরণাত্মকত্ব'-রূপ সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

"অন্যে তু—অনুকর্ত্তরি যঃ স্থায্যবভাসোঽভিনয়াদিসামগ্র্যাদিকৃতো ভিত্তাবিব হরিতালাদিনা অশ্বাবভাসঃ, স এব লোকাতীততয়া স্বাদাপরসংজ্ঞয়া প্রতীত্যা রস্যমানো রস ইতি নাট্যাদ্রসা নাট্যরসাঃ।..."—লোচন, পৃ. ১৮৬।

২। অভিনবভারতী : ১ম ভাগ, পৃ. ২৭২।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্তই অযৌক্তিক—তাহা অভিনবগুপ্তাচার্য্য আপনার সাহিত্য-গুরু উপাধ্যায় ভট্টতৌতের মতোল্লেখপূর্বক অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।—

"তদিদমপ্যন্তস্তত্ত্বশূন্যং ন বিমর্দক্ষমমিত্যুপাধ্যায়াঃ। তথা হি অনুকরণরূপো রস ইতি যদুচ্যতে তৎ কিং সামাজিকপ্রতীত্যভিপ্রায়েণ, উত নটাভিপ্রায়েণ, কিং বা বস্তুবৃত্তবিবেচকব্যাখ্যাতৃবুদ্ধিসমবলম্বনেন যথাহু-'র্ব্যাখ্যাতারঃ খল্বেবং বিবেচয়ন্তি' ইতি, অথ ভরতমুনিবচনানুসারেণ।"

কিন্তু চারিটি পক্ষের কোনও পক্ষেই যে 'রসের স্থায্যনুকরণাত্মকতা' সম্ভব নহে, ইহা অভিনবগুপ্তের সুনিপুণ বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়—"তস্মাদ্ ভাবানুকরণং রসা ইত্যসৎ।"

§ ৫১ ।। तदेवं विभावादीनां हेत्वादीनां च कृत्रिमाकृत्रिमतया काव्य-लोकविषयतया च स्वरूपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धेर्यदा विभा-वादिभिर्भाविपु रत्यादिष्वसत्येष्वेव प्रतीतिरुपजन्यते तदा तेषां तन्मात्रसारत्वात् प्रतीयमाना इति गम्या इति च व्यपदेशा मुख्यवृत्त्योपपद्यन्त एव। तत्प्रतीतिपरामर्श एव च रसास्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम्।

অনুবাদ

অতএব এইভাবে বিভাবাদি এবং হেত্বাদি (পদার্থসমূহের) (যথাক্রমে) কৃত্রিমত্ব এবং অকৃত্রিমত্ব বশতঃ এবং (একটি) কাব্যবিষয়ক এবং (অপরটি) লোকবিষয়ক বলিয়া স্বরূপভেদ এবং বিষয়ভেদ সিদ্ধ হওয়ায় বিভাবাদির দ্বারা যখন রতিপ্রভৃতি ভাববিষয়ে, তাহারা অসত্য হইলেও, প্রতীতি উদ্রিক্ত হয় তখন তাহাদের (অর্থাৎ রত্যাদিভাবের) প্রতীতিমাত্রসারতানিবন্ধন 'প্রতীয়মান' বা 'গম্য' এইরূপ ব্যপদেশ মুখ্যবৃত্তিতেই উপপন্ন হইতে পারে। আর (সেইরূপ) রত্যাদি প্রতীতিপরামর্শই রসাস্বাদ এবং তাহা স্বাভাবিক—ইহা বলা হইয়াছে॥

বিবৃতি

এইভাবে রসের স্বরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থায়ী রত্যাদি ভাব যখন অনুকর্ত্তা নটে কবিকর্তৃক বর্ণিত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি পদার্থের সাহায্যে অনুমিত হয়, তখন তাহাই 'রস' রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিভবাদির দ্বারা অনুমিত নটনিষ্ঠ স্থায়িভাব সম্পূর্ণ অসত্য, কেননা নটে রত্যাদি স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা আদৌ অপেক্ষিত নহে, এবং অধিকাংশ স্থলে নটে স্থায়িভাবের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভবও নয়। অতএব সামাজিক হৃদয়ে নট-প্রদর্শিত অনুভাবাদির সাহায্যে যখন তন্নিষ্ঠ অসত্য রত্যাদি স্থায়িভাবের অনুমানাত্মক প্রতীতি ঘটে, তখন উক্ত রত্যাদি স্থায়িভাবসমূহকে 'প্রতীতিমাত্র-সার' বলা ছাড়া উপায় কি?

'প্রতীতিমাত্রসার'—এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভাবাদিরূপ লিঙ্গের দ্বারা নটরূপ পক্ষে অসত্য রতি প্রভৃতি রূপ সাধ্যের অনুমিত্যাত্মক প্রতীতি স্থায়ী হয়, ততক্ষণই নটনিষ্ঠ রত্যাদির অস্তিত্ব (অসত্য হইলেও) সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিভাবাদি-প্রতীতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যে সামাজিকচিত্তে নটনিষ্ঠরত্যাদি প্রতীতিও বিনষ্ট হয়, ইহা প্রত্যেক সহৃদয় সামাজিকেরই অনুভবসাক্ষিক।[১] অতএব নটে রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবকে যে 'গম্য' বা 'প্রতীয়মান' রূপে ব্যপদেশ করা হইয়া থাকে, তাহা মুখ্যবৃত্তিতেই উপপন্ন; কেননা, বিভাবাদি লিঙ্গের দ্বারা যে রত্যাদির প্রতীতি সংঘটিত হয়, তাহা অবশ্যই 'গম্য' বা 'প্রতীয়মান' (যেহেতু তাহা 'সাধ্য' বা 'লিঙ্গী')। আর বিভাবাদি যেহেতু পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে কৃত্রিম এবং কাব্যমাত্রৈকগোচর সেইহেতু অকৃত্রিম এবং লোকসিদ্ধ হেত্বাদি (অর্থাৎ কারণ, কার্য্য, সহকারী) পদার্থের সহিত যে তাহাদের অভিন্নতা বা ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা নির্বিবাদ। সুতরাং কৃত্রিম এবং অলৌকিক বিভাবাদির দ্বারা 'প্রতীয়মান' নটনিষ্ঠ 'অসত্য' রত্যাদি স্থায়িভাবই (যাহা মহিমভট্টের মতে অনুকরণাত্মক) 'রস' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এবং সেই অসত্য রত্যাদি প্রতীতির সামাজিক কর্তৃক পরামর্শ বা অনুব্যবসায়ই 'রসাস্বাদ' রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহা স্বাভাবিকই। অতএব মহিমভট্টের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে এইরূপে বলা চলিতে পারে: বিভাবাদি কৃত্রিম এবং অলৌকিক। সুতরাং ঐরূপ বিভাবাদির দ্বারা যখন নটে 'অসত্য' রত্যাদির প্রতীতি জন্মে—তখন তাহারই 'রস' এইরূপ সংজ্ঞা হইয়া থাকে তাহাও অসত্য; সুতরাং ঐরূপ রত্যাদি (বা 'রস')-প্রতীতি 'প্রমা' নহে, 'ভ্রম' মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ জাতীয় ভ্রমাত্মক রত্যাদি প্রতীতি হইতে সামাজিক চিত্তে তদ্বিষয়ে যে 'পরামর্শ'[২] জ্ঞান উদিত হয়, তাহা সত্য বটে; এবং তাহা চমৎকারদায়ক। এবং সামাজিকচিত্তে রত্যাদিপ্রতীতিপরামর্শ-ই 'রসাস্বাদ' রূপে পরিচিত।

§ ৫২ ।। आस्तां वा रत्यादिर्नित्यपरोक्षः। प्रत्यक्षोऽपि ह्यर्थः साक्षात् संवेद्यमानः सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एव सत्कविना वचन-गोचरतां गमितः। यदुक्तम्—

১। অভিব্যক্তিবাদিগণও রসের প্রতীতিমাত্রসারতা স্বীকার করিয়া থাকেন। আচার্য্য মম্মটও রস বিষয়ে অভিনবগুপ্তের মতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'রস'কে স্পষ্টতই "চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণঃ বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র° "চর্ব্যমাণতাঽস্বাদনং তদেবৈকঃ প্রাণো জীবঃ স্বরূপম্ অস্যেতি চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণস্তদ্বহিরসন্ ইত্যর্থঃ। বিভাবাদিজীবিতা-বধিস্তদাকারসংবলিতঃ প্রতীতিময়ত্বাৎ তদুপাধানতিরোধানেন উপাধেয়তিরোধেয়স্বরূপঃ।"—চণ্ডীদাসকৃত 'কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা', ১ম ভাগ, পৃ. ১১০-১১১ (*Saraswati Bhavana Texts* / No. 46 / Ed. by Prof. Sivaprasad Bhattacharya, 1933).

২। এখানে 'পরামর্শ'-শব্দের অর্থ 'পর্য্যালোচন' বা 'বিষয়ীভাব'। তু° 'পরামর্শনং পর্য্যালোচনং বিষয়ীভাব ইতি যাবৎ।'—শ্রীধরকৃত 'কাব্যপ্রকাশবিবেক', ১ম ভাগ, পৃ. ৭৩।

"কবিশক্ত্যর্পিতা ভাবাস্তন্ময়ীভাবযুক্তিতঃ।
যথা স্ফুরন্ত্যমী কাব্যান্ন তথাধ্যক্ষতঃ কিল ॥"

ইতি।

অনুবাদ

রতি প্রভৃতি (ভাব)—যাহারা নিত্যপরোক্ষ, তাহাদের কথা (না হয়) থাকুক। প্রত্যক্ষ অর্থও সাক্ষাৎ সংবেদনগোচর হইলে সহৃদয়গণের সেইরূপ চমৎকার উদ্রেক করে না, সৎকবিকর্তৃক (আপন) বচনের বিষয়ীভূত হইলে যেরূপ (চমৎকার উদ্রেক) করিয়া থাকে। যেমন বলা হইয়াছে—

"কবিশক্তির দ্বারা সমর্পিত ভাব (বা পদার্থ-) সমূহ তন্ময়ীভবন-যুক্তিবশতঃ (সহৃদয়-সামাজিকচিত্তে) কাব্য হইতে যেরূপ স্ফূর্তিলাভ করে, অধ্যক্ষ (বা প্রত্যক্ষ) হইতে সেইরূপ নহে॥"

বিবৃতি

প্রশ্ন হইতে পারে অনুকর্তৃনটে বিভাবাদিলিঙ্গবলে সহৃদয় সামাজিক কর্তৃক যে স্থায্যনুকরণাত্মক রসের প্রতীতি, তাহা ত' অনুমিত্যাত্মক পরোক্ষ জ্ঞান। আর এইরূপ রসের প্রতীতি কখনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না বলিয়া, তাহা নিত্যপরোক্ষ বলিয়াই স্বীকার্য্য। সুতরাং এই পরোক্ষ রসের পরামর্শ হইতে কিরূপে সামাজিকচিত্তে চমৎকারজনক অনুভূতির উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্পে মহিমভট্ট বলিতেছেন যে, রত্যাদিপ্রতীতি ত' নিত্যপরোক্ষ। কিন্তু যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষগোচরও হইতে পারে, সেই সকল পদার্থই যদি কবিকর্তৃক প্রতিভাবলে কাব্যে গুণালংকাররমণীয় শব্দের দ্বারা সহৃদয়ের সমক্ষে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহারাই সমধিক চমৎকৃতির উদ্রেক করিয়া থাকে, ইহা সহৃদয়ের অনুভববেদ্য। কেননা লৌকিক প্রত্যক্ষ পদার্থসম্বন্ধে যে জ্ঞানের উদ্রেক করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা তটস্থ; সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রমাতার সহিত প্রমেয়বস্তুর তন্ময়ীভাব সংঘটিত হয় না। প্রমেয়বস্তুটি প্রমাতার জ্ঞানের বিষয়রূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে সেইস্থলে তাদাত্ম্য সাধিত হয় না। কিন্তু প্রতিভাবান্ কবি যখন আপন অলৌকিক শক্তিবলে পরিদৃশ্যমান পদার্থরাজিকেই আপন কাব্যে যথোচিত শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করেন, তখন সহৃদয়চিত্তের সহিত কাব্যসমর্পিত পদার্থরাজির পরিপূর্ণ তন্ময়ীভবন সংঘটিত হয় এবং এই তন্ময়ীভবনের ফলে কাব্যবর্ণিত ভাবরাজিবিষয়ে সামাজিক-চিত্তে যে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তাহা অধিকতর স্বচ্ছ ও সর্বতঃপ্রসারী। ফলে উহার দ্বারা সামাজিকচিত্তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকৃতি অনুভূত হইয়া থাকে—যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে সম্ভব হয় না। মহিমভট্ট "কবিশক্ত্যর্পিতা ভাবাঃ—" যে কারিকাটি 'তুযক্তম্' বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কোন্ পূর্বাচার্য্য কর্তৃক রচিত, কোন্ নিবন্ধ

হইতেই বা গৃহীত, তাহা বর্তমানে দুর্জ্ঞেয়। তবে নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'অভিনবভারতী' ব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত কাব্য হইতে প্রত্যক্ষকল্প সংবেদন উদিত হয়—এই সিদ্ধান্ত সমর্থনকল্পে উপাধ্যায় ভট্টতৌতের 'কাব্যকৌতুক' নামক লুপ্ত নিবন্ধ হইতে যে কারিকাদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সহিত বর্তমান উদ্ধৃতিটির ভাবের দিক দিয়া সাজাত্য থাকায় মনে হয় ইহাও 'কাব্যকৌতুক' হইতেই সংগৃহীত। অভিনবভারতীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ। কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয় ইত্যুপাধ্যায়াঃ।

যদাহুঃ কাব্যকৌতুকে—

"প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভবঃ।" ইতি।

"বর্ণনোৎকলিতা ভোগপ্রৌঢ়োক্ত্যা সম্যগর্পিতাঃ।
উদ্যানকান্তাচন্দ্রাদ্যা ভাবাঃ প্রত্যক্ষবৎ স্ফুটাঃ।।" ইতি।"[১]

কবি আপন প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে বর্ণ্যমান পদার্থবিষয়ে যে প্রত্যক্ষকল্প জ্ঞান আহরণ করেন এবং সেইসকল প্রত্যক্ষীভূত পদার্থগুলিকে যখন বর্ণনাশক্তির সাহায্যে বিভাবাদিরূপে কাব্যে নিবদ্ধ করেন তখন সহৃদয় সামাজিকচিত্তে সেই কাব্যপাঠসমকালেই কবিবর্ণিত বিভাবাদি পদার্থ এবং রত্যাদি চিত্তবৃত্তির সহিত পরিপূর্ণ তন্ময়ীভবন সংঘটিত হয় এবং সামাজিকের নিকট যে সকল পদার্থ অতিপরোক্ষ ছিল সেগুলিও কবির বর্ণনার বলে প্রত্যক্ষবৎ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর স্বচ্ছ হইয়া স্ফুরিত হয় এবং তাহার ফলেই পর্যন্তে সহৃদয়চিত্তে রসপ্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে। রসাস্বাদের ক্ষেত্রে এই 'তন্ময়ীভবনের' উপর কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ কর্তৃক সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।[২]

১। নাট্যশাস্ত্র : অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৯০-৯১। অপি চ তুলনীয় :—

"তেন যে কাব্যাভ্যাসপ্রাক্তনপুণ্যাদিহেতুবলাদিতি (ভিঃ ? দতি-)-সহৃদয়াস্তেষাং পরিমিতাবিভাবাদ্যুন্মীলনেঽপি পরিস্ফুট এব সাক্ষাৎকারকল্পঃ কাব্যার্থঃ স্ফুরতি।" —অভিনবভারতী : ১ম ভাগ, পৃ. ২৮৭।

দ্র° "The *Vyaktiviveka* cites an authoritative verse in support of the poet's realisation as assentially not different from—rather as superior to perception :—*Kaviśaktyarpitā bhāvāḥ....*/ Cf. Vidyānātha :—na ca bhūtabhāvinoḥ pratykṣavad avabhāso viruddhaḥ, atyadbhutavastuvarṇanād bhāvikānāṃ hṛdi bhāvanodayāt // (*bhāvika=bhāvaka*)."—Prof. S. P. Bhattacharya : *Kashmir Śaiva Darśana's Impress on Alaṅkāras in Alaṅkāraśāstra* in *Studies in Indian Poeties*, p. 59, f.n. 8.

২। দ্র° "ইদং তাবদয়ং প্রতীতিস্বরূপজ্ঞো মীমাংসকঃ প্রষ্টব্যঃ— কিমত্র পরচিত্তবৃত্তিমাত্রে প্রতিপত্তিরেব রসপ্রতিপত্তিরভিমতা ভবতঃ ? ন চৈবং প্রমিতব্যম্; এবং হি

§ ५३ ।। सोऽपि च तेषां न तथा स्वदते, यथा तैरेवानुमेयतां नीत इति स्वभाव एवायं न पर्यनुयोगमर्हति । तदुक्तम्—

"नानुमितो हेत्वाद्यैः स्वदतेऽनुमितो यथा विभावाद्यैः ।
न च सुखयति वाच्योऽर्थः प्रतीयमानः स एव यथा ।।'

इति । ध्वनिकृताप्युक्तम्—'साररूपो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरां शोभामावहति' इति । प्रतीतिमात्रपरमार्थं च काव्यादि । तावतैव विनेयेषु विधिनिषेधव्युत्पत्तिसिद्धेः । तदुक्तम्—'भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा' इति ।

"मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्याभिधावतोः ।
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ।।"

इति च ।

অনুবাদ

তাহাও আবার তাঁহাদের (অর্থাৎ সহৃদয়গণের) নিকট ততখানি আস্বাদ্য হয় না, সেই সকল (বিভাবাদি ভাবের) দ্বারা অনুমেয়তা প্রাপ্ত হইলে যতখানি হয়—ইহা (বস্তুরই) স্বভাব, এই বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করা চলে না। অতএব বলা হইয়াছে—

"হেতু প্রভৃতির দ্বারা অনুমিত (অর্থ) সেরূপ আস্বাদজনক হয় না,

লোকগতচিত্তবৃত্ত্যনুমানমাত্রমিতি কা রসতা ? যস্ত্বলৌকিকচমৎকারাত্মা রসাস্বাদঃ কাব্যগত বিভাবাদিচর্বণাপ্রাণো নাসৌ স্মরণানুমানাদিসাম্যেন খিলীকারপাত্রীকর্তব্যঃ। কিংতু লৌকিকেন কার্য্যকারণানুমানাদিনা সংস্কৃতহৃদয়ো বিভাবাদিকং প্রতিপদ্যমান এব ন তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যতে, অপি তু হৃদয়সংবাদাপরপর্য্যায়সহৃদয়ত্বপরবশীকৃততয়া পূর্ণীভবিষ্যদ্রসাস্বাদাঙ্কুরীভাবেন অনুমান-স্মরণাদিসরণিমনারুহ্যৈব তন্ময়ীভবনোচিতচর্বণাপ্রাণতয়া। ন চাসৌ চর্বণা প্রমাণান্তরতো জাতা পূর্বং যেনেদানীং··স্মৃতিঃ স্যাৎ। ন চাধুনা কুতশ্চিৎ প্রমাণান্তরাদুৎপন্না, অলৌকিকে প্রত্যক্ষাদ্যব্যাপারাৎ। অতএব অলৌকিক এব বিভাবাদিব্যবহারঃ। যদাহ—'বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ।' লোকে কারণমেবাভিধীয়তে ন বিভাবঃ। অনুভাবোঽপ্যলৌকিক এব 'যদয়মনুভাবয়তি বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয়স্তস্মাদনুভাবঃ' ইতি। তচ্চিত্তবৃত্তিতন্ময়ীভবনমেব হ্যনুভবনম্। লোকে তু কার্য্যমেবোচ্যতে নানুভাবঃ।···"—লোচন, পৃ. ১৫৬। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্তপ্রদত্ত 'সহৃদয়ে'-র প্রসিদ্ধ লক্ষণটি স্মরণীয়— "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে স্বহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।···"— লোচন, ১ম উদ্দ্যোত, পৃ. ৩৮-৩৯।

বিভাবাদি (পদার্থের) দ্বারা অনুমিত (অর্থ) যেরূপ হইয়া থাকে। বাচ্য অর্থও সেরূপ সুখহেতু হয় না, তাহাই প্রতীয়মান হইলে যেরূপ হইয়া থাকে॥"

ধ্বনিকার কর্তৃকও উক্ত হইয়াছে--"সাররূপ যে অর্থ তাহা স্বশব্দের দ্বারা অনভিধেয়রূপে প্রকাশিত হইলে সাতিশয় শোভা আধান করিয়া থাকে।"

আর কাব্যাদি প্রতীতিমাত্রপরমার্থ; কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই বিনেয়-গণের বিধি ও নিষেধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে। সেইজন্য বলা হইয়াছে

"ভ্রান্তি (-জ্ঞান)ও সম্বন্ধবশতঃ প্রমা (-ই)।"

অপি চ—"মণিপ্রভা এবং প্রদীপপ্রভা এই উভয়বিষয়ে মণিবুদ্ধিতে ধাবিত দুইজনের মিথ্যাজ্ঞান বিষয়ে কোনও বিশেষ না থাকিলেও অর্থক্রিয়ায় বিশেষ (বা প্রভেদ ঘটিয়া থাকে)॥"

বিবৃতি

লৌকিক ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ ভাবরাজি এবং কবিশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত ভাবরাজির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কেননা লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত ভাবের সহিত প্রমাতার তন্ময়ীভবন ঘটে না এবং ফলে তাহা হইতে চমৎকারানুভূতিও জন্মে না। কিন্তু কবিশক্তির দ্বারা কাব্যে বর্ণ্যমান বিভাবাদি-ভাব বা পদার্থের এমনই অলৌকিকত্ব যে সহৃদয় সামাজিকের অবলীলাক্রমে সেই সকল পদার্থের সহিত তন্ময়ীভবন সম্ভব হইতে পারে এবং তাহার ফলে হৃদয়সংবাদক্রমে অলৌকিক আস্বাদনাত্মক রসানুভূতি সংঘটিত হয়। শুধু তাহাই নয়। যদিও কবিবর্ণিত বিভাবাদি পদার্থ লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষগোচর উদ্যান, কান্তা, চন্দ্র প্রভৃতি পদার্থ হইতে বিলক্ষণ চমৎকারকারী, তথাপি সেইসকল বিভাবাদি পদার্থ হইতেও অধিকতর চমৎকারপ্রদ হইতেছে সেই বিভাবাদি পদার্থের দ্বারা অনুমিত রসাদিলক্ষণ অর্থ। বিভাবাদির দ্বারা অনুমিত রসাদি অর্থ কেন এইরূপ অলৌকিক আস্বাদের জনক হইয়া থাকে—এই প্রশ্নের উত্তর এইমাত্র বলা চলে যে ইহা বস্তুস্বভাব মাত্র। অগ্নি কেন উষ্ণ, জল কেন শীতল—এইরূপ প্রশ্ন বা পর্যানুযোগ যেমন নিষ্ফল, কেন না অগ্নির স্বভাবই উষ্ণত্ব, জলের স্বভাবই শীতলত্ব;[১] সেইরূপ বিভাবাদির দ্বারা অনুমিত অর্থেরও এইরূপ লোকাতিশায়ী চমৎকারজনকতা তাহার স্বভাব, ইহার কোনও আর ব্যাখ্যা নাই। সহৃদয়ের অনুভূতিই ইহার প্রমাণ—এবং নিঃসংদিগ্ধ অনুভবের অপলাপ কোনও যুক্তির দ্বারাই সম্ভব নহে।—"যুক্ত্যা পর্য্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্নুভবঃ কয়া?"

বাচ্য হইতে অনুমিত বা প্রতীয়মান বা গম্য অর্থ অধিকতর চারুত্বশালী। 'গম্য' বা

১। তু° 'শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য'—রঘু° ৫.৫৪। অপি চ—

"বহ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।

কেনেদং রচিতং বিশ্বং স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥"—

সর্বদর্শনসংগ্রহ : চার্বাকদর্শন।

'অনুমিত' অর্থও আবার দুই প্রকার হইতে পারে—(১) লৌকিক হেতু প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা গম্য এবং (২) অলৌকিক কাব্যমাত্রগোচর বিভাবাদি পদার্থের দ্বারা গম্য। এই উভয়বিধ গম্য অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের গম্য অর্থই সবিশেষ চমৎকারী। মহিমভট্ট ইহার সমর্থনে একটি প্রাচীন অভিযুক্তোক্তি উদ্ধার করিতেছেন—"নানুমিতো হেত্বাদ্যৈঃ—"। সুতরাং বাচ্য অর্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থের এবং প্রতীয়মান অর্থের মধ্যেও আবার কবিশক্তি সমর্পিত কাব্যমাত্রগোচর অলৌকিক বিভাবাদি অর্থের দ্বারা প্রতীয়মান রসাদি অর্থের চারুত্বাতিশয়বিষয়ে সহৃদয়ের অনুভব যেমন প্রমাণ সেইরূপ প্রাচীন আপ্তবচনও তুল্যভাবে প্রমাণ। সহৃদয়মূর্ধন্য আচার্য্য আনন্দবর্ধনও প্রতীয়মান অ-শব্দ অর্থের বাচ্যার্থ অপেক্ষা চারুত্ব নানাস্থলে ঘোষণা করিয়াছেন। মহিমভট্ট 'ধ্বন্যালোক' হইতে একটি উক্তি প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন—"সাররূপো হ্যর্থঃ—"। যাহা মুখ্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত সারভূত অর্থ তাহা যদি সাক্ষাৎ শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা বোধিত না হইয়া 'ব্যঞ্জনা' শক্তির দ্বারা (মহিভট্টের মতে অনুমিতির সাহায্যে) বোধিত হয়, তাহা হইলে তাহা নিরতিশয় চমৎকারের উদ্রেক করিয়া থাকে—ইহা বিদগ্ধ এবং বিদ্বৎসমাজে অনাদিকাল প্রচলিত প্রসিদ্ধি।[১] সেইজন্যই কাব্যের সারভূত যে অর্থ, অর্থাৎ 'রস', তাহা কখনও শব্দাভিধেয় রূপে কবিকর্তৃক উপস্থাপিত হয় না; কেননা, তাহা হইলে রসের যে চমৎকারসারতা তাহাই বিলুপ্ত হইবে—প্রত্যুত স্বশব্দের দ্বারা রসের বোধন আলঙ্কারিকসম্প্রদায়ে দোষরূপে পরিগণিত।

১। উদ্ধৃত 'ধ্বন্যালোক' পংক্তিটি চতুর্থ উদ্দ্যোতের অন্তর্গত। মহাভারতে শাস্ত্রনয়ে মোক্ষলক্ষণ পুরুষার্থ এবং কাব্যনয়ে তৃষ্ণাক্ষয়-সুখলক্ষণ শান্তরস যে "ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ" এই অনুক্রমণী-বচনে ভগবান্ ব্যাসদেব কর্তৃক ব্যঙ্গ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বুঝাইতে গিয়া আচার্য্য আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন :—

"তদেবমনুক্রমণীনির্দিষ্টেন বাক্যেন ভগবদ্‌ব্যতিরেকিণঃ সর্বস্যান্যস্যানিত্যতাং প্রকাশয়তা মোক্ষলক্ষণ এবৈকঃ পরঃ পুরুষার্থঃ শাস্ত্রনয়ে, কাব্যনয়ে চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখপরিপোষলক্ষণঃ শান্তো রসো মহাভারতস্যাঙ্গিত্বেন বিবক্ষিত ইতি সুপ্রতিপাদিতম্। অত্যন্তসারভূতত্বাচ্চায়মর্থো ব্যঙ্গ্যত্বেনৈব দর্শিতো ন তু বাচ্যত্বেন। সারভূতো হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধ-বিদ্বৎপরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাচ্ছব্দবাচ্যত্বেন।…"—ধ্বন্যালোক, পৃ. ৫৩৩। মহিমভট্টের উদ্ধৃতিতে 'সারভূতঃ' ইহার স্থলে 'সাররূপঃ' এইরূপ পাঠ কল্পিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"প্রসিদ্ধিশ্চেতি ॥ যত ইয়ং লৌকিকী প্রসিদ্ধিরনাদিস্ততো ভগবদ্‌ব্যাস-প্রভৃতীনামপ্যয়মেবাস্বশব্দাভিধানে আশয়ঃ…"—ঐ. লোচন, পৃ. ৫৩৩। তৃতীয়োদ্দ্যোতে ৩.৩৩ কারিকার বৃত্তিতেও ধ্বনিকার বলিয়াছেন—"…অশব্দমর্থং রমণীয়ং হি সূচয়ন্তো ব্যাহারাস্তথা ব্যাপারা নিবদ্ধাশ্চানিবদ্ধাশ্চ বিদগ্ধপরিষৎসু বিবিধা বিভাব্যন্তে।…"—ধ্বন্যালোক, পৃ ৪৪৭। অপি চ—"…বস্তুচারুত্বপ্রতীতয়ে স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন যৎ প্রতিপাদয়িতুমিষ্যতে তদ্ ব্যঙ্গ্যম্।…" —ঐ. পৃ. ৪২৬।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে : বিভাবাদির দ্বারা অনুমিত স্থায্যনুকরণাত্মক 'রস'-রূপ অর্থ ত' অবাস্তব ; কেননা, নটরূপ পক্ষে তাহার সত্তা আদৌ সিদ্ধ নহে। বিভাবাদিপ্রতীতি-সমকালীন অনুকর্ত্তৃনটনিষ্ঠ রত্যাদিপ্রতীতি সামাজিকচিত্তে উদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং সামাজিক-কর্তৃক রত্যাদিপ্রতীতিপরামর্শই রসাস্বাদরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অবাস্তব প্রতীতিমাত্রসার রস হইতে কিরূপে প্রীতি বা ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে ? কাব্যালোচনা হইতে যে অলৌকিক প্রীতি বা আনন্দ এবং ব্যুৎপত্তি বা শিক্ষা লাভ হয়, ইহা সুপ্রাচীন কাল হইতেই আচার্য্যগণ বলিয়া আসিতেছেন।[১] কিন্তু অবাস্তব রত্যাদিপ্রতীতি কিভাবে সহৃদয়চিত্তে আনন্দের উদ্রেক করিবে, কিভাবেই বা তাহা হইতে বিনেয় সামাজিকগণের বিধিনিষেধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সম্ভব হইবে ? ইহার সমাধান কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহিমভট্ট একটি দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন : ইহা যথার্থ যে সামাজিকগণের রত্যাদিপ্রতীতি অবাস্তব ; কেননা বস্তুসৎ রত্যাদি চিত্তবৃত্তির সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। শুক্তিতে রজতপ্রতীতি যেরূপ অযথার্থ, অতএব 'ভ্রান্তি'রূপে স্বীকৃত, সেইরূপ যে নটরূপ পক্ষে রতিপ্রভৃতি চিত্তাবস্থার কোনও লেশমাত্র সদ্ভাব নাই, সেইখানে রত্যাদিপ্রতীতিও অযথার্থ জ্ঞান বা 'ভ্রান্তি' ভিন্ন কিছুই নহে। ইহা শুক্তিতে শুক্তিবুদ্ধির ন্যায় যথার্থ জ্ঞান বা 'প্রমা' নহে। সুতরাং অযথার্থ রত্যাদিপ্রতীতি হইতে বাস্তব লোকোত্তর আনন্দ অথবা ব্যুৎপত্তিলাভ সামাজিকগণের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবরূপে পরিগণিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞান মাত্রই একজাতীয় নহে। দার্শনিক আচার্য্যগণ 'ভ্রম'-জ্ঞানের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। একশ্রেণীর 'ভ্রম' তাঁহাদের মতে 'সংবাদিভ্রম', অপরশ্রেণীর ভ্রম 'বিসংবাদিভ্রম' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। 'সংবাদি-ভ্রমে'র উদাহরণ যেমন মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি। যখন দূর হইতে দৃষ্ট মণিপ্রভাকে মণিরূপে বুঝিয়া কোনও পুরুষ তাহার দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার মণিজ্ঞান ভ্রান্তি হইলেও পর্য্যবসানে তাহার প্রবৃত্তি সাফল্য লাভ করে, কেননা সে মণিপ্রভার সহিত আধাররূপে সম্বদ্ধ মণিরূপ পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি অযথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ 'ভ্রান্তি' হইলেও যেহেতু মণির সহিত পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধ বর্ত্তমান সেইহেতু উহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকায় উহা 'সংবাদিভ্রম' রূপে স্বীকৃত হয়। অপর পক্ষে যখন অপবরকমধ্যস্থিত দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি জন্মে, এবং তাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া মণিলাভেচ্ছু পুরুষ সেইদিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার মণিলাভ সিদ্ধ হয় না। এইক্ষেত্রে যদিও মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধির ন্যায় দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধিও তুল্যভাবেই মিথ্যাজ্ঞান বটে ; তৎসত্ত্বেও দীপপ্রভার সহিত মণির কোনও রূপ সম্বন্ধ না থাকায় মণিরূপ অর্থের সহিত ভ্রমজ্ঞানের কিছুমাত্র 'সংবাদ'

১। দ্র° "সহৃদয়ানামানন্দো মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠাম্ ইতি প্রকাশ্যতে"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তি ১.; "বিনেয়ানুন্মুখীকর্ত্তুং কাব্যশোভার্থমেব বা। তদ্বিরুদ্ধরসস্পর্শস্তদঙ্গানাং ন দুষ্যতি।"—ধ্বন্যা°; "কাব্যং···সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"—কাব্যপ্রকাশ, ১.২ ইত্যাদি।

(correspondence) সম্ভব হয় না। ফলে দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রমজ্ঞান হইতে ভ্রান্ত মণিলাভার্থী পুরুষের মণিরূপ অর্থপ্রাপ্তিও সম্ভব হয় না। সেইজন্য এই ভ্রমজ্ঞানের অর্থক্রিয়াকারিত্বের অভাববশতঃ সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব না থাকায় ইহা 'বিসংবাদি-ভ্রম' রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংবাদিভ্রম এবং বিসংবাদিভ্রম—উভয়ই তুল্যরূপে ভ্রান্তি-বিজ্ঞান হইলেও অর্থক্রিয়ার সদ্ভাব ও অসদ্ভাব নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য ধর্মকীর্তি তাই বলিয়াছেন—

"মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥"[১]

'ভ্রান্তিরপি সম্বন্ধতঃ প্রমা'—এই উক্তিটিও উপরি-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। মনে হয় ইহাও বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীর্তিরই কোনও লুপ্ত দার্শনিক নিবন্ধ হইতেই উদ্ধৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে দুর্বেকমিশ্রকৃত 'ধর্মোত্তরপ্রদীপ' নামক ব্যাখ্যায় অনুমানের প্রামাণ্য বিচার প্রসঙ্গে উক্তিটি '**ন্যায়বাদী**'-র বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ঃ—

"ননু চ তথাবিধং সামান্যং বিকল্পগোচরোঽবস্তু। তদ্‌বিষয়ত্বেঽনুমানস্য কথং বাহ্যে প্রবর্ত্তকত্বং তৎপ্রকাশকত্বং চ, যতঃ প্রামাণ্যমস্য স্যাদিতি চেৎ। উচ্যতে। বিকল্পাঃ খল্বেতেঽনাদ্য-বিদ্যাবশাৎ স্বপ্রতিভাসমনগ্নিব্যাবৃত্তমবস্তুস্তো বাহ্যোঽপ্যনগ্নিব্যাবৃত্ত ইতি তদধ্যবসানমেব বাহ্যো বহ্নিরধ্যবসিত ইতি মন্যন্তে। অনগ্নিব্যাবৃত্ততয়া বাহ্যসদৃশবহ্ন্যধ্যবসায় এব বাহ্যবহ্ন্যধ্যবসায়ঃ। তয়োর্বিবেকাপ্রতিপত্তেঃ। অত এব তে বিকল্পা দৃশ্য-বিকল্প্যাবর্থাবেকীকৃত্য বাহ্যে লোকং প্রবর্ত্তয়ন্তি। দৃশ্যবিকল্প্যৈকীকরণমপি তেষাং তথা প্রবৃত্তিহেতুতয়োৎপত্তেরেব দ্রষ্টব্যম্। বাহ্যসম্বন্ধ-সম্বদ্ধত্বাচ্চানুমানবিকল্পঃ সংবাদকঃ, অধ্যবসেয়াপেক্ষয়া চ প্রমাণম্। তদাহ **ন্যায়বাদী**—
"ভ্রান্তিরপি সম্বন্ধতঃ প্রমা।" ইতি ॥......"[২]

১। প্রমাণবার্তিক, ২.৫৭। ধর্মকীর্তির এই কারিকাটি অলংকার শাস্ত্রের বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'অভিনবভারতী'-ব্যাখ্যায় ইহা উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—"অর্থক্রিয়াঽপি মিথ্যাজ্ঞানাদ্ দৃষ্টা—

"মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ......ইতি।"—নাট্যশাস্ত্র ঃ ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৩।

বিদ্যারণ্য প্রণীত 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের 'ধ্যানদীপ' প্রকরণেও সংবাদিভ্রম ও বিসংবাদিভ্রম আলোচিত হইয়াছে এবং যথাক্রমে মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি এবং প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি—এই দৃষ্টান্তদ্বয়ই উল্লিখিত হইয়াছে।

২। Paṇḍita Durveka Miśra's *Dharmottara-pradipa*, p. 78 (Ed. by Paṇḍita Dalsukhbhai Malvania / K. P. Jayaswal Research Institute / Patna, 1955). যদিও উদ্ধৃত অংশটিতে 'ন্যায়বাদী' সংজ্ঞার দ্বারা যে ধর্মকীর্তিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না বটে, তবে গ্রন্থান্তরে 'ন্যায়বাদী' সংজ্ঞার দ্বারা স্পষ্টতই ধর্মকীর্তির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা পণ্ডিত জ্ঞানশ্রীমিত্র 'প্রমাণবার্তিকে'-র একটি কারিকা স্পষ্টতই 'ন্যায়বাদিনস্তু সূত্রকারস্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্র° "ন্যায়বাদিনস্তু সূত্রকারস্য—

অর্থাৎ অনুমানের বিষয় 'সামান্যলক্ষণ' হইলেও, এবং বৌদ্ধদার্শনিকগণের মতে 'সামান্য-লক্ষণ' পদার্থ বিকল্প মাত্র এবং অবস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, যেহেতু উক্ত 'সামান্য-লক্ষণ' পদার্থ পরম্পরাসম্বন্ধে বাহ্য 'স্বলক্ষণ' পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ, সেইহেতু উক্ত অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হইতেও প্রতিপত্তার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে এবং সেই প্রবৃত্তির সাফল্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইহেতু 'সামান্যলক্ষণ'-বিষয়ক অনুমানও 'প্রমা'-রূপে (valid cognition) পরিগণিত হইয়া থাকে।

এই দার্শনিক সিদ্ধান্তটি যদি বর্ত্তমান অবসরে রসাস্বাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সামাজিকগণের নটনিষ্ঠ রত্যাদির অনুমানাত্মক প্রতীতি অপরোক্ষ না হইলেও, তাহা হইতে 'অর্থক্রিয়া' (অর্থাৎ অভীপ্সিত প্রয়োজন সম্পাদন) সিদ্ধি হইবার পক্ষে কোনও বাধাই থাকিতে পারে না। কেননা, লৌকিক অনুমিতির ক্ষেত্রে যেমন 'বহ্নিত্ব'-সামান্য বিষয়ক প্রতীতি বিকল্পমাত্র হইলেও বাহ্য 'বহ্নি' রূপ দৃশ্য স্বলক্ষণ পদার্থের সহিত পরম্পরাসম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকায় তাহা হইতে প্রবৃত্তি ও বাহ্যবিষয়াধ্যবসায়রূপ অর্থক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে, অনুরূপভাবে কাব্যমাত্রৈকগোচর বিভাবাদি ভাবের দ্বারা অনুকর্ত্তৃনটনিষ্ঠ স্বায্যনুকরণাত্মক রত্যাদির প্রতীতি পরোক্ষ অনুমানাত্মক হইলেও যেহেতু তাহার সহিত পরম্পরাসম্বন্ধে অনুকার্য্য মুখ্য রামাদিনায়কনিষ্ঠ বাস্তব 'রতি' প্রভৃতি ভাবের সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেইহেতু তাহার অর্থক্রিয়া-

'সাধ্যেনানুগমাৎ কার্য্যে সামান্যেনাপি সাধনে।
সংবন্ধিভেদাদ্ ভেদোক্তিদোষঃ কার্য্যসমো মতঃ ॥'
—(প্র° বা° ১.১৬)"

—জ্ঞানশ্রীমিত্রনিবন্ধাবলী, পৃ. ৩১৩ (Ed. by Prof. Anantalal Thakur / K. P *Jayaswal Research Institute*, 1959). অপি চ—

"After Dignāga, Dharmakīrti is met with in Jñānaśrīmitra's works with his masterly contributions. Dharmakīrti is the central figure of the Yogācāra-vijñānavāda school in the estimation of this author. He has extensively been quoted. In fact, all the works of Jñānaśrīmitra are closely connected with the *Pramāṇavārtika* and our author can justly be called a champion of Dharmakīrti's views following the school of interpretation started by Prajñākaragupta Dharmakīrti is here called *Nyāya-prasūti, Nyāyavādin* etc .."—ঐ. ভূমিকা, পৃ. ২৬। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক শের্‌বাৎস্‌কি তাঁহার বিখ্যাত '*Buddhist Logic*' গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের ক্রমবিকাশের যে তিনটি স্তর নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ স্তরে 'আগমানুসারী' এবং 'ন্যায়বাদী' এই দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রবক্তা অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু; আর দ্বিতীয় ন্যায়বাদী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধি দুইজন—আচার্য্য দিগ্‌নাগ ও আচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি। দ্র° *Buddhist Logic*, Vol. I, p. 14 (Dover Publications, New York).

কারিত্বও সিদ্ধ হইতে পারিবে। ফলে সামাজিকের রত্যাদি প্রতীতি পরামর্শ অবস্তুবিষয়ক হইলেও (বাস্তব রত্যাদির ন্যায়ই ?) তাহা হইতে বাস্তব লোকোত্তর আনন্দ এবং বিধিনিষেধ-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। রুয্যক এইস্থলে অনুমিতিবাদিগণের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যেহেতু কাব্য প্রতীতিমাত্রসার সেইহেতু কাব্যের ক্ষেত্রে অনুমেয়গত বাস্তবত্ব অথবা অবাস্তবত্ব বিচার একান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেননা, উভয়পক্ষেই চমৎকারপ্রতীতিরূপ অর্থক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যুত অনুমেয় যদি অবাস্তব হয় তাহা হইলে বরং সামাজিকচিত্তে অধিকতর চমৎকারোদ্রেক ঘটিয়া থাকে। লৌকিক অনুমান হইতে কাব্যানুমিতির ইহাই বৈলক্ষণ্য।

কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, অনুমানবাদিগণের সিদ্ধান্ত যদি মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও যেখানে প্রতীয়মান অবস্তুর সহিত পরম্পরাক্রমে বস্তুসৎ অর্থের সম্বন্ধ বর্তমান, সেইক্ষেত্রে অর্থক্রিয়ার অবিসংবাদবশতঃ অনুমিতিত্ব স্বীকার করিতে পারা যাইতে পারে ; কিন্তু যেখানে প্রতীয়মান অবস্তু কোনও প্রকারে বস্তুসম্পর্কশূন্য, সেখানে কিরূপে অনুমিতিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ? কিন্তু ব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে অর্থক্রিয়ার উপপত্তি সম্ভব হইতে পারে। কেননা, বাসনারূপে অবস্থিত রত্যাদি যখন অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা বস্তুসৎই বটে এবং তাহা হইতে সামাজিকের চমৎকারপ্রতীতি এবং বিধিনিষেধবিষয়ে ব্যুৎপত্তি সর্বথা উপপন্ন হইতে পারে ॥

§ ৫৪ ।। तेनात्र गम्य-गमकयोः सचेतसां सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोग एव । काव्यविषये च वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीतीनां सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोग एवेति तत्र प्रमाणान्तरपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यत इति ।

तत्र हेत्वादिभिरकृत्रिमैरकृत्रिमा एव प्रत्याय्यन्ते । तत्रैषामनुमेयत्वमेव न व्यङ्ग्यत्वगन्धोऽपीति कुतस्तत्र सुखास्वादलवोऽपि सम्भवति । एष एव लोकतः काव्यादावतिशय इत्युपपद्यत एव रत्यादौ गम्ये सुखास्वादप्रयोजनो व्यङ्ग्यत्वोपचार इति ।

मुख्यवृत्त्या द्विविध एवार्थो वाच्यो गम्यश्चेति । उपचारतस्तु व्यङ्ग्यस्तृतीयोऽपि समस्तीति सिद्धम् ।

অনুবাদ

সেই কারণে এইস্থলে সহৃদয় (সামাজিক-) গণের নিকট গম্য ও গমকের সত্যাসত্যত্ববিচার নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আর কাব্যবিষয়ে বাচ্যপ্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির সত্যাসত্যত্ববিচার নিষ্প্রয়োজন—এইহেতু সেইস্থলে প্রমাণান্তর-পরীক্ষা উপহাসেরই কারণ হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে অকৃত্রিম হেতু প্রভৃতির দ্বারা অকৃত্রিম (পদার্থেরই) প্রতীতি

জন্মিয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে ইহাদের (অর্থাৎ প্রতীয়মান অকৃত্রিম পদার্থসমূহের) অনুমেয়ত্বই (স্বীকৃত), ব্যঙ্গ্যত্বের গন্ধমাত্রও নাই। সুতরাং কি করিয়া সেখানে সুখাস্বাদের লেশমাত্রও সম্ভব হইতে পারে? ইহাই লোক হইতে কাব্যপ্রভৃতির অতিশয় উৎকর্ষ)। অতএব গম্য রতি প্রভৃতি পদার্থে ব্যঙ্গ্যত্বের উপচার উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সুখাস্বাদই (ঐরূপ উপচারের) প্রয়োজন।

মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ দ্বিবিধই—বাচ্য এবং গম্য। কিন্তু উপচারবশতঃ তৃতীয় ব্যঙ্গ্যরূপ অর্থও সম্ভব– ইহা সিদ্ধ হইল ॥

বিবৃতি

এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, গম্য-গমকভাববশতঃ কৃত্রিম বিভাবাদি অর্থ হইতেও কৃত্রিম স্থায্যনুকরণাত্মক রসের অনুমিত্যাত্মক প্রতীতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে সামাজিকহৃদয়ে চমৎকারাত্মক রসাস্বাদ এবং তজ্জন্য ব্যুৎপত্তি বা উপদেশলাভও উপপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কিছুমাত্র অযৌক্তিকতাই নাই। বিশেষতঃ কাব্যের ক্ষেত্রে গম্য এবং গমকের—ধ্বনিবাদিগণের মতে যাহা যথাক্রমে ব্যঙ্গ্য এবং বাচ্যরূপে স্বীকৃত—সত্যত্ব বা অসত্যত্ব বিচারের কোনও সার্থকতাই নাই। কেননা, কাব্যজন্য রসাদিপ্রতীতি হইতে সহৃদয় সামাজিক কোনও বিষয়ে হানোপাদানরূপ ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত হয় না; প্রতীতিমাত্র-সারতাই কাব্যের বিলক্ষণ ধর্ম; সুতরাং লৌকিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যাসত্যত্ববিচারের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে বটে, কেননা লৌকিক বিজ্ঞান বিজ্ঞাতৃপুরুষকে হানোপাদানরূপ ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, এবং সেই ব্যবহারের সাফল্য বা অসাফল্যের উপর বিজ্ঞানের যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য নির্ভর করে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে প্রীতি বা রসাস্বাদরূপ পরমানন্দই যখন একমাত্র উপেয় এবং অলৌকিক কৃত্রিম বিভাবাদির দ্বারাও যখন সেই উপেয় সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন তাহার সত্যত্ব বা অসত্যত্ব বিচারের সার্থকতা কোথায়? কাব্যবিষয়ে সচেতাঃ সামাজিকগণের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ, অন্য প্রমাণ সেইক্ষেত্রে কুণ্ঠিত।[১]

লৌকিক অনুমান হইতে কাব্যগোচর রত্যাদির অনুমানের বৈলক্ষণ্য সংক্ষেপে এইভাবে নির্দেশ করিতে পারা যায়:

১। তু° "করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥"—বিশ্বনাথঃ সাহিত্যদর্পণ, ৩.৪।
"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"—এই কাব্যলক্ষণের ব্যাখ্যায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন: "রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা। লোকোত্তরত্বং চাহ্লাদগতশ্চমৎকারত্বাপরপর্য্যায়োঽনুভবসাক্ষিকো জাতিবিশেষঃ।"—টীকাকার নাগেশভট্ট ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন: "লোকোত্তরত্বং চেতি। অনুভবসাক্ষিক ইত্যনেন তদন্যপ্রমাণনিরাসঃ। স চানুভবঃ সহৃদয়ানামেব ॥"—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৪ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৯)।

[১] লৌকিক অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম প্রভৃতি 'হেতু' (বা লিঙ্গ বা সাধন) 'অকৃত্রিম' বা 'বাস্তব' এবং সেই অকৃত্রিম হেতু হইতে বহ্নি প্রভৃতি যে সকল পদার্থ 'সাধ্য' বা 'অনুমেয়' বা 'লিঙ্গি'-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে,—সেগুলিও তুল্যরূপে 'অকৃত্রিম' বা 'বস্তুসৎ'—আদৌ 'অলীক' নহে।

[২] লৌকিক অনুমানের স্থলে বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ সর্বথা 'অনুমেয়', কোনও প্রকারেই 'ব্যঙ্গ্য' নহে। কেননা, ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকপ্রতীতির মধ্যে সহভাব বা যৌগপদ্য অপেক্ষিত। কিন্তু সাধ্যসাধনভাবমূলক ধূমাদি অকৃত্রিম পদার্থ হইতে বহ্নিপ্রভৃতি অকৃত্রিম পদার্থ প্রতীতিস্থলে সেই অপেক্ষিত সহভাব বা যৌগপদ্য সম্ভব নহে। এবং প্রত্যায্য ও প্রত্যায়ক পদার্থদ্বয়ের প্রতীতির যৌগপদ্যই যেহেতু চমৎকার বা সুখাস্বাদের কারণ সেইহেতু লৌকিক অনুমিতির স্থলে সুখাস্বাদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

[৩] লৌকিক প্রতীতির স্থলে যে সুখাস্বাদ লক্ষিত হয় না, কাব্যে রত্যাদি-প্রতীতির স্থলে সেই লোকবিলক্ষণ সুখাস্বাদ সহৃদয় সামাজিকগণের অনুভবসাক্ষিক; সুতরাং রত্যাদিপ্রতীতির স্থলে সেই সুখাস্বাদরূপ প্রয়োজনের উপপাদনের জন্য রত্যাদিপ্রতীতি এবং বিভাবাদিপ্রতীতির মধ্যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পৌর্বাপর্য্য বা ক্রম, তাহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, অনপহ্নবনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও, 'রত্যাদিপ্রতীতি'কে 'ঔপচারিক' বা 'অমুখ্য' বা 'গৌণ' রূপে 'ব্যঙ্গ্য' বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। সুতরাং রত্যাদির 'ব্যঙ্গ্যত্ব' মুখ্য নহে, তাহা ঔপচারিক বা আরোপিত বা লাক্ষণিক এবং সেই উপচারের প্রযোজক সুখাস্বাদরূপ প্রয়োজনের উপপত্তি।

এইভাবে আচার্য্য মহিমভট্ট অর্থের 'দ্বৈবিধ্য' মুখ্যবৃত্তিতে উপপাদন করিয়াছেন। অর্থমাত্রই হয় শব্দের 'অভিধা'-শক্তির দ্বারা বেদ্য—অর্থাৎ 'অভিধেয়' অথবা 'অভিধেয়' অর্থের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধবশতঃ সাধ্য সাধনরূপ সম্পর্ককে আশ্রয় করিয়া উপস্থাপিত হইয়া থাকে—সেই ক্ষেত্রে তাহাকে 'অনুমেয়' বা 'গম্য' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। সুতরাং 'অভিধেয়' এবং 'গম্য'—এই দ্বিবিধ অর্থ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার অর্থের সদ্ভাব 'মুখ্যবৃত্তিতে' কল্পনা করা সম্ভব নহে। তবে যে 'ব্যঙ্গ্য' রূপে অর্থের তৃতীয় এক প্রকার ভেদ ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা মহিমভট্টের মতে মুখ্য-বৃত্তিতে সম্ভব না হইলেও সহৃদয়গণের সুখাস্বাদরূপ প্রয়োজনসম্পত্তির জন্য কাব্যের ক্ষেত্রে কোনও কোনও বিশেষস্থলে ঔপচারিক বা গৌণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়। সেই উপচার আশ্রয়ের অনুকূলে যুক্তিসমূহ ব্যক্তিবিবেককার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।।

§ ৫৫ ।। "বাচো গুণীকৃতার্থত্বং ন সম্ভবতি জাতুচিত্ ।
তদর্থং তদুপাদানাদুদকার্থং দৃতেরিব ।।

ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ ।।

অনুবাদ

বাক্ (বা শব্দ)-এর গুণীকৃতার্থত্ব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু তাহার (অর্থাৎ অর্থের) জন্যই তাহার (অর্থাৎ শব্দের) উপাদান হইয়া থাকে—যেমন (হইয়া থাকে), উদকের জন্য দৃতির ॥ এইটি সংগ্রহশ্লোক ॥

বিবৃতি

ধ্বনিকার ধ্বনিলক্ষণকারিকায় ('যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ—') শব্দ ও অর্থের 'উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ' এইরূপ বিশেষণ সন্নিবেশ করিয়াছেন। ধ্বনিকাব্যে 'অর্থ' হইবে 'উপসর্জনীকৃত-স্ব' এবং 'শব্দ' হইবে 'উপসর্জনীকৃতার্থ'। অর্থের 'উপসর্জনীকৃতস্ব'-ত্ব বা উপসর্জনীকৃতাত্মত্ব-রূপ বিশেষণের যৌক্তিকতা মহিমভট্ট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আলোচনার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য শব্দের 'উপসর্জনীকৃতার্থত্ব' রূপ বিশেষণটি যে সর্বথা অসম্ভব, তাহা একটি সংগ্রহকারিকার সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন—"বাচো গুণী-কৃতার্থত্বম্—।" 'উপসর্জনীকৃতার্থ' শব্দের অর্থ হইতেছে 'যাহা আপনার অর্থকে উপসর্জনীকৃত বা গুণীকৃত বা অপ্রধান করিয়াছে'। কিন্তু শব্দের এইরূপ বিশেষণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অর্থপ্রত্যায়নই শব্দের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থই উপেয়, শব্দটি তাহার উপায় মাত্র। উপায় যে উপেয়ের প্রতি সর্বথা অপ্রধান—ইহা নির্বিবাদসিদ্ধ। জলাহরণরূপ উপেয় সিদ্ধির জন্য দৃতি ('ভিস্তি' বা 'মশক')-রূপ পাত্রটি উপায়রূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে জলই প্রধান, উপায়ভূত দৃতিটি হইতেছে অপ্রধান। উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে এই সুনির্দিষ্ট গুণপ্রধানভাবের ব্যত্যয় কোনও প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। অনুরূপভাবে শব্দ ও অর্থ যেহেতু যথাক্রমে উপায় এবং উপেয়, সেইহেতু অর্থের প্রতি শব্দটিই সর্বদা উপসর্জনীভূত বা গৌণ। শব্দ কখনও অর্থকে 'উপসর্জনীকৃত' বা 'গৌণ'-রূপে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং 'বাক্' বা শব্দের উপসর্জনীকৃতার্থত্ব-রূপ বিশেষণ সর্বথা অসম্ভব—ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য ॥

কিন্তু রুয্যক মহিমভট্টের উক্ত যুক্তিটি খণ্ডন প্রসঙ্গে দুইটি সংগ্রহকারিকা (—শ্লোক) উদ্ধারপূর্বক ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

[১] "বাচো গুণীকৃতার্থত্বং ব্যঙ্গ্যমর্থং প্রতি স্থিতম্।
তদর্থং তদুপাদানাদুদকার্থং দৃতেরিব ॥"

অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতি শব্দের 'গুণীকৃতার্থত্ব'-রূপ বিশেষণটি সার্থক। যেহেতু ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির জন্যই তাহার অর্থাৎ শব্দবেদ্য বাচ্যরূপ অর্থের উপাদান করা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে: কিভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতি বাচ্যার্থের গুণীকৃতাত্মত্ব সম্ভব? ইহার উত্তরে রুয্যক বলিতেছেন: ধ্বনি মূলতঃ 'অবিবক্ষিতবাচ্য' এবং 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য'-ভেদে দ্বিপ্রকার। তন্মধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্য রূপ ধ্বনির স্থলে বাচ্যটি হয় সর্বথা 'অসম্ভব' অথবা ব্যঙ্গ্যের প্রতি 'অনবেক্ষ্য' বা উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। সুতরাং যখন শব্দের দ্বারা এইরূপ অসম্ভব বা অনপেক্ষণীয় অর্থের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তখন সেইক্ষেত্রে শব্দটি ঐরূপ অর্থের

প্রকাশক হয় বলিয়া তাহাকে 'গুণীকৃতার্থ'-এইরূপ বিশেষণের দ্বারা নির্দেশ করিতে বাধা কোথায়? ধ্বনিবাদিগণের এই যুক্তিই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে রুয্যককর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :

"তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ ব্যঞ্জকবাচ্যস্যানপেক্ষণীয়ত্বমেব গুণীকৃতত্বমিতি শব্দো গুণীকৃতার্থঃ।

[২] শব্দে গুণীকৃতার্থত্বং বাচ্যস্য কাপ্যসম্ভবঃ।
বাধিতত্বাদ্, অথান্যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রত্যনবেক্ষ্যতা ॥

ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ ॥"

§ ५६ ॥ नापि वाच्यप्रतीयमानयोर्मुख्यवृत्त्या व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः सम्भवति व्यक्तिलक्षणानुपपत्तेः। तथा हि। सतोऽसत एव वार्थस्य प्रकाशमानस्य सम्बन्धस्मरणानवेक्षिणा प्रकाशकेन सहैव प्रकाशविषयतापत्तिरभिव्यक्तिरिति तल्लक्षणमाचक्षते। तत्र सतोऽभिव्यक्तिस्त्रिविधा, तस्य त्रैविध्यात्।

तत्र कारणात्मनि कार्यस्य शक्त्यात्मनावस्थानात् तिरोभूतस्येन्द्रियगोचरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्यादेः। तथावस्थानानुपगमे तु सैवोत्पत्तिरित्युच्यते कैश्चित्।

तस्यैवाविर्भूतस्य कुतश्चित् प्रतिबन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशकेनोपसर्जनीकृतात्मना सहैव प्रकाशो द्वितीया, यथा प्रदीपादिना घटादेः। तदुक्तम्—

"स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः।
यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात् ॥"

इति। ध्वनिकारेणाप्युक्तं—'स्वरूपं प्रकाशयन्नेव परार्थावभासनो व्यञ्जक इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटादे'-रिति।

तस्यैवानुभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिनः कुतश्चिदव्यभिचारिणोऽर्थान्तरात् तत्प्रतिपादकाद्वा संस्कारप्रबोधमात्रं तृतीया, यथा धूमादग्नेः, यथा चालेख्यपुस्तकप्रतिविम्बानुकरणादिभ्यः, शब्दाच्च गवादेः।

असतस्त्वेकप्रकारैव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद्, यथार्कालोकादिनेन्द्रचापादेः। इति।

অনুবাদ

আর বাচ্য এবং প্রতীয়মান (-রূপ) অর্থদ্বয়ের মুখ্যবৃত্তিতে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব সম্ভবও হইতে পারে না, কেননা ব্যক্তি (বা ব্যঞ্জনা)-র লক্ষণের উপপত্তি হইতে পারে না। যেমন—প্রকাশমান সৎ বা অসৎ অর্থের প্রকাশক অর্থের সহিত একযোগে (বা যুগপৎ) প্রকাশবিষয়তাপত্তি, যাহাতে প্রকাশক অর্থের

সহিত (প্রকাশমান অর্থের) সম্বন্ধ স্মরণের কোনও অপেক্ষা থাকে না—ইহাই তাহার (অর্থাৎ ব্যক্তির) লক্ষণরূপে বলা হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে সৎ (পদার্থের) অভিব্যক্তি ত্রিবিধ—তাহার ত্রৈবিধ্যবশতঃ।

তন্মধ্যে (অর্থাৎ সৎ পদার্থের ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে) কারণ-স্বভাবে শক্তিরূপে অবস্থানহেতু তিরোভূত কার্য্যের ইন্দ্রিয়গোচরতাপ্রাপ্তিরূপ আবির্ভাব—(অভিব্যক্তির) একটি প্রকার। যেমন দধিপ্রভৃতির ক্ষীরাদিরূপ অবস্থায়। সেইরূপে অবস্থান যদি স্বীকার করা না হয়, তবে তাহাই 'উৎপত্তি'-রূপে কোনও কোনও (আচার্য্যকর্তৃক) কথিত হইয়া থাকে।

তাহাই (অর্থাৎ কার্যই) আবির্ভূত হইবার পর কোনও প্রতিবন্ধবশতঃ যদি অপ্রকাশমান থাকে, তবে তাহার (অর্থাৎ সেই অপ্রকাশমান কার্য্য পদার্থের) উপসর্জনীকৃতাত্মা প্রকাশক (পদার্থের) সহিত যুগপৎ প্রকাশ—(ইহাই) দ্বিতীয় (প্রকারের অভিব্যক্তি)। যেমন—প্রদীপাদির দ্বারা ঘটাদি (পদার্থের)। এইজন্য বলা হইয়াছে—

"নিজের জ্ঞানের দ্বারা যাহা অন্যের জ্ঞানের প্রতি হেতু হয়—তাহাই ব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, যদি (সেই অন্য ব্যঙ্গ্য) অর্থটি (পূর্ব হইতেই) সিদ্ধ হয়। যেমন দীপ। যদি (ইহার) অন্যথাভাব ঘটে—তবে কারক (হেতু) হইতে ইহার (অর্থাৎ ব্যঞ্জক হেতুর) বিশেষ (বা পার্থক্য) কি?"[১]

ধ্বনিকার কর্তৃকও উক্ত হইয়াছে—"স্বরূপকে প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই

১। দ্র° "This is found as an authoritative maxim in Mahimabhaṭṭa's *Vyaktiviveka* (T. S. Series), p. 15. It is likely that this is a *kārikā* of the Buddhist philosopher Dharmakīrtti. Vide *Laghuvṛtti* (Bibliotheca Indica Ed., p. 37). Prabhācandra in his *Prameya-kamala-mārtaṇḍa* refers to this view when he states (fol. 30 a—30) 'प्रागसतश्चैतन्यस्याभिव्यक्तौ प्रतीतिविरोधः कस्यचिदभिव्यक्त्यप्रतीतेः। न चैवंवादिनां व्यञ्जककारकयोर्भेदः (°योरभेदः ?)। प्राक् सतः स्वरूपसंस्कारकं हि व्यञ्जकम्। असतः स्वरूपनिर्वर्त्तकं कारकमित्येवं तयोर्भेदप्रसिद्धिः।..' The *Tattvasaṃgraha* of Śāntarakṣita refers to this view (verse 2266 and the *Pañjikā* thereon, verse 2170, verses 2603-2604). Cf. also Kamalaśīla's references ज्ञातज्ञेययोः, परस्परमेकः....(p. 568) and विषयस्य....p. 569. Vide also *Parīkṣāmukha* (III. 93)." —*Kāvyaprakāśa* of Rucaka (Ed. by Prof. Siva Prasad Bhattacharya / *Calcutta Oriental Journal*, Vol. II, Nos. 7—8), p. 18, f.n. 18.

যাহা পরার্থের আভাস জন্মাইয়া থাকে তাহাই 'ব্যঞ্জক' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে, যেমন ঘটাদিরূপ (অর্থের) প্রদীপ (-রূপ অর্থব্যঞ্জক) ॥"[১]

পূর্বানুভূত সেই পদার্থই যদি (আবার) সংস্কার (বা বাসনা)-রূপে (চিত্তের) অভ্যন্তরে বিপরিবর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার কোনও অব্যভিচারী অর্থান্তর অথবা সেই (অর্থান্তরেরই) প্রতিপাদক (কোনও উপাদান) হইতে (উক্ত পদার্থের) সংস্কারের প্রবোধমাত্র (যদি সংঘটিত হয়)—(তাহা হইলে তাহা) তৃতীয় প্রকারের (অভিব্যক্তি)। যেমন—ধূম হইতে অগ্নির, অথবা আলেখ্য, পুস্ত, প্রতিবিম্ব, অনুকরণ প্রভৃতি উপাদান হইতে কিংবা শব্দ হইতে গবাদি পদার্থের (অভিব্যক্তি)।

অপরপক্ষে, অসৎ পদার্থের (অভিব্যক্তি) এক প্রকারই (হইয়া থাকে) ; কেননা, তাহার অন্য কোনও প্রকার সম্ভব নহে। যেমন—সূর্য্যালোক প্রভৃতির দ্বারা ইন্দ্রচাপাদি (পদার্থের)।

বিবৃতি

ব্যক্তিবিবেককার বলিয়াছেন যে, বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপ অর্থদ্বয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবরূপ সম্বন্ধ মুখ্যবৃত্তিতে সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু সহৃদয়চিত্তে প্রতীয়মান রত্যাদি অর্থের বোধজন্য অনুভবসাক্ষিক অনপহ্নবনীয় আনন্দাস্বাদের বা চমৎকারের উপপত্তির জন্য প্রতীয়মান অর্থের ব্যঙ্গ্যত্বের উপচার আশ্রয় করা হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে : অভিব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি ? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রেই বা অভিব্যক্তি মুখ্যবৃত্তিতে স্বীকার করা হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে আচার্য্য মহিমভট্ট অভিব্যক্তির স্বরূপ এবং প্রকার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

মহিমভট্টের মতে 'অভিব্যক্তি' সৎ বা অসৎ পদার্থবিষয়ক হইতে পারে। সুতরাং মূলতঃ 'অভিব্যক্তি' দ্বিবিধ—(১) সদ্‌বিষয়ক এবং (২) অসদ্‌বিষয়ক। সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির আবার ত্রিবিধ ভেদ সম্ভব। প্রথমতঃ—শক্তিরূপে অবস্থিত অব্যক্ত পদার্থের ব্যক্তীভাব—যেমন ক্ষীরাবস্থায় ক্ষীররূপ কারণে শক্তিরূপে অবস্থিত অব্যক্ত দধিরূপ পদার্থের অম্লাদি সংযোগবশতঃ ব্যক্ত দধিরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি। দ্বিতীয়তঃ—আবির্ভূত অন্ধকারাদি প্রতিবন্ধকসদ্ভাববশতঃ অপ্রকাশমান ঘটাদি কার্য্যপদার্থের প্রদীপাদি প্রকাশের দ্বারা প্রতিবন্ধকনিরাসের ফলে ব্যঞ্জক প্রদীপাদির সহিত যুগপৎ প্রকাশমানতাপ্রাপ্তি। তৃতীয়তঃ—পূর্বানুভূত কোনও পদার্থ যাহা

১। তুলনীয়: "…ব্যঞ্জকত্বমার্গে তু যদার্থোঽর্থান্তরং দ্যোতয়তি তদা স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেবাসাবন্যস্য প্রকাশকঃ প্রতীয়তে, প্রদীপবৎ। যথা—"লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী"-ইত্যাদৌ"—ধ্বন্যালোক ৩য় উদ্দ্যোত ; কারিকা § ৩৩ বৃত্তি। অপি চ—"…স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব পরাবভাসকো ব্যঞ্জক ইত্যুচ্যতে।…"—ঐ, পৃ. ৪৩১ (ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত)।

সংস্কাররূপে বর্তমান, তাহারই কোনও উদ্বোধক উপাদানের জ্ঞানবশতঃ প্রবোধ। এই তৃতীয়-প্রকারের অভিব্যক্তিরও আবার ত্রৈবিধ্য সম্ভব—কেননা, সংস্কারের প্রবোধক উপাদান ত্রিবিধ হইতে পারে। সংস্কারপ্রবোধক উপাদান—(১) ধূমাদি পদার্থের ন্যায় নান্তরীয়কতাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে; (২) সদৃশ কোনও বস্বস্তর হইতে পারে; অথবা (৩) বাচক শব্দ হইতে পারে। এইভাবে সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির সংকলন করিলে পাঁচপ্রকার ভেদ সম্ভব। অসদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির প্রকার একরকমই হইতে পারে। এইভাবে সদ্বিষয়ক এবং অসদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির সাকল্যে ছয় প্রকার ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যক্তিবাদী আনন্দবর্ধন প্রমুখ আচার্য্যগণ সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন—ইহা প্রতীয়মান অর্থের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে ঘটপ্রদীপ দৃষ্টান্তের অবতারণার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যদিও মহিমভট্ট ব্যক্তিবাদিগণকর্তৃক স্বীকৃত সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তিও তুল্যভাবে খণ্ডিত করিয়াছেন বটে, তথাপি ধ্বনিবাদিগণ নানা যুক্তির সাহায্যে তাহার উপপত্তি সাধন করিয়াছেন। অবশিষ্ট পাঁচটি পক্ষ—যাহা মহিমভট্ট উল্লেখ করিয়াছেন, ধ্বনিবাদিগণ কর্তৃক সেইগুলি অভ্যুপগত বা স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং তাহাদের অবতারণাপূর্বক খণ্ডনের প্রয়াসের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না—ইহা টীকাকার রুয্যক স্পষ্টতঃই ঘোষণা করিয়াছেন: "...ষোঢ়া ব্যক্তিরাশঙ্ক্য প্রকৃতে দূষিতা। তত্র ব্যক্তিবাদিনা ঘটপ্রদীপন্যায়েন সদ্বিষয়া ব্যক্তিরঙ্গীকৃতা। যথা চ ন দোষস্তথোপপাদিতম্। শিষ্টং তু পক্ষপঞ্চকমনভ্যুপগমপরাহতমেব ॥"—ব্যা° বি° ব্যা°।[১]

১। রুয্যক তাঁহার "কাব্যপ্রকাশ সংকেত" নামক টীকাতেও ধ্বনিবাদিগণের দৃষ্টিতে বাচ্য অর্থের সহিত প্রতীয়মান অর্থের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্বন্ধ ঘটপ্রদীপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই উপপাদন করিয়াছেন। দ্র° "ধ্বনিদর্শনানুসারেণাচার্য্যশ্রীমদভিনবগুপ্তস্য মতে ব্যঙ্গ্যো রসঃ বিভাবাদয়ো ব্যঞ্জকাঃ, ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবলক্ষণশ্চ সম্বন্ধঃ তেষাং স্থায়িনা সহ। স্থায্যেব যোগ্য-তয়াঽত্র রসীভবতীত্যুচ্যতে।...বিভাবাদিভির্ব্যঞ্জনাদেব চ স্থায়িনো রসত্বম্। ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবো হি তেষাং সম্বন্ধঃ। তথাহি দ্বিবিধমিহ সংক্ষেপেণ ব্যঞ্জনম্—একং তাবৎ কারণসূক্ষ্মরূপতয়াঽব-স্থিতস্য স্থূলরূপত্বং যথা ক্ষীরাবস্থায়াং শক্ত্যবস্থস্যোত্তরং দধিরূপত্বম্। এতচ্চ প্রতীত্যনপেক্ষমপি কেবলবস্তুসমবেতমেব ব্যঞ্জনম্। দ্বিতীয়ন্তূপায়প্রতীতিসাপেক্ষোপেয়প্রতীতিরূপম্ যথা প্রদীপ-ঘটাদৌ, প্রদীপপ্রতীতিসাহিত্যেনৈব ঘটপ্রতীতেঃ প্রদীপস্য ব্যঞ্জকত্বাৎ। তদুক্তম্—

'স্বজ্ঞানেনান্যধীহেতুঃ সিদ্ধেঽর্থে ব্যঞ্জকো মতঃ।
যথা দীপোঽন্যথাভাবে কো বিশেষোঽস্য কারকাৎ ॥'

তত্রেহ রসস্য বিভাবাদীনাঞ্চ দ্বিতীয়ো ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবপ্রকারঃ আশ্রীয়তে, পানক-রসাদিন্যায়েন বিভাবাদিপ্রতীতিসাহিত্যেন রসপ্রতীতেঃ। অতএব ধ্বনিকৃতা রসাদ্যাশ্রয়েণা-সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যত্বমুক্তম্। প্রদীপঘটদৃষ্টান্তশ্চ ব্যঞ্জনে প্রদর্শিতঃ। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যাদৌ কথং ব্যঞ্জকত্বমিতি চেৎ। তত্রাপি ব্যঞ্জকপ্রতীতিপুরঃসরত্বেন ব্যঙ্গ্যপ্রতীতেঃ ক্রমবত্ত্বেঽপি ব্যঙ্গ্য-প্রতীতিকালে তাবৎ ব্যঞ্জকপ্রতীতেরস্তি সহভাব ইতি ঘটপ্রদীপন্যায়েন স্থিত এব ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক-

যাহা হউক, আমরা প্রথমতঃ মহিমভট্টের 'অভিব্যক্তি' বা ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব সম্পর্কিত মতবাদটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব এবং প্রসঙ্গতঃ ধ্বনিবাদিগণের ব্যঞ্জনাব্যাপারের সমর্থনে যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক তাঁহাদের প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তিবিষয়ক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

উপরিবর্ণিত ষড্‌বিধ অভিব্যক্তির সামান্যলক্ষণ মহিমভট্ট যেভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিয়ৎপরিমাণে সুস্পষ্ট হইতে পারে। মহিমভট্ট বলিয়াছেন—"...সতোঽসত এব বার্থস্য...তল্লক্ষণমাচক্ষতে।" অর্থাৎ—

[১] অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দুইটি অর্থ থাকা আবশ্যক—একটি প্রকাশক বা অভিব্যঞ্জক; অপরটি প্রকাশ্য বা অভিব্যঙ্গ্য।

[২] প্রকাশ্য বা অভিব্যঙ্গ্য অর্থটি সৎ বা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান অথবা অসৎ বা অবিদ্যমান হইতে পারে।

[৩] প্রকাশ্য ও প্রকাশকের মধ্যে সম্বন্ধ বর্তমান থাকিলেও সেই সম্বন্ধের স্মরণের কোনও অপেক্ষা নাই।

[৪] প্রকাশ্য অর্থ ও প্রকাশক অর্থের যুগপৎ প্রকাশ ঘটিয়া থাকে—উভয়ের প্রকাশের মধ্যে পৌর্বাপর্য্য বা ক্রম উপলব্ধ হয় না।

§ ৫৭ ।। न चैतल्लक्षणं वाच्ये सङ्गच्छते । तथाहि—सतोऽभिव्यक्ति-रान्ययोरर्थयोर्लक्षणं न तत्प्रतीयमानेष्वेकमपि संस्प्रष्टुं क्षमते तस्य दध्यादे-

ভাবঃ। তত্র হি পূর্বং কেবলং ব্যঞ্জকপ্রতীতিঃ পশ্চাত্তু ব্যঞ্জকসহিতব্যঙ্গ্যপ্রতীতিরিতীয়ানেব পূর্বকল্পাদ্বিশেষঃ। বাস্তবস্তু ক্রম উভয়ত্রাপ্যস্তি, কেবলং পূর্বত্রোৎপলপত্রব্যতিভেদন্যায়েন ন সংলক্ষ্যতে। উত্তরত্র তু সংলক্ষ্যত এব। সংলক্ষণেঽপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালে তাবদ্‌-ব্যঞ্জকপ্রতীতিরস্তীত্যেতাবতা প্রদীপঘটদৃষ্টান্তোঽত্রাপি (ন ?) সংগচ্ছতে। তদুক্তং ধ্বনি-কৃতৈব—"ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতীতি"। এবমেব চৈতৎ। ব্যঙ্গ্য-প্রতীতৌ হি ব্যঞ্জকপ্রতীতিরুপযুক্তা ন ব্যঞ্জকপ্রতীতৌ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিঃ ঘট (প্রদীপ)-প্রতীতি-বদেব প্রদীপপ্রতীতেঃ কেবলায়া অপি ভাবাৎ। তদেতৎ প্রসক্তানুপ্রসক্তমাস্তাম্। প্রকৃতং (—তে ?) তু বিভাবাদিভির্ব্যজ্যতে রস ইতি সুব্যবস্থিতমেব।"—কাব্যপ্রকাশ-সংকেত, পৃ. ১৭-১৮ (Ed. Prof. Sivaprasad Bhattacharya: *Calcutta Oriental Journal*, Vol II, Nos. 7-8). এই প্রসঙ্গে সম্পাদক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য টিপ্পনীতে যথার্থই বলিয়াছেন—"This portion of the commentary should be read side by side with Mahimabhaṭṭa's views as adumbrated in the *Vyaktiviveka* and Rūyyaka's own comment thereon, which, in some respects, is fuller than what we find here."—ঐ, পৃ. ১৭-১৮।

रिवेन्द्रियविषयभावापत्तिप्रसङ्गाद् घटादेरिव वाच्यार्थसहभावेनेदन्ताप्रतीतेरसम्भवात्। न च स्वरूपासंस्पर्शि लक्षणं भवति।

तृतीयस्यास्तु यल्लक्षणं तदनुमानस्यैव सङ्गच्छते, न व्यक्तेः। यदुक्तं —'त्रिरूपाल्लिङ्गाद् यदनुमेये ज्ञानं तदनुमान'-मिति। तच्चान्तमानमेव। न ह्यर्थादर्थान्तरप्रतीतिरनुमानमन्तरेणार्थान्तरमुपपद्यते। उपमानादीनां च तत्रैवान्तर्भावात्।

यदाहुः—'न चान्यदर्शनेऽन्यकल्पना युक्तातिप्रसङ्गात्। तस्य नान्तरीयकतायां स्यात्। न हि यथाविधसिद्धः तथाविधसन्निधानं सूचयति। सामान्येन च सम्बन्धिनार्थप्रतिपत्तिरनुमानमिति द्वे एव प्रमाणे' —इति।

অনুবাদ

বাচ্য (অর্থের) ক্ষেত্রে (অভিব্যক্তির) এই লক্ষণ সংগত হয় না। যেহেতু সদ্বিষয়ক অভিব্যক্তির প্রথম দুইটি অর্থের (বা প্রকারের) যে লক্ষণ, তাহা প্রতীয়মান অর্থসমূহের মধ্যে একটিকেও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। যেহেতু—তাহা হইলে হয় তাহার (অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থের) দধি প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয়তাপত্তি প্রসক্ত হইত ; ঘট প্রভৃতি ন্যায় বাচ্যার্থের সহিত যুগপৎ ইদন্তাপ্রতীতিও (প্রতীয়মান অর্থের) অসম্ভব। আর যাহা লক্ষ্যের স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা (কখনও) লক্ষণ হইতে পারে না।

তৃতীয় প্রকার (সদ্‌বিষয়ক) অভিব্যক্তির যাহা লক্ষণ তাহা অনুমানের (লক্ষণ হওয়া)-ই সংগত। যেমন বলা হইয়াছে—"ত্রিরূপ লিঙ্গ হইতে অনুমেয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাহা অনুমান।" এবং তাহা অনুমানই। যেহেতু (কোনও একটি) অর্থ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি অনুমান ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও অর্থ ই হইতে পারে না। আর উপমান প্রভৃতির (প্রমাণান্তরের) তাহার মধ্যেই (অর্থাৎ অনুমানের মধ্যেই) অন্তর্ভাব হইয়া থাকে।

যেমন (আচার্যগণ) বলিয়াছেন—"অন্য (বস্তুর) দর্শনে অন্য (আর এক বস্তুর) কল্পনা যুক্ত নহে- কেননা, (তাহা হইলে) অতিপ্রসঙ্গ হইবে। তাহার নান্তরীয়কতা থাকিলে (ঐরূপ অন্যবস্তুর কল্পনা) হইতে পারে। যে কোনও প্রকারে সিদ্ধ (পদার্থ) তদ্রূপ (যে কোনও প্রকার) সন্নিহিত (পদার্থের) সূচনা করিতে পারে না। আর (নিয়ত-) সম্বন্ধবিশিষ্ট সামান্যরূপ (পদার্থের) দ্বারা (অপর এক) পদার্থের প্রতিপত্তি (বা বোধ) অনুমান। অতএব দুইটি মাত্রই প্রমাণ।"

বিবৃতি

ধ্বনিবাদিগণ বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থদ্বয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি বাচ্যার্থের দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়,

তাহা হইলে হয় ইহা সদ্‌বিষয়ক অভিব্যক্তির অন্যতম প্রকার হইবে, নতুবা অসদ্‌বিষয়ক অভিব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাউক—ইহাকে সদ্‌বিষয়ক অভিব্যক্তির অন্যতম প্রকাররূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় কিনা।

সদ্‌বিষয়ক অভিব্যক্তির প্রথম প্রকার—ক্ষীরাদি অবস্থায় দধ্যাদির অভিব্যক্তি। ইহাকে 'পরিণতি'ও বলা চলিতে পারে—ক্ষীর দধিরূপে পরিণত হইতেছে। এইস্থলে অভিব্যজ্যমান দধিরূপ অর্থটি ক্ষীররূপ অর্থের ন্যায়ই ইন্দ্রিয়গোচর—কেননা, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ক্ষীরের দধিরূপতাপ্রাপ্তি আমরা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকি। অনুরূপভাবে যদি প্রতীয়মান অর্থটিকে দধ্যাদির ন্যায় 'অভিব্যজ্যমান' বা বাচ্যার্থের 'পরিণাম' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রতীয়মান অর্থটিও দধ্যাদি পদার্থের ন্যায়ই ইন্দ্রিয়গোচর হইবে। কিন্তু সেরূপ ত' হয় না—প্রতীয়মান অর্থ ত' চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। অতএব প্রতীয়মান অর্থকে বাচ্যার্থের 'পরিণতি' রূপে মানিয়া লওয়া চলে না। সুতরাং সদভিব্যক্তির প্রথম লক্ষণটি বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হয় না।

এক্ষণে সদভিব্যক্তির দ্বিতীয় উদাহরণ—প্রদীপের দ্বারা পূর্বসিদ্ধ ঘটের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ বা 'জ্ঞপ্তি', তাহার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। প্রদীপের দ্বারা যেখানে সন্তমসাচ্ছন্ন ঘটের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটে, সেখানে প্রদীপ এবং ঘট, অভিব্যঞ্জক এবং অভিব্যঙ্গ্য, উভয়েরই যুগপৎ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে, প্রদীপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যজ্যমান ঘটাদি পদার্থের জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। দুইটি জ্ঞানের মধ্যে কোনও পৌর্বাপর্য্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঘটপ্রদীপন্যায়ে যদি বাচ্যার্থের দ্বারা প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বাচ্যার্থজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীয়মান অর্থেরও জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইহাও মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু বাচ্যার্থবোধ এবং প্রতীয়মানার্থবোধের মধ্যে যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য বর্ত্তমান, এবং তাহা যে কোনও প্রকারেই অপহ্নব করিতে পারা যায় না, ইহা ব্যক্তিবাদী আলংকারিক সম্প্রদায়কেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রতীয়মান অর্থ যেরূপই হউক না কেন—তাহা বস্তুমাত্রই হউক, অলংকাররূপই হউক অথবা রসাদিরূপই হউক, এই ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের কোনওটিই যে বাচ্যার্থের সহিত যুগপৎ 'ইহা এই'—এইরূপ জ্ঞানের ("ইদন্তাপ্রতীতি") বিষয়ীভূত হয় না, ইহা ব্যক্তিবাদিগণও অপহ্নব করিতে পারেন না। সুতরাং সদ্‌বিষয়ক অভিব্যক্তির দ্বিতীয় ভেদের লক্ষণও বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হইতে পারিল না। কেননা, লক্ষণ যাহা হইবে তাহা লক্ষ্যের স্বরূপকেই প্রকাশ করিবে, লক্ষ্যেরই একটি অসাধারণ ধর্ম হইবে, লক্ষ্যের সহিত লক্ষণের 'সংস্পর্শ' বা সম্বন্ধ ('ধর্মধর্মিভাব') অবশ্যই থাকিতে হইবে। কিন্তু সদভিব্যক্তির প্রথম দুইপ্রকারের বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল, যে উক্ত ভেদদ্বয়ে যে লক্ষণ বর্ত্তমান, তাহা প্রতীয়মান অর্থকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। ফলে 'লক্ষ্য' প্রতীয়মান অর্থে সদভিব্যক্তির প্রথম ভেদদ্বয়ের 'লক্ষণ' বর্ত্তমান না থাকায় 'প্রতীয়মান' অর্থকে 'ব্যঙ্গ্য'-রূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না।

একক্ষণে শব্দাভিব্যক্তির তৃতীয় প্রকার অবশিষ্ট রহিল। তৃতীয়প্রকার অভিব্যক্তির আবার ত্রিবিধ উদ্বোধক উপাদানবশতঃ ত্রৈবিধ্য সম্ভব। তন্মধ্যে—ধূমজ্ঞান হইতে বহ্নি-বিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ—একপ্রকার। ধূমের সহিত বহ্নির অব্যভিচার সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায়, ধূমের জ্ঞান হইতে বহ্নিবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার—যেমন আলেখ্য, পুস্ত, প্রতিবিম্ব, অনুকরণ প্রভৃতি উদ্বোধক কারণবশতঃ মূল বিম্বভূত পদার্থবিষয়ক সংস্কারের উদ্রেক। যেহেতু প্রতিবিম্বস্থানীয় আলেখ্যাদি অনুকরণ এবং বিম্বভূত মূল অনুকার্য্য পদার্থটির মধ্যে 'সাদৃশ্য' রূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান অতএব অনুকরণবিষয়ক প্রতীতি অনুকার্য্য বিম্বভূত পদার্থের বাসনার উদ্বোধক হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রভেদ—যথা গোপ্রভৃতি শব্দ হইতে সাস্নালাঙ্গুলাদিমান্ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের উদ্রেক। ইহা সম্ভব হয় যেহেতু গো-শব্দ এবং গো-রূপ অর্থ—এই উভয়ের মধ্যে অভিধানাভিধেয় বা বাচ্যবাচক-ভাবরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, যাহাকে 'সংকেত' বা 'সময়'-শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই 'সংকেত' বা 'সময়'-রূপ সম্বন্ধবশতঃই গো-শব্দরূপ সম্বন্ধীর জ্ঞানহেতু অপর সম্বন্ধী অর্থাৎ গো রূপ অর্থের সংস্কারের উদ্বোধ সাধিত হইয়া থাকে। দেখা যাইতেছে উপরিবর্ণিত ত্রিবিধ ভেদের স্থলেই কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। সেগুলি হইতেছে যথাক্রমে—(১) প্রত্যেক ভেদেই দুইটি পদার্থের সদ্ভাব বর্ত্তমান—এবং সেই দুইটি পদার্থের মধ্যে কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ অপেক্ষিত। যেমন—প্রথম ভেদের স্থলে ধূম এবং বহ্নির মধ্যে অব্যভিচার বা ব্যাপ্তি বা নান্তরীয়কত্ব, দ্বিতীয় ভেদের ক্ষেত্রে অনুকরণ এবং অনুকার্য্য—এতদুভয়ের মধ্যে 'সাদৃশ্য' রূপ সম্বন্ধ, এবং তৃতীয় প্রভেদে 'সময়' বা সংকেত রূপ সম্বন্ধ ; (২) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি সম্বন্ধীর জ্ঞানের ফলে অপর একটি সম্বন্ধীর বাসনা বা সংস্কারের উদ্বোধন ; (৩) পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের একটির জ্ঞান যেমন অপর সম্বন্ধীর সংস্কারোদ্বোধের প্রতি কারণ, তুল্যভাবে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটির জ্ঞানও অবশ্যই অপেক্ষিত। অর্থাৎ ধূমজ্ঞান হইতে বহ্নিপ্রতীতির স্থলে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান, অনুকরণ হইতে অনুকার্য্য প্রতীতির স্থলে 'সাদৃশ্য' রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান এবং শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতির স্থলে উভয়ের মধ্যে 'সংকেত' বা 'সময়'-রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান নিয়ত অপেক্ষিত। এই সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র একসম্বন্ধীর জ্ঞানের দ্বারা অপর সম্বন্ধীর প্রতীতি কোনও মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

শব্দাভিব্যক্তির তৃতীয় প্রকারের যে ত্রিবিধ ভেদ আলোচিত হইল, তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি যদি বিচার করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে এইগুলি বস্তুতঃ অনুমানের লক্ষণ। কেননা, অনুমানের ক্ষেত্রে যখন একটি পদার্থের জ্ঞান হইতে অপর একটি পদার্থের সংস্কার প্রবোধিত হয় তখন উভয় পদার্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিতে হইবে এবং সেই সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানেরও অপেক্ষা থাকিবে। যেমন ধূমপ্রতীতি হইতে যখন বহ্নিবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ সাধিত হয়, তখন তাহার মূলে ধূম এবং বহ্নি—এতদুভয়ের মধ্যে 'অবিনাভাব' বা 'ব্যাপ্তি' বা 'নান্তরীয়কত্ব'-রূপ নিয়তসম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং সেই সম্বন্ধের জ্ঞানও প্রমাতার পক্ষে তুল্যভাবে অপেক্ষিত। অতএব প্রকৃতপক্ষে বিচার

করিলে দেখা যায় যে সদভিব্যক্তির তৃতীয় প্রকারটি 'অনুমান'-প্রমাণ ভিন্ন অন্য কিছু অর্থান্তর নহে। যেহেতু (স্বার্থ)-অনুমানের লক্ষণ প্রণয়ন প্রসঙ্গে আচার্য্য ধর্মকীর্তি তাঁহার 'ন্যায়বিন্দু' নিবন্ধে বলিয়াছেন—"[অনুমানং দ্বিধা।। স্বার্থং পরার্থং চ।। তত্র স্বার্থং] ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্।।"—লিঙ্গ বা হেতুর 'ত্রৈরূপ্য' বলিতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং অসপক্ষ-(বা বিপক্ষ-) ব্যাবৃত্তত্বরূপ ধর্মত্রয়কে বুঝায়। এই ত্রিবিধ ধর্ম-বিশিষ্ট অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকবিশিষ্ট হেতুরূপ পদার্থের জ্ঞান হইতে বহ্নিরূপ অর্থান্তরবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ—ইহাই অনুমানপ্রমাণের স্বরূপ। এবং তৃতীয় প্রকারের সদভিব্যক্তিও ত্রিরূপলিঙ্গ হইতে অর্থান্তরের প্রতীতিভিন্ন অন্য কিছু নহে। একটি অর্থ হইতে নিয়ত-সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর একটি অর্থের প্রতীতি যেখানে ঘটিয়া থাকে সেখানে অনুমান ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার প্রমাণ স্বীকার করার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না—তাহা যুক্তিসিদ্ধও নহে। এই কারণেই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণ্য নৈয়ায়িক বা মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়সম্মত 'উপমান' বা 'শব্দ' রূপ প্রমাণ বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে 'অনুমান' প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত—ইহা দিঙ্‌নাগ ধর্মকীর্তি প্রমুখ দার্শনিকগণ বহু যুক্তির দ্বারা সাধন করিয়াছেন। সুতরাং আলেখ্য-পুস্তাদি অনুকরণ হইতে যেখানে 'সাদৃশ্য' সম্বন্ধবশতঃ বিম্বভূত অনুকার্য্য গো প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি জন্মে সেখানেও বস্তুতঃ অনুমিত্যাত্মক প্রতীতিই জন্মিয়া থাকে, তাহাকে 'উপমিতি'-রূপ প্রমান্তর বলিয়া স্বীকার করা অযৌক্তিক। সেইরূপ গো প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ হইতে যেখানে গো প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহা 'শাব্দ' রূপ প্রমিত্যন্তররূপে স্বীকার করার পক্ষে কোনও যুক্তিই নাই, বস্তুতঃ তাহাও অনুমিতিই বটে। কেননা উভয়ক্ষেত্রেই নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ এক সম্বন্ধীর জ্ঞান হইতে অপরসম্বন্ধীর প্রতীতি সিদ্ধ হইতেছে—এবং অনুমানের ইহাই যথার্থ লক্ষণ। সেইজন্য বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে প্রত্যক্ষের বিষয় 'স্বলক্ষণ' এবং অনুমানের বিষয় 'সামান্যলক্ষণ'—এই বিষয়ভেদবশতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুইটিমাত্রই পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার্য্য; তৃতীয় কোনও প্রমাণের সদ্ভাব স্বীকারের পক্ষে কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু'-নিবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> "দ্বিবিধং সম্যগ্‌জ্ঞানম্।। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি।।···তস্য বিষয়ঃ স্বলক্ষণম্।। যস্যার্থস্য সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভাসভেদস্তৎ স্বলক্ষণম্।। তদেব পরমার্থসৎ।। অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণত্বাদ্ বস্তুনঃ।। অন্যৎ সামান্যলক্ষণম্।। সোঽনুমানস্য বিষয়ঃ।।"

'ন্যায়-প্রবেশ'-নিবন্ধে আচার্য দিঙ্‌নাগও বলিয়াছেন—

> "আত্মপ্রত্যায়নার্থং তু প্রত্যক্ষমনুমানং চ দ্বে প্রমাণে।···অনুমানং লিঙ্গাদর্থদর্শনম্। লিঙ্গং পুনস্ত্রিরূপমুক্তম্। তস্মাদ্ যদনুমেয়েঽর্থে জ্ঞানমুৎপদ্যতেঽগ্নিরত্র অনিত্যঃ শব্দ ইতি বা বা তদনুমানম্।।···"[১]

১। উদ্ধৃত-সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় টীকাকার হরিভদ্র সূরি বলিয়াছেন—"··প্রত্যক্ষং বক্ষ্য-

মহিমভট্ট তাঁহার এই মতবাদের সমর্থনে পূর্বাচার্যগণের আর একটি উক্তি উদ্ধার করিতেছেন : "ন চান্যদর্শনে······"।[১] উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য্য এই যে, একটি বস্তুর দর্শনের দ্বারা ('অন্যদর্শনে') অপর আর এক বস্তুর কল্পনা ('অন্যকল্পনা') কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না ঐরূপ সিদ্ধান্ত যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হইবে। অর্থাৎ যে কোনও বস্তুর দর্শন হইতে যে কোনও বস্তন্তরের কল্পনা প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা সর্বথা অনিষ্ট। তবে 'দৃষ্ট' বস্তু যদি 'কল্পিত' বস্তন্তরের সহিত 'নান্তরীয়কতা' বা 'অবিনাভাব' বা 'ব্যাপ্তি'-রূপ বা নিয়ত সাহচর্য্যরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে একটি বস্তুর দর্শন হইতে অপর বস্তন্তরের কল্পনা সম্ভব হইতে পারিবে। এই 'নান্তরীয়কতা' বা 'প্রতিবন্ধ'-ই দৃষ্ট এক বস্তু হইতে অদৃষ্ট বস্তন্তরের কল্পনার মূলে উদ্ধৃত

মাণলক্ষণম্ অনুমানং চ। অসমাসকরণং বিভিন্নবিষয়জ্ঞাপনার্থম্। স্বলক্ষণবিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সামান্যলক্ষণবিষয়মেবানুমানম্। চ সমুচ্চয়ে। দ্বে এব প্রমাণে ইত্যনেন সংখ্যানিয়মমাহ। তথাহি বৌদ্ধানাং দ্বে এব প্রমাণে প্রত্যক্ষানুমানে। শেষপ্রমাণানামত্রৈবান্তর্ভাবাৎ। অন্তর্ভাবশ্চ প্রমাণসমুচ্চয়াদিষু চর্চিতত্বান্নেহ প্রতন্যতে॥·· ” —ন্যায়প্রবেশবৃত্তি, পৃ. ৩৪-৩৫ (GOS. Edn.). পার্শ্বদেব ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"···সংখ্যানিয়মমাহেতি। এতেন সংখ্যাবিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি। অস্তি চাত্র সংখ্যাবিপ্রতিপত্তিঃ। তথাহি। মীমাংসকাঃ প্রত্যক্ষানুমানশব্দোপমানার্থাপত্ত্যভাবলক্ষণানি ষট্ প্রমাণানি মন্যন্তে। নৈয়ায়িকাঃ প্রত্যক্ষানুমানশব্দোপমানলক্ষণানি চত্বারি। প্রত্যক্ষানুমানশাব্দলক্ষণানি ত্রীণি বৈশেষিকাঃ। এতান্যেব সাংখ্যাঃ। চার্বাকাস্তু প্রত্যক্ষমেবৈকম্। ইত্যেতন্নিরাসেন প্রাহ। দ্বে এব প্রমাণে ইতি। শেষপ্রমাণানামিতি শব্দাদীনাম্। অত্রৈবেতি। অনয়োরেব মধ্যে। ···অয়মর্থঃ। প্রত্যক্ষানুমানব্যতিরিক্তপ্রমাণানাং যদি সত্যার্থপ্রাপকত্বং তদাঽনয়োরেবান্তর্ভাবো বিজ্ঞেয়ঃ। অথার্থান্তরপ্রাপকাণি তদাঽপ্রমাণান্যেব তানি। সন্দর্শিতার্থপ্রাপকং হি প্রমাণং স্যাদিতি ভাবঃ। প্রত্যক্ষানুমানে চ নিয়তার্থদর্শকত্বাৎ প্রমাণে এব।···"—ন্যায়প্রবেশবৃত্তিপঞ্জিকা, পৃ. ৭৪-৭৫।

১। উদ্ধৃত সন্দর্ভটি যে বৌদ্ধদার্শনিক ধর্মকীর্তি বা দিঙ্‌নাগপ্রণীত কোনও গ্রন্থের অন্তর্গত এইরূপ অনুমান খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ন্যায়সূত্রের (১. ১. ৫) 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধে মহামনীষী বাচস্পতিমিশ্র— "তে চ দ্বে প্রত্যক্ষে। লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধদর্শনমাদ্যং প্রত্যক্ষং, লিঙ্গদর্শনং দ্বিতীয়ম্।"—এই বার্ত্তিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধদার্শনিকগণের অনুমানবিষয়ক সিদ্ধান্তের আলোচনাবসরে উপরি উল্লিখিত পংক্তিগুলিও উদ্ধার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃতিতে কিছু কিছু পাঠভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। দ্র°—"তথাহি কেচিদবিনাভাবং তাদাত্ম্য-তদুৎপত্তিনিবন্ধনমনুমানাঙ্গমাহুঃ। দ্বিবিধো হ্যর্থঃ—প্রত্যক্ষঃ পরোক্ষশ্চ। তত্র যো বুদ্ধৌ সাক্ষাদাত্মীয়ং রূপং নিবেশয়তি স প্রত্যক্ষঃ। স হি স্ববিষয়ায়া বুদ্ধের্জনক ইতি তদন্তরেণ

সন্দর্ভে "**ন হি** যথাবিধসিদ্ধঃ······সূচয়তি" পংক্তিটির পাঠ কিছু বিভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। "স হি যথাবিধঃ সিদ্ধঃ······" এইরূপ পাঠই সমীচীন বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহা হইলে অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়ঃ "দৃষ্ট বস্তুটি যেরূপ 'প্রতিবন্ধ' বা 'নিয়ত সম্বন্ধে'র দ্বারা সম্বদ্ধ হইবে অপর বস্তুটিরও তদ্রূপ নিয়ত সন্নিধান বা উপস্থিতি কল্পিত হইবে। অর্থাৎ দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি তাদাত্ম্য বা 'স্বভাব' (identity) সম্বন্ধ থাকে, তবে একটি বস্তু হইতে সেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধসম্বদ্ধ বস্ত্বন্তরেরই কল্পনা হইতে পারিবে; অপর পক্ষে যদি বস্তুদ্বয় তদুৎপত্তি বা 'কার্য্যকারণভাব'-রূপ সম্বন্ধের দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, তবে দৃষ্ট কার্য্যরূপ বস্তু হইতে অদৃষ্ট 'কারণ'-রূপ বস্ত্বন্তরের সদ্ভাব সূচিত হইবে।" "ন হি···" এই পাঠ স্বীকার করিলে ব্যাখ্যাটি কষ্টকল্পিত হইয়া দাঁড়ায়। যথা: "যে কোনওরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ যে কোনও প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থ তদ্রূপ যাদৃচ্ছিক সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্ত্বন্তরের সদ্ভাব সূচনা করিতে পারে না।" "সামান্যেন চ···অনুমানম্"—এই পংক্তিটির অর্থ: পরস্পর নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের একটি বস্তুর দর্শন হইতে অপর বস্তুর কল্পনা হইয়া থাকে—এবং ইহাই অনুমান। কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে দৃষ্টবস্তু হইতে যখন অদৃষ্ট বস্তুর প্রতীতি ঘটে, তখন দৃষ্টবস্তুটিও যেমন 'সামান্য' (বা 'বিকল্প') মাত্র সেইরূপ অদৃষ্ট বস্ত্বন্তরও 'সামান্য' মাত্র। ইহা হইতে বিশেষের অনুমান হয় না। কেননা, ব্যাপ্তি বা প্রতিবন্ধ গৃহীত হইতে পারে দুইটি 'সামান্য'ভূত পদার্থের মধ্যে—বিশেষ দুইটি পদার্থব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্তি বা 'অব্যভিচার'-রূপ সম্বন্ধ গৃহীত হইতে পারে না। অতএব অনুমানস্থলে সামান্যভূত এক সম্বন্ধী পদার্থ হইতে অপর এক সামান্যভূত পদার্থের অস্তিত্বই সূচিত হইয়া থাকে। সেই জন্য বৌদ্ধদার্শনিকগণ অনুমানের বিষয়কে 'সামান্য-লক্ষণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১]

বুদ্ধিরাত্মানমনাসাদয়ন্তী তস্য সত্তাং নিশ্চায়য়তীতি যুক্তম্। পরোক্ষস্তু বুদ্ধৌ সাক্ষাৎস্বরূপোপধান-সামর্থ্যরহিতোঽযুক্তপ্রতিপত্তিরেব। **ন চান্যদর্শনেঽন্যকল্পনা যুক্তা, অতিপ্রসঙ্গাৎ। নান্তরীয়কতয়া ত্বন্যোঽপ্যন্যং গময়েৎ। স হি প্রতিবন্ধস্বভাবো যথাবিধঃ সিদ্ধঃ তথাবিধং সন্নিধানং সূচয়তি,** স চ প্রতিবন্ধো ন দর্শনমাত্রাদবসেয়ঃ, তথা সতি স শ্যামো মৈত্রতনয়ত্বাৎ পরিদৃশ্যমানমৈত্রতনয়স্তোমবদিত্যনুমানং স্যাৎ। ইহাপি স্তো দর্শনাদর্শনে। তস্মাৎ তাদাত্ম্য-তদুৎপত্তিনিবন্ধন এব প্রতিবন্ধঃ। যদাহ—

"কার্য্যকারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ॥"—ন্যায়দর্শন, পৃ. ১৩৪-৩৫

(Metropolitan Printing & Publishing House Ltd., Calcutta, 1936.)

১। তুং "ধূমো হি যত্র যত্রেতি সামান্যেনৈব গৃহ্যতে।
ন পুনঃ পর্বতেঽরণ্যে গৃহে বেত্যেবমিষ্যতে॥"
—ন্যায়মঞ্জরী, ১ম ভাগ, পৃ. ১০২।

অপি চ—"ন চ সকলত্রিভুবনবিবরনিরুদ্ধধূমাগ্নিব্যক্তিসার্থসাক্ষাৎকরণমুপযুজ্যতে, জ্বলনত্বাদি-সামান্যপুরঃসরতয়া ব্যাপ্তিগ্রহণাৎ···"—ঐ. ১ম ভাগ. পৃ. ১১১।

অতএব দেখা গেল বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান—এই দুইটি মাত্রই প্রমাণ। উপমান, শব্দ প্রভৃতি অতিরিক্ত প্রমাণান্তর তাঁহাদের মতে সম্ভব নহে। সুতরাং তৃতীয় প্রকারের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেহেতু দৃষ্ট এক বস্তু হইতে অপর এক তৎসম্বদ্ধ বস্তুবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ ঘটিয়া থাকে, সেইহেতু প্রকৃত পক্ষে ইহা অনুমানাত্মক প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন। ফলতঃ অভিব্যক্তির তৃতীয় ভেদের অন্তর্ভুক্ত ত্রিবিধ অবান্তর ভেদের প্রত্যেকটিই অনুমিতিরই প্রকারভেদ মাত্র—ধূম হইতে বহ্নিবিষয়ক প্রতীতিও যেমন অনুমিতি, অনুরূপভাবে আলেখ্যাদি অনুকরণ হইতে সাদৃশ্যসংসর্গবিশিষ্ট অনুকার্য্য গবাদি বস্তুবিষয়ক প্রতীতি এবং গো প্রভৃতি শব্দ হইতে নিয়তসময়রূপসম্বন্ধবশতঃ সাস্নাদিমান্ গবাদিপদার্থবিষয়ক প্রতীতি—উভয়ই অনুমিতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে—'উপমিতি' বা 'শাব্দবোধ' নহে। ইহাই মহিমভট্টের সিদ্ধান্ত।

§ ৫৮ ॥ न च वाच्यादर्थादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तरेणैव सम्भवति, सर्वस्यापि तत्प्रतीतिप्रसङ्गात्। नापि सहभावेन, धूमाग्निप्रतीत्योरिव तत्प्रतीत्योरपि क्रमभावस्यैव संवेदनात् इत्यसम्भवो लक्षणदोषः।

अथ रसाद्यपेक्षया तयोः सहभावेन प्रकाशोऽभिमत इत्युच्यते, अव्याप्तिस्तर्हि लक्षणदोषः। वस्तुमात्रालङ्कारप्रकाशस्य प्रकाशकासहभावनाव्याप्तेः।

न च रसादिष्वपि विभावादिप्रकाशनसहभावेन प्रकाशनमुपपद्यते। यतस्तैरेव कारणादिभिः कृत्रिमैर्विभावाद्यभिधानैरसन्त एव रत्यादयः प्रतिविम्बकल्पाः स्थायिभावव्यपदेशभाजः कविभिः प्रतिपत्तृप्रतीतिपथमुपनीयमाना हृदयसंवादादास्वाद्यत्वमुपयन्तः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते। न च कारणादिभिः कार्यादयः प्रतिविम्बकल्पाः सहैव प्रकाशितुमुत्सहन्ते कार्यकारणभावावसायस्यैवावसादप्रसङ्गाद्। यत्र तु तल्लक्षणं मुख्यतया सम्भवति तत्काव्यमेव न भवतीति कुत एव तद्विशेषध्वनिरूपता स्यात्।

অনুবাদ

আর বাচ্য হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি অবিনাভাব (-রূপ) সম্বন্ধের স্মরণ ব্যতিরেকেই সম্ভব হইতে পারে না, কেননা, (তাহা হইলে) সকলেরই তাহার

এই প্রসঙ্গে 'ন্যায়প্রবেশবৃত্তি-পঞ্জিকা'-কার পার্শ্বদেবের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য—"ইতরচ্চ যৎসামান্যং সাধারণং বিকল্পবিজ্ঞানাবভাসি বস্তুনো রূপং তদনুমানস্য বিষয়োঽত আহ—সামান্যেত্যাদি। সামান্যং সাধারণং লক্ষণং রূপং বিষয়ো যস্য তত্তথা। তথাহি লিঙ্গদর্শনাদনগ্নিব্যাবৃত্তমগ্নিমাত্রমেব তার্ণাদিভেদরহিতং সকলবহ্নিসাধারণং রূপং বহ্নিরত্রাস্তীত্যেবংরূপে জ্ঞানে প্রমাতুঃ প্রতিভাসত ইতি সামান্যমেবানুমানস্য গ্রাহ্যম্। স্বসংবেদনপ্রত্যক্ষসিদ্ধমেব চানুমানপ্রতিভাসিনোঽর্থস্য সাধারণরূপত্বমিতি।…"—ঐ, পৃ. ১৪ (GOS. Edn.)

(অর্থাৎ অর্থান্তরের) প্রতীতি প্রসক্ত হইবে। (বাচ্যের সহিত অর্থান্তরের প্রতীতি) সহভাবে (অর্থাৎ যুগপৎ) ও হয় না। যেহেতু ধূম ও অগ্নির প্রতীতিদ্বয়ের ন্যায় তাহাদের (অর্থাৎ বাচ্য ও অর্থান্তরের) প্রতীতিদ্বয়েরও ক্রমভাবের (বা পৌর্বা-পর্য্যের)-ই সংবেদন (বা অনুভব) হইয়া থাকে—অতএব "অসম্ভব" (-নামক) লক্ষণদোষ (প্রসক্ত হইল)।

অপরপক্ষে যদি বলা হয় যে, রসাদির অপেক্ষায় তাহাদের (অর্থাৎ বাচ্য ও অর্থান্তরের) যুগপৎ প্রকাশ অভিপ্রেত, তাহা হইলে "অব্যাপ্তি" (নামক) লক্ষণদোষ (হইবে)। যেহেতু, বস্তুমাত্র এবং অলঙ্কার (-রূপ অর্থান্তরের) প্রকাশের প্রকাশক (অর্থের) সহিত সহভাব না থাকায় 'অব্যাপ্তি' (হইবে)।

আর (তাহা ছাড়া) রসাদি (অর্থান্তরের) স্থলেও বিভাবাদিরূপ (অর্থের) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশন উপপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু সেই সকল কৃত্রিম বিভাবাদিসংজ্ঞক কারণের দ্বারাই অবিদ্যমান প্রতিবিম্বকল্প 'স্থায়িভাব' (এইরূপ) ব্যপদেশের বিষয় রত্যাদি (ভাব-) সমূহ কবিগণ-কর্তৃক (সহৃদয়) প্রতিপত্তৃগণের প্রতীতি-পদবীতে উপনীয়মান হইয়া যখন হৃদয়-সংবাদবশতঃ আস্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হয় (তখনই তাহারা) 'রস' (-রূপে) অভিহিত হইয়া থাকে। আর কারণাদির সহিত (যুগপৎ)-ই প্রতিবিম্বকল্প কার্য্যাদি (-পদার্থ) প্রকাশিত হইবার জন্য উৎসাহিত হইতে পারে না—কেননা, (তাহা হইলে) কার্য্যকারণভাবের অবসায়েরই (নিশ্চয়েরই) অবসান (বা উচ্ছেদ) প্রসক্ত হইবে। অপরপক্ষে যেখানে মুখ্যভাবে তাহার (অর্থাৎ অভিব্যক্তির) লক্ষণ সম্ভব (হইয়া থাকে), তাহা কাব্যই হইতে পারে না। অতএব তাহার (অর্থাৎ কাব্যের) বিশেষ (-ভূত) 'ধ্বনিরূপত্ব' কি করিয়াই বা হইতে পারিবে ?

বিবৃতি

মহিমভট্ট এক্ষণে বাচ্য হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি স্থলে যে (তৃতীয় প্রকারের ?) অভিব্যক্তির লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না, তাহা বিশ্লেষণপূর্বক প্রদর্শন করিতেছেন। বাচ্য হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যদি না উভয়ের মধ্যে নিয়ত অব্যভিচরিত সম্বন্ধ ('অবিনাভাব' বা 'নান্তরীয়কত্ব') বর্ত্তমান থাকে, এবং প্রতিপত্তা যদি সেই নিয়ত অবিনাভাব সম্বন্ধটি স্মরণ না করে। কেননা, অগৃহীতব্যাপ্তিক পুরুষের নিকট যেমন ধূমদর্শন হইতে বহ্নিপ্রতীতি সম্ভব হয় না, অনুরূপভাবে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থান্তরের মধ্যে বিদ্যমান অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধের স্মরণ যে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে উদ্রিক্ত হয় নাই, তাঁহার পক্ষেও বাচ্য হইতে প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, তাহাই যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে যে কোনও পুরুষ, তাহার বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থান্তরের মধ্যে

বিদ্যমান অবিনাভাব সম্বন্ধের স্মরণ না ঘটিলেও, বাচ্য হইতে প্রতীয়মান অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ধূমপ্রতীতি ও অগ্নিপ্রতীতি—এতদুভয়ের মধ্যে পৌর্বাপর্য্য বা ক্রমভাব যেমন স্বসংবেদনসিদ্ধ সেইরূপ বাচ্য হইতে যেখানে অর্থান্তরের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, সেখানেও প্রত্যেক সহৃদয় সামাজিকেরই বাচ্যপ্রতীতি এবং অর্থান্তরপ্রতীতির মধ্যে পৌর্বাপর্য্য স্বসংবেদনসিদ্ধ, অতএব অনপহ্নবনীয়। অপর পক্ষে, অভিব্যক্তির যে সামান্যলক্ষণ প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে মুখ্য অভিব্যক্তির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—[১] অভিব্যঙ্গ্য এবং অভিব্যঞ্জকরূপ অর্থদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধের স্মরণের কোনও অপেক্ষা নাই, এবং [২] অভিব্যঙ্গ্য অর্থটির অভিব্যঞ্জক অর্থের সমকালেই প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপ অর্থান্তরের ক্ষেত্রে এই দুইটি বৈশিষ্ট্যেরই অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেননা, আমরা দেখিলাম যে, [১] বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থান্তরের মধ্যে বিদ্যমান 'অবিনাভাব' সম্বন্ধের স্মরণ ব্যতিরেকে একটির দ্বারা অপরটির প্রকাশ ঘটিতে পারে না ; [২] দ্বিতীয়তঃ, বাচ্যপ্রতীতি এবং প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতীতির মধ্যে ক্রমভাব বা পৌর্বাপর্য্য স্বসংবেদনসিদ্ধ। অতএব অভিব্যক্তির মুখ্য লক্ষণটিই বাচ্য হইতে প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। সুতরাং অভিব্যক্তির লক্ষণ লক্ষ্যাভিমত বাচ্য অর্থের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান না থাকায় লক্ষণটি 'অসম্ভব' হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তাহা সৎ লক্ষণরূপে বিবেচিত হইতে পারে না ; তাহা দুষ্ট লক্ষণ ॥

ইহার উত্তরে ব্যক্তিবাদিগণ বলিতে পারেন : পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির লক্ষণটি 'অসম্ভব' বলিয়া অনুমিতিবাদিগণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। কেননা, প্রতীয়মান অর্থান্তর ত্রিবিধ হইতে পারে—বস্তু, অলংকার অথবা রসাদি ভেদে। তন্মধ্যে বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থান্তরের প্রতীতি এবং বাচ্যার্থের প্রতীতি—এতদুভয়ের মধ্যে ক্রম বর্ত্তমান। সেই জন্যই ধ্বনিবাদিগণ বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থদ্বয়কে 'সক্রম' বা 'সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু রসাদিরূপ অর্থান্তরের প্রতীতি এবং বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বর্ত্তমান না থাকায়—রসাদিরূপ অর্থ 'অক্রম' বা 'সংলক্ষ্যক্রম' ব্যঙ্গ্যরূপে ধ্বনিবাদিগণ কর্ত্তৃক ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বাচ্যার্থের সহিত বস্তু এবং অলংকাররূপ অর্থদ্বয়ের প্রতীতি যুগপৎ না ঘটিলেও, রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির যৌগপদ্য বর্ত্তমান। সুতরাং অভিব্যক্তির সামান্য লক্ষণটি বস্তু এবং অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যাভিমত এই দুইটি অর্থের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইলেও, রসাদিরূপ অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। অতএব বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির লক্ষণ সম্পূর্ণ 'অসম্ভব' অতএব দুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না।

ধ্বনিবাদিগণের এই সমাধান কিন্তু সর্বথা দোষমুক্ত নহে। কেননা, যদিও রসাদির ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির লক্ষণটি পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে সংগত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তথাপি বস্তু ও অলংকাররূপ অর্থদ্বয়ের প্রতীতি যেহেতু ধ্বনিবাদিগণের মতানুসারেও বাচ্যার্থ-প্রতীতির সমকালেই সম্ভব হইতে পারে না, সেইজন্য অভিব্যক্তির লক্ষণ ব্যঙ্গ্যাভিমত এই দুইটি

অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হইতে পারেনা। ফলে লক্ষ্যের একদেশে লক্ষণটি বর্ত্তমান না থাকায় 'অব্যাপ্তি' নামক লক্ষণ দোষের প্রসক্তি বারণ করা কোনও প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব ধ্বনিবাদিগণের পূর্ববর্ণিত যুক্তি অনুসারে বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিস্থলে অভিব্যক্তির সামান্যলক্ষণটি 'অসম্ভব' না হইলেও যে 'অব্যাপ্তিদোষ'-গ্রস্ত, তাহা ধ্বনিবাদিগণকেও অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং অভিব্যক্তির লক্ষণটি প্রতীয়মানার্থের প্রতীতির স্থলে সর্বথা দোষমুক্ত হইতে পারিল না—একটি দোষ পরিহার করিতে গিয়া অপর একটি দোষের প্রসক্তি হইল—ইহাই মহিমভট্টের বক্তব্য।

কিন্তু মহিমভট্ট রসের ক্ষেত্রেও যে অভিব্যক্তির লক্ষণ সংগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অভ্যুপগমবাদমাত্র। কেননা, অনুমিতিবাদীর মতে বাচ্য বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদিরূপ অর্থান্তরপ্রতীতির মধ্যে কার্য্য-কারণভাবরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় উভয় প্রতীতির যৌগপদ্য যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। বিভাবাদিপ্রতীতি যে রসাদিপ্রতীতির প্রতি কারণ এবং রসাদিপ্রতীতি যে কার্য্য—তাহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে মহিমভট্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। আর কারণ যে কার্য্যের পূর্বভাবী ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাচ্য বিভাবাদি হইতে যেস্থলে রসাদিরূপ অর্থান্তরের প্রতীতি ঘটে, সেখানে উভয়ের মধ্যে সহভাব কিভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়? এবং প্রকাশ্য ও প্রকাশকরূপ অর্থদ্বয়ের সহপ্রতীতিই যে অভিব্যক্তির মুখ্য বৈশিষ্ট্য ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বস্তু, অলংকার এবং রসাদিরূপ ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রেই বাচ্য অর্থের সহিত যুগপৎ প্রতীতি সম্ভব না হওয়ায় অভিব্যক্তির লক্ষণ কোনও ক্ষেত্রেই সংগত না হওয়ায়—প্রকৃতপক্ষে 'অসম্ভব' নামক লক্ষণদোষই প্রসক্ত হইল, 'অব্যাপ্তি' নামক লক্ষণদোষ নহে—ইহাই মহিমভট্টের গূঢ় অভিপ্রায়।

§ ५९ ॥ द्विविधो हि प्रकाशकोऽर्थ उपाधिरूपः स्वतन्त्रश्चेति। तत्र ज्ञानशब्दप्रदीपादिरुपाधिरूपः। तदुक्तं—'त्रयः प्रकाशाः स्वपरप्रकाशा' इति। अन्यः स्वतन्त्रो धूमादिः। तत्राद्यस्तावद् भवद्भिर्नाभ्युपगन्तव्य एव प्रत्यक्षाभिधेययोरेवार्थयोः काव्यतापत्तिप्रसङ्गात्। अन्यस्य तु लिङ्गत्वमेवोपपद्यते न व्यञ्जकत्वं व्यक्तेरनुपपत्तेः।

অনুবাদ

প্রকাশক অর্থটি দুই প্রকার হইতে পারে—উপাধিরূপ এবং স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে জ্ঞান শব্দ (এবং) প্রদীপাদি (অর্থ) উপাধিরূপ। সেইজন্য বলা হইয়াছে—"তিনটি প্রকাশ (অর্থাৎ প্রকাশক অর্থ) (যুগপৎ) স্বপ্রকাশ এবং পরপ্রকাশ।" অন্য স্বতন্ত্র (উপাধিরূপ অর্থ যেমন,)—ধূম প্রভৃতি। তন্মধ্যে আদ্য (প্রভেদ অর্থাৎ উপাধিরূপ) আপনাদের দ্বারা (অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণ কর্ত্তৃক) অভ্যুপগত হইতেই

পারে না—কেননা তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং অভিধেয় এই দ্বিবিধ অর্থেরই কাব্যতাপত্তি প্রসক্ত হইবে। অন্যটির (অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপ প্রকাশক অর্থটির) ব্যক্তির অনুপপত্তিবশতঃ লিঙ্গত্বই উপপন্ন হইতে পারে, ব্যঞ্জকত্ব নহে ॥

বিবৃতি

মহিমভট্ট এক্ষণে অন্যরূপ যুক্তির সাহায্যে বাচ্যরূপ প্রকাশক অর্থটিকে কেন প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতীতির প্রতি অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

প্রকাশকরূপে অভিমত অর্থটি দ্বিবিধ হইতে পারে—হয় উপাধিরূপ অথবা স্বতন্ত্র। প্রথম উপাধিরূপ প্রকাশক অর্থটি আবার ত্রিবিধ হইতে পারে—জ্ঞানরূপ, শব্দরূপ অথবা প্রদীপাদি প্রকাশরূপ। 'উপাধি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝা সম্ভব হইবে। 'উপাধি'-শব্দটি উদয়নাচার্য্য-প্রমুখ নৈয়ায়িক দার্শনিকগণের মতে 'যোগরূঢ়'—যে পদার্থ সমীপবর্ত্তী-পদার্থান্তরে স্বকীয় ধর্ম সংক্রামিত করিয়া থাকে, তাহাকেই 'উপাধি' বলা হইয়া থাকে। যেমন জবাকুসুম স্ফটিকখণ্ডের 'উপাধি'। কেননা, জবাকুসুম স্বকীয় লৌহিত্যরূপ ধর্মটি স্ব-সমীপবর্ত্তী স্বচ্ছ স্ফটিকখণ্ডে সংক্রামিত করিয়া থাকে।[১] টীকাকার রুয্যকও উপাধির স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"উপাধিঃ স্বরূপোপরঞ্জনেনান্যপ্রতীতিহেতুঃ।" অর্থাৎ উপাধিরূপ প্রকাশক অর্থটি অন্য অর্থের প্রতীতির প্রতি হেতু এবং ইহা সেই অর্থান্তরে আপন স্বরূপ বা আত্মীয় ধর্মটির 'উপরঞ্জন' বা 'সংক্রামণ' করিয়া থাকে। উপস্থিত অর্থটি উপাধির দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াই প্রকাশিত বা প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে—ইহাই উপাধির বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান, শব্দ এবং প্রদীপরূপ পদার্থত্রয়ের ক্ষেত্রে উপাধির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ অর্থই অর্থান্তরের প্রকাশক। কেননা, জ্ঞান জ্ঞেয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে, শব্দ আপন অভিধেয় অর্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং প্রদীপাদি জ্যোতিঃ ঘটাদি বাহ্য বিষয়কে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে। জ্ঞেয়কে প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান জ্ঞেয়কে উপরঞ্জিত করিয়া থাকে এবং জ্ঞেয়ের সহিত উহার যুগপৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্রূপ শব্দ যখন অর্থকে প্রকাশ করে, তখন শব্দটিও অর্থের উপরঞ্জকরূপে যুগপৎ প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। শব্দটি তটস্থ থাকিয়া অর্থের প্রতীতি উৎপাদন করে না। অর্থের ন্যায় শব্দও যুগপৎ প্রকাশের বিষয় হইয়া থাকে।[২] তুল্যভাবে প্রদীপরূপ উপাধি ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশিত

১। দ্র° "উদয়নাচার্য্যমতে উপাধিপদং যোগরূঢ়ম্। অত্র ব্যুৎপত্তিঃ। উপ সমীপবর্ত্তিনি আদধাতি সংক্রাময়তি স্বীয়ং ধর্মমিত্যুপাধিঃ ইতি। যদ্ধর্মবোধকশব্দসমভিব্যাহারেণ চোপাধিপদং প্রযুজ্যতে তদ্ধর্মসংক্রামকত্বং তদ্ বোধয়তি। যথা স্ফটিকলৌহিত্যে জবাকুসুমমুপাধিরিত্যত্র লৌহিত্যসংক্রামকত্বম্।" —ন্যায়কোশ, পৃ. ১৭৭ (BORI. Poona. 1928).

২। তু° "বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শব্দৈর্নার্থঃ প্রকাশ্যতে।
ন সত্তয়ৈব তেঽর্থানামগৃহীতাঃ প্রকাশকাঃ ॥—বাক্যপদীয়, ১.৫৬

করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংও প্রকাশিত হইয়া থাকে—ইহা "স্বজ্ঞানেনান্যধীহেতুঃ সিদ্ধেঽর্থে ব্যঞ্জকো মতঃ। যথা দীপঃ—" আচার্য ধর্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিকস্থ পূর্বোদ্ধৃত কারিকাটিতে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ত্রিবিধ উপাধিরূপ পদার্থের ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপাধির দ্বারা উপাধেয় পদার্থান্তরটি উপরঞ্জিত হইয়া থাকে এবং উপাধেয় অর্থটির প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই উপাধিভূত জ্ঞান, শব্দ এবং প্রদীপাদিরূপ পদার্থেরও প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব জ্ঞান শব্দ এবং দীপরূপ উপাধিত্রয় 'স্ব-পর-প্রকাশ' অর্থাৎ যুগপৎ 'স্বপ্রকাশ' এবং 'পরপ্রকাশ' রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। মহিমভট্ট এই প্রসঙ্গে প্রাচীন পূর্বাচার্য্যের—"ত্রয়ঃ প্রকাশাঃ স্ব-পর-প্রকাশাঃ"—এই উক্তিটি আপন-মতের সমর্থনের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন।[১]

অপর পক্ষে, ধূমাদিরূপ অর্থ 'স্বতন্ত্র' প্রকাশকরূপে অভিমত—'উপাধি'-রূপে নহে। কেননা, ধূম হইতে যখন বহ্নিরূপ অর্থান্তরের প্রতীতি ঘটে—তখন বহ্নিপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধূমেরও প্রতীতি ঘটে না; তদ্ভিন্ন ধূমের কোনও ধর্ম বহ্নিতে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে 'উপরঞ্জিত' করিতে পারে না। 'ধূম' বহ্নিরূপ পদার্থান্তর হইতে সর্বথা 'স্বতন্ত্র' এবং তটস্থ থাকিয়া বহ্নিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান-শব্দ-দীপরূপ উপাধিত্রয় এবং ধূমাদি 'স্বতন্ত্র' প্রকাশক—প্রকাশক অর্থের এই দ্বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে যে মূলতঃ প্রভেদ বর্ত্তমান, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন যদি বাচ্য অর্থের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যদিও ইহা ব্যঙ্গ্যরূপে অভিমত বস্তু, অলংকার বা রসাদিরূপ অর্থের প্রকাশক বটে, তথাপি

১। মনে হয় মহিমভট্ট ভর্ত্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডের উপর মহাবৈয়াকরণ হরিবৃষভপ্রণীত বৃত্তি হইতেই 'ত্রয়ঃ প্রকাশাঃ স্ব-পর-প্রকাশাঃ'—এই উক্তিটি উদ্ধার করিয়াছেন।

"প্রাপ্তরূপবিভাগায়া যো বাচঃ পরমো রসঃ।
যৎ তৎ পুণ্যতমং জ্যোতিস্তস্য মার্গোঽয়মাঞ্জসঃ॥"

—বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডের অন্তর্গত কারিকাটির (১. ১২) বৃত্তিতে আচার্য্য হরিবৃষভ বলিয়াছেন—"...পরমো রস ইতি। বাচকত্বাদভ্যুদয়হেতুত্বাচ্চ ব্যবস্থিতসাধুভাবঃ শব্দসমূহোঽভিধীয়তে। এবং হ্যাহ—'ঋজীষমেতদ্ বাচো যঃ সংস্কারহীনঃ শব্দঃ' ইতি। যত্তৎ পুণ্যতমং জ্যোতিঃ। **ইহ ত্রীণি জ্যোতীংষি ত্রয়ঃ প্রকাশাঃ স্বরূপ-পররূপয়োরবদ্যোতকাঃ।** তদ্ যথা— 'যোঽয়ং জাতবেদাঃ যশ্চ পুরুষেষ্বান্তরঃ প্রকাশো যশ্চ প্রকাশাপ্রকাশয়োঃ প্রকাশয়িতা শব্দাখ্যঃ প্রকাশস্তত্রৈতৎ সর্বমুপনিবদ্ধং যাবৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ' ইতি।..."—পৃ. ৩৬ (বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ) ভর্ত্তৃহরিপ্রমুখ বৈয়াকরণ আচার্য্যগণের মতে প্রদীপাদি প্রকাশ এবং অন্তর্যামী আত্মচৈতন্যের প্রকাশ অপেক্ষা শব্দতত্ত্বের জ্যোতীরূপতা ও প্রকাশকত্ব মূলীভূত এবং ব্যাপকতম। 'বাক্যপদীয়' নিবন্ধের বহু স্থলে এই ত্রিবিধ প্রকাশের যুগপৎ উল্লেখ এবং শব্দরূপ জ্যোতিঃর শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে খ্যাপিত হইয়াছে। তুলনীয়ঃ "প্রাজাপত্যং মহত্তেজস্তৎপাত্রৈরিব

ইহাকে 'উপাধি'-রূপে স্বীকার করা সম্ভব নহে। কেননা, 'উপাধি' কেবল প্রত্যক্ষ ঘটাদি বাহ্যবিষয় অথবা অভিধেয় অর্থকেই স্বরূপোপরঞ্জনের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকে। 'অভিব্যঞ্জক' রূপে অভিমত অর্থ যদি পদার্থান্তরের 'উপাধি'-রূপ প্রকাশক—ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত হইত, তবে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ এবং অভিধেয় অর্থই 'অভিব্যঙ্গ্য' বা ধ্বনিরূপে ব্যপদেশের যোগ্য হইত। ফলে প্রত্যক্ষ এবং অভিধেয় অর্থেরই [ধ্বনি-] কাব্য বা উত্তমকাব্য রূপে ব্যপদেশ প্রসক্ত হইত। কিন্তু ধ্বনিবাদিগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, কাব্যের ক্ষেত্রে বাচ্য অর্থটি বস্তু অলংকার বা রসাদিরূপে প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতি জ্ঞান-শব্দ-দীপের ন্যায় 'উপাধি'-রূপ প্রকাশক হইতে পারে না। সুতরাং পরিশেষানুমানের সাহায্যে বাচ্য অর্থ যে প্রতীয়মান অর্থান্তরের ধূমাদি পদার্থের ন্যায় দ্বিতীয় প্রকারের 'স্বতন্ত্র' প্রকাশক ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রকাশকের স্বরূপ যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে ধূমাদি 'স্বতন্ত্র' প্রকাশক প্রকৃতপক্ষে বহ্নি প্রভৃতির অর্থের প্রকাশের প্রতি 'লিঙ্গ' বা 'সাধন' বা 'হেতু' ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না এবং সেই লিঙ্গপ্রতীতি হইতে বহ্ন্যাদি লিঙ্গী বা সাধ্যের প্রতীতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যে 'অবিনাভাব'-সম্বন্ধের স্মরণবশতঃ। আর লিঙ্গ হইতে যেখানে লিঙ্গীর প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, সেখানে যে প্রকৃতপক্ষে অনুমানেরই অবকাশ, ইহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। অতএব বাচ্য অর্থ হইতে যদি প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাচ্য অর্থটি ধূমাদির ন্যায় প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির প্রতি 'লিঙ্গ' বা 'হেতু' ইহাই সিদ্ধ হইল। সুতরাং বাচ্য হইতে অর্থান্তরের প্রতীতি অনুমান ভিন্ন অন্য কিছু নহে এবং বাচ্য অর্থটি বস্তুতঃ প্রতীয়মান অর্থান্তরের প্রকাশের প্রতি 'লিঙ্গ' বা 'সাধন' মাত্র; তাহাকে প্রদীপাদির ন্যায় 'অভিব্যঞ্জক' হেতু রূপে পরিগণনা করা আদৌ সম্ভব নহে; কেননা, অভিব্যক্তির বিশেষ লক্ষণগুলি যে বাচ্য অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হয় না, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥

§ ৬০ ॥ न च त्रिविधस्यापि व्यङ्ग्याभिमतस्यार्थस्य प्रकाशकसहभावेन प्रकाशस्तस्यापि ध्वनिकारस्याभिमतः। यदयमाह—'न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः। तत एव च तत्प्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात् क्रमोऽवश्यम्भावी। स तु लाघवान्न प्रकाशत इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादय' इति।

সংবৃত্তম্। শরীরভেদে বিদুষাং স্বাং যোনিমুপধাবতি ॥ যদেতন্মণ্ডলং ভাস্বদ্ ধাম চিত্রস্থ রাধসঃ। তদ্ভাবমভিসম্ভূয় বিদ্যায়াং প্রবিলীয়তে ॥" অপি চ—"যথা প্রকাশকত্বমগ্নেঃ স্বরূপং চৈতন্যং বান্তর্যামিণস্তথা জ্ঞানমপি সর্বং বাগ্‌রূপমাত্রানুগতম্।" —বাক্যপদীয়ঃ ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা ১. ১২০ এবং ১. ১২৪ ও তত্রত্য আচার্য্য হরিবৃষভকৃত বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ

আর ব্যঙ্গ্যরূপে অভিমত (বস্তু-অলংকার-রসাদিরূপ) ত্রিবিধ অর্থের (কোনটিরই) প্রকাশকের সহিত সমকালেই প্রকাশ স্বয়ং ধ্বনিকারেরও অভিমত নহে। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন -"বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহই রস—কাহারও এইরূপ বোধ (হয়) না। সেইজন্যই তাহাদের (অর্থাৎ বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসমূহের) প্রতীতির সহিত রসাদি অর্থের প্রতীতি অবিনাভবসম্বন্ধবিশিষ্ট—এই কারণে তাহাদের (উভয়ের) প্রতীতি (-দ্বয়) (পরস্পর)-কার্য্যকারণভাব (-রূপ) সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়ার জন্য (উভয়ের মধ্যে) ক্রম (বা পৌর্বাপর্য্য) অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা লাঘব-(বা সূক্ষ্মত্ব-) বশতঃ প্রকাশিত হয় না—এই হেতু রসাদিরূপ (অর্থ) অলক্ষ্যক্রম হইয়াই ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে ॥"

বিবৃতি

আচার্য্য মহিমভট্ট ইতঃপূর্বে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির মধ্যে সাধ্যসাধনভাব বা কার্য্য-কারণভাবরূপ সম্বন্ধবশতঃ উভয়ের মধ্যে ক্রম যে অবশ্যম্ভাবী তাহা নানা যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শুধুই বস্তু বা অলংকারূপ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিই যে বাচ্যপ্রতীতির উত্তরভাবী,—তাহাই নহে। রসাদিরূপ প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থের প্রতীতি এবং রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবরূপ সম্বন্ধের সদ্ভাব থাকায়, উভয়ের মধ্যে ক্রম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মহিমভট্টের মতে বস্ত্বলংকাররসাদিরূপ ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিই বাচ্যার্থপ্রতীতির উত্তরভাবী—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব উভয় প্রতীতির মধ্যে সহভাব বর্তমান না থাকায় মুখ্য ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব যে সম্ভব হইতে পারে না,—ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে মহিমভট্ট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান অনুচ্ছেদে মহিমভট্ট তাঁহার অভিমতের সমর্থনে ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যেরই একটি উক্তি উদ্ধার করিতেছেন। বস্তু বা অলংকার রূপ প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি এবং বাচ্য অর্থের প্রতীতি—এতদুভয়ের মধ্যে যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য সুস্পষ্টভাবে বর্তমান, তাহা শুধু মহিমভট্টই নহেন, আনন্দবর্ধন প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণও তাহা অস্বীকার করেন না। কেননা, ধ্বনিকার বস্তু এবং অলংকাররূপ প্রতীয়মান অর্থদ্বয়কে 'সক্রমব্যঙ্গ্য' বা 'সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য'-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই নামকরণের দ্বারাই বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থদ্বয়ের প্রতীতির মধ্যে বর্তমান ক্রমকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি এবং বাচ্য বিভাবাদি প্রতীতির মধ্যেও বর্তমান ক্রম আনন্দবর্ধনাচার্য্য অপহ্নব করিতে পারেন নাই। কেননা তিনি 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতে বাচ্য বিভাবাদি এবং ব্যঙ্গ্যরূপে অভিমত রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির মধ্যে [যে সম্বন্ধ] তাহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন: "ন হি বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব..." ইত্যাদি।

এই উদ্ধৃতির দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে আচার্য্য আনন্দবর্ধনও বাচ্য বিভাবাদিরূপ অর্থ এবং প্রতীয়মান রসাদিরূপ অর্থকে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বাচ্য বিভাবাদি-প্রতীতিটি কারণস্থানীয় এবং রসাদি-প্রতীতি তাহার কার্য্য। এবং উভয়ের মধ্যে অবিনাভাব রূপ নিয়ত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কারণ যে কার্য্যের পূর্বভাবী, উভয়ের মধ্যে যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য কিছুতেই অপহ্নব করা সম্ভব নয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। ইহা যদি অপলাপ করা যায়, তবে কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধেরই সর্বথা উচ্ছেদ ঘটিবে। সুতরাং বাচ্য বিভাবাদি-প্রতীতি এবং ব্যঙ্গ্য রসাদি-প্রতীতির মধ্যে ক্রম অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে আনন্দবর্ধনাচার্য্য কিজন্য রসাদিরূপ অর্থকে 'অ-ক্রম' বা 'অসংলক্ষ্য-ক্রম' ব্যঙ্গ্যরূপে ব্যপদিষ্ট করিয়াছেন? ইহার উত্তরে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে, বাচ্য বিভাবাদিপ্রতীতি এবং রসাদি-প্রতীতির মধ্যে বিদ্যমান ক্রমটি এতই সূক্ষ্ম বা স্বল্পস্থায়ী যে সহৃদয় সামাজিকের নিকট তাহা প্রতিভাত হয় না। বিভাবাদি-প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন রসাদিপ্রতীতি সংঘটিত হয় বলিয়া মনে হয়। সেইজন্যই রসাদিরূপ অর্থকে 'অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য' রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্রম বা পৌর্বাপর্য্যটি লক্ষিত হয় না,—ইহার দ্বারা ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য যে সর্বথা অসৎ বা অবিদ্যমান, তাহা প্রমাণিত হয় না। আনন্দবর্ধনের এই সুস্পষ্ট উক্তি হইতে রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতির ক্ষেত্রেও যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব মুখ্যভাবে সম্ভব নয়, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইল।

§ ৬১ ॥ अथैतद्दोषभयात् सहभावानपेक्षमेतल्लक्षणमुच्यते। तथाप्यनुमानेऽतिव्याप्तिः। तत्राप्युपसर्जनीकृतात्मना धूमादिना प्रकाश्यस्य प्रकाशोऽस्त्येव। अथासद्ग्रहणेन सा निरस्तेत्युच्यते तर्हि घटप्रदीपयोस्तस्याव्याप्तिः घटस्य सत्त्वात्।

अथासद्ग्रहणं न करिष्यत इति तर्हि अर्कालोकेन्द्रचापादावव्याप्तिः। इन्द्रचापादेरसत्त्वात्।

अथोभयोरपि ग्रहणं न करिष्यत इति तर्ह्यनुमानस्यैव तल्लक्षणं पर्यवस्यति, न व्यक्तेः। तच्चेष्टमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च क्रमेणैव प्रकाशोपगमात्।

तस्मात् तदवस्थ एवासम्भवो लक्षणदोषः। किञ्च सदसद्भावेन प्रकाश्यस्य विशेषणमनुपपन्नं व्यावर्त्याभावाद् इति।

অনুবাদ

আর যদি এই দোষের ভয়ে 'সহভাব'-কে অপেক্ষা না করিয়াই ইহার (অর্থাৎ অভিব্যক্তির) লক্ষণ কথিত হয়, তাহা হইলেও অনুমানে 'অতিব্যাপ্তি' (হইবে)। (কেননা,) সেখানেও উপসর্জনীকৃতস্বভাব ধূমাদি (পদার্থে)-র দ্বারা প্রকাশ্য (বহ্ন্যাদি অর্থের) প্রকাশ আছেই। (আর) যদি বলা হয় যে 'অসদ্'-গ্রহণের দ্বারা তাহা (অর্থাৎ সেই অতিব্যাপ্তি) নিরস্ত হইয়াছে, তাহা হইলে ঘট এবং

প্রদীপের স্থলে তাহার (অর্থাৎ সেই লক্ষণের) 'অব্যাপ্তি' (হইবে), কেননা ঘটের সত্ত্ব (বা অস্তিত্ব) বর্ত্তমান।

আর যদি অসদ্ গ্রহণ না করা হয়, তবে অর্কালোক এবং ইন্দ্রচাপাদি স্থলে 'অব্যাপ্তি' (ঘটিবে)। কেননা, ইন্দ্রচাপাদির সত্ত্ব নাই।

আর যদি (বলা হয়) উভয়েরই গ্রহণ করা হইবে না,—তবে তাহা অনুমানেরই লক্ষণ (-রূপে) পর্য্যবসিত হয়, ব্যক্তির নয়। এবং তাহা আমাদের অভীষ্টই। যেহেতু বাচ্য এবং প্রতীয়মান রূপ 'সৎ' অর্থদ্বয়ের ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য অনুসারেই প্রকাশ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অতএব 'অসম্ভব' (-রূপ) লক্ষণদোষ তদবস্থই (রহিল)। তাহা ছাড়া, প্রকাশ্য অর্থের 'সৎ' বা 'অসৎ' রূপে বিশেষণ অনুপপন্ন—কেননা (এমন কোনও) ব্যাবর্ত্ত্য (পদার্থেরই) সম্ভাব নাই (বিশেষণের দ্বারা যাহার ব্যাবৃত্তি হইতে পারে)।

বিবৃতি

পূর্ব অনুচ্ছেদে মহিমভট্ট ব্যক্তি বা ব্যঞ্জনার লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সতোঽসত এব বাঽর্থস্য প্রকাশমানস্য সম্বন্ধস্মরণানপেক্ষিণা প্রকাশকেন সহৈব প্রকাশবিষয়তাপত্তিরভিব্যক্তিরিতি তল্লক্ষণমাচক্ষতে।" বাচ্যের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির উক্ত লক্ষণের সমন্বয় সাধন যে অনুমিতিবাদিগণের দৃষ্টিকোণ হইতে সম্ভব নহে, তাহা মহিমভট্ট বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ব্যক্তির ঐ লক্ষণটি যে বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'অসম্ভব' দোষগ্রস্ত তাহাও ব্যক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্ত উদ্ধারপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক অর্থের সহভাবে প্রতীতি—যাহা অভিব্যক্তির মুখ্য লক্ষণ, তাহা বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। স্বয়ং আনন্দবর্ধনাচার্য্যও এই বিষয়ে একমত—ইহ তাঁহার পুর্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন মহিমভট্ট তাঁহার ব্যক্তিনিরাকরণকে দৃঢ়তর করিবার জন্য 'স্থূণানিখননন্যায়ে' ব্যক্তিবাদিগণের দৃষ্টিকোণ হইতে কয়েকটি সম্ভাব্য সমাধান-পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন করতঃ সেগুলি খণ্ডন পূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

মহিমভট্ট বাচ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির লক্ষণটি যে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থদ্বয়ের ক্রমপ্রতীতিবশতঃ 'অসম্ভব' তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিবাদিগণ উক্ত 'অসম্ভব' দোষের সমাধানকল্পে ব্যক্তির পূর্বোল্লিখিত লক্ষণ-বাক্যটিতে ("সতোঽসত এব বাঽর্থস্য..." ইত্যাদি) কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। ব্যক্তিলক্ষণে যে "প্রকাশ্য অর্থের সহিত যুগপৎ প্রকাশবিষয়তাপত্তি" রূপ ধর্মটি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যদি পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে ব্যক্তিলক্ষণটি সম্ভব হইতে পারিবে—কেননা, তাহা হইলে বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রম থাকিলেও ব্যক্তির কোনও বাধা হইবে না। ব্যক্তিবাদিগণের এইরূপ সম্ভাব্য সমাধান সর্বদা দোষমুক্ত নহে। কেননা,

ব্যক্তিলক্ষণে যদি প্রকাশ্য ও প্রকাশক অর্থের যুগপৎ প্রকাশবিষয়ত্বাপত্তিরূপ ধর্মের সন্নিবেশ করা না হয়, তবে সেই পরিবর্ত্তিত ব্যক্তিলক্ষণটি অনুমানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইতে পারিবে। যেহেতু ধূমরূপ প্রকাশকের দ্বারা বহ্নিরূপ প্রকাশ্যের প্রতীতিগোচরতা সাধিত হইয়া থাকে এবং উক্ত পদার্থদ্বয়ের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ধূমপ্রতীতি হইতে বহ্নিপ্রতীতিরূপ অনুমানও ব্যক্তিলক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় ব্যক্তির উদাহরণরূপেই পরিগণিত হইবে। কিন্তু ধূম হইতে বহ্নির অনুমানকে কেহই 'অভিব্যক্তি' বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং যাহা ব্যক্তির লক্ষ্য বা দৃষ্টান্ত নহে, তাহাতে ব্যক্তির লক্ষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় উক্ত পরিবর্ত্তিত সহভাবনিরপেক্ষ লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট—ইহা সিদ্ধ হইল। ইহার উত্তরে ব্যক্তিবাদিগণ বলিতে পারেন যে, পরিবর্ত্তিত ব্যক্তিলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষের প্রসক্তি ঘটিবে না—কেননা, লক্ষণান্তর্গত 'অসৎ' পদের দ্বারাই ("সতোঽসত এব বার্থস্য…") উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাকৃত হইতে পারিবে। যেহেতু 'অসৎ'-পদের সন্নিবেশের দ্বারা যেখানে প্রকাশ্য অর্থটি পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল না, সেইখানে ব্যক্তিলক্ষণ সংগত হইতে পারিবে। বাচ্য ও প্রতীয়মান অর্থের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থ প্রতীতির অনন্তর প্রকাশিত হইয়া থাকে, তৎপূর্বে উহার বিদ্যমানতা ছিল না। ফলে ব্যক্তিলক্ষণ বাচ্য অর্থের ক্ষেত্রে সংগত হইতে পারিবে। অপরপক্ষে, ধূম হইতে বহ্নিপ্রতীতির স্থলে যেহেতু বহ্নি ধূমের কারণ বলিয়া ধূমের পূর্বভাবী অতএব ব্যক্তিলক্ষণে "অসতঃ" পদটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহা ধূম হইতে বহ্নির অনুমিতির ক্ষেত্রে সংগত হইতে পারিবে না। ফলে অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিলক্ষণের 'অতিব্যাপ্তি' শঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু এইভাবে অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বা অতিপ্রসঙ্গ নিরাকৃত হইলেও ঘট-প্রদীপ দৃষ্টান্তস্থলে তাহার 'অব্যাপ্তি' প্রসক্ত হইবে। কেননা, প্রদীপের দ্বারা যেখানে ঘটের অভিব্যক্তি ঘটে সেখানে ঘটটি পূর্বসিদ্ধ বা 'সৎ' হওয়ায় 'অসতঃ' পদঘটিত ব্যক্তিলক্ষণটি কোনও প্রকারেই সেখানে সংগত হইতে পারিবে না। অথচ ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্তটি অভিব্যক্তির একটি লোকপ্রসিদ্ধ নির্বিবাদসিদ্ধ উদাহরণ। ফলে, অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার করিতে গিয়া অব্যাপ্তি দোষের আপত্তি হইবে।

এই 'অতিব্যাপ্তি' পরিহারের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবাদিগণ বলিতে পারেন: ব্যক্তিলক্ষণে 'অসতঃ' এই বিশেষণের সন্নিবেশের ফলে যদি ঘটপ্রদীপস্থলে ব্যক্তিলক্ষণটি 'অব্যাপ্ত' হয়, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণে 'অসতঃ' এই পদটি বর্জন করিলে আর অব্যাপ্তির কোনও শঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু এরূপ সমাধানও সর্বথা নির্দোষ নহে। কেননা, অর্কালোকের দ্বারা যখন ইন্দ্রচাপের অভিব্যক্তি ঘটে, তখন সেখানে প্রকাশ্য ইন্দ্রচাপটি 'অসৎ' বা পূর্ব হইতে বিদ্যমান নহে। ফলে অসদ্‌বিষয়ক অভিব্যক্তির প্রসিদ্ধ উদাহরণ অর্কালোকের দ্বারা ইন্দ্রচাপাদির অভিব্যক্তির স্থলে বক্তিলক্ষণ সংগত-না হওয়ায় পুনরায় 'অব্যাপ্তি' দোষ প্রসক্ত হইবে।

ইহার উত্তরে যদি ব্যক্তিবাদিগণ বলেন যে ব্যক্তিলক্ষণে কেবলমাত্র 'সদ্‌গ্রহণ' করিলে 'অব্যাপ্তি' দোষের প্রসক্তি হয় আবার কেবলমাত্র 'অসদ্‌গ্রহণ' করিলে অপর প্রকার

'অব্যাপ্তি' দোষ ঘটে—সুতরাং যদি ব্যক্তিলক্ষণে 'সতঃ' এবং 'অসতঃ' এই উভয়বিধ বিশেষণই পরিত্যক্ত হয়, তবে কোনও প্রকার অব্যাপ্তি দোষেরই আর শঙ্কা থাকিতে পারে না। অনুমিতিবাদিগণ এই সমাধানটিকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, এইভাবে ব্যক্তিলক্ষণটি যদি পরিবর্তিত হয়, তবে তাহা আর প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির লক্ষণ থাকে না; প্রত্যুত তাহা অনুমানেরই লক্ষণরূপে পর্য্যবসিত হয়। এবং অনুমিতিবাদিগণ ইহাই চাহেন। কেননা, তাঁহাদের মতানুসারে ধ্বনিবাদিগণের অভিমত অভিব্যক্তি অনুমানেরই নামান্তরমাত্র, কোনও পৃথক্ তত্ত্বান্তর নহে। বাচ্য হইতে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিস্থলে প্রকাশক বাচ্য এবং প্রকাশ্য রসভাবাদিরূপ অর্থের প্রকাশের মধ্যে সহভাব বর্তমান নাই এবং প্রকাশক এবং প্রকাশ্যরূপে অভিমত দুইটি অর্থই 'সৎ'। সুতরাং ধূম হইতে সদ্‌বিষয়ক বহ্নিপ্রতীতি যেমন অনুমান, সেইরূপ বাচ্য হইতে 'সৎ' রসাদিরূপ অর্থের প্রকাশও অনুমান ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহাকে 'অভিব্যক্তি' বলা কোনও প্রকারেই সংগত হইতে পারে না।

এইভাবে ব্যক্তিলক্ষণটি যেরূপভাবেই পরিবর্তিত করা হউক না কেন বাচ্য হইতে প্রতীয়মান অর্থের প্রকাশকে কোনওমতেই "অভিবক্তি"-র মুখ্য লক্ষ্যরূপে পরিগণনা করিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিলক্ষণ বাচ্য অর্থের ক্ষেত্রে সর্বথা 'অসম্ভব'—এই দোষ পরিহার করা কোনওরূপেই সম্ভব হয় না। অপি চ ব্যক্তিলক্ষণে "সতোঽসত এব বার্থস্য..." এইভাবে অর্থের যে 'সৎ' ও 'অসৎ' রূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তহারও কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষণ বলিতে ব্যাবর্তক ধর্মকে বুঝায়—সুতরাং যেস্থলে কোনও সজাতীয় বা বিজাতীয় অর্থান্তর হইতে প্রকৃত কোনও অর্থবিশেষকে ব্যাবৃত্ত বা ব্যবচ্ছিন্ন করার আবশ্যকতা হয়, সেখানেই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্যাবর্তনীয় কোনও অর্থান্তরের সদ্ভাব না থাকিলে বিশেষণের দ্বারা কোনও ব্যাবৃত্তিই সিদ্ধ হয় না—ফলে বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যক্তিলক্ষণে যে প্রকাশ্য অর্থেরও 'সতঃ' এবং 'অসতঃ' এইরূপ দুইটি বিশেষণ একই সঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা কোনও প্রকার ব্যাবৃত্তি সাধিত হইতেছে না—যেহেতু প্রকাশ্য অর্থমাত্রই হয় 'সৎ' না হয় 'অসৎ' হইবেই, এই উভয় হইতে অতিরিক্ত তৃতীয় কোনও প্রকাশ্য অর্থ সম্ভব নয়, যাহা হইতে ব্যাবৃত্তি বুঝাইবার জন্য ব্যক্তিলক্ষণে প্রকাশ্য অর্থের 'সৎ' এবং 'অসৎ' রূপ বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং বিশেষণের এই নৈরর্থক্যও ব্যক্তিলক্ষণের অন্যতম দোষরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য—এইভাবে মহিমভট্ট বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যক্তিলক্ষণে নানাবিধ দূষণোদ্ভাবন করিয়াছেন।

§ ৬২ ।। किञ्च यत्र वाच्यस्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं स चेद् ध्वनिस्तर्हि तदनुमितस्य व्यञ्जकत्वे ध्वनित्वं न स्यात् तस्य वाच्यत्वाभावात् । ततश्च 'एवंवादिनि देवर्षौ' इत्यादौ ध्वनित्वमिष्टं न स्याद् इत्यव्याप्तिर्लक्षणदोषः । अथार्थशब्देनोभयमपि सङ्गृहीतं तस्योभयार्थविषयत्वेनेष्टत्वात् । यदाह—

"अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः ।
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।।"

इति । सत्यम् । किन्तु तमर्थमिति तच्छब्देनानन्तर्यात् प्रतीयमानस्यार्थस्य परामर्शे सति पारिशेष्यात् 'अर्थो वाच्यविशेष' इति स्वयं विवृतत्वाच्चार्थशब्दो वाच्यविषय एव विज्ञायते नोभयार्थविषय इति तदवस्थो दोषः ।

অনুবাদ

অপি চ—যেখানে বাচ্য অর্থের ব্যঞ্জকত্ব তাহা (-ই) যদি ধ্বনি (হয়), তবে তাহা (অর্থাৎ বাচ্য) হইতে অনুমিত (অর্থের) ব্যঞ্জকত্ব হইলে ধ্বনিত্ব হইতে পারিবে না, যেহেতু তাহার (অর্থাৎ বাচ্য হইতে অনুমিত অর্থের) বাচ্যত্ব নাই। সেইজন্য "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ—" ইত্যাদি স্থলে ইষ্ট যে ধ্বনিত্ব তাহা হইতে পারিবে না— অতএব 'অব্যাপ্তি' (-নামক) লক্ষণ-দোষ (হইবে)। অপর পক্ষে (যদি বলা হয় যে) অর্থশব্দের দ্বারা উভয়বিধ (অর্থ)-ই সংগৃহীত হয়-কেননা, তাহার (অর্থাৎ 'অর্থ'-শব্দের) উভয়ার্থবিষয়ত্বই অভীষ্ট—যেহেতু (ধ্বনিকার) বলিয়াছেন—

"অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ······" ইতি।

(তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায়)—সত্য বটে। কিন্তু "তম্ অর্থম্" এইভাবে 'তৎ'-শব্দের দ্বারা আনন্তর্য্যবশতঃ প্রতীয়মান অর্থের পরামর্শ হইলে পর পারিশেষ্য-বশতঃ এবং "অর্থো বাচ্যবিশেষঃ" এইভাবে স্বয়ং (ধ্বনিকার কর্ত্তৃক) বিবৃত হওয়ায় 'অর্থ'-শব্দ কেবলমাত্র 'বাচ্যবিষয়'—এইরূপই বুঝিতে পারা যায়—উভয়ার্থবিষয় নহে। অতএব দোষ তদবস্থই (রহিল)॥

বিবৃতি

"যত্রার্থঃ শব্দো বা—" আনন্দবর্ধনাচার্যকৃত এই ধ্বনিলক্ষণে 'উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ' এই বিশেষণ, 'শব্দ' এবং তাহার 'উপসর্জনীকৃতাত্মত্ব'-রূপ বিশেষণ এবং 'ব্যঙ্ক্তঃ' এই পদের দ্বারা বোধিত ব্যঞ্জনাব্যাপার বা 'অভিব্যক্তি' মহিমভট্ট নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে মহিমভট্ট পুনরায় ধ্বনিলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত "অর্থঃ" ('যত্রার্থঃ শব্দো বা—') পদটির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণপূর্বক তাহার দোষপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

'অর্থ' শব্দটি ব্যাপকভাবে—শব্দের অভিধেয় 'অর্থ' বা বাচ্যার্থের যেমন বোধক সেইরূপ ইহা 'লক্ষ্য' এবং 'ব্যঙ্গ্য' (ধ্বনিবাদিগণের সম্মত)—উভয়বিধ অর্থেরও বোধক হইতে পারে।[১] অবশ্য ধ্বনিবাদিগণ লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্যরূপ অর্থদ্বয়ের ব্যাচাতিরিক্ত স্বতন্ত্র

১। তু° "স্যাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোঽত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা
বাচ্যাদয়স্তদর্থাঃ স্যুঃ········।।"

অস্তিত্ব স্বীকার করেন—কিন্তু ব্যক্তিবিবেকার যেহেতু শব্দের অভিধাতিরিক্ত অন্য কোনও ব্যাপার স্বীকার করেন না, সেইহেতু তাঁহার মতে ধ্বনিবাদিসম্মত 'লক্ষ্য' ও 'ব্যঙ্গ্য'-রূপে অভিমত অর্থদ্বয় অভিধেয় অর্থ হইতে 'অনুমানের' সাহায্যেই প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মতে 'লক্ষ্য' ও 'ব্যঙ্গ্য' অর্থদ্বয় 'বাচ্যানুমিত'। এখন প্রশ্ন হইতে পারে: ধ্বনিবাদিগণ ধ্বনিলক্ষণে প্রযুক্ত 'অর্থ' শব্দটির কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন? তাঁহারা কি ইহার দ্বারা কেবল শব্দের অভিধেয় বা বাচ্য অর্থকেই বুঝাইতে চাহেন, অথবা লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য-রূপ অর্থদ্বয়ও (মহিমভট্টর মতে যে দুটি 'বাচ্যানুমিত' অর্থ) তুল্যরূপে 'অর্থ'-শব্দের লক্ষ্য? যদি ধ্বনিবাদিগণ বলেন যে ধ্বনিলক্ষণে 'অর্থ'-শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র শব্দাভিধেয় বা বাচ্য অর্থেরই বিবক্ষা হইয়াছে, তাহা হইলে আপত্তি হইবে যে বাচ্য অর্থের ব্যঞ্জকত্ব-(ধ্বনিবাদিগণের মতে) স্থলেই যদি 'ধ্বনি' স্বীকার করা হয়, তবে যে স্থলে 'লক্ষ্য' বা 'ব্যঙ্গ্য' অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব লক্ষিত হয়, সেইস্থলে 'ধ্বনি' স্বীকার করা চলিবে না—কেননা, 'লক্ষ্য' বা 'ব্যঙ্গ্য' (বা 'বাচ্যানুমিত') অর্থ 'বাচ্য' নহে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে ধ্বনিলক্ষণটি 'অব্যাপ্তি' দোষদুষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলেও ধ্বনিবাদিগণ 'ধ্বনিত্ব' স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অভীষ্ট লক্ষ্যে লক্ষণটির প্রসক্তি না হওয়ায় 'অব্যাপ্তি' হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে: 'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ—' কুমারসম্ভবের এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি ধ্বনি কাব্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে। এখানে পার্বতী কর্তৃক 'লীলাকমলপত্র গণন-রূপ কার্যের' (যাহা 'অভিধেয়' বা 'বাচ্য') দ্বারা তাঁহার 'লজ্জা'-রূপ ব্যভিচারিভাবের 'ব্যঞ্জনা' (ব্যক্তিবিবেককারের মতে 'অনুমান') হইতেছে, এবং সেই ব্যঞ্জিত (বা বাচ্যানুমিত) ব্যভিচারিভাবের দ্বারাই পুনরায় পার্বতীনিষ্ঠ মহাদেববিষয়ক রতিভাব বা শৃঙ্গাররসের ব্যঞ্জনা (বা অনুমিতি) হইতেছে। এইস্থলে 'লজ্জা'-রূপ ব্যভিচারিভাবটি বাচ্য না হওয়ায়, উহার ব্যঞ্জকত্ব সত্ত্বেও শ্লোকটিকে ধ্বনির উদাহরণ বলা চলিবে না। কিন্তু ইহা ধ্বনিবাদিগণের ইষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং ধ্বনিলক্ষণে 'অর্থ' শব্দের কেবলমাত্র 'বাচ্য' বা 'অভিধেয়' রূপ অর্থ স্বীকার করিলে লক্ষণটি অব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে—ইহাই মহিমভট্টের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ধ্বনিলক্ষণকারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার 'অর্থ'-শব্দের বাচ্যবিশেষরূপ অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য:

"যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙ্‌ক্তঃ, স কাব্যবিশেষো ধ্বনিঃ।"

উক্ত 'অব্যাপ্তি' দোষ পরিহারকল্পে অবশ্য ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন: ধ্বনি-

—"বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ।"—কাব্যপ্রকাশ ২.১ এবং বৃত্তি।

অপি চ—"অর্থাঃ প্রোক্তাঃ পুরা তেষাম্ অর্থব্যঞ্জকতোচ্যতে।"

—"অর্থা বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ।"—কাব্যপ্রকাশ ৩.১ এবং বৃত্তি

লক্ষণে 'অর্থ'-শব্দের দ্বারা বাচ্য অর্থের ন্যায় লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্যরূপ (অর্থাৎ বাচ্যানুমিত) অর্থদ্বয়েরও সংগ্রহই ধ্বনিকারের অভিমত। বাচ্য ও বাচ্যানুমিত—উভয়বিধ অর্থেরই ব্যঞ্জকত্ব ধ্বনিবাদিগণের অভিপ্রেত।[১] ধ্বনিকার স্বয়ং—"অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ—" (ধ্বন্যালোক ১২) এই কারিকাটিতে[২] স্পষ্টভাবেই অর্থের বাচ্য এবং প্রতীয়মান (মহিমভট্টের মতে বাচ্যানুমিত)-ভেদে দ্বিবিধ প্রভেদ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 'ধ্বনিলক্ষণে'-ও অর্থশব্দের দ্বারা বাচ্য ও তদনুমিত-ভেদে দ্বিবিধ অর্থেরই গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারিবে। ফলে প্রতীয়মান অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলে ধ্বনিত্ব স্বীকারে কোনও বাধাই থাকিবে না এবং লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কাও দূর হইবে।

ইহার উত্তরে মহিমভট্ট বলেন যে, ধ্বনিবাদিগণের উক্ত সমাধান আংশিকভাবে সত্য।[৩] কেননা, "অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ—" এই কারিকাটিতে 'অর্থ'-শব্দের দ্বারা বাচ্য এবং প্রতীয়মানরূপ উভয়বিধ অর্থই বোধিত হইলেও "যত্রার্থঃ শব্দো বা—"এই ধ্বনিলক্ষণ-কারিকাটিতে প্রথম 'অর্থ'-শব্দ (প্রথমান্ত) কেবল বাচ্য-রূপ অর্থকেই বুঝাইবে। ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, উক্ত কারিকাটিতে দ্বিতীয় অর্থশব্দটি (দ্বিতীয়ান্ত), যাহা 'তম্' এই পদে প্রক্রান্তপদার্থবোধক 'তৎ' এই সর্বনামের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে, কেবলমাত্র অনন্তরোদ্দিষ্ট প্রতীয়মান অর্থকেই বুঝাইতেছে।[৪] সুতরাং যদিও প্রথমান্ত প্রথম অর্থশব্দটি বাচ্য ও প্রতীয়মান (বা বাচ্যানুমিত) উভয়বিধ অর্থবোধনেই সমর্থ বটে, তথাপি যেহেতু দ্বিতীয় দ্বিতীয়ান্ত অর্থশব্দের দ্বারা কেবলমাত্র সামর্থ্যবশতঃ প্রতীয়মান অর্থেরই প্রতীতি হইতেছে, সেইহেতু প্রথম প্রথমান্ত অর্থশব্দটি পরিশেষানুমানবলে অবশিষ্ট বাচ্যরূপ অর্থকেই বুঝাইতে পারিবে—ইহাই সমীচীন। স্বয়ং ধ্বনিকারও যে প্রথম অর্থশব্দটির 'বাচ্যবিশেষরূপ অর্থ' গ্রহণ করিয়া বৃত্তিগ্রন্থে ধ্বনিলক্ষণকারিকাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ধ্বনিকারের সুস্পষ্ট বিবৃতি এবং যুক্তির বলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ধ্বনিলক্ষণে প্রথম অর্থশব্দের দ্বারা কেবলমাত্র 'বাচ্য'-রূপ অর্থই বোধিত হইতেছে। ফলে, প্রতীয়মান (বা বাচ্যানুমিত) অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলে "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ—" প্রভৃতি উদাহরণে ধ্বনিলক্ষণ সংগত না হওয়ায় 'অব্যাপ্তি'-দোষ পূর্বের ন্যায়ই বর্তমান রহিল।

১। দ্র° "সর্বেষাং প্রায়শোঽর্থানাং ব্যঞ্জকত্বমপীষ্যতে"—কাব্যপ্রকাশ, ২.৮

২। উদ্ধৃত কারিকাটির "যোঽর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ—"এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৩। দ্র° "সত্যম্ ইত্যর্দ্ধাঙ্গীকারে।"

৪। ধ্বন্যালোক ১৪ ("প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব—") কারিকায় প্রতীয়মান বস্তু বা অর্থের প্রধানভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী ১.৫ কারিকায় ("কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ—"), ১.৬ কারিকায় ("সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু—"), ১.৭ কারিকায় ("শব্দার্থ-শাসনজ্ঞান—"), ১.৮ কারিকায় (সোঽর্থঃ—"), "১.৯ কারিকায় ("আলোকার্থী যথা দীপ—"),

§ ६३ ।। अस्तु वोभयार्थविषयः । तथाप्यतिव्याप्तिर्लक्षणदोष., यत्र वाच्यार्थाद्वस्तुमात्रेणैकेन द्वित्रैर्वान्तरिता वस्तुमात्रस्यैव साध्यस्य प्रतीतिस्तत्रापि ध्वनित्वापत्तेः, तल्लक्षणानुगमाविशेषात् ।

न च तत् तत्रेष्यते, चारुतातिवृत्तेः, व्यभिचारिभावालङ्कारान्तरिताया एव तस्या ध्वनिविषयभावाभ्युपगमात्, अन्यत्र तु तद्विपर्ययात् । चारुत्वाचारुत्वनिश्चये च काव्यतत्त्वविदः प्रमाणम् ।

অনুবাদ

(ধ্বনিলক্ষণে অর্থ-শব্দটি) না হয় (বাচ্য ও তদনুমিতরূপ) উভয়ার্থবিষয়ক-ই হউক। তাহা হইলেও, অতিব্যাপ্তি-রূপ লক্ষণদোষ হয়—যেহেতু যেখানে বাচ্যার্থ হইতে (অব্যবহিত) একটি বস্তুমাত্র অথবা দুই বা তিনটি বস্তুমাত্ররূপ অর্থের দ্বারা ব্যবহিত (অপর এক) বস্তুমাত্ররূপ সাধ্য অর্থেরই প্রতীতি (হইয়া থাকে), সেখানেও (তাহা হইলে) ধ্বনিত্বের আপত্তি হইবে ; কেননা (সেখানেও) অবিশেষে তাহার (অর্থাৎ ধ্বনির) লক্ষণের অনুগম (বা সংগতি) হইয়া থাকে।

কিন্তু সেখানে তাহা ইষ্ট নহে—যেহেতু (তাহা হইলে) চারুতার অতিবৃত্তি (বা লঙ্ঘন) হয়। কেননা তাহা (অর্থাৎ বস্তুমাত্ররূপ সাধ্য অর্থের প্রতীতি) ব্যভিচারিভাব কিংবা অলঙ্কার-রূপ অর্থের দ্বারা ব্যবহিত হইলেই কেবল ধ্বনির বিষয়রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে—কিন্তু অন্যত্র তাহার বিপর্য্যয় (বা অন্যথা-ভাব) ঘটিয়া থাকে। আর চারুত্ব বা অচারুত্বের নিশ্চয় বিষয়ে কাব্যতত্ত্ববিদ্ (সহৃদয়)-গণই (একমাত্র) প্রমাণ।

বিবৃতি

মহিমভট্ট পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটিতে স্পষ্টতঃই দেখাইয়াছেন যে, ধ্বনিলক্ষণে প্রথম অর্থশব্দের দ্বারা কেবলমাত্র 'বাচ্য' অর্থের গ্রহণই যুক্তিসংগত এবং স্বয়ং ধ্বনিকারেরও তাহাই অভিমত। কিন্তু তাহা হইলে লক্ষণটিতে 'অব্যাপ্তি' দোষের প্রসক্তি হয়। এখন তিনি

১.১০ কারিকায় ("যথা পদার্থদ্বারেণ—"), ১.১১-১২ কারিকায় ("স্বসামর্থ্যবশেনৈব—") প্রত্যেকটিতে সেই পূর্বোদ্দিষ্ট প্রতীয়মান বস্তু বা অর্থকেই 'তৎ' শব্দের দ্বারা পরামর্শ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—যথাক্রমে 'স এবার্থঃ', 'তদর্থবস্তু', 'তদর্থবস্তু', 'সঃ', 'সোঽর্থঃ', 'তদাদৃতঃ', 'তস্য বস্তুনঃ', 'সোঽর্থঃ' এইরূপ উক্তির দ্বারা। সুতরাং ১.১৩ ধ্বনিলক্ষণকারিকাটিতেও দ্বিতীয় দ্বিতীয়ান্ত অর্থশব্দটি 'তৎ'-শব্দবিশেষিত হওয়ায় সেই পূর্বোদ্দিষ্ট প্রতীয়মান অর্থকেই পরামর্শ করিবে—ইহাই সমীচীন।

অভ্যুপগমবাদ আশ্রয় করতঃ প্রতিপাদন করিতেছেন যে, যদি লক্ষণে 'অর্থ'-শব্দের ব্যাপক অর্থও গৃহীত হয় এবং ফলে বাচ্য এবং তদনুমিত (অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণের মতে প্রতীয়মান)—উভয়বিধ অর্থেরই সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত 'অব্যাপ্তি' দোষের পরিহার সম্ভব হইলেও, অন্যপ্রকারে 'অতিব্যাপ্তি' দোষের আশঙ্কা হইবে। কিভাবে এই 'অতিব্যাপ্তি' দোষের প্রসক্তি ঘটিবে, তাহা ব্যক্তিবিবেককার আলোচ্য অংশে বিবৃত করিয়াছেন।

ব্যক্তিবাদিগণের মতে 'ব্যঙ্গ্য' বা প্রতীয়মান অর্থ ত্রিবিধ হইতে পারে—১. শুদ্ধ বস্তুমাত্র, ২. অলংকৃত বস্তুমাত্র বা সংক্ষেপে অলংকার, এবং ৩. রসভাবাদি। অর্থশক্তিমূল ধ্বনিস্থলে এই ত্রিবিধ ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক (কাব্যের) অর্থটি আবার শুদ্ধ বস্তুমাত্র বা অলংকার-রূপে দ্বিপ্রকার হইয়া থাকে। কাব্যের ধ্বনিব্যপদেশ তখনই হয়, যখন বাচ্য অর্থ হইতে ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্য প্রতীত হইয়া থাকে।[১] এবং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের, প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য নির্ভর করে তাহাদের চারুত্ব বা অচারুত্বের উপর।[২] আবার এই চারুত্ব বা অচারুত্ব নির্দ্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড সহৃদয়ের অনুভব।[৩] সুতরাং ব্যঞ্জক বাচ্য অর্থ হইতে যদি ব্যঙ্গ্য অর্থের চারুত্বোৎকর্ষ সহৃদয়গণের অনুভবসাক্ষিক হয়, তবে সেইক্ষেত্রে 'ধ্বনি' ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অপরপক্ষে ব্যঙ্গ্যচারুত্ব

১। দ্র° "ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ"—ধ্বন্যালোক, ১.১৩ বৃত্তি। এই প্রসঙ্গে—

"ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালঙ্কৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে ব্যাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে॥
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ॥"

—ধ্বন্যালোকের ১ম উদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধৃত সংক্ষেপশ্লোকত্রয় দ্রষ্টব্য (পৃ. ১৩০-৩১)। অপি চ—..."তদেবং শাব্দে ব্যবহারে ত্রয়ঃ প্রকারাঃ—বাচকত্বং গুণবৃত্তি-র্ব্যঞ্জকত্বং চ। তত্র ব্যঞ্জকত্বে যদা ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যং তদা ধ্বনিঃ..."—ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত বৃত্তি (পৃ. ৪২৯)।

২। তুলনীয়ঃ "চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা হি বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা।"—ধ্বন্যালোক, ১ম উদ্দ্যোত, পৃ. ১১৪। অপি চ—"...ধ্বন্যঙ্গতা ভবেৎ।

চারুত্বোৎকর্ষতো ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যং যদি লক্ষ্যতে॥

উক্তং হ্যেতৎ—'চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা' ইতি।"—ধ্বন্যালোক, ২.৩০ কারিকাস্থ বৃত্তি (পৃ. ২৮০)।

৩। দ্র° "বৈকটিকা এব হি রত্নতত্ত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি কস্যাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ"—ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত: পৃ. ৫১৯।

অপেক্ষা যদি বাচ্যচারুত্বই প্রকর্ষশালী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে ব্যঙ্গ্য অর্থের সম্ভাব সত্ত্বেও সেক্ষেত্রে ধ্বনিত্ব স্বীকার করা হয় না, তাহা 'গুণীভূতব্যঙ্গ্য'-রূপ কাব্যের উদাহরণ-রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক অর্থশক্তিমূলধ্বনিস্থলে যেখানে শুদ্ধ বস্তুমাত্র ব্যঞ্জক হইয়া থাকে—সেখানে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনিত্ব সম্ভব হইতে পারে। শুদ্ধবস্তুমাত্রের দ্বারা ১. শুদ্ধবস্তুমাত্র ২. অলংকার অথবা ৩. রসভাবাদিরূপ অর্থের অভিব্যক্তি হইতে পারে। এই ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভেদে ধ্বনিব্যপদেশ নির্বিবাদ সিদ্ধ। কেননা, যেখানে বস্তুমাত্রের দ্বারা অলংকৃত বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা ঘটে, সেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থটি বাচ্য অর্থ হইতে সর্বদাই অধিকতর চারু, অতএব প্রধান হইবে। যেহেতু ব্যঞ্জক শুদ্ধ বস্তুমাত্র হইতে ব্যঙ্গ্য অলংকাররূপ অর্থের চারুত্ব যে সমধিক—ইহা সহৃদয়গণের স্বসংবেদনসিদ্ধ।[১] অনুরূপভাবে বস্তুমাত্রের দ্বারা রসভাবাদির ব্যঞ্জনাস্থলেও তুল্যযুক্তিতে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই দুইস্থলে ধ্বনিব্যপদেশ বিষয়ে কোনও বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু প্রথম প্রভেদটিতে—অর্থাৎ যেখানে শুদ্ধ বস্তুমাত্রের দ্বারা অপর একটি শুদ্ধ বস্তুমাত্ররূপ অর্থের ব্যঞ্জনা হয়, সেখানে ধ্বনিব্যপদেশ বিচারসাপেক্ষ। যদি ব্যঙ্গ্য শুদ্ধবস্তুমাত্রটি ব্যঞ্জক বস্তুমাত্র হইতে অধিকতর চারু বলিয়া সহৃদয়ের প্রতীতি হয়, তবে অবশ্যই ধ্বনিব্যপদেশ হইবে। কিন্তু ইহার যদি বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ ব্যঞ্জক বস্তুমাত্রটিই যদি ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্র হইতে সমধিক চারুত্ববিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তবে ধ্বনিব্যপদেশ না হইয়া 'গুণীভূতব্যঙ্গ্য' ব্যপদেশই হইবে—ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

এখন যদি ব্যক্তিবাদিগণের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে ধ্বনিলক্ষণে অর্থশব্দটির বাচ্য ও প্রতীয়মান—এই উভয়বিধ অর্থই গৃহীত হয়, তবে শুদ্ধ বস্তুমাত্ররূপ অর্থের দ্বারা যেখানে শুদ্ধ বস্তুমাত্ররূপ অর্থান্তরের প্রতীতি ঘটে, সেখানে সর্বত্রই ধ্বনিব্যপদেশ হইতে পারিবে—ইহাই মহিমভট্টের বক্তব্য। ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্রটি সাক্ষাৎভাবে বাচ্য বস্তুমাত্রের দ্বারা বোধিত হইতে পারে—অথবা এই উভয়ের মধ্যে এক দুই বা ততোধিক বস্তুমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্য থাকিতে পারে, যাহাদের প্রত্যেকটি অব্যবহিত পরবর্তী বস্তুমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির প্রতি কারণ বা ব্যঞ্জক। প্রথম ক্ষেত্রে বস্তুমাত্ররূপ বাচ্য সাক্ষাৎ বা অব্যবহিতভাবে বস্তুমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্যের প্রতীতির প্রতি কারণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিকল্পে বাচ্য বস্তুমাত্রের দ্বারা প্রথমে একটি বস্তুমাত্রের ব্যঞ্জনা হয়, অতঃপর শেষোক্ত ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্র অপর আর একটি বস্তুমাত্রের ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে। এইভাবে বাচ্য••বস্তুমাত্ররূপ অর্থ এবং অন্তিম বস্তুমাত্ররূপ

১। তুলনীয়: "ব্যজ্যন্তে বস্তুমাত্রেণ যদালঙ্কৃতয়স্তদা
ধ্রুবং ধ্বন্যঙ্গতা তাসাং···।"
অত্র হেতুঃ—"······কাব্যবৃত্তিস্তদাশ্রয়া ॥"—ধ্বন্যালোক, ২.২৯

ব্যঙ্গ্য—এই দুইএর মধ্যে এক বা একাধিক ব্যঙ্গ্য অর্থ ব্যঞ্জকরূপে ব্যবধান রচনা করিতে পারে। আর যেহেতু ধ্বনিলক্ষণে ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলেও ধ্বনিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেইহেতু এক বা একাধিক ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থের দ্বারা যেস্থলে বাচ্য বস্তুমাত্র এবং এক বা একাধিক ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থের দ্বারা যেস্থলে বাচ্য বস্তুমাত্র এবং অন্তিম ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্রের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে, সেইস্থলে অন্তরালবর্ত্তী ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থের (তাহা এক বা তদধিক যাহাই হউক না কেন) অব্যবহিত পরবর্ত্তী বস্তুমাত্ররূপ অর্থের ব্যঞ্জনার প্রতি কারণত্বহেতু ধ্বনিলক্ষণ সেইক্ষেত্রেও সংগত হইতে পারিবে। কিন্তু এইজাতীয় বস্তুমাত্রের দ্বারা ব্যবহিত ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতিস্থলে ধ্বনিত্বস্বীকার সমীচীন কি না—তাহা বিবেচ্য। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে যেখানে বস্তুমাত্ররূপ বাচ্য হইতে অব্যবহিত বস্তুমাত্ররূপ অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা হয়, সেইরূপ স্থলে ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থটি যদি বাচ্য অপেক্ষায় অধিকতর চারু হয়, তবেই ধ্বনিত্ব-স্বীকার করা যাইতে পারে—নতুবা নহে। ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যেখানে বস্তুমাত্ররূপ বাচ্য এবং অন্তিম বস্তুমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে এক বা ততোধিক বস্তুমাত্রপ্রতীতি ব্যবধান রচনা করে, সেখানে ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে বাচ্যাতিশায়ী চারুত্ব অনুভূত হয় না—কেননা, এইজাতীয় ব্যবহিত বস্তুমাত্রপ্রতীতি প্রহেলিকার ন্যায় ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং সেইস্থলে ধ্বনিত্বস্বীকার আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু যদি ব্যভিচারি-ভাব বা অলংকাররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির দ্বারা এই ব্যবধান রচিত হয়, তবে এইজাতীয় ব্যবহিত বস্তুমাত্রমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিও চমৎকারপ্রদরূপে অনুভূত হইয়া থাকে—অতএব সেইরূপ স্থলে ধ্বনিত্বস্বীকার যুক্তিসংগত। অতএব যদি ধ্বনিলক্ষণে প্রথম অর্থশব্দের দ্বারা বাচ্য এবং প্রতীয়মান—উভয়বিধ অর্থই সংগৃহীত হয়, তবে উভয়ের ব্যঞ্জকত্ব হইলেই ধ্বনিব্যপদেশ সম্ভব হইতে পারিবে। ফলে বস্তুমাত্ররূপ বাচ্য হইতে এক বা ততোধিক বস্তুমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির দ্বারা ব্যবহিত অন্তিম বস্তুমাত্ররূপ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির স্থলেও অবিশেষে ধ্বনি-লক্ষণের প্রসক্তি হওয়ায় 'ধ্বনি'-কাব্যরূপে ব্যপদেশ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই-জাতীয় স্থলে ধ্বনিব্যপদেশ স্বীকার করা আদৌ সংগত নহে—কেননা, ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্যসূচক যে সহৃদয়ের চারুত্বপ্রতীতি, তাহারই একান্ত অভাব।[১] ফলে যাহা ধ্বনির প্রকৃত লক্ষ্য বা উদাহরণ নহে, সেইরূপ ক্ষেত্রেও ধ্বনিলক্ষণ প্রসক্ত হওয়ায় 'অতিব্যাপ্তি' দোষ ঘটিবে—ইহাই বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য।

§ ৬৪ ।। तत्रैकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता सा यथा—

"सिहिपिञ्छकण्णऊरा वहुआ वाहस्स गव्विरी भमइ ।
मुत्ताहलरइअपसाहणाण मज्झे सवत्तीणम् ।।"

১। দ্র° "...সঙ্কীর্ণো হি কশ্চিদ্ ধ্বনের্গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ লক্ষ্যে দৃশ্যতে মার্গঃ। তত্র যস্য যুক্তিসহায়তা তত্র তেন ব্যপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন সর্বত্র ধ্বনিরাগিণা ভবিতব্যম্।..."—ধ্বন্যালোক, ৩.৩৯ কারিকাস্থ বৃত্তি (পৃ. ৪৮০-৮১)।

अत्र हि वक्ष्यमाणप्रकारेण व्याधवध्वा: सपत्नीभ्य: सौभाग्यातिरेकोऽनुमेय:। स चाविरतसम्भोगसुखासङ्गनिस्सहतया पत्युर्मयूरमात्रमारणक्षमतयानुमीयमान-यान्तरित:।

অনুবাদ

তন্মধ্যে একটিমাত্র (বা একক) বস্তুমাত্ররূপ অর্থের (প্রতীতির) দ্বারা ব্যবহিত সেই (বস্তুমাত্ররূপ সাধ্য অর্থের) প্রতীতির উদাহরণ যথা—

"শিখিপিচ্ছ-কর্ণপূরধারিণী গর্বিতা ব্যাধবধূ মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনা সপত্নীগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছে।"

এখানে ব্যাধবধূর সপত্নীগণের অপেক্ষায় সৌভাগ্যাতিশয় অনুমেয়—কি প্রকারে তাহা (পরে) বলা হইবে। তাহা (অর্থাৎ সৌভাগ্যাতিশয়) আবার পতির (ব্যাধের) অবিরত সম্ভোগসুখাসক্তিনিবন্ধন নিঃসহত্বহেতু (বা ক্লান্তিবশতঃ)[১] কেবলমাত্র ময়ূরমারণে সামর্থ্য (-রূপ) অনুমীয়মান (বস্তুমাত্ররূপ) অর্থের দ্বারা ব্যবহিত।

বিবৃতি

উদাহরণ সাহায্যে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উক্ত অর্থটি মহিমভট্ট এক্ষণে বিশদ করিতেছেন। "সিহিপিচ্ছকণ্ণউরা—" এই গাথাটি[২] ধ্বনিকারের মতে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনির উদাহরণ। বাচ্য অর্থটি কবিকল্পনানিরপেক্ষ এবং স্বতঃই সম্ভব বলিয়া "স্বতঃ-সম্ভবী" বস্তুমাত্র এখানে ব্যঞ্জক হইয়াছে। গাথাটির ব্যাখ্যা করিলে ইহার ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে।

এটি কোনও এক নরপরিণীতা ব্যাধবধূর বর্ণনা। তাহার প্রসাধনের কোনও বাহুল্য নাই। শুধু ময়ূরের বর্হ কর্ণপূররূপে ধারণ করিয়া আছে। এই অতি সাধারণ প্রসাধন অঙ্গে ধারণ করিয়াই সে গর্বিতভাবে সপত্নীবৃন্দের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ তাহার সপত্নীদের প্রসাধনের কত বাহুল্য! স্থূল বহুমূল্য মুক্তাফলের অলঙ্কারে তাহাদের দেহ সজ্জিত।—এইটুকুই বাচ্য অর্থ এবং উহা শুদ্ধ বস্তুমাত্র, কেননা উপমাদি কোনও অলংকারের সদ্ভাব এখানে লক্ষ্য করা যায় না। এই স্বতঃসম্ভবী বস্তুমাত্রের দ্বারা

১। উপরি-উদ্ধৃত গাথাটিতে 'নিঃসহ' শব্দের অর্থ 'ক্লান্ত', 'পরিশ্রান্ত'। দ্র° "Powerless, unnerved, spiritless, languid, fatigued. अयि विरम नि:सहासि जाता Māl. 2 ; so Māl. 2, 7 ; U. 3."—V. S. Apte: *The Student's Sanskrit-English Dictionary.*

২। এই গাথাটিতে প্রথমার্ধে 'বহুআ' স্থলে 'জাআ' এইরূপ পাঠভেদও লক্ষিত হয়। দ্র° ধ্বন্যালোক, ২য় উদ্দ্যোত, পৃ. ২৫৬ এবং ঐ. তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃ. ৩০০। ব্যক্তিবিবেকে ও দুইস্থলে দুইরূপ পাঠ দেখা যায়। দ্র° ব্য° বি°: তৃতীয় বিমর্শ ('জায়া')।

'নবপরিণীতা বধূর সৌভাগ্যাতিশয়'-রূপ শুদ্ধবস্তুমাত্র প্রতীত হইতেছে। কিরূপে সৌভাগ্যের বোধ হইতেছে?—মুক্তাফল গজকুম্ভ হইতে পাওয়া যায়। অতএব মুক্তফললাভের জন্য ব্যাধকে আপনার গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে বহুদূরবর্তী গহন অরণ্যে হস্তিমারণের জন্য যাইতে হইত। কিন্তু ময়ূরপুচ্ছের জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, ব্যাধগৃহের আশেপাশেই ময়ূর সুলভ। সুতরাং পূর্ববর্তী সপত্নীগণের প্রতি যখন ব্যাধ আসক্ত ছিল, তখন সে বহুদূরস্থিত অরণ্যাভ্যন্তরে মৃগয়া উপলক্ষ্যে যাইত। কিন্তু নবপরিণীতা বধূতে আসক্তির পর হইতেই সে সতত সম্ভোগসুখাস্বাদনে এতই মগ্ন যে ক্লান্তিবশতঃ তাহার গভীর অরণ্যে গজমারণে আগ্রহও নাই, দৈহিক সামর্থ্যও নাই; নিকটবর্তী প্রদেশে বিচরণশীল ময়ূরের পুচ্ছ আহরণ করিয়াই সে কৃতকৃত্য। অতএব নবপরিণীতা বধূই যে সপত্নীগণের অপেক্ষায় ব্যাধের নিকট অধিকতর প্রণয়পাত্র বা সৌভাগ্যশালিনী[1]—ইহাই বোধিত হইতেছে। এই "সৌভাগ্যাতিশয়"-রূপ অর্থই ব্যঙ্গ্য (ধ্বনিকারের মতে) এবং ইহা শুদ্ধ বস্তুমাত্ররূপই বটে। কিন্তু বাচ্য মুখ্যার্থরূপ স্বতঃসম্ভবী বস্তুমাত্র এবং পর্য্যন্তে প্রতীয়মান ব্যঙ্গ্য "নবপরিণীতা ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিরেক"-রূপ বস্তুমাত্র—এই উভয়ের মধ্যে তৃতীয় আর একটি অর্থ ব্যবধান রচনা করিয়া আছে,—তাহাও বস্তুমাত্ররূপ এবং তাহাও বাচ্য অর্থের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য। তাহা হইতেছে—ব্যাধের নবপরিণীতা বধূর প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ গজমারণবিষয়ে ক্লান্তি এবং অসামর্থ্য এবং ময়ূরমাত্রমারণসামর্থ্য। তৃতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনিকার স্বতঃসম্ভবী অর্থশক্ত্যুদ্ভবব্যঙ্গ্য ধ্বনির বাক্যপ্রকাশ্যরূপ ভেদের উদাহরণ-রূপে গাথাটি উদ্ধার করিয়া বৃত্তিতে বলিয়াছেন—"তস্যৈব বাক্যপ্রকাশতা যথা—

'সিহিপিঞ্ছকণ্ণউরা—'

অনেনাপি বাক্যেন ব্যাধবধ্বাঃ শিখিপিচ্ছকর্ণপূরায়া নবপরিণীতায়াঃ কস্যাশ্চিৎ সৌভাগ্যাতিশয়ঃ প্রকাশ্যতে। তৎসম্ভোগৈকরসো ময়ূরমাত্রমারণসমর্থঃ পতির্জাত ইত্যর্থ-প্রকাশনাৎ তদন্যাসাং চিরপরিণীতানাং মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাং দৌর্ভাগ্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে। তৎসম্ভোগকালে স এব ব্যাধঃ করিবরবধব্যাপারসমর্থ আসীদিত্যর্থপ্রকাশনাৎ।"[2]

১। সংস্কৃতে 'সৌভাগ্য' শব্দের অর্থ 'প্রিয়জনের প্রীতিপাত্রত্ব'। তু° "নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী। প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।"—কুমার° ৫ম সর্গ। অপি চ—

"সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী।
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥"—পূর্বমেঘ। দ্র° "স খলু সুভগো যমঙ্গনাঃ কাময়ন্তে"।

২। ধ্বন্যালোক ৩.১ কারিকা ও বৃত্তি দ্রষ্টব্য (পৃ. ৩০০)। ধ্বন্যালোক ২.২৪ কারিকার বৃত্তিগ্রন্থেও গাথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। লোচনকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন:—

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মহিমভট্টের মতে ব্যঙ্গ্য অর্থটি বাচ্যানুমিত বা সাধ্য এবং বাচ্যের সহিত তাহার সম্পর্ক সাধ্য-সাধনভাব বা হেতু-হেতুমদ্‌ভাব বা লিঙ্গ-লিঙ্গিভাব,—

যাহা অনুমিতির ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং 'সিহিপিঞ্ছ—' এই গাথাটিতেও ব্যঙ্গ্যরূপে (ব্যক্তিবাদিগণের মতানুসারে) শুদ্ধবস্তুমাত্ররূপ যে অর্থদ্বয়ের প্রতীতি হইতেছে—প্রথমটি অন্তরালবর্ত্তী ব্যাধের ময়ূরমাত্রসারণসামর্থ্যরূপ এবং দ্বিতীয়টি পার্য্যন্তিক ব্যাধবধূর উত্তমসৌভাগ্য বা সৌভাগ্যাতিশয়রূপ, এই উভয়ই মহিমভট্টের মতে অনুমেয়। সুতরাং অনুমানের অঙ্গস্বরূপ যে পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু—এই ত্রিবিধ উপাদান, এইগুলির নির্দ্দেশ উক্ত গাথাটিতেও অবশ্যই থাকিতে হইবে। মহিমভট্ট 'ব্যক্তিবিবেক'-গ্রন্থের তৃতীয়বিমর্শে বিস্তৃতভাবে ধ্বনির উদাহরণগুলি—যেগুলি ধ্বনিকার কর্ত্তৃক ধ্বন্যালোকের বিভিন্নস্থলে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের খণ্ডনপূর্বক অনুমিতিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে বর্তমান গাথাটিও আলোচিত হইয়াছে। সেইজন্য মহিমভট্ট বলিয়াছেন—"অত্র হি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ···অনুমেয়ঃ।"

§ ६५ ॥ द्वाभ्यामन्तरिता यथा—

"वाणिअअ हत्थिदन्ता कत्तो अह्माण वग्घकित्ती अ।
जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसक्कए सोह्ला ॥"

अत्र हि वक्ष्यमाणप्रकारेण वृद्धव्याधेन वाणिजकं प्रति हस्तिदन्ताद्यभावप्रतिपादनाय व्यापकविरुद्धकार्योपलब्धिः प्रयुक्ता। यथा नात्र तुषारस्पर्शो धूमादिति।

हस्तिदन्तव्याघ्राजिनादिसद्भावो ह्यस्मद्गृहे समर्थस्य सतः सुतस्य तद्व्यापादनव्यापारपरतया व्याप्तः। तद्विरुद्धं च स्नुषासौभाग्यातिरेकप्रयुक्तमविरतसम्भोगसुखासङ्गजनितमस्य निस्सहत्वम्। तत्कार्यं च स्नुषाया विलुलितालकमुखीत्वमिति।

অনুবাদ

দুইটি বস্তুমাত্রের দ্বারা অন্তরিত সেই (বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যের প্রতীতি) যথা

"হে বাণিজক! আমাদের (গৃহে) হস্তিদন্তই বা কোথায় আর ব্যাঘ্রচর্মই বা কোথায়—যতক্ষণ বিলোল অলকের দ্বারা শোভিতাননা আমার পুত্রবধূ সবিভ্রমে গৃহাভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে?"

"শিখিমাত্রমারণমেব তদাসক্তস্য কৃত্যম্। অন্যাস্তু তাসক্তো হস্তিনোঽপ্যমারয়ৎ ইতি হি বচনেনোক্তমুত্তমসৌভাগ্যম্। রচিতানি বিবিধভঙ্গীভিঃ প্রসাধনানীতি তাসাং সম্ভোগব্যগ্রিমাভাবাৎ তদ্বিরচনশিল্পকৌশলমেব পরমিতি দৌর্ভাগ্যাতিশয় ইদানীমিতি প্রকাশিতম্। গর্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি ভবতীতি নাত্র স্বোক্তিসম্ভাবঃ শক্যঃ। এব চার্থো যথা বর্ণ্যতে, আস্তাং বা বর্ণনা, বহিরপি যদি প্রত্যক্ষাদিনাবলোক্যতে তথা তথা সৌভাগ্যাতিশয়ং ব্যাধবধ্বা দ্যোতয়তি ॥"—ঐ. লোচন, পৃ. ২৫৬।

এইখানে বক্ষ্যমাণপ্রকারে বৃদ্ধব্যাধকর্তৃক বাণিজকের প্রতি হস্তিদন্তাদি (বিক্রেয় বস্তু)-র অভাব প্রতিপাদনের জন্য ব্যাপকবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি (হেতুরূপে) প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—এখানে তুষারস্পর্শ নাই, যেহেতু ধূম আছে—এইস্থলে।

যেহেতু হস্তিদন্ত ব্যাঘ্রাজিন প্রভৃতি (বস্তু)-র সদ্ভাব আমাদের গৃহে সমর্থ পুত্রের তাহাদের (অর্থাৎ হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণীর) ব্যাপাদন-ব্যাপারে উদ্যোগের দ্বারা ব্যাপ্ত। আর তাহারই বিরুদ্ধ যে ইহার (অর্থাৎ পুত্রের) নিঃসত্ত্ব-(-রূপ ধর্ম)—তাহা পুত্রবধূর সৌভাগ্যাতিরেকনিবন্ধন অবিরত সম্ভোগসুখের প্রতি আসক্তির দ্বারা জনিত। আর পুত্রবধূর বিলুলিতালকমুখীত্ব (-রূপ ধর্ম) আবার তাহার কার্য্য।

বিবৃতি

দুইটি বস্তুমাত্ররূপ প্রতীয়মান বা সাধ্য অর্থের দ্বারা বাচ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থ এবং পর্য্যন্তে প্রতীয়মান বস্তুমাত্ররূপ অর্থের মধ্যে ব্যবধানের উদাহরণরূপে মহিমভট্ট 'বাণিঅঅ! হত্থিদন্তা—' এই গাথাটি উদ্ধার করিতেছেন। ধ্বনিকারকর্তৃক গাথাটি ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে স্বতঃসম্ভবী অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনির পদপ্রকাশ্য ভেদের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। তুলনীয়:—

"স্বতঃসম্ভবিশরীরার্থশক্ত্যুদ্ভবে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা—

"বাণিঅঅ······সুহ্বা ।।"

অত্র লুলিতালকমুখীত্যেতৎ পদং ব্যাধবধ্বাঃ স্বতঃসম্ভাবিতশরীরার্থশক্ত্যা সুরত-ক্রীড়াসক্তিং সূচয়ংস্তদীয়স্য ভর্ত্তুঃ সততসম্ভোগক্ষামতাং প্রকাশয়তি।"[১]

১। দ্র° ধ্বন্যালোক, ৩.১ কারিকাস্থ বৃত্তি (পৃ. ২৯৯)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতে বর্ত্তমান গাথাটি কিন্তু অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইলেও ব্যঞ্জক অর্থটিকে 'কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীর'-রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, 'স্বতঃসম্ভবিশরীর'-রূপে নহে। বৃত্তিকার সেইখানে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে উক্ত গাথাটি প্রচলিত সজাতীয় একটি গাথারই ভাব অবলম্বন করতঃ রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তি'র দ্বারা বাচ্য অর্থের মধ্যে এক অভিনব ব্যঞ্জনক্ষমতা আধান করা হইয়াছে—যাহার ফলে ব্যঙ্গ্য অর্থটিও নবীন এবং চারুত্বমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তু°—"অর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য কবিনবদ্ধ-বক্তৃপ্রৌঢ়োক্তি-মাত্রনিষ্পন্নশরীরত্বেন নবত্বম্। যথা—'বাণিঅঅ হত্থিদন্তা—' ইত্যাদি গাথার্থস্য—

'করিণীবেহব্বঅরো মহ পুত্তো এক্ককাণ্ডবিনিবাই।

হঅসোণ্হায়েঁ তথ কতো জহ কণ্ডকরণ্ডঅং বহই ।।'

—এবমাদিষ্বর্থেষু সৎস্বপ্যনালীঢ়তৈব।।"—ধ্বন্যালোক, ৪.৪ কারিকা ও বৃত্তি (পৃ.৫২৮-২৯)।

গাথাটির প্রকরণ এবং তাৎপর্য্য এইরূপ: কোনও এক বাণিজক বা ব্যবসায়ী এক বৃদ্ধ ব্যাধের গৃহে হস্তিদন্ত ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি বস্তু ক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধ ব্যাধ তাহাকে দেখিয়া বলিতেছে—"হে বণিক্! তুমি হস্তিদন্তাদি ক্রয়ের জন্য আমার কুটীরে আসিয়াছ—কিন্তু আজকাল পূর্বের মত আমাদের গৃহে আর সেইসকল পণ্যসামগ্রী কোথায়? কেননা, সম্প্রতি আমার পুত্রবধূ বিলুলিত অলকদামে সজ্জিত হইয়া গৃহের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। হস্তিদন্ত প্রভৃতি আহরণের উপযোগী সামর্থ্য যতদিন আমার পুত্রের ছিল ততদিন আমাদের গৃহে ঐসকল বস্তুর সম্ভাব ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে সে আমার পুত্রবধূর প্রতি অত্যধিক আসক্ত হইয়াছে সেইদিন হইতেই সততসম্ভোগবশতঃ হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য প্রাণী হত্যা করিবার সামর্থ্যও সে হারাইয়াছে; ফলে আমাদের গৃহে পূর্বের ন্যায় সেইসকল পণ্য বস্তু আর নাই।"[১]

অতএব দেখা যাইতেছে উদ্ধৃত গাথাটিতে বৃদ্ধব্যাধ কর্তৃক স্নুষার 'লুলিতালকমুখী'-রূপ বিশেষণের দ্বারা তদীয় পুত্রের 'সুরতক্রীড়াসক্তি' সূচিত হইতেছে এবং সেই 'সুরতক্রীড়াসঙ্গ'-রূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা পুত্রের 'সততসম্ভোগক্ষামত্ব' বা অবিরল সম্ভোগজনিত দৈহিক গ্লানি বা অবসাদ সূচিত হইতেছে। এবং পরিণামে স্নুষার সৌভাগ্যাতিশয়রূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে। এখানে বাচ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থ এবং পর্য্যন্তে প্রতীয়মান ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয়রূপ বস্তুমাত্র—এই উভয়ের মধ্যে আরও দুইটি বস্তুমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতি বিদ্যমান। প্রথমটি হইতেছে ব্যাধপুত্রের 'সুরতক্রীড়াসক্তি' এবং দ্বিতীয়টি তাহার 'সততসম্ভোগজনিত ক্ষামতা বা দৌর্বল্য'। বাচ্যাতিরিক্ত তিনটি বস্তুমাত্ররূপ অর্থই ধ্বনিকারের মতে ব্যঙ্গ্য হইলেও মহিমভট্টের মতে অনুমেয়। এই অনুমানের স্বরূপ

১। মহিমভট্ট তৃতীয় বিমর্শে এই গাথাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার বক্তা কে—এই বিষয়টি লইয়াও বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃদ্ধ ব্যাধের পক্ষে কন্যাস্থানীয় স্বকীয় স্নুষার সৌভাগ্যাতিরেকবর্ণন অনুচিত। ব্যাধপত্নীর পক্ষেও বাণিজকের প্রতি 'আমাদের গৃহে বিক্রেয় হস্তিদন্তাদি সামগ্রী নাই'—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত। তাহার পরিবর্তে পুত্রবধূর সৌভাগ্যাতিরেকবর্ণন নিষ্ফল এবং অনুচিত। অতএব ইহা তৃতীয় কোনও তটস্থ বক্তার (প্রতিবেশী প্রভৃতির) উক্তি হওয়াই সমীচীন। তবে তাহা হইলে গাথাটিতে প্রথমার্ধে 'অহ্মাণ' ('অস্মাকম্') স্থলে 'এআণ' (এতেষাম্)—এইরূপ পাঠ কল্পনা করাই সংগত। দ্র° "কেবলমিদমত্র নিরূপ্যতে—যদুত কস্যেয়মুক্তিঃ। কিং শ্বশুরয়োরুত তটস্থস্যৈব কস্যচিদিতি। অত্র শ্বশুরস্য তাবৎ দুহিতুরিব স্নুষায়াঃ সৌভাগ্যাতিশয়বর্ণনমিদমনুচিতমেব। শ্বশ্র্বা অপি পুত্রস্নেহবিক্লবায়াঃ স্বসদ্মসমৃদ্ধিং সমীহমানায়া বা তৎসৌভাগ্যাতিরেকমসূয়মানায়া বাণিজকং প্রতি নাস্তি হস্তিদন্তাদি বিক্রেয়মিহ ইত্যেবতি বক্তব্যে তদ্বর্ণনং নিষ্ফলমনুচিতং চেতি তটস্থস্যৈবেয়মুক্তিরুচিতা তত্রৈব লেশতো রসাস্বাদসম্ভবাৎ।...কেবলং তৎপক্ষে 'অহ্মাণ' ইত্যত্র 'এআণ' ইতি পাঠঃ পরিণময়িতব্যঃ।"—ব্য° বি°ঃ ৩য় বিমর্শ।

বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে এবং তৃতীয় বিমর্শে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

অনুমান হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সম্বন্ধটি সাক্ষাৎভাবে উক্ত না হইয়া পরম্পরাক্রমেও উক্ত হইতে পারে। যেমন—যদি বলা হয় 'নাত্র তুষারস্পর্শো ধূমাৎ' অর্থাৎ 'এখানে তুষার-স্পর্শের অভাব আছে, কেননা এখানে ধূম আছে',—তাহা হইলে ধূম এবং তুষারস্পর্শের অভাব—এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও পরম্পরাক্রমে ঐরূপ সম্বন্ধের সদ্ভাব প্রদর্শন করা যাইতে পারে এবং তাহার ফলে 'ধূম' হইতে 'তুষারস্পর্শের অভাব'-রূপ অর্থের অনুমান হইতে কোনও বাধা থাকিবে না। অর্থাৎ তুষারস্পর্শরূপ হেতুর দ্বারা বহ্নির অভাব অনুমান করা যায়। সুতরাং তুষারস্পর্শ ব্যাপ্য (বা ব্যাপ্ত) এবং বহ্ন্যভাব ব্যাপক। সেই 'বহ্ন্যভাবের' বিরুদ্ধ 'বহ্নি', যেহেতু বহ্নি এবং বহ্ন্যভাব এতদুভয়ের সামানাধিকরণ্য সম্ভব নহে। সুতরাং 'বহ্নি' 'ব্যাপকবিরুদ্ধ'। সেই 'ব্যাপক-বিরুদ্ধ' বহ্নির কার্য্য হইতেছে 'ধূম'। সুতরাং 'ধূম'-রূপ কার্য্য হইতে 'বহ্নি'-রূপ কারণের অনুমিতি হইবে এবং তাহার ফলে তুষারস্পর্শের অভাবও অনুমানের দ্বারাই সাধিত হইবে। অতএব 'নাত্র তুষারস্পর্শো ধূমাৎ'—এইরূপ প্রয়োগস্থলে ব্যাপকবিরুদ্ধ-কার্য্য অর্থাৎ ধূমের উপলব্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা যেমন 'তুষারস্পর্শের অভাব' রূপ অর্থের অনুমান ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ বর্ত্তমান গাথাটিতেও বাচ্য 'লুলিতালকমুখীত্ব'-রূপ বিশেষণের দ্বারা ব্যাধস্নুষার 'সৌভাগ্যাতিশয়'-রূপ অর্থেরও অনুমানের দ্বারাই প্রতীতি সম্ভব হইবে। এই অনুমিতির স্বরূপ এবং প্রক্রিয়া নিরূপণপ্রসঙ্গে মহিমভট্ট বলিতেছেন: যখনই ব্যাধগৃহে হস্তিদন্ত ব্যাঘ্রাজিনাদি দ্রব্যের সদ্ভাব দেখা গিয়াছে, তখনই ব্যাধের তরুণ সমর্থ পুত্রের ব্যাঘ্রাদিবন্যপ্রাণীর হত্যাবিষয়ে তৎপরতাও লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাধপুত্রের সামর্থ্য এবং ব্যাঘ্রাদিহিংসা বিষয়ে তৎপরতা ব্যাপক এবং হস্তিদন্তাদির সদ্ভাব ব্যাপ্য বা ব্যাপ্ত। কিন্তু ব্যাধপুত্রের বর্ত্তমান নিঃসহত্ব বা ক্লান্তি বা অবসাদ সেই ব্যাপক "সামর্থ্য এবং ব্যাঘ্রদিহিংসাতৎপরতা"-রূপ অর্থের বিরুদ্ধ। এবং এই 'নিঃসহত্ব' বা 'অবসাদ' ব্যাধ-পুত্রের ব্যাধস্নুষার সৌভাগ্যাতিশয়নিবন্ধন অবিরত সম্ভোগসুখাসক্তিজনিত। ব্যাধপুত্রের অবিরতসম্ভোগসুখাসক্তিজনিত নিঃসহত্বের কার্য্য হইতেছে ব্যাধবধূর 'লুলিতালকমুখীত্ব'। সুতরাং ব্যাধস্নুষার 'লুলিতালকমুখীত্ব'-রূপ ধর্ম—যাহা বাচ্য বস্তুমাত্ররূপে উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা কারণস্বরূপ ব্যাধস্নুষার সৌভাগ্যাতিরেক এবং তন্নিবন্ধন ব্যাধপুত্রের অনবরতসম্ভোগসুখাসক্তিজনিত অবসাদ বা অসামর্থ্য প্রতীত হইতেছে। এবং এই 'অসামর্থ্য' ব্যাপক 'সামর্থ্যের' বিপরীত বা বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহার দ্বারা 'ব্যাপ্য' হস্তিদন্তব্যাঘ্রাজিনাদিসদ্ভাবের 'অভাব'-ও অনুমানের দ্বারাই প্রতীত হইতেছে—ইহাই মহিমভট্টের বক্তব্য।[1] কিন্তু বাচ্য বস্তুমাত্র এবং পর্য্যন্তে প্রতীয়মান

১। তৃতীয় বিমর্শে 'বাণিঅঅ! হত্থিদন্তা—' গাথাটির আলোচনাপ্রসঙ্গেও মহিমভট্ট

"আমাদের গৃহে হস্তিদন্ত-ব্যাঘ্রাজনাদি নাই"—এই বস্তুমাত্ররূপ অর্থ,—এই উভয়ের মধ্যে ব্যাধস্ন যার সৌভাগ্যাতিশয় এবং ব্যাধপুত্রের অবিরত সম্ভোগসুখাসক্তিজনিত ব্যাঘ্রাদিহিংসায়

বলিয়াছেন: "...অত্র দ্বিরদরদনব্যাঘ্রাজিনানাং প্রতিষেধাবগতিরুক্তক্রমেণ **ব্যাপকবিরুদ্ধ-কার্য্যাপলব্ধিনিবন্ধনেত্যনুমান** এবান্তর্ভবতি।"—অনুরূপভাবে 'ভম ধম্মিঅ বীসখো—' এই প্রসিদ্ধ গাথাটিতে ধ্বনিত্বখণ্ডনপ্রসঙ্গেও মহিমভট্ট মন্তব্য করিয়াছেন:"...তেনানুমেয় এব ভ্রমণস্য নিষেধো ন ব্যঙ্গ্য ইত্যবসেয়ম্। যথা 'নাত্র শীতস্পর্শোঽগ্নে'-রিত্যতঃ শীতস্পর্শস্য। যদি বা প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিরনর্থসংশয়াভাবনিশ্চয়েন ব্যাপ্তা। তদ্বিরুদ্ধশ্চাত্রানর্থ-সংশয়োঽস্মাদ্ বিধিবাক্যাৎ নিজর্থপর্য্যালোচনয়াঽবসীয়তে ইতি **ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যা** যথা 'নাত্র তুষারস্পর্শোঽগ্নে'-রিত্যতঃ তুষারস্পর্শস্য ।।"—ব্য° বি°, ৩য় বিমর্শ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মহিমভট্ট বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তিপ্রণীত 'ন্যায়বিন্দু'-নামক নিবন্ধ হইতেই '[ব্যাপক-] বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধির' উদাহরণরূপে 'নাত্র শীত-[তুষার-]-স্পর্শো ধূমাৎ' এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন। সেইরূপ 'নাত্র শীতস্পর্শো বহ্নেঃ' —এই বাক্যটিও 'ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি' বা 'স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি'-মূলক অনুমানের উদাহরণ-রূপে ন্যায়বিন্দু-তে উল্লিখিত হইয়াছে। তু° "স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা—নাত্র শীতস্পর্শো বহ্নেরিতি ।। বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধির্যথা—'নাত্র শীতস্পর্শো ধূমাৎ' ইতি ।।"—ন্যায়বিন্দু, ২.৩৪-৩৫। 'নাত্র শীতস্পর্শো ধূমাৎ'—বস্তুতঃ ইহা একটিমাত্র অনুমান নয়। যাঁহারা অনুমান বিষয়ে অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকট ধূমদর্শন হইতেই সাক্ষাৎভাবে শীতস্পর্শাভাবের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা অনভ্যাসদশাপন্ন তাঁহাদের নিকট শীতস্পর্শা ভাবের প্রতীতি ব্যবহিত। এইপ্রসঙ্গে টীকাকার দুর্বেকমিশ্র স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"প্রয়োগঃ পুনরস্যা এবং কর্ত্তব্যঃ—যত্র ধূমবিশেষস্তত্র শীতস্পর্শাভাবঃ। যথা মহানসাদৌ। তথাবিধশ্চাত্র ধূমঃ ইতি। এতচ্চাত্যন্তাভ্যাসাজ্ঝটিতি ধূমদর্শনাৎ শীতাস্পর্শাভাব-প্রতীত্যুদয়ে বিরুদ্ধকার্য্যোপলম্ভনমেকমনুমানমাচার্য্যেণোক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। অনভ্যাসদশয়া পুনরস্যাতেঽনুমানে কার্য্যলিঙ্গজবিরুদ্ধোপলম্ভজে ভবতঃ। তথাহি—যত্র ধূমস্তত্র সর্বত্র বহ্নি-র্যথাঽয়স্কারকুট্যাম্, ধূমশ্চাত্রেতি কার্য্যলিঙ্গজমেকমত্র নিয়তপ্রাগ্ভাবি। তদনু যত্র বহ্নির্ন তত্র শীতস্পর্শো যথা রসবতীপ্রদেশে, বহ্নিশ্চাত্রেতি বিরুদ্ধোপলম্ভজং দ্বিতীয়মিতি ।।"— —দুর্বেকমিশ্র: ধর্মোত্তর-প্রদীপ, পৃ. ১৩১-৩২ (K. P. Jayaswal Research Institute Edn. / Patna. 1955). অপি চ—"...দূরাদ্ বহ্নে রূপবিশেষং দৃষ্ট্বা যত্রৈবংবিধরূপবিশেষস্তত্র তাবদ্দেশব্যাপকস্তুষারস্পর্শবিশেষোঽস্তি।...আহত্য দৃশ্যানুপলব্ধেরনুদয়াৎ দৃশ্যানুপলব্ধের্ভেদেন নির্দেশঃ। **অতএব চানুমিতানুমানমেতৎ।** কেবলমত্যন্তাভ্যাসাজ্ ঝটিতি তথা-প্রতীত্যুদয়ে সত্যেকমনুমানমুক্তম্। **বস্তুতস্তনেকমনুমানমেতৎ।** এবং ব্যাপকবিরুদ্ধকার্যোপ-লব্ধ্যাদাবপি সর্বং দ্রষ্টব্যম্। তথা চ ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যাদিষ্বপরমনুমানমেকং প্রবমানমব-সেয়ম্।..."—ধর্মোত্তর-প্রদীপ, পৃ. ১৪৮।

অসামর্থ্য বা বৈমুখ্য—এই দুইটি বস্তুমাত্ররূপ অর্থেরও প্রতীতি হইতেছে। ব্যক্তিবাদিগণের মতে এই দুইটি অর্থই যুগপৎ ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক। সুতরাং বাচ্য বস্তুমাত্রের ব্যঞ্জকতা যেমন গাথাটিতে বর্ত্তমান, সেইরূপ ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থদ্বয়েরও ব্যঞ্জকতা থাকায় ধ্বনি-লক্ষণ এই গাথাটিতে প্রসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মহিমভট্টের মতে অন্তরালবর্ত্তী শুদ্ধ-বস্তুমাত্ররূপ অর্থদ্বয়ের কোনও চারুত্ব না থাকায়—এইস্থলে ধ্বনিব্যপদেশ সমীচীন হইতে পারে না।

§ ६६ ।। त्रिभिरन्तरिता यथा—

"विवरीअ[illegible]अमए बह्मं दट्ठण णाहिकमलम्मि ।
हरिणो दाहिणणअणं चम्[illegible] [illegible] [illegible]च्छी ।"

अत्र हि लक्ष्मीलज्जाविवृत्ति [illegible] भग[illegible] [illegible] । सूर्यात्मनो लक्ष्मीपरिचुम्बनं हेतुः । तद्धि [illegible] [illegible] [illegible]-यति । सोऽपि च साहचर्यान्नाभिनलिनस्य सङ्कोचम । [illegible] ब्रह्म [illegible]दर्शन-व्यवधानमिति त्रयान्तरितानुमेयार्थप्रतिपत्तिः । तदियमुपायपरम्परारोहणारो नि-स्सहा न रसास्वादान्तिकमुपागन्तुमलमिति प्रहेलिकाप्रायमेतत् काव्यमित्यति-व्याप्तिः ।

অনুবাদ

তিনটি (বস্তুমাত্রের) দ্বারা ব্যবহিত (সাধ্যবস্তুমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতির উদাহরণ) যেমন—

"বিপরীতসুরতাবসরে নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মী লজ্জাবিহ্বলা (হইয়া) হরির দক্ষিণনয়ন চুম্বন করিতেছেন ॥"

এইস্থলে লক্ষ্মীর লজ্জার নিবৃত্তিই সাধ্য (বা অনুমেয়)। তদ্‌বিষয়ে আবার ভগবান্ হরির সূর্য্যস্বরূপ দক্ষিণনয়নের লক্ষ্মীকর্ত্তৃক পরিচুম্বন হেতু। তাহা (অর্থাৎ সেই পরিচুম্বন) তাঁহার (অর্থাৎ সূর্য্যের) তিরোধানলক্ষণ অস্তময়ের অনুমিতি জন্মাইতেছে। তাহাও (অর্থাৎ সেই 'অস্তময়'-রূপ অর্থটিও) আবার সাহচর্য্যবশতঃ (হরির) নাভিকমলের সঙ্কোচ (বা নিমীলনরূপ অর্থের অনুমিতির কারণ)। তাহাও (অর্থাৎ সেই পদ্মসঙ্কোচরূপ অর্থও) ব্রহ্মার দর্শনের ব্যবধান (-রূপ অর্থের অনুমিতি জন্মাইতেছে)—এইভাবে (পর্য্যন্তে) অনুমেয় (লক্ষ্মীর লজ্জানিবৃত্তিরূপ) অর্থের প্রতিপত্তি তিনটি (বস্তুমাত্ররূপ) অর্থের (প্রতীতির) দ্বারা অন্তরিত। সুতরাং ইহা (অর্থাৎ এই অনুমেয় অর্থের প্রতীতি) উপায়পরাম্পরা উপারোহণ-বশতঃ ক্লান্ত হইয়া পড়ায় রসাস্বাদের সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ নয়—অতএব

এই কাব্য প্রহেলিকা-প্রায়। সুতরাং (এইস্থলে ধ্বনিলক্ষণের) অতিব্যাপ্তি (হইবে)॥

বিবৃতি

তিনটি বস্তুমাত্ররূপ সাধ্য (বা ব্যঙ্গ্য)-প্রতীতির দ্বারা ব্যবহিত বস্তুমাত্ররূপ সাধ্য-প্রতীতির উদাহরণরূপে মহিমভট্ট 'বিপরীতসুরতসময়ে—' এই গাথাটি উদ্ধার করিয়াছেন।[১] 'হরির দক্ষিণ নয়ন লজ্জাশীলা লক্ষ্মী চুম্বন করিতেছেন'—এই বস্তুমাত্ররূপ বাচ্য অর্থটির দ্বারা পর পর তিনটি সাধ্য (বা ব্যঙ্গ্য) অর্থের প্রতীতি ঘটিতেছে এবং পরিণামে লক্ষ্মীর লজ্জাহেতুনিবারণ দ্বারা অনির্যন্ত্রিত সুরতক্রীড়াসম্ভোগরূপ অর্থ অনুমিত হইতেছে। মধ্যবর্ত্তী তিনটি অর্থ যথাক্রমে—প্রথমতঃ, সূর্য্যাত্মক দক্ষিণনয়নের পরিচুম্বনের ফলে সূর্য্যের আবরণবশতঃ অস্তময় বা তিরোধান; দ্বিতীয়তঃ, সূর্য্যতিরোধানের দ্বারা হরির নাভিকমলের নিমীলন বা সংকোচ; এবং তৃতীয়তঃ, নাভিকমলের সংকোচের দ্বারা তন্মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মার স্থগন বা অবরোধ। পরিণামে ব্রহ্মার স্থগনের ফলে লজ্জার কারণ বিদূরিত হওয়ায় নিষ্প্রতিবন্ধক-ভাবে লক্ষ্মীর সুরতলীলা—এই বস্তুমাত্ররূপ অর্থটির প্রতীতি হইতেছে। এইস্থলে বাচ্য অর্থটিও যেমন বস্তুমাত্ররূপ, সেইরূপ মধ্যবর্ত্তী তিনটি বাচ্যানুমিত বা সাধ্য অর্থ এবং পরিণামে প্রতীয়মান অর্থটিও তুল্যরূপে শুদ্ধ বস্তুমাত্ররূপ।[২] সুতরাং লক্ষ্মীলজ্জানিবৃত্তিরূপ সাধ্যের প্রতীতির প্রতি মধ্যবর্ত্তী তিনটি বস্তুমাত্ররূপ অর্থপ্রতীতি উপায়। কিন্তু সহৃদয়ের প্রতীতি একটির পর একটি সাধ্য অর্থের অনুধাবনের ফলে এতই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, যে শেষপর্য্যন্ত কাব্যের চরম উপেয় বা লক্ষ্য যে রসাস্বাদ—সেই পর্য্যন্ত পেঁাছিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। যেমন দীর্ঘ সোপানপরম্পরা আরোহণের ফলে ক্লান্ত পথিক পর্বতশিখরবর্ত্তী

১। মম্মট তাঁহার কাব্যপ্রকাশের পঞ্চম উল্লাসে 'সম্বন্ধসম্বন্ধ' (° সম্বদ্ধ) প্রতীয়মান অর্থের উদাহরণপ্রসঙ্গে এই গাথাটিই কিঞ্চিৎ পাঠভেদসহকার উদ্ধার করিয়াছেন।

দ্র°—"...প্রতীয়মানস্তু প্রকরণাদিবিশেষবশেন নিয়তসম্বন্ধোঽনিয়তসম্বন্ধঃ
সম্বদ্ধসম্বন্ধশ্চেতি দ্যোত্যতে।...
'বিবরীঅরএ লচ্ছী বহ্মং দট্‌ঠূণ ণাহিকমলট্‌ঠম্।
হরিণো দাহিণণঅণং রসাউলা ঝত্তি ঢাকেই॥'
ইত্যাদৌ সম্বদ্ধসম্বন্ধঃ।"

২। তু° "অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণনয়নস্য সূর্য্যাত্মকতা ব্যজ্যতে, তন্নিমীলনেন সূর্য্যাস্তময়ঃ, তেন পদ্মস্য সংকোচঃ, ততো ব্রহ্মণঃ স্থগনং, তথা সতি গোপ্যাঙ্গস্যাদর্শনেনানিয়ন্ত্রণং নিধুবনবিলসিতমিতি।"—কাব্যপ্রকাশ, ৫ম উল্লাস। এই প্রসঙ্গে "সংকেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদগ্ধয়া। হসন্নেত্রার্পিতাকূতং লীলাপদ্মং নিমীলিতম্॥"—শ্লোকটি স্মরণীয় [দ্র° ধ্বন্যালোক, ২.২২ এবং কাব্যপ্রকাশ, ১০ম উল্লাস, ১২৩ কারিকায় বৃত্তি।]।

হ্রদের নির্মল জলের সমীপে উপনীত হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে।[১] ফলে 'বিবরীঅসুরঅ—' গাথাটিতে সাধ্য (বা ব্যঙ্গ্য) পরম্পরার প্রতীতি রসস্পর্শ-শূন্য প্রহেলিকাজাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইভাবে অর্থ প্রকাশের মধ্যে কবিকৌশল থাকিতে পারে, কিন্তু রসপ্রতীতিজনিত চমৎকারিতা আদৌ না থাকায়, এইরূপ স্থলে ধ্বনিব্যপদেশ সমীচীন হইতে পারে না—ইহাই মহিমভট্টের প্রতিপাদ্য। ব্যক্তিবিবেকের তৃতীয় বিমর্শেও 'বিবরীঅসুরঅ—' গাথাটি সম্পর্কে মহিমভট্ট মন্তব্য করিয়াছেন—"অন্যথা 'বিবরীঅসুরঅসমএ—' ইতি প্রহেলিকাদাবপি মুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যব্যপদেশঃ স্যাৎ।..." আর 'প্রহেলিকা'-প্রধান রচনা যে রসের পরিপন্থী, এবং মুখ্যভাবে উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে পরিগণনীয় হইতে পারে না, তাহা আলংকারিকসম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত। তু°—

"রসস্য পরিপন্থিত্বাৎ নালংকারঃ প্রহেলিকা।[২]
উক্তিবৈচিত্র্যমাত্রং সা চ্যুতদত্তাক্ষরাদিকা॥"—সাহিত্যদর্পণ, ১০.১৭

১। "কৃচ্ছ্রেণোরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিঃস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥"—রত্নাবলী, ২.৪

শ্রীহর্ষরচিত 'রত্নাবলী'র এই শ্লোকটিতে অনুরূপ কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। অপি চ তুলনীয়ঃ "উর্দ্ধোর্দ্ধমারুহ্য যদর্থতত্ত্বং ধীঃ পশ্যতি শ্রান্তিমবেদয়ন্তী।
ফলং তদাদ্যৈঃ পরিকল্পিতানাং বিবেকসোপানপরম্পরাণাম্॥"
—অভিনবভারতী, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ম ভাগ, পৃ.

২। দ্র° "...প্রবহ্লিকা প্রহেলিকা।"—অমরকোষ ১.৫.৬। ইহার ব্যাখ্যায় ক্ষীরস্বামী বলিয়াছেন: "...প্রহেলয়ত্যভিপ্রায়ং সূচয়তি প্রহেলিকা, হিল হাবকরণে।..." ক্ষীরস্বামী 'প্রহেলিকা'-র শাব্দী ও আর্থীভেদে দ্বিবিধ ভেদ এবং উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভানুজি দীক্ষিত অমরকোষের উদ্ধৃতস্থলের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "প্রবল্হতে আচ্ছাদয়তি। 'বর্হ' 'বল্হ' পরিভাষণ-হিংসাচ্ছাদনেষু (ভ্বা° আ° সে°)। দন্ত্যোষ্ঠ্যাদির্হান্তঃ 'কুন্ শিল্পি-সংজ্ঞয়োঃ—' (উ° ২.৩২)। ণ্বুল্ (৩. ১. ১৩৩) বা ॥*॥ প্রহেলয়তি অভিপ্রায়ং সূচয়তি। 'হিল ভাবকরণে' (তু° প° সে°)। ণ্বুল্ (৩.১.১৩৩)। 'ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ। যত্র বাহ্যার্থসম্বন্ধঃ কথ্যতে সা প্রহেলিকা॥ * ॥ যদ্বা—প্রবল্হতেরিনি (উ° ৪.১১৮) প্রবল্হিঃ, ততঃ 'কৃদিকারাৎ—' (প° ৪.১.৪৫) ইতি ঙীষ্। উভাভ্যাং স্বার্থে কন্। 'প্রহেলিকা প্রবল্হী চ প্রশ্নদূতী বিপাদিকা' ইত্যুৎপলিনী॥ * ॥ "দুর্বিজ্ঞানার্থস্য প্রশ্নস্য॥"—ব্যাখ্যাসুধা, পৃ. ৬৫ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ। ১৯৪৪)।

ভোজরাজ তাঁহার 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' প্রহেলিকার উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—
"ক্রীড়াগোষ্ঠীবিনোদেষু তজ্জ্ঞৈরাকীর্ণমন্ত্রণে।
পরব্যামোহনে চাপি সোপযোগাঃ প্রহেলিকাঃ॥"—স° ক°।

চ্যুতাক্ষরা দত্তাক্ষরা ক্রিয়াগুপ্তি কারকগুপ্তি প্রভৃতি প্রহেলিকা উক্তিবৈচিত্র্যমাত্র—সুতরাং তাহাদিগকে 'উক্ত্যলঙ্কার' বলা চলিতে পারে। কিন্তু এইজাতীয় প্রহেলিকা রসের প্রকর্ষসাধন করিতে পারে না—বস্তুতঃ রসাস্বাদের পরিপন্থী বা বিরোধী বলিয়া তাহাদিগকে মুখ্য 'অলংকার'-রূপে পারিগণন করা অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ-টীকাকার মহেশ্বরের ব্যাখ্যা উদ্ধারযোগ্য—

"প্রহেলিকাং বক্তুমাহ—রসস্যেতি। নালঙ্করো ন রসপ্রকর্ষকোঽলঙ্কার ইতি, কিন্তু উক্ত্যলঙ্কার এব ইত্যাহ— উক্তিবৈচিত্র্যমাত্রমিতি। তথা চ বৈচিত্র্যমলঙ্কার ইতি অলঙ্কারসামান্যলক্ষণাক্রান্তত্বাদ্ উক্ত্যলংকার এব স ইত্যর্থঃ।।"[১]

§ ৬৭।। व्यभिचारिभावव्यवहिता यथा—

"पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ।।"

अत्र ह्युक्तप्रकारेणानुमितकौतुकौत्सुक्यप्रहर्षलज्जादिव्यभिचारिभावान्तरिता गौर्यामाभिलाषिकशृङ्गारावगतिः ।

অনুবাদ

ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ব্যবহিত (সাধ্য অর্থের প্রতীতি) যথা—

" 'পতির শিরঃস্থিত চন্দ্রকলা ইহার দ্বারা স্পর্শ করিও'—চরণরঞ্জনানন্তর সখীকর্তৃক পরিহাসপূর্বক এইরূপ আশংসা প্রকাশিত হইলে পর, তিনি (অর্থাৎ পার্বতী) কিছু না বলিয়া মাল্যের দ্বারা তাহাকে (অর্থাৎ সখীকে) আঘাত করিয়াছিলেন।"

এখানে উক্ত প্রকারে অনুমিত কৌতুক ঔৎসুক্য প্রহর্ষ লজ্জা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা অন্তরিত গৌরীনিষ্ঠ আভিলাষিক শৃঙ্গারের অবগতি হইতেছে॥

বিবৃতি

ইতঃপূর্বে অনুমেয়ার্থবিষয়ক সাধ্য-সাধনভাবের উদাহরণরূপে 'পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন—' এই কুমারসম্ভব শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে (দ্র° অনুচ্ছেদ § ৩৯) এবং কিভাবে বাচ্য (বস্তুমাত্ররূপ) অর্থ হইতে প্রথমে কৌতুক ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের অনুমান এবং তদনন্তর ঐসকল অনুমিত ব্যভিচারিভাব হইতে সহকারিত্বনিবন্ধন পার্বতী-পতি মহাদেববিষয়ক রতিভাবের (এখানে যাহাকে 'আভিলাষিক শৃঙ্গার'-রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে) অনুমিতি জন্মিতেছে—তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে পর্যন্তে আভিলাষিকশৃঙ্গাররূপ সাধ্য-প্রতীতি এবং বাচ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থপ্রতীতির মধ্যে কৌতুক ঔৎসুক্য প্রহর্ষ লজ্জা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবরূপ সাধ্যপ্রতীতি ব্যবধান রচনা করিয়াছে।

১। সাহিত্যদর্পণ : মহেশ্বরভট্টাচার্য্যবিরচিত 'বিজ্ঞপ্রিয়া' ব্যাখ্যা (মোতীলাল বনারসী দাস। লাহোর সংস্করণ। ১৩৩৮)।

৬৭।। अलङ्कारव्यवहिता यथा—

"लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि !
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये
सुव्यक्तमेव जडराशिरयं पयोधिः ।।"

अत्रापि कस्याश्चिदुक्तक्रमेण वदनपूर्णेन्दुबिम्बयो रूप्यरूपकभावोऽनुमितः । तदन्तरिता चानुकार्यावगतिः । सैव ध्वनेर्विषयभावेनोपगन्तव्या, नान्या ।

অনুবাদ

অলংকারব্যবহিত (সাধ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতি) যথা—

"অয়ি চঞ্চলায়তনয়না (সুন্দরি) ! এক্ষণে তোমার এই স্মিতহাস্য-শোভিত মুখমণ্ডলের আপন লাবণ্য ও কান্তির দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও পয়োধি যে কিছুমাত্রও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছে না—তাহাতে আমি মনে করি, ইহা স্পষ্টতঃই জলরাশি বটে ॥"

এখানেও উক্ত ক্রমে কোনও নায়িকার বদন এবং পূর্ণচন্দ্রবিম্বের (পরস্পর) রূপ্য-রূপকভাব (-রূপ সম্বন্ধ) অনুমিত (হইতেছে)। এবং তাহার দ্বারা অনুকার্য্যের অবগতি (বা প্রতীতি) ব্যবহিত (হইয়াছে)। তাহাই ধ্বনির বিষয়-রূপে স্বীকার্য্য, অন্য নহে।

বিবৃতি

অলংকারব্যবহিত সাধ্য (বস্তুমাত্ররূপ ?) অর্থের প্রতীতির উদাহরণস্বরূপে 'লাবণ্যকান্তি—' এই শ্লোকটি মহিমভট্ট উদ্ধার করিতেছেন। আনন্দবর্ধনাচার্য তাঁহার ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে (২.২৭) বাচ্য অলংকারের দ্বারা প্রধানরূপে ব্যঙ্গ্য অলংকারের প্রতীতি বা অলংকার ধ্বনির উদাহরণস্বরূপ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—এবং শ্লোকটি তাঁহার স্বরচিত। তিনি বলিয়াছেন—"...যত্র তু ব্যঙ্গ্যপরত্বেনৈব বাচ্যস্য ব্যবস্থা তত্র ব্যঙ্গ্য-মুখেনৈব ব্যপদেশো যুক্তঃ।...যথা বা মমৈব—'লাবণ্যকান্তি—'

ইত্যেবংবিধে বিষয়ে অনুরণনরূপরূপকাশ্রয়েণ কাব্যচারুত্বব্যবস্থানাদ্ রূপকধ্বনিরিতি ব্যপদেশো ন্যায্যঃ।"[১]

১। ধ্বন্যালোক, পৃ. ২৬০-৬২। অভিনবগুপ্তকৃত শ্লোকটির ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—"লাবণ্যং সংস্থানমুগ্ধিমা, কান্তিঃ-প্রভা তাভ্যাং পরিপূরিতানি সংবিভক্তানি হৃদ্যানি সম্পাদিতানি দিঙ্মুখানি যেন। অধুনা কোপকালুষ্যাদনন্তরং প্রসাদোন্মুখ্যেন। স্মেরে ঈষদ্বিহসনশীলে তরলায়তে প্রসাদান্দোলনবিলাসসুন্দরে অক্ষিণী যস্যাস্তস্যা আমন্ত্রণম্। অথ

কোনও নায়িকার উদ্দেশে নায়কের এই চাটূক্তি। নায়কের উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ: "অল্পক্ষণ পূর্বে তুমি কুপিত ছিলে। এখন ('অধুনা') তুমি প্রসন্ন হইয়াছ; তোমার বদনমণ্ডলে ঈষদ্ হাস্য দেখা যাইতেছে। আপন অপূর্ব লাবণ্য ও প্রভার দ্বারা তোমার প্রসন্ন মুখমণ্ডল চতুর্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবু সমুদ্রবক্ষে কিছুমাত্র ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে না। তাই মনে হয়, পয়োধি সত্য সত্যই জলরাশি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"—এই উক্তি হইতে নায়িকার মুখমণ্ডল যে পূর্ণচন্দ্রবিম্বের সহিত অভিন্ন —এই অর্থটিই অনুমিত হইতেছে। কেননা, পূর্ণচন্দ্রোদয়েই সমুদ্রবক্ষে সংক্ষোভ হওয়া উচিত। নায়িকার লাবণ্য কান্তি প্রভৃতি গুণশোভিত মুখমণ্ডল বর্তমান থাকিতেও সমুদ্রবক্ষে সেই উচিত সংক্ষোভ বা চাঞ্চল্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা নায়িকার মুখমণ্ডলে পূর্ণেন্দুরূপত্বের আরোপ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মুখমণ্ডলের পূর্ণেন্দুরূপতা-প্রতীতির দ্বারা মুখ ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে পরস্পরের রূপ্য-রূপকভাব বোধিত হইতেছে। অর্থাৎ মুখটি 'রূপ্য' এবং পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল 'রূপক'। এই রূপ্য-রূপকভাব বা বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে পরস্পর তাদ্রূপ্য বা তাদাত্ম্যই রূপক-অলংকারের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং উদ্ধৃত 'লাবণ্য-কান্তি—' শ্লোকটিতে বাচ্য অর্থের দ্বারা সাধ্য বদন ও পূর্ণেন্দুবিম্বের মধ্যে তাদাত্ম্য বা রূপ্য-রূপকভাবের প্রতীতি হওয়ায়—এইস্থলে 'রূপক' অলংকারের অনুমিতি ঘটিতেছে।[১]

এইভাবে মুখের পূর্ণচন্দ্ররূপতা প্রতীতি হইবার পর পয়োধির যে কিছুমাত্র চেতনচমৎকারকণিকা নাই—এইরূপ বস্তুমাত্ররূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে, এবং ইহাও অনুমানের দ্বারাই সম্ভব হইতেছে। কেননা, জড়েরই কেবল চিত্তক্ষোভের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও সমুচিত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। এখানে লক্ষণীয় যে 'জলরাশি' শব্দ 'জড়রাশি' এইরূপ অর্থেরও প্রকাশক এবং যমকাদি অলংকারস্থলে 'ড়' এবং 'ল' অভিন্ন বলিয়া

চাধুনা ন এতি, বৃত্তে তু ক্ষণান্তরে ক্ষোভমগমৎ। কোপকষায়পাটলং স্মেরং চ তব মুখং সন্ধ্যারুণপূর্ণশশধরমণ্ডলমেবেতি ভাব্যং ক্ষোভেণ চলচিত্ততয়া সহৃদয়স্য। ন চৈতি। তৎ সুব্যক্তমন্বর্থতায়ং জলরাশির্জাড্যসঞ্চয়ঃ। জলাদয়ঃ শব্দাঃ ভাবার্থপ্রধানা ইত্যুক্তং প্রাক্। তত্র চ ক্ষোভো মদনবিকারাত্মা সহৃদয়স্য ত্বন্মুখাবলোকনেন ভবতীতীয়ত্যভিধায়া বিশ্রান্ততয়া রূপকং ধ্বন্যমানমেব। বাচ্যালংকারশ্চাত্র শ্লেষঃ, স চ ন ব্যঞ্জকঃ। অনুরণনরূপং যদ্রূপকমর্থ-শক্তিব্যঙ্গ্যং তদাশ্রয়েণেহ কাব্যস্য চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে। অতস্তেনৈব ব্যপদেশ ইতি সম্বন্ধঃ।…"
—লোচন, পৃ. ২৬৩-৬৪।

১। মহিমভট্ট ব্যক্তিবিবেকের তৃতীয় বিমর্শেও শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। সেইস্থলে বিচারপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: "অত্রাপি যদেতৎ কস্যাশ্চিদ্ যথোচিতগুণগণোদিতসৌন্দর্য্য-সম্পদি বদনে সতি সমুদ্রসংক্ষোভাবির্ভাবস্যোচিতস্যাপি কুতশ্চিৎ কারণাদভাবাভিধানং তৎ তস্য পূর্ণেন্দুরূপতারোপমন্তরেণানুপপদ্যমানং মুখস্য তাদ্রূপ্যমুপকল্পয়ৎ পূর্ববৎ তয়োঃ রূপ্য-রূপক-ভাবমনুমাপয়তীতি রূপকানুমিতিব্যপদেশো ভবতি।"

পরিগণিত হইয়া থাকে।[১] এইস্থলে পয়োধি জড়ের অনুকরণ করিতেছে। সুতরাং পয়োধি 'অনুকারক' এবং জড় 'অনুকার্য্য'। এই পয়োধির চেতনোচিত বৃত্তির অভাবরূপ যে অর্থ, তাহার প্রতীতি মুখ এবং পূর্ণেন্দুবিম্বের তাদ্রূপ্যপ্রতীতির দ্বারা ব্যবহিত। সেইজন্য মহিমভট্ট বলিয়াছেন: "তদন্তরিতা চানুকার্য্যাবগতিঃ।"[২]

মহিমভট্ট বাচ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থ হইতে অনুমিত এক-দ্বি-ত্রিবস্তুমাত্র-ব্যবহিত সাধ্য বস্তুমাত্ররূপ অর্থপ্রতীতি, এবং অনুমিত ব্যভিচারিভাব বা অলংকারের দ্বারা ব্যবহিত সাধ্যপ্রতীতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে কেবল অর্থগত অলংকার এবং ব্যভিচারিভাবের দ্বারা অন্তরিত সাধ্যপ্রতীতির স্থলেই শুধুমাত্র সহৃদয়-সংবেদ্য বাচ্যাতিশায়ি-চারুত্বপ্রতীতি সম্ভব—সুতরাং সেইসকল ক্ষেত্রেই ধ্বনিব্যপদেশ স্বীকার্য্য। কিন্তু ধ্বনিলক্ষণে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থ (মহিমভট্টের মতে বাচ্যানুমিত) যদি সামান্যতঃ ব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হয় তবে বস্তুমাত্রব্যবহিত বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যপ্রতীতির স্থলে ব্যঙ্গ্য বা বাচ্যানুমিত অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব থাকায় সেইরূপ ক্ষেত্রেও ধ্বনিব্যপদেশ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অযৌক্তিক। যেহেতু কাব্যজ্ঞ সহৃদয়গণের সেইজাতীয় কাব্যে চারুত্বপ্রতীতি ঘটে না—তাহা নিতান্তই 'নীরস' প্রহেলিকাপ্রায়।

১। দ্র° "যমকাদৌ ভবেদৈক্যং ডলো-র্ববো-র্লরোস্তথা।
শষয়োঃ শসয়োশ্চান্তে সবিসর্গাবিসর্গয়োঃ॥
সবিন্দুকাবিন্দুকয়োঃ……"—[সাহিত্যদর্পণ, ১০.৮ কারিকাস্থ বৃত্তি।]

২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মহিমভট্ট তৃতীয়বিমর্শে 'লাবণ্যকান্তি—' শ্লোকটির অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে বস্তুতঃ শ্লোকটির যথাশ্রুত পাঠ স্বীকার করিলে বদনের পূর্ণেন্দুরূপত্ব প্রতীতি বা রূপকানুমিতি সম্ভব হইতে পারে না। তিনি শেষপর্য্যন্ত 'ক্ষোভং যদেতি ন মনাগপি তেন মন্যে। রূপান্তরং পতিরপাং কিমপি প্রপন্নঃ।'—এইরূপ পাঠই সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "তস্মাদুভয়ার্থসাধারণক্ষোভপদপ্রয়োগমাত্রবিপ্রলব্ধকৃতোঽয়ং মুখেন্দুবিম্বয়ো রূপ্য-রূপকভাবভ্রম ইতি স্থিতম্। তস্মাদেবমত্র পাঠঃ কর্ত্তব্যঃ—

'ক্ষোভং যদেতি ন মনাগপি তেন মন্যে
রূপান্তরং পতিরপাং কিমপি প্রপন্নঃ।' ইতি।

অত্র হি ন কেবলং বদনস্যেন্দুত্বং প্রতীয়তে, যাবদপাং পত্যুঃ শৃঙ্গারিত্বমপি। তেন তব বদনেন্দূদয়ে সত্যনেকসুন্দরীরূপলাবণ্যসম্পদামন্তরজ্ঞোঽপ্যপাং পতির্যন্ন মনাগপি ক্ষোভমুপযাতি তন্মন্যে রূপান্তরং কিমপি প্রপন্ন ইত্যয়মর্থোঽবতিষ্ঠতে। এষ চানন্তরোক্তপাঠার্থাদ্ বিশিষ্যতে ন বেতি সহৃদয়া এব প্রমাণম্। যথাস্থিতপাঠপক্ষে তু নেদং রূপকানুমিতেরুদাহরণ-মুপপদ্যতে।"

§ ৫৭।। न च व्यवधानाविशेषाद्व्यभिचार्यलङ्कारव्यवधानपक्षेऽप्येतत् समानमिति मन्तव्यं, वस्तुमात्रस्य व्यभिचार्यलङ्कारादीनां च भिन्नजातीयत्वात्। वस्तुमात्रं ह्यनुमेयादत्यन्तविलक्षणस्वभावमग्न्यादेरिव धूमादि। व्यभिचार्यादयस्तु तच्छायानुविधायिनस्तदुपरक्ता इव तदालिङ्गिता इवोत्पद्यन्ते न ततोऽत्यन्तविलक्षणा एवेति तद्व्यवधानमन्यदेव वस्तुव्यवधानादित्यसिद्धस्तदविशेषः। अलङ्कारोऽप्यलङ्कार्यान्न पृथगवस्थातुमर्हति तयोराश्रयाश्रयिभावेनावस्थानाद् इति तद्व्यवधानस्याप्यविशेषोऽसिद्ध एवेति तदवस्थैवातिव्याप्तिः।।

অনুবাদ

আর এইরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, যেহেতু ব্যবধানের (দিক দিয়া) কোনও বিশেষ বা পার্থক্য নাই সেইহেতু ব্যাভিচারি (-ভাব) এবং অলংকারের দ্বারা ব্যবধানের স্থলেও ইহা সমান। কেননা, বস্তুমাত্র এবং ব্যভিচারিভাব ও অলংকারাদি—ইহারা (পরস্পর) ভিন্নজাতীয়। বস্তুমাত্র অনুমেয় হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণস্বভাব, যেমন ধূমাদি (পদার্থ অনুমেয়) অগ্নি প্রভৃতি (পদার্থ) হইতে (অত্যন্ত বিলক্ষণস্বভাব)। অপরপক্ষে, ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি তাহারই ছায়াকে অনুবিধান (বা অনুসরণ) করে—(এইজন্য) তাহার দ্বারা যেন উপরক্ত হইয়া, যেন তাহার দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইতে একেবারেই বিলক্ষণ (বা ভিন্ন)-রূপে নহে—অতএব তাহার (অর্থাৎ ব্যভিচারিভাব) দ্বারা ব্যবধান বস্তুকৃত ব্যবধান হইতে সম্পূর্ণই পৃথক্। সুতরাং তাহার (অর্থাৎ (ব্যাভিচারিভাবকৃত ব্যবধানের) অবিশেষ (অর্থাৎ বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান হইতে পার্থক্যের অভাব) অসিদ্ধ। অলংকার-ও অলংকার্য্য হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে না—যেহেতু তাহারা পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব অবলম্বনকরতঃ অবস্থান করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার দ্বারা (অর্থাৎ অলংকারকৃত) ব্যবধানের অবিশেষও (অর্থাৎ বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান হইতে পার্থক্যবিরহও) অসিদ্ধই (হইল)। অতএব (ধ্বনিলক্ষণে) অতিব্যাপ্তি (-দোষ) তদবস্থই (রহিল)॥

বিবৃতি

বিরুদ্ধবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন যে, মহিমভট্ট যে বস্তুমাত্ররূপ বাচ্যপ্রতীতি এবং বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যপ্রতীতি অন্তরালবর্ত্তী বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যপ্রতীতির দ্বারা ব্যবহিত হইলে চমৎকার স্বীকার করেন না, অথচ ব্যভিচারিভাব বা অলংকারের দ্বারা ব্যবহিত হইলে চমৎকারিত্ব স্বীকার করেন,—ইহা অযৌক্তিক। কেননা, ব্যবধান বস্তুমাত্ররূপ অর্থের

দ্বারাই হউক, অথবা ব্যভিচারিভাব কিংবা অলংকারের দ্বারাই হউক—তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ব্যবধান সর্বত্রই ব্যবধান। সুতরাং বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধানস্থলে সহৃদয়ের প্রতীতি সেই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া রসাস্বাদের সান্নিধ্যে উপনীত হইবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে, কিন্তু ব্যভিচারিভাব বা অলংকারকৃত ব্যবধানস্থলে সহৃদয়ের প্রতীতি খিন্ন হয় না, ফলে পরিণামে রসপ্রতীতিতেই বিশ্রান্ত হয়—এইরূপ পার্থক্যখ্যাপন সমীচীন হইতে পারে না। অতএব ব্যবধান বস্তুমাত্রকৃতই হউক বা ব্যভিচারিভাব অথবা অলংকারাদি-কৃতই হউক অন্তরালবর্তী সাধ্য অর্থের গমকত্ব (ধ্বনিবাদিগণের মতে 'ব্যঞ্জকত্ব') উভয়ত্রই তুল্য হওয়ায়—ইহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ বা প্রভেদ স্বীকার করার পক্ষে কোনও যুক্তিই থাকিতে পারে না।

বর্তমান অনুচ্ছেদটিতে মহিমভট্ট এই সম্ভাব্য আপত্তির যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান এবং ব্যভিচারিভাব অথবা অলংকার-কৃত ব্যবধান—অভিন্ন নহে। কেননা, বস্তুমাত্র এবং ব্যভিচারিভাব বা অলংকার—ইহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। অন্তরালবর্তী বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যের দ্বারা যেখানে পর্যন্তে অন্য কোনও বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যের প্রতীতি ঘটে—সেখানে পূর্বটি সাধন বা হেতু এবং পরেরটি সাধ্য।—যেমন ধূমটি হেতু এবং বহ্নি সাধ্য বা অনুমেয়। ধূম এবং বহ্নি—সাধন এবং সাধ্য, যেমন পরস্পর অত্যন্ত বিবিক্ত বা অসংশ্লিষ্টস্বভাব, একটি যেমন অপরটি হইতে সর্বথা বিলক্ষণ বা স্বতন্ত্র—সেইরূপ বস্তুমাত্ররূপ সাধন হইতে যেস্থলে অপর কোনও বস্তুমাত্ররূপ সাধ্যের প্রতীতি ঘটে, সেখানেও এই দুই বস্তুমাত্ররূপ অর্থও পরস্পর অত্যন্ত বিবিক্ত, সম্পর্কশূন্য, বিলক্ষণস্বভাব। কিন্তু অন্তরালবর্তী সাধ্য অর্থটি যেখানে ব্যভিচারিভাব বা অলংকার, এবং তাহার দ্বারা পরিণামে রসাদি অর্থের অনুমানের দ্বারা প্রতীতি ঘটে,—সেখানে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে এইপ্রকার পরস্পর বিলক্ষণত্ব বা একান্ত বিশ্লেষ সম্ভব হইতে পারে না। অন্তরালবর্তী সাধ্য ব্যভিচারিভাবের দ্বারা যেখানে রসাদিপ্রতীতি ঘটে—সেখানে ব্যভিচারিভাবটি 'সাধন' বা 'হেতু' আর অনুমীয়মান রতি প্রভৃতি ভাব সাধ্য বা অনুমেয়। ব্যভিচারিভাব এবং রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব—ইহারা কিছুতেই ধূম এবং বহ্নির ন্যায় পরস্পর বিশ্লিষ্ট স্বভাব হইতেই পারে না। ব্যভিচারিভাব সর্বদাই কোনও না কোনও স্থায়িভাবের সহিত সম্বদ্ধ থাকিবেই, সেই স্থায়িভাবের অনুবিধান বা পরিপুষ্টিসাধনেই ব্যভিচারিভাবের একমাত্র উপযোগিতা বা সার্থকতা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে স্থায়িভাবনিরপেক্ষ হইয়া আত্মমাত্রবিশ্রান্ত হইয়া অবস্থান করা ব্যভিচারিভাবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে।[১] সুতরাং ব্যভিচারিভাবের প্রতীতির দ্বারা যেখানে উত্তরভাবী স্থায়িপ্রতীতি ব্যবহিত হয়, সেখানে সেই ব্যবধান বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান হইতে বিলক্ষণ। কেননা, ব্যভিচারিপ্রতীতি

১। তু° "ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়োঃ রস-ভাবয়োঃ॥"—নাট্যশাস্ত্র, ৬.৩৬

স্থায়ি-রত্যাদিপ্রতীতির সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হওয়ায় স্থায়িপ্রতীতির দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াই তাহা সহৃদয়ের চিত্তে উপস্থাপিত হয়। ফলে ব্যভিচারিভাবকৃত ব্যবধান সহৃদয়ের রসপ্রতীতির বিঘ্ন সম্পাদন করে না, প্রত্যুত তাহারই আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে। অতএব ব্যভিচারিব্যবধান স্থলে সহৃদয়ের অনুভব রসপ্রতীতিতে বিশ্রান্ত হয় বলিয়া—এইরূপ স্থলে চমৎকার স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান এবং ব্যভিচারিভাবকৃত ব্যবধানের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ বর্ত্তমান থাকায়—উভয়ের মধ্যে 'অবিশেষ' বা 'বিশেষ (বা প্রভেদ)-এর অভাব', যাহা পূর্বগামী ধ্বনিবাদিগণ প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা সিদ্ধ হইতে পারিল না। অনুরূপভাবে দেখান যাইতে পারে যে, অলংকারকৃত ব্যবধানও বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান হইতে সর্বথা ভিন্নজাতীয়। কেননা, অলংকার সর্বদাই 'অলংকার্য-পরতন্ত্র'। অলংকার্য-নিরপেক্ষ কোনও অলংকারের অস্তিত্ব বা স্বরূপ কল্পনাও করা যায় না।[১] অলংকার অলংকার্য্যকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে—অলংকার আশ্রিত বা আশ্রয়ী আর অলংকার্যটি তাহারই আশ্রয়। সুতরাং অলংকার এবং অলংকার্য্য—এই উভয়ের মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্পর্ক বর্ত্তমান।[২] আর ইহা সর্ববাদিসম্মত যে আশ্রিত বা

১। তু° "আমুখাবভাসনং পুনরুক্তবদাভাসম্ ।।

আমুখগ্রহণং পর্য্যবসানান্যথাত্বপ্রতিপত্ত্যর্থম্। লক্ষ্যনির্দেশে নপুংসকঃ সংস্কারো লৌকিকালঙ্কারবৈধর্ম্যেণ৹কাব্যালঙ্কারাণামলঙ্কার্য্যপারতন্ত্র্যধ্বননার্থঃ।..."—রুয্যকঃ অলঙ্কারসর্বস্ব।

২। অলংকার এবং অলংকার্য্যের পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্পর্ক সম্বন্ধে রুয্যক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অলংকারসর্বস্ব'-নিবন্ধে শ্লেষালংকার নিরূপণপ্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তু° "অলংকার্য্যালঙ্করণভাবস্য লোকবদাশ্রয়াশ্রয়িভাবেনোপপত্তেঃ। "রক্তচ্ছদত্বম্" ইত্যাদৌ অর্থদ্বয়াশ্রিতত্বাদর্থালঙ্কারঃ, 'নালম্' ইত্যাদৌ তু শব্দদ্বয়াশ্রিতত্বাচ্ছব্দালঙ্কারোঽয়ম্। যদ্যপি 'অর্থভেদে শব্দভেদঃ' ইতি দর্শনে "রক্তচ্ছদত্বম্" ইত্যাদাবপি শব্দাশ্রিতোঽয়ং তথাপি ঔপপত্তিকত্বাদত্র শব্দভেদস্য প্রতীতাবেকতাবসায়ান্নাস্তি শব্দভেদঃ। 'নালম্' ইত্যাদৌ তু প্রযত্নাদিভেদাৎ প্রাতীতিক এব শব্দভেদঃ। অতশ্চ পূর্বত্রৈকবৃন্তগতফলদ্বয়ন্যায়েনার্থদ্বয়স্য শব্দশ্লিষ্টত্বম্। অপরত্র তু জতুকাষ্ঠন্যায়েন স্বয়মেব শব্দয়োঃ শ্লিষ্টত্বম্। পূর্বত্রান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শব্দহেতুত্বাচ্ছব্দালঙ্কারত্বমিতি চেৎ, ন। আশ্রয়াশ্রয়িভাবেনালঙ্কারত্বস্য লোকবদ্ ব্যবস্থানাৎ।..."—অলংকারসর্বস্ব। অপি চ—"অর্থপৌনরুক্ত্যাদেবার্থাশ্রিতত্বাদর্থালঙ্কারত্বং জ্ঞেয়ম্।..."—ঐ। মম্মটও 'কাব্য-প্রকাশে'-র নবম উল্লাসে শ্লেষের শাব্দত্ব ও আর্থত্ব-রূপ ভেদদ্বয়ের বিচার প্রসঙ্গে অলংকারের সহিত অলংকার্য্যের আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্পর্ক লইয়া বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন এবং রুয্যকোল্লিখিত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথও শ্লেষালঙ্কারপ্রস্তাবে 'অলঙ্কারসর্বস্ব'-কারের মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মম্মটাচার্য্যের সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। দ্র° "ইহ কেচিদাহুঃ—'...যো হি যদাশ্রিতঃ স তদলঙ্কার এব। অলংকার্য্যালঙ্করণ-

আশ্রয়ী পদার্থ কখনও আশ্রয় ব্যতিরেকে বর্তমান থাকিতে পারে না। সুতরাং যখন বস্তুমাত্ররূপ বাচ্য অর্থের দ্বারা অলংকাররূপ সাধ্য অর্থের প্রতীতি ঘটে, তখন নিয়মতই পরিণামে সেই অলংকাররূপ অর্থের আশ্রয়ভূত 'অলংকার্য্য' অর্থটিরও প্রতীতি ঘটিয়া থাকে—কেননা, অলংকার এবং অলংকার্য্যের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একদিকে বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান এবং অপরদিকে ব্যভিচারিভাব বা অলংকারকৃত ব্যবধানের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ বর্তমান। বস্তুমাত্রকৃত ব্যবধান সহৃদয়ের প্রতীতিকে বিঘ্নিত করে, ফলে তাহা ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ায় কাব্যের চরমলক্ষ্য যে রসাস্বাদ, তাহাতে উপনীত হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ স্থলে উক্তিবৈচিত্র্য লক্ষিত হইলেও 'প্রহেলিকার ন্যায় নীরসতা অনুভূত হয়। সুতরাং এইজাতীয় কাব্যের 'ধ্বনি' এইরূপ ব্যপদেশ সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। অপরপক্ষে ব্যভিচারিভাব বা অলংকার-প্রতীতির দ্বারা যেখানে ব্যবধান রচিত হয় সেইস্থলে 'রত্যাদিভাব' এবং 'অলংকার্য্য' অর্থের নিয়মতই ভান করিয়া থাকে বলিয়া সহৃদয়ের প্রতীতি রসাস্বাদেই পর্য্যবসিত হয়। এইজাতীয় স্থলে ব্যভিচারিভাব বা অলংকাররূপ 'ব্যবধান' সহৃদয়ের প্রতীতির বিঘ্ন উৎপাদন করে না। প্রত্যুত তাহা সহৃদয়প্রতীতিকে কাব্যের পার্য্যন্তিক লক্ষ্য রসানুভূতিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সেতুর ন্যায় সহায়কতাচরণ করিয়া থাকে। অতএব ব্যভিচারিভাব বা অলংকারকৃত ব্যবধান চরম সাধ্য রসপ্রতীতির প্রতিবন্ধক না হওয়ায়—এইরূপস্থলে কাব্যের ধ্বনিব্যপদেশ যুক্তিযুক্ত। অতএব ধ্বনিলক্ষণে যদি ব্যঞ্জক অর্থের দ্বারা সামান্যতঃ 'ব্যঙ্গ্য' অর্থেরও গ্রহণ ধ্বনিবাদিগণের অভিপ্রেত হয়, তবে অন্তরালবর্ত্তী বস্তুমাত্ররূপ 'ব্যঙ্গ্য' অর্থের ব্যঞ্জকত্বস্থলেও ধ্বনিলক্ষণ প্রসক্ত হইবে—কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে ধ্বনিব্যপদেশ যে সমর্থনযোগ্য নয়, তাহা পূর্ববর্ণিত প্রকারে মহিমভট্ট উপপাদন করিয়াছেন। ফলে, ধ্বনিলক্ষণে আশঙ্কিত 'অতিব্যাপ্তি' দোষের নিরাকরণ এইভাবেও সম্ভবপর হইল না।

ভাবস্য লোকবদাশ্রয়াশ্রয়িভাবেনোপপত্তেরিতি।'—তদন্যে ন মন্যন্তে—'তথা হ্যত্র ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যদোষগুণালঙ্কারাণাং শব্দার্থগতত্বেন ব্যবস্থিতেরন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বেন নিয়মনাদ্ ইতি।" —সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিচ্ছেদ। ইহার সহিত কাব্যপ্রকাশের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয়টি তুলনীয়: "কুতঃ পুনরেষ নিয়মো যদেষাং তুল্যেঽপি কাব্যশোভাহেতুত্বে কশ্চিদলংকারঃ শব্দস্য, কশ্চিদর্থস্য, কশ্চিচ্চোভয়স্য, ইতি চেৎ—উক্তমত্র যথা কাব্যে দোষগুণালঙ্কারাণাং শব্দার্থোভয়গতত্বেন ব্যবস্থায়ামন্বয়ব্যতিরেকাবেব প্রভবতঃ, নিমিত্তান্তরস্যাভাবাৎ। ততশ্চ যোঽলঙ্কারো যদীয়ৌ ভাবাভাবাবনুবিধত্তে স তদলঙ্কারো ব্যবস্থাপ্যত ইতি। এবঞ্চ যথা পুনরুক্তবদাভাসঃ পরম্পরিতরূপকং চোভয়োর্ভাবাভাবানুবিধায়িতয়োভয়ালঙ্কারৌ তথা 'হি'-শব্দহেতুকার্থান্তরন্যাসপ্রভৃতয়োঽপি দ্রষ্টব্যাঃ। অর্থস্য তু তত্র বৈচিত্র্যমুৎকটতয়া প্রতিভাসত ইতি তে বাচ্যালঙ্কৃতিমধ্যে বস্তুস্থিতিমনপেক্ষ্যৈব লক্ষিতাঃ। 'যোঽলঙ্কারো যদাশ্রিতঃ স তদলঙ্কার'-ইত্যপি কল্পনায়ামন্বয়ব্যতিরেকাববশ্যমাশ্রয়িতব্যৌ, তদাশ্রয়ণমন্তরেণ বিশিষ্টস্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবস্যাভাবাৎ—ইত্যলঙ্কারাণাং যথোক্তনিমিত্ত এব পরস্পরব্যতিরেকো জ্যায়ান্।…"—কাব্যপ্রকাশ, ১০ম উল্লাস।

§ ৭০।। "यद्यर्थ इति वाच्योऽर्थोऽभिमतो व्याप्तिरेव सा ।
येनैवंवादिनीत्यादावर्थस्यार्थान्तराद् गतिः ।।२१।।
अथोभौ तह्यतिव्याप्तिर्द्वित्रवस्तुव्यवायिनि ।
प्रहेलिकादिरूपेऽपि काव्ये ध्वन्यात्मता यतः ।। २२।।"
—इति संग्रहश्लोकौ ।।

অনুবাদ

"যদি (ধ্বনিলক্ষণে) 'অর্থঃ' এই শব্দের দ্বারা 'বাচ্য অর্থ' অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাতে 'অব্যাপ্তি'-ই (হইবে)। যেহেতু 'এবংবাদিনি—' ইত্যাদি স্থলে (অন্তরালবর্ত্তী) অর্থান্তর হইতে (সাধ্য) অর্থের অবগতি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি ('অর্থ' শব্দের দ্বারা 'বাচ্য' ও 'তদনুমিত' বা 'ব্যঙ্গ্য') উভয়বিধ অর্থই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'অতিব্যাপ্তি' (হইবে), যেহেতু দুইটি বা তিনটি বস্তু (-মাত্ররূপ অর্থের দ্বারা) ব্যবহিত প্রহেলিকাদিরূপ কাব্যেও ধ্বন্যাত্মতা (প্রসক্ত হইবে) ॥"

—এই দুইটি সংগ্রহশ্লোক ॥

বিবৃতি

পূর্ববর্ত্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে 'ধ্বনিলক্ষণে' 'অর্থ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কিরূপ, তাহা লইয়া মহিমভট্ট অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন। 'অর্থ' শব্দের দ্বারা যদি কেবলমাত্র 'বাচ্য' অর্থই অভিপ্রেত হয়, তবে ধ্বনিলক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হইবে। অপরপক্ষে, যদি ব্যঙ্গ্য বা ব্যাচ্যানুমিত অর্থও অর্থশব্দের দ্বারা সংগৃহীত হয়, তবে লক্ষণটিতে 'অতিব্যাপ্তি' দোষের প্রসক্তি হইবে—ইহা মহিমভট্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত অর্থই সংক্ষেপে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোকাকারে বিবৃত হইয়াছে।

§ ৭১।। केवलमत्रैवार्थस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः। स हि प्रतीयमानार्थैकविषयो युक्तः, तस्यैव काव्यजीवितभूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेष्टत्वात्। यत् स एवाह— 'काव्यस्यात्मा ध्वनि'रिति, 'काव्यस्यात्मा स एवार्थ'-इति, 'प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषित'-इति च। तेन 'यः काव्यस्य व्यवस्थित'-इति तत्रोचितः पाठः ।।

[इति 'व्यक्तिविवेके' प्रथमविमर्शे
ध्वनिलक्षणाक्षेपे
।। प्रथमो भागः ।।]

অনুবাদ

কেবল এই কারিকাটিতেই (বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে) উভয়াত্মক অর্থের সামান্যতঃ 'কাব্যাত্মা'-রূপে যে ব্যপদেশ (করা হইয়াছে), তাহা অনুপপন্ন। তাহা একমাত্র প্রতীয়মান অর্থ বিষয়েই (হওয়া) যুক্তিসংগত ; যেহেতু কাব্যের জীবিতভূত সেই প্রতীয়মান অর্থেরই প্রাধান্যবশতঃ ধ্বনিত্ব ইষ্ট। যেহেতু তিনিই (অর্থাৎ ধ্বনিকারই) বলিয়াছেন "কাব্যের আত্মা ধ্বনি" ; "সেই অর্থই কাব্যের আত্মা" ; এবং "প্রতীয়মান অর্থ একেবারেই অন্য প্রকার ভূষণ, যেমন রমণীগণের লজ্জা।" অতএব সেইস্থলে (অর্থাৎ "অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ"--এই কারিকাটিতে) "যঃ কাব্যস্য ব্যবস্থিতঃ" - এইরূপ পাঠই সমুচিত ॥

বিবৃতি

ধ্বনিলক্ষণে অর্থশব্দের দ্বারা বাচ্য অর্থটি অভিপ্রেত হউক অথবা সামান্যতঃ বাচ্য বা বাচ্যানুমিত—এই উভয়বিধ অর্থই অভিপ্রেত হউক,—উভয়থাই দোষপ্রসক্তি ঘটিবে, ইহা মহিমভট্ট যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে পূর্বে 'অর্থঃ সহৃদয়-শ্লাঘ্যঃ—' যে ধ্বনিকারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যেভাবে পদবিন্যাস করা হইয়াছে, তাহা ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী—ইহাই মহিমভট্ট প্রদর্শন করিতেছেন। ধ্বনিকারের মতে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থই 'ধ্বনি বা 'কাব্যের আত্মা'-রূপে খ্যাপিত হইয়াছে। বাচ্য অর্থ সেই ধ্বনিরূপ অর্থের প্রতীতির উপায়স্বরূপ ; বাচ্য অর্থকে কখনও প্রতীয়মান অর্থের ন্যায় কাব্যের আত্মা রূপে নির্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু 'অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মা যো ব্যবস্থিতঃ। বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥'—এই পূর্বোদ্ধৃত ধ্বনিকারিকাটি হইতে এইরূপ মনে হয় যে, সহৃদয়শ্লাঘ্য অর্থই কাব্যাত্মা রূপে ব্যবস্থিত এবং তাহারই বাচ্য এবং প্রতীয়মানরূপে দুইপ্রকার ভেদ স্বীকৃত। ফলে প্রতীয়মান অর্থটি যেমন কাব্যাত্মা, সেইরূপ বাচ্য অর্থও তুল্যভাবে 'সহৃদয়-শ্লাঘ্য' এবং 'কাব্যাত্মা'—এইরূপ বাচ্যার্থবোধই স্বভাবতঃ পাঠকের চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তের সর্বথা বিরোধী। 'প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা'—ইহাই ধ্বনিকারের 'অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ—' এই উদ্ধৃত কারিকাটিতে বিবক্ষিত। কেননা, ধ্বন্যালোকের প্রথম কারিকাতেই তিনি 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি—' এইভাবে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্য অর্থকেই কাব্যের জীবিত বা আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে 'কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ—' (ধ্বন্যালোক, ১৫) এই কারিকাটিতেও পূর্বনির্দিষ্ট প্রতীয়মান অর্থকেই পরামর্শ করা হইয়াছে এবং তাহাকেই কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে। সেইরূপ "মুখ্যা মহাকবিগিরামলংকৃতিভৃতামপি। প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লজ্জেব যোষিতাম্ ॥"—(ধ্বন্যালোক ৩.৩৭)[১] এই কারিকাটিতেও প্রতীয়মানার্থস্পর্শকৃতই

১। মহিমভট্ট উক্ত ধ্বনিকারিকাটির উত্তরার্দ্ধের "প্রতীয়মানা ত্বন্যৈব ভূষা লজ্জেব

কাব্যের পরম সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়া থাকে, ইহা সুস্পষ্টভাবেই ধ্বনিকার নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বাপর সংগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্য :—' এই ধ্বনিকারিকাটির কিঞ্চিৎ পাঠবিপর্য্যাস অবশ্য কর্তব্য, যাহাতে প্রতীয়মান অর্থেরই কাব্যাত্মত্ব, যাহা ধ্বনিবাদি-গণের মূল সিদ্ধান্ত—তাহার কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। সেইজন্য মহিমভট্ট প্রস্তাব করিতেছেন যে 'অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মা যো ব্যবস্থিতঃ।...' এইরূপ পাঠের পরিবর্তে 'অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যো যঃ কাব্যস্য ব্যবস্থিতঃ' এইরূপ পাঠই সমীচীন, কেননা ইহার দ্বারাই ধ্বনিকারের মূল সিদ্ধান্তটি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে কারিকাটির অর্থ দাঁড়ায়: 'কাব্যের যে সহৃদয়শ্লাঘ্য অর্থ, তাহার বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে দুই প্রকার ভেদ সম্ভব।' ফলে বাচ্য ও প্রতীয়মান সামান্যতঃ অর্থেরই ভেদ, কাব্যাত্মার ভেদ নহে। সুতরাং বাচ্য অর্থ সহৃদয়শ্লাঘ্য হইলেও প্রতীয়মান অর্থের ন্যায় তাহার কাব্যাত্মত্ব খ্যাপিত হইল না। এবং ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থই যে কাব্যের আত্মা, তাহা সর্বথা অক্ষুণ্ণই রহিল ॥

যোষিতঃ"—এইরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এই পাঠের সহিত "প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্···' এই প্রসিদ্ধ ধ্বনিকারিকাটির অর্থ ও শব্দবিন্যাসের দিক্ দিয়া সাজাত্য লক্ষণীয়। 'মুখ্যা মহাকবিগিরাম্—' এই কারিকাটির ব্যাখ্যায় অভিনব-গুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন: "মুখ্যা ভূষেতি। অলঙ্কৃতিভৃতামপি শব্দাদ্যলঙ্কারশূন্যানামপীত্যর্থঃ। প্রতীয়মানকৃতা ছায়া শোভা। সা চ লজ্জাসদৃশী গোপনাসারসৌন্দর্যপ্রাণত্বাৎ। অলঙ্কার-ধারিণীনামপি নায়িকানাং লজ্জা মুখ্যং ভূষণম্। প্রতীয়মানা চ্ছায়া অন্তর্মদনোদ্ভেদজহৃদয়-সৌন্দর্য্যরূপা যয়া। লজ্জা হ্যন্তরুদ্ভিন্নমন্মথবিকারজুগোপয়িষারূপা মদনবিজৃম্ভৈব। বীতরাগাণাং যতীনাং কৌপীনাপসারণেঽপি ত্রপাকলঙ্কাদর্শনাৎ। তথা হি কস্যাপি কবেঃ—'কুরঙ্গী-বাঙ্গানি—' ইত্যাদিশ্লোকঃ। তথা প্রতীয়মানস্য প্রিয়তমাভিলাষানুনাথনমানপ্রভৃতেঃ ছায়া কান্তিঃ যয়া। শৃঙ্গাররসতরঙ্গিণী হি লজ্জাবরুদ্ধা নির্ভরতয়া তাংস্তান্ বিলাসান্ নেত্রগাত্র-বিকারপরম্পরারূপান্ প্রসূত ইতি গোপনাসারসৌন্দর্য্যলজ্জাবিজৃম্ভিতমেতদিতি ভাবঃ।"—লোচন, পৃ. ৪৭৫-৭৬।

[ইতি 'ব্যক্তিবিবেকে' প্রথম বিমর্শে
ধ্বনিলক্ষণাক্ষেপে
॥ প্রথম ভাগ ॥]